হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

মেরি

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

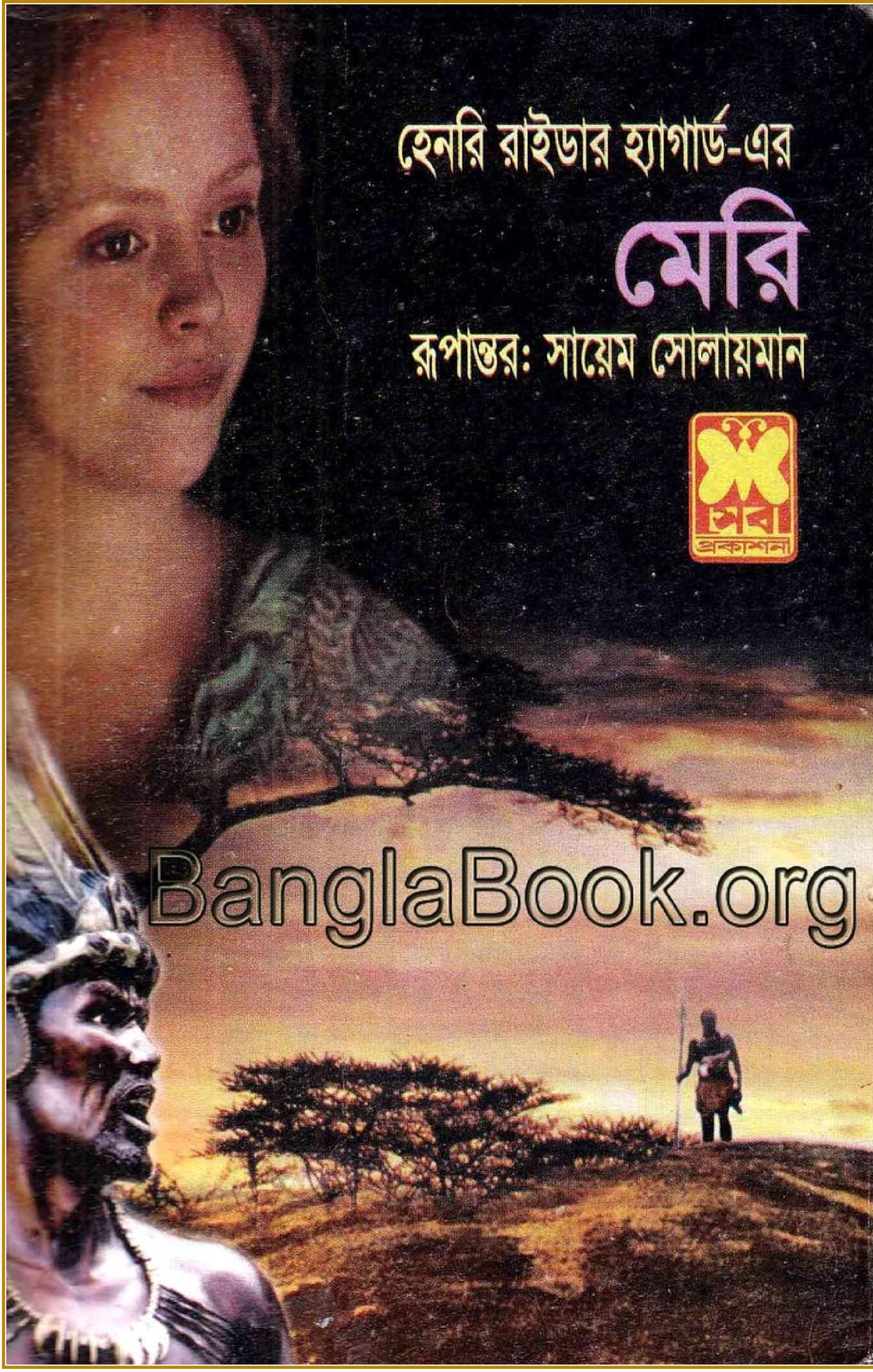

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেরি

মূলঃ হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান

প্রিয় পাঠক, কিংবদন্তির নায়ক অ্যালান কোয়াটারমেইনের স্মৃতিকথায় আপনাকে আরও একবার স্বাগতম। তিনি এবার শোনাচ্ছেন তাঁর কৈশোরের গল্প, প্রথম প্রেমের কাহিনি—'রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে হাজার তারার ভিড়ে আজও ওকে খুঁজি আমি। তখন ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি একটা ছায়াকে—মেরি ম্যারাইস, আমি ছাড়া যে-ছায়ার কথা ভুলে গেছে সবাই।' কে এই মেরি? কী তার কাহিনি? ওর কথা বলতে এত বছর পর কেন মুখ খুলেছেন অ্যালান কোয়াটারমেইন?
এই উপন্যাসে আছে কেপকলোনির সংঘাতময় ইতিহাসের কথা। ইংরেজ, বোয়া আর আফ্রিকান আদিবাসীদের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মাঝে জন্ম-নেয়া নিখাদ ও পবিত্র এক প্রেমের বর্ণনা দিচ্ছে এই উপন্যাস। আত্মত্যাগ যদি হয় ভালোবাসার অন্যতম প্রতিশব্দ তা হলে স্যর হ্যাগার্ডের এ-উপন্যাস সেই শব্দের সার্থক প্রতিরূপ। অ্যাডভেঞ্চার আর অ্যাকশনে ভরপুর এই প্রেমকাহিনিটি সত্যিই সংগ্রহে রাখার মতো।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঐতিহাসিক সত্য

প্রথমেই বলে রাখি, মেরির কাহিনি নিয়ে তিনটি ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা করেন স্যর হ্যাগার্ড—১৯১২ সালে "মেরি", ১৯১৩ সালে "চাইল্ড অভ স্টর্ম" এবং ১৯১৭ সালে "ফিনিশ্ড়্"। এগুলোর মধ্যে "চাইল্ড অভ স্টর্ম" অনুবাদ করেছেন সুলেখক কাজী মায়মুর হোসেন। সেবা'র পাঠকরা ভবিষ্যতে "ফিনিশ্ড়্"-এর রূপান্তরও হাতে পাবেন আশা করি।

চলে যাই মূল কথায়। এই কাহিনির পটভূমি আনুমানিক ১৮৩৫ থেকে ১৮৪০ সালের কেপকলোনি এবং সংলগ্ন কিছু বোয়া প্রজাতন্ত্র আর আদিবাসী রাজ্য। কাজেই কেপকলোনির কথাই বলি প্রথমে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকদের মধ্যে সবার আগে বসতি স্থাপন করে ডাচ ব্যবসায়ীরা। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক কম্যাণ্ডার জ্যান ভ্যান রিবেক কর্তৃক কেপটাউনের যাত্রা শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে মূলত কেপকলোনির ইতিহাসও শুরু হয়। নেদারল্যাণ্ড আর ইস্ট-ইণ্ডিজ বা বাটাভিয়ার মধ্যে চলাচলকারী বাণিজ্য-জাহাজগুলোতে রসদ সরবরাহ করার জন্য এখানে বসতি গড়ে তোলে ডাচরা। ১৭৯৫ সালে ফরাসিরা নেদারল্যাণ্ডের সাতটা প্রদেশ দখল করে নেয়। এদিকে ইংরেজরা, অবস্থানগত এবং কৌশলগত দিক দিয়ে কেপকলোনির গুরুত্ব কী তা আগে থেকেই জানত। ওরা তখন দুর্বল ডাচদেরকে মুইযেনবার্গের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কেপকলোনি করায়ত্ত করে। পরে ১৮০৩ সালে জায়গাটার দখল বুঝিয়ে দেয় ডাচদেরকে। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় ১৮০৬ সালে ব্লাউয়েনবার্গের যুদ্ধে

www.BanglaBook.org

ডাচদেরকে আবারও হারিয়ে কেপকলোনিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে ১৮০৬ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ কলোনি স্থাপন করে ওরা। এরপর থেকে শুরু করে ১৯১০ সালে "ইউনিয়ন অভ সাউথ আফ্রিকা" গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইংরেজদের দখলেই ছিল এই কলোনি। ১৯১০ সালে জায়গাটার নাম হয়ে যায় কেপ অভ গুড হোপ প্রভিন্স বা কেপ প্রভিন্স।

কেপকলোনিতে ইংরেজদের শাসন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল বোয়াদের (আফ্রিকায় বসবাসকারী ডাচ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি) কাছে। ইতিহাসবেত্তারা এই অসন্তোষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন, কেপকলোনির পূর্ব সীমান্তে আদিবাসীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই সংঘর্ষ হতো বোয়াদের; অথচ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তা দেখেও না দেখার ভান করত। ইংরেজি বাচনরীতি এবং নিয়ন্ত্রিত দাস-আইনের বিরুদ্ধে ছিল বোয়ারা। "দাসত্ব বিলোপ আইন ১৮৩৩"-এর ফলে ওদের অনেকেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেখা যায় একজন দাসকে কিনতে যা খরচ হয়েছিল, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে মুক্ত করে দিয়ে সরকারের কাছ থেকে ওই অর্থের চারভাগের একভাগও পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া চাষাবাদের জন্যও উর্বর জমির দরকার হয়ে পড়েছিল বোয়াদের, আবার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলাতেও হিমশিম খাচ্ছিল ওরা। তাই ১৮২৭ সালের শেষদিকে সিদ্ধান্ত নেয়, কেপকলোনি ছাড়বে। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত চলা ওদের এই অভিযান ইতিহাসে "গ্রেট ট্রেক" হিসেবে পরিচিত। কমবেশি বারো হাজারের মতো যেসব বোয়া অংশ নিয়েছিল এই অভিযানে তাদেরকে বলা হয় "ভুরট্রেকার"।

গ্রেট ট্রেকের ফলে বোয়ারা নেটালিয়া রিপাবলিক, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট রিপাবলিক এবং ট্রান্সভালের মতো কিছু বোয়া প্রজাতন্ত্র

www.BanglaBook.org

গঠন করতে পেরেছিল। কিন্তু ইংরেজদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কাছে বেশিরভাগ প্রজাতন্ত্রেরই পতন হয়। ওরা কেপকলোনি ছেড়ে চলে আসার আগে ১৮৩৭ সালের ২২ জানুয়ারি ওদের প্রজ্ঞাপন লিখেন বোয়া নেতা এবং কেপকলোনির সীমান্তবর্তী কৃষকদের মুখপাত্র পিটার মরিয রেটিফ (নভেম্বর ১২, ১৭৮০ থেকে ফেব্রুয়ারি ৬, ১৮৩৮)।

১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুটো ওয়্যাগনে করে যাত্রা শুরু করেন রেটিফ এবং পরে আরও ত্রিশটা ওয়্যাগনের একটা কাফেলার সঙ্গে যোগ দেন। অরেঞ্জ নদী পার হয়ে স্বাধীন একটা এলাকায় উপস্থিত হন তাঁরা। এখানে তিনি "গভর্নর অভ দ্য ইউনাইটেড ল্যাগার্স" নির্বাচিত হন। ওই বছরের নভেম্বরে যুলু রাজা ডিনগান কাসেনয্যানগাখোনা'র (ডিনগান নামে যিনি বেশি পরিচিত) সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় তাঁর।

১৮২৮ সালে সৎ ভাই এবং তৎকালীন যুলু রাজা শাকাকে, আরেক ভাই উমহ্লানগানা এবং শাকার পরামর্শদাতা মোপার সহায়তায় খুন করে ক্ষমতায় আসেন ডিনগান। ১৮২৯ সালে এমাখোসেনি উপত্যকায়, সিংহ-পাহাড়ের পাদদেশে, উমফোলোযি নদীর দক্ষিণে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন এবং নাম দেন উমগুনগান্ধলোভু। পাঁচ বছর পর এর পরিসর অনেক বৃদ্ধি করেন। উমগুনগান্ধলোভু একটা যুলু বাক্যাংশ যার মানে "হাতির গোপন আবাসস্থল" অথবা "হাতির থাকার জায়গা"। এখানে হাতি বলতে যুলু রাজাকে বোঝানো হয়েছে।

উমগুনগান্ধলোভুর সদর-দরজার উল্টোদিকে, অর্থাৎ গ্রামের দক্ষিণদিকে নিজের থাকার জন্য কিছু কুঁড়েঘর তৈরি করান ডিনগান। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, যে কুঁড়েঘরে থাকতেন তিনি তা ছিল অনেক বড়—পঞ্চাশজন লোক অনায়াসে থাকতে পারবে।

www.BanglaBook.org

তাঁর উপপত্নী আর সেবিকার সংখ্যা ছিল পাঁচশ'র মতো।

১৮২৯ সালে মাটিওয়ানে নামের এক যুলু সর্দার আর তাঁর কিছু অনুচর ডিনগানের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁদেরকে তখন রাজার আদেশে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় উমগুনগান্ধলোভুর দক্ষিণে অবস্থিত একটা পাহাড়ের কাছে। সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর লাশগুলো ফেলে রাখা হয় শিয়াল-শকুনের জন্য। তারপর থেকে ওই পাহাড়ের নাম হয়ে যায় "কোয়ামাটিওয়ানে" বা "মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পাহাড়"।

ডিনগানের সঙ্গে পিটার রেটিফের দ্বিতীয় সাক্ষাৎটা মর্মান্তিক এক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসে। এ-সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা আছে, তবে প্রত্যক্ষদর্শী মিশনারি ফ্রান্সিস ওয়েনের লিখিত বিবরণটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। স্যর হ্যাগার্ড এই "মেরি" উপন্যাসে সম্ভবত ওই বিবরণটাই প্রায়-অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাই বক্তব্য সংক্ষেপ করার স্বার্থে ঘটনাটা এড়িয়ে গেলাম। কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে-ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জানানো হয়নি উপন্যাসে সেগুলো বরং জানানো যাক।

১৮৩৮ সালে ১৬ ডিসেম্বরে বল্লম, লাঠি আর পশুর-চামড়ার ঢালবাহী প্রায় বারো হাজার সৈন্যের যুলুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চারশ' সত্তর জন বোয়ার। যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার যুলু সৈন্য মারা পড়ে। নিহত যুলুদের রক্তে লাল হয়ে যায় যুদ্ধময়দান-সংলগ্ন নদীর পানি। সে-কারণে এই যুদ্ধ "ব্লাড রিভার ব্যাটল" নামে পরিচিত। ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর পিটার রেটিফ আর তাঁর সঙ্গীদের দেহাবশেষ উদ্ধার করে সমাহিত করে বোয়ারা। ডিনগানের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন রেটিফ তা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় রেটিফের পাশে থেকে। সেই চুক্তির একটা অনুলিপি আজও আছে। অ্যাংলো-বোয়া যুদ্ধের সময় মূল দলিলটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠানো হয়েছিল নেদারল্যাণ্ডে, সেটা হারিয়ে গেছে।

ব্লাড রিভার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর বোয়ারা "নেটালিয়া রিপাবলিক" গঠন করেছিল, কিন্তু ইংরেজরা ১৮৪৩ সালে প্রদেশটা দখল করে নেয়।

যা-হোক, রেটিফের সঙ্গে যে-অন্যায় করেছিলেন ডিনগান তার জন্য তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারত না বোয়ারা। ১৮৪০ সালের জানুয়ারিতে ডিনগানের সৎ ভাই ম্পাণ্ডেকে উস্কে দেয় ওরা। ওই সময়ে এক সেনাঅভিযানে বের হয়েছিলেন ডিনগান: সুযোগ পেয়ে তাঁকে হ্লাটিখুলু জঙ্গলের ভিতরে হত্যা করে কয়েকজন উচ্চপদস্থ যুলু কর্মকর্তা। টেম্বে এলিফ্যান্ট পার্কে তাঁর সমাধি আছে।

উইকিপিডিয়া অবলম্বনে

সায়েম সোলায়মান

২ জুলাই, ২০১১

BanglaBook.org

এক

এই বুড়ো বয়সে আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন, হাতে কলম নিয়েছি, তা-ও আবার জীবনের প্রথম প্রেম এবং তার সুন্দর অথচ করুণ পরিণতির উপাখ্যান লেখার জন্য—শুনলে হয়তো আশ্চর্যই হবেন আপনারা। কিন্তু মাঝেমধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে—স্মৃতির সাগরে ঝড় তোলে অতীত, দানবীয় ফেনিল স্রোতের মতো মনের

www.BanglaBook.org

বন্দরে আছড়ে পড়ে দুঃখকষ্টগুলো, তখন আর চুপ করে থাকতে পারি না। মনে হয় সব কথা বলতে পারলেই শান্তি পাবো।

যে-মেয়েটা প্রথমবারের মতো প্রেমের ফুল ফুটিয়েছিল আমার মনে সে আজ কোথায়? হয়তো স্বর্গে। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে হাজার তারার ভিড়ে আজও ওকে খুঁজি আমি। তখন আমার ক্লান্ত চোখে ধরা দেয় এমন একটা দরজা যার মধ্য দিয়ে আমাকেও যেতে হবে একদিন। ওই দরজার গোবরাটে ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি একটা ছায়াকে—মেরি ম্যারাইস, আমি ছাড়া যে-ছায়ার কথা ভুলে গেছে সবাই।

এসব আমার অলীক কল্পনা, সন্দেহ নেই। তবুও সেই ইতিহাস যথাযথভাবে লেখার চেষ্টা করবো আমি। জানি আমাকেও যেদিন ভুলে যাবে সবাই তার আগে কেউ পড়বে না আমার এই কাহিনি। তারপরও নিজের তাগিদেই লিখতে হবে আমাকে। মনে পড়ে, স্টেলার সঙ্গে যে-ক'দিনের প্রেমপূর্ণ বৈবাহিক জীবন ছিল আমার, মেরির কথা বার বার বলত সে। এমনকী মৃত্যুর আগেও বলে গেছে, যেখানে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে মেরিকে। নিখাদ আর চিরঞ্জীব সেই প্রেমের দেশে দু'জনে মিলে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

মেরিকে হারিয়েছি, স্টেলাও যেদিন চলে গেল সেদিন থেকে জীবনের আর কোনো মানে থাকল না আমার কাছে। তারপর অনেক সুন্দরী নারী চোখে পড়েছে, কিন্তু কারও দিকে প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইনি, কোনোদিন মিষ্টি কথা বলিনি। তবে সততার খাতিরে বলে রাখি, মামিনা নামের এক ছোটোখাটো যুলু যাদুকরী একবার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল আমার। এই কাজে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল সে। কিন্তু শুধু মাথাটাই ঘুরে গিয়েছিল আমার, হৃদয়ঘটিত কিছু হয়নি। ওর সেই গল্পও আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখেছি। তবে এখানে না, অন্য কোথাও।

আমার কৈশোর কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের ক্রাডক নামের শহরে, আমার বাবার সঙ্গে। তিনি ছিলেন সেখানকার একটা গির্জার যাজক।

ক্রাডক তখন সত্যিকার অর্থে বুনো একটা এলাকা। সাদা মানুষ বলতে গেলে নেই। আমাদের আশপাশে হাতেগোনা কয়েকজন প্রতিবেশী, যাদের একজন হেনরি ম্যারাইস—এক বোয়া কৃষক। আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে পনেরো মাইল দূরে থাকতেন তিনি। চমৎকার একটা ফার্ম ছিল তাঁর, নাম ম্যারাইসফন্টেইন।

১৫৯৮ সালে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ হেনরি এক অধ্যাদেশ জারি করেন যার ফলে হিউগোনৌ নামের ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্টরা আংশিক ধর্মীয় স্বাধীনতা পায়। কিন্তু ১৬৮৫ সালে রাজা চতুর্দশ লুই সে-অধ্যাদেশ বাতিল করেন। তারপর তাঁর নিষ্ঠুরতার কবল থেকে বাঁচার জন্য হিউগোনৌদের অনেকেই দেশ থেকে পালাতে শুরু করে। এই যে হেনরি ম্যারাইসের কথা বললাম, তাঁর এক পূর্বপুরুষ, যাঁর নামও ছিল হেনরি ম্যারাইস, ওই সময়ে পালিয়ে চলে আসেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তার পর থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকীয় ডাচ অর্থাৎ বোয়া হিসেবেই পরিচিতি পেতে শুরু করে তাঁর বংশধররা।

যা-হোক, আফ্রিকায় বসতি গড়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বাপ-দাদার চালচলন রীতিনীতি ভোলেনি এই ম্যারাইস পরিবার। নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে। আমাদের সেই প্রতিবেশী হেনরি ম্যারাইস খুবই ধার্মিক—প্রতিদিন সকালে বাইবেল পড়েন। তাঁর স্ত্রী মেরি ল্যাবুসচ্যান মারা গেছেন অনেকদিন হলো। তাঁদের একমাত্র সন্তান মেরি ম্যারাইস।

www.BanglaBook.org

পরিচয় পর্ব শেষ, এবার মূল কাহিনিতে চলে যাই। হেনরি ম্যারাইসের কিছু গরু হারিয়ে গেছে, সেগুলো খুঁজতে খুঁজতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছেন তিনি একদিন। দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছি আমি। পাতলা-শুকনো রোগাটে একটা মানুষ। গালভর্তি দাড়ি। কালো দুই চোখে কেমন বুনো দৃষ্টি। চঞ্চল, বিচলিত ভাবভঙ্গি। বাবার সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন বাবা, খেয়ে যেতে বললেন। রাজি হলেন হিয়ার (মিস্টার) ম্যারাইস।

খেয়াল করলাম, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছেন তাঁরা। ভাষাটা ভালোই জানেন বাবা, যদিও অনেকদিন ওই ভাষায় কথা বলার সুযোগ পাননি কারও সঙ্গে। হিয়ার ম্যারাইস আবার ইংরেজি ভালো পারেন না, যতটুকু পারেন তাতে বলতেও স্বস্তি বোধ করেন না।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর খানিকটা সময় চুপ করে থেকে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন ম্যারাইস। বাবার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার এই খাড়া নাকের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা খাটো ছেলেটাকে যদি ফ্রেঞ্চ শেখাতে চাই তা হলে কোনো আপত্তি আছে?'

'না,' হেসে জবাব দিলেন বাবা, 'আপত্তি কীসের? আমি বরং খুশিই হবো। তবে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার।'

ব্যস, আমার ফ্রেঞ্চ শেখার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। প্রতি সপ্তাহে ম্যারাইসফন্টেইনে যেতে হবে আমাকে, থাকতে হবে দু'দিন। মাঝখানের রাতটা কাটাতে হবে সেখানেই। নিজের মেয়ে মেরিকে ফ্রেঞ্চ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় পড়ানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখেছেন ম্যারাইস, তাঁর কাছেই পড়তে হবে। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়াশোনার খরচ বাবদ নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে রাজি হলেন বাবা। সবাই জানে হিয়ার ম্যারাইস মিতব্যয়ী, মেয়েকে পড়ানোর খরচের কিছুটা "অন্য উপায়ে" যোগাড় করতে পেরে তাই খুশি হলেন তিনি।

শুরু হলো ম্যারাইসফন্টেইনে আমার নিয়মিত যাতায়াত। সঙ্গে বন্দুক রাখার অনুমতি দেয়া হলো আমাকে, আর সেটা ভালোই ব্যবহার করতে পারি আমি। তাই পনেরো মাইল যেতে খারাপ লাগে না। পথ চলতে চলতে দেখা পাই ছোট-বড় অনেক বাস্টার্ড পাখির। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে একটা-দুটো হরিণ। কখনও কখনও শিকার করে সেগুলো উপহার হিসেবে নিয়ে যাই হিয়ার ম্যারাইসের ফার্মহাউসে। কখনও আবার নিয়ে আসি আমাদের বাড়িতে ডিনার হিসেবে। আমার সঙ্গী, বলা ভালো দেহরক্ষী হিসেবে থাকে হ্যান্স নামের এক হটেনটট ভৃত্য।

ম্যারাইসফন্টেনের বাইরে একটা জামবাগান আছে। মনে পড়ে, যেদিন প্রথমবার গেলাম সেখানে, পথ চিনি না বলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি ওই বাগানের মধ্য দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে। গোলাপি ফুল ফুটে আছে জামগাছে। দেখতে চমৎকার লাগছে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন লম্বা আর হালকাপাতলা একটা মেয়ে এসে হাজির হলো আমার সামনে। পরনে গোলাপি ফ্রক। জামফুলের সঙ্গে হুবহু মানিয়ে গেছে। ওর কালো খোলা-চুল বাঁধন ছাড়িয়ে নেমে গেছে পিঠে। ডাচরা যে-রকম থুতনি পর্যন্ত ফিতা-দিয়ে-বাঁধা "ক্যাপি" পরে সে-রকম একটা সান-বনেটের নিচে বড় বড় চোখে লাজুক দৃষ্টি মেয়েটার।

রাশ টেনে ঘোড়া থামালাম আমি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মেয়েটার দিকে। লজ্জা লাগছে, কিন্তু চোখ সরাতেও পারছি না। কী বলা যায় তা-ও ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে

www.BanglaBook.org

মেয়েটা, তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার আমার দিকে তাকাল সে, বোধহয় আমার মতোই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তারপর সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে কোমল আর মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি সেই ছোট্ট অ্যালান কোয়াটারমেইন, আমার সঙ্গে যার ফ্রেঞ্চ শেখার কথা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ছোট্ট বলছ কেন? আমি তোমার চেয়েও লম্বা।' বলাই বাহুল্য আমি তেমন একটা লম্বা নই, আর ব্যাপারটা সবসময়ই পীড়া দেয় আমাকে।

'না, আমার মনে হয় না আমার চেয়ে লম্বা তুমি,' বলল মেয়েটা। 'নামো ঘোড়া থেকে। এই দেয়ালের কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়াও। মাপ দিয়ে দেখি আসলে কে বেশি লম্বা।'

নামলাম ঘোড়া থেকে। আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো মেয়েটা, হিলওয়ালা বুট পরিনি আমি। ওর কাছে ফ্রেমবিহীন একটা রাইটিং-স্লেট ছিল, সেটা নিল হাতে। বেলেপাথর দিয়ে বানানো দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার চাঁদি ঘেঁষে স্লেটটা ঠেসে ধরল সে, চোখাশিষের একটা পেন্সিল দিয়ে গভীর করে দাগ দিল দেয়ালে।

'হয়েছে,' বলল সে, 'এবার তোমার পালা। এসো, আমার মাপ নাও।'

মাপলাম। আশ্চর্য! আমার চেয়ে আধ ইঞ্চি লম্বা সে।

'পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি,' নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে বললাম আমি।

'দেখো অ্যালান,' জবাব দিল মেয়েটা, 'আমি যদি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম তা হলে তা হতো প্রতারণা করা। এখানে নতুন এসেছ তুমি, আস্তে আস্তে অনেক কিছুই জানতে পারবে আমার ব্যাপারে; তবে একটা কথা এখনই বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখছি। আমার মেজাজটা চড়া, কিন্তু মিথ্যা কথা বলি না কখনও। আর প্রতারণা করি না কারও সঙ্গে।'

লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম মেয়েটার দিকে। দেখে স্বভাবসুলভ রাশভারী ভঙ্গিতে বলল সে, 'তোমার চেয়ে আমাকে লম্বা বানিয়েছেন ঈশ্বর—এজন্য এত রাগ তোমার? আমি কিন্তু বয়সেও তোমার চেয়ে এক মাসের বড়, বাবা বলেছেন। এসো, এই দাগ দুটোর পাশে আমাদের নাম লিখে রাখি। বছর দু'-এক পর লম্বায় আমাকে যখন ছাড়িয়ে যাবে তুমি তখন এই দাগ দেখে মনে পড়বে আজকের কথা।' বলতে বলতে নিজের দাগের পাশে যথাসম্ভব গভীর করে লিখল, "মেরি"।

আমিও আমার দাগের পাশে লিখলাম, "অ্যালান"।

বলে রাখি, উচ্চতায় আমি কখনোই ছাড়িয়ে যেতে পারিনি মেরিকে। সে সবসময়ই আমার চেয়ে আধ ইঞ্চি লম্বা ছিল। আর মনের দিক দিয়ে ছিল অনেক, অনেক বড়।

উচ্চতা মাপা শেষ হলে ঘুরল মেরি, পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে ওদের বাড়িতে। তিনটা পাখি শিকার করে স্যাডলে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছি, পাখিগুলোকে প্রথমবারের মতো দেখল, অথবা দেখার ভান করল। তাকাল হটেনটট হ্যান্সের দিকে, ওর ঘোড়ার পিঠে বাঁধা আছে একটা শিকার-করা ছোট হরিণ। বলল, 'এগুলো তুমি শিকার করেছ, অ্যালান কোয়াটারমেইন?'

'হ্যাঁ,' গর্বভরে জবাব দিলাম। 'এবং চারটা প্রাণীকে মারতে রাইফেলের ট্রিগার চারবারের বেশি টানতে হয়নি আমার। আরও বড় কথা, পাখিগুলো উড়ছিল। ...মিস মেরি, আমার চেয়ে লম্বা তুমি, কিন্তু আমার মনে হয় না আমার চেয়ে ভালো নিশানা করা তোমার পক্ষে সম্ভব।'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সে। 'রাইফেল বেশ ভালোই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালাতে পারি আমি, বাবা শিখিয়েছেন। কিন্তু এ-কথাও বলে দিয়েছেন, ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রাণী হত্যা করা নিষ্ঠুর কাজ। ...একদিন বড় শিকারী হতে পারবে তুমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন! তোমার নিশানা খুব ভালো।'

প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলাম। বললাম, 'শিকার করতে ভালো লাগে আমার। তোমার কাছে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি বলবো আমাদের চারপাশে বন্য প্রাণীর সংখ্যা এতই বেশি যে, একটা-দুটো মারলে কিছু যায়-আসে না। ...এগুলো নিতে পারো তুমি। তোমার আর তোমার বাবার কথা ভেবেই মেরেছি এগুলোকে।'

'এসো তা হলে। ওগুলো দিয়ো তাঁকে। খুশি হবেন তিনি।' বেলেপাথরের দেয়াল দিয়ে বানানো বাড়ির সীমানাপ্রাচীর-ঘেঁষা সদর-দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল সে। আমিও গেলাম ওর পিছু পিছু।

ভিতরে বেশ প্রশস্ত একটা উঠান। ফার্মের আউটবিল্ডিংগুলো এখানেই অবস্থিত। রাতের বেলায় ঘোড়া আর গরুবাছুরগুলোকে রাখা হয় এখানে। মূল বাড়িটা লম্বা, একতলা। দেয়াল পাথরে-বানানো, চুনকাম-করা। সামনে চত্বরাকৃতির প্রশস্ত বারান্দা।

মিমোসা এবং আরও কিছু গাছ লাগানো হয়েছে বারান্দার বাইরে, দেখতে পার্কের মতো মনে হচ্ছে। দু'জন লোক বসে আছেন সেখানে। কফি খাচ্ছেন, যদিও সকাল দশটা বাজেনি এখনও!

এঁদের একজন, মিস্টার ম্যারাইস, ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। বোয়ারা সাধারণত যে-রকম উদাসী বা বদমেজাজী হয় তিনি মোটেও সে-রকম না। বরং একজন খাঁটি ফ্রেঞ্চম্যানের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়, যদিও তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউই অন্তত একশ' পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ফ্রান্সে পা দেননি। তবে এসব আমি জানতে পেরেছিলাম আরও পরে। যে-সময়ের গল্প বলছি তখন ফ্রেঞ্চম্যানদের ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না।

তাঁর সঙ্গে যিনি বসে আছেন তিনিও ফ্রেঞ্চ, নাম লেব্র্যাঙ্ক। তবে দেখতে একেবারেই অন্যরকম। বেঁটে, মোটাসোটা। মাথাটা বড়, তার প্রায় পুরোটাতেই টাক পড়ে গেছে, পিছনদিকে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে লেপ্টে আছে কিছু কোঁকড়া, লৌহধূসর চুল। সেগুলো আবার লম্বা হয়ে ঘাড় ছাড়িয়ে নেমে এসেছে কাঁধের উপর। আলুথালু ভিক্ষুদের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁর চোখ দুটো নীল, ছলছল। চেহারায় কাহিল ভাব। দুই গাল পাণ্ডুর, ভরাট আর থলথলে।

একজন কৌতূহলী কিশোর হিসেবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি তাঁকে, এমন সময় খেয়াল করলাম, মিস্টার ম্যারাইস উঠে দাঁড়ানোমাত্র সুযোগ নিলেন তিনি—কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন কালো একটা বোতল, নিজের কফিকাপটা পূর্ণ করলেন পীচ ব্র্যাণ্ডি দিয়ে।

এই মদখোর লোকটাই আমাদের শিক্ষক। পরে জানতে পারি তিনি উচ্চশিক্ষিত, যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। এত দূরের এক বোয়া ফার্মে ফ্রেঞ্চ শেখানোর মতো সামান্য দায়িত্ব নিয়েছেন কারণ কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে থাকাকালীন সময়ে মদের নেশায় গুরুতর কোনো অপরাধ করে ফেলেছেন। অপরাধটা কী জানতে পারিনি আমি, জানার চেষ্টাও করিনি কখনও। তিনি তখন মামলার ভয়ে পালিয়ে চলে আসেন উত্তমাশা অন্তরীপে, সেখান থেকে আফ্রিকায়। একটা কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্ব পান। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কলেজের এক লেকচাররুমে বদ্ধ

www.BanglaBook.org

মাতাল অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। ব্যস, তৎক্ষণাৎ তাঁর চাকরি শেষ। বাধ্য হয়ে আরেক শহরে পাড়ি জমান মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক। কিন্তু সেখানেও একই কাণ্ড ঘটান, এবং বলাই বাহুল্য চাকরি হারান।

শেষপর্যন্ত তিনি হাজির হয়েছেন এই ম্যারাইসফন্টেইনে। তাঁর মদ খাওয়ার অভ্যাসের কথা জানা থাকার পরও, সম্ভবত বুদ্ধিবৃত্তিক সাহচর্য পাওয়ার আশায় তাঁকে বর্তমান চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছেন মিস্টার ম্যারাইস। তা ছাড়া মনের দিক দিয়ে আরও কিছু বিষয়ে মিল আছে দু'জনের। যেমন ইংল্যাণ্ড দেশটা এবং ইংরেজ জাতিটার প্রতি তীব্র বিরাগ পোষণ করেন দু'জনই। মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক আবার ওয়াটারলু যুদ্ধে লড়েছিলেন দেশের পক্ষে। সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ও ছিল তাঁর।

'আহ্ মেরি,' মেয়েকে দেখে বলে উঠলেন মিস্টার ম্যারাইস, ডাচ ভাষায় কথা বলছেন, 'শেষপর্যন্ত ছোকরাকে খুঁজে পেয়েছ তা হলে,' ইঙ্গিতে দেখালেন আমাকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'তোমার উচিত আমার মেয়েকে ধন্যবাদ দেয়া—তুমি আসবে বলে মেয়েটা টানা দু'ঘণ্টা রোদের মধ্যে বসে ছিল। আমি অবশ্য ওকে বলেছিলাম দশটার আগে আসবে না তুমি। তোমার বাবাও বলেছিলেন নাস্তা না-খেয়ে তোমার রওনা করার সম্ভাবনা নেই। তুমি আর মেরি প্রায় সমবয়সী, এই বয়সে হয় এ-রকম—একজনের জন্য আরেকজনের একরকম টান চলে আসে। তবে মনে রেখো, জাতি হিসেবে তোমরা কিন্তু আলাদা।'

'বাবা,' ক্যাপের ছায়ায় চেহারা ঢেকে আছে তারপরও দেখতে পাচ্ছি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মেরি, 'রোদের মধ্যে না, একটা পীচ গাছের ছায়ায় বসে ছিলাম আসলে। আর শুধু বসে ছিলাম বললে ভুল হবে, মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক আমাকে যে-অঙ্কগুলো করতে

www.BanglaBook.org

দিয়েছিলেন সেগুলো করছিলাম। দেখো,' হাতে-ধরা শ্লেটটা দেখাল সে।

সত্যিই, বেশ কিছু সংখ্যা দেখা যাচ্ছে সেটাতে। কিন্তু কেমন যেন লেপ্টে গেছে সংখ্যাগুলো। উচ্চতা মাপার জন্য শ্লেটটা ব্যবহার করেছিলাম, তখন আমার চুল অথবা মেরির ক্যাপের সঙ্গে লেগে ও-রকম হয়েছে সম্ভবত।

এমন সময় হঠাৎ করেই কথা বলে উঠলেন মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক, বলাই বাহুল্য ফ্রেঞ্চ ভাষায়। ভাষাটা ভালোমতো জানি না আমি, তবে কিছু কিছু বুঝতে পারি—টুকটাক শিখেছি বাবার কাছ থেকে। মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক যা বললেন তারমানে বুঝতে তেমন অসুবিধা হলো না। তিনি বললেন, 'পাপ করেছি, এখন সেই পাপের শাস্তি পেতে হবে আমাকে—একটা বেঁটে ইংরেজ শুয়োরকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। দেখুন হিয়ার ম্যারাইস, ভদ্রতা দেখানোর জন্য ছোকরা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেলেছে! শুয়োরের পিঠে যে-রকম খাড়া খাড়া লোম থাকে ওর চুলগুলোও সে-রকম খাড়া হয়ে আছে। দেখুন একবার!'

আর সহ্য করা যায় না। বাকি দু'জন কিছু বলার আগেই অত্যধিক রাগে আমার মুখের লাগাম সরে গেল, ডাচ ভাষায় বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই সেই ছেলে, মাইনহেয়া (মিস্টার)। কিন্তু যদি পড়াতে চান আমাকে তা হলে আশা করি ইংরেজ শুয়োর বলে আর গালি দেবেন না।'

'ছোকরা বলে কী!' মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্কের কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ। 'যদি আবারও গালি দিই, সত্যি কথাটা উচ্চারণ করার মতো সাহস যদি আবারও দেখাই তা হলে কী করবে?'

'তা হলে আমার মনে হয়,' দেখতে না-পেলেও টের পাচ্ছি রাগে লাল হয়ে গেছে আমার চেহারা, 'এই হরিণটার যে-অবস্থা

www.BanglaBook.org

হয়েছে আপনারও একই অবস্থা হবে।' ইঙ্গিতে দেখালাম হ্যান্সের স্যাডলে-বাঁধা জন্তুটাকে। 'মানে আপনাকে গুলি করবো আমি।'

'ছোকরার তো দেখি তেজ আছে!' আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক।

এই ঘটনার পর আর কোনোদিন আমার সামনে আমার দেশকে অপমান করেননি তিনি।

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য মিস্টার ম্যারাইস তখন বলে উঠলেন, 'লেব্ল্যাঙ্ক, আমার তো মনে হয় এই ছেলেটা না, তুমিই আসলে একটা শুয়োর—এই সাতসকালে মদ গিলতে শুরু করে দিয়েছ। দেখো, ইতোমধ্যেই অর্ধেক খালি করে দিয়েছ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা। এই যদি অবস্থা হয় তা হলে তোমার কাছ থেকে কী শিখবে এরা? নিজেকে সামলাও। উল্টোপাল্টা কোনো কথা বললে তোমাকে সোজা বের করে দেবো। না-খেয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে তখন। আর অ্যালান কোয়াটারমেইন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ইংরেজদেরকে পছন্দ করি না আমি, তারপরও তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছি, তুমি বুঝতে পারবে না ভেবে এই মাতালটা যা বলেছে সেসব মনে রাখবে না আশা করি,' হ্যাট খুলে হাতে নিলেন তিনি, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাউ করলেন আমার উদ্দেশ্যে।

লেব্ল্যাঙ্কের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, টলমল পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। পরে জানতে পারি, গিয়ে পানিভর্তি এক চৌবাচ্চায় মাথাটা ডুবিয়ে দেন তিনি। তারপর এক পাইন্ট কাঁচা দুধ খান। এটা নাকি তাঁর জন্য মদের অ্যান্টিডোট। যেদিন বেশি পরিমাণে গিলে ফেলেন সেদিন কাঁচা দুধ খেয়ে নিলে প্রায় ঠিক হয়ে যান। সত্যিই, আধঘণ্টা পর যখন ফিরে এসেছিলেন তিনি, পড়াতে শুরু করেছিলেন আমাদেরকে, তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু যথেষ্ট শান্ত আর নম্রভদ্র মনে হচ্ছিল তাঁকে।

যা-হোক, "অ্যান্টিডোট" খাওয়ার জন্য গেছেন মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক, আমার রাগ ততক্ষণে প্রশমিত হয়েছে। মিস্টার ম্যারাইসকে দেয়ার জন্য একটা চিঠি দিয়েছেন বাবা, সেটা এবং আমার শিকার-করা হরিণ আর পাখিগুলো দিলাম তাঁকে। দেখে মনে হলো শিকারের চেয়ে চিঠি পেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন তিনি। আমার স্যাডলব্যাগগুলো নিয়ে যাওয়া হলো আমার ঘরে—লেব্ল্যাঙ্কের পাশেরটাতে। আমাদের ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে গেল হ্যান্স।

যে-ঘরে পড়ানো হবে আমাদেরকে সে-ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন মিস্টার ম্যারাইস। এ-ধরনের ঘরকে আফ্রিকায় বলে "সিটক্যামার", মানে বসার ঘর। মনে পড়ে, আর দশটা বোয়া বাড়ির বসার ঘরের মতো ছিল না ঘরটা। বরং এতটাই অন্যরকম যে, এটা নিয়ে মিস্টার ম্যারাইস গর্ব করতে পারেন। মেঝে বানানো হয়েছে "ডাগা", মানে উইঢিবির মাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে; তাতে ঢালা হয়েছে হাজারখানেক পীচপাথরের টুকরো। জুতার আঘাত ঠেকাতে কৌশলটা আদিম কিন্তু কার্যকরী, আবার দেখতেও খারাপ লাগে না। ঘরের একদিকে একটা জানালা, বারান্দাটার দিকে খোলে। বাইরে ঝকঝকে রোদ, তাই পর্যাপ্ত আলো আসছে। জানালাটা মনে হয় দিনের বেশিরভাগ সময় খোলাই থাকে। শুকনো নলখাগড়ার-কাণ্ড দিয়ে ছাওয়া হয়েছে ঘরের পলেস্তারা-বিহীন ছাদ। একদিকের নলখাগড়ার সঙ্গে ঝুলছে লাল লেজবিশিষ্ট একজোড়া সোয়ালো পাখির বাসা। ঘরের এককোনায় বেশ বড় একটা বুককেস, তাতে ফরাসি সাহিত্যের উপর অনেকগুলো বই। বুঝতে অসুবিধা হয় না সেগুলোর বেশিরভাগই লেব্ল্যাঙ্কের। ঘরের ঠিক মাঝখানে ইয়েলোউড দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বানানো অমসৃণ কিন্তু বেশ মজবুত একটা টেবিল, যা এককালে কোনো কসাইয়ের ব্লক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একদিকের দেয়ালে ঝুলছে সম্রাট নেপোলিয়নের একটা ছবি—কোনো এক যুদ্ধের ময়দানে সাদা একটা ঘোড়ার পিঠে বিজয়ীর বেশে বসে আছেন তিনি, হাতের ফিল্ডমার্শালের ব্যাটনটা তুলে ধরে আদেশ দিচ্ছেন অধীনস্থদের. তাঁর ঘোড়ার পায়ের কাছে পড়ে আছে অনেক আহত-নিহত লোক।

বলতে গেলে আত্মমগ্ন হয়ে গেছি, তাই বুককেসটার পিছন থেকে যখন হঠাৎ করেই কারও ফোঁপানোর আওয়াজ ভেসে এল তখন চমকে না-উঠে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম আলমারিটার দিকে। দেখি সেটার পাশে দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরি, কাঁদছে।

'মেরি ম্যারাইস,' ডাকলাম নরম গলায়, 'কাঁদছ কেন?'

ঘুরল মেরি, লম্বা কালো চুল সরাল চেহারার উপর থেকে। বলল, 'অ্যালান কোয়াটারমেইন, ওই মাতাল ফরাসিটা যে-অপমান করেছেন তোমাকে আর আমাদেরকে, তা ভেবে কাঁদছি।'

'অপমান করেছে তো কী হয়েছে?' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছি মেরিকে, 'আমাকে শুয়োর বলেছে সে, কিন্তু আমিও তো দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আসলে শুধু তোমাকে শুয়োর বলেননি তিনি, বরং পুরো ইংরেজ জাতিটাকেই ওই গালি দিয়েছেন। ওদেরকে ঘৃণা করেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ কথা, এ-ব্যাপারে বাবাও তাঁর মতো—দেখতে পারেন না ইংরেজদেরকে। আমি নিশ্চিত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি আমরা, বড় রকমের ঝামেলা।'

'তা-ই যদি হয় তা হলে আমাদের কারও কি কিছু করার আছে?'

www.BanglaBook.org

'জানি না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মেরি, 'এ-ব্যাপারটা নিয়ে এখন আর কথা না বলি আমরা। মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক আসছেন।'

দুই

সন্দেহ নেই লেব্ল্যাঙ্ক একজন পণ্ডিত লোক, কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তিনি গোঁড়া। তাঁর কাছে ফ্রেঞ্চ এবং অন্যান্য বিষয় শিখতে গিয়ে যে-দিনগুলো অতিবাহিত করেছি সেগুলোর বর্ণনা দিতে চাই না, দেয়ার দরকারও নেই। শুধু বলে রাখি, মদের নেশায় যখন আচ্ছন্ন থাকেন না লেব্ল্যাঙ্ক তখন চমৎকার একজন শিক্ষক তিনি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা টের পেলে আশ্চর্যই হতে হয়। যা পড়াচ্ছেন তার বাইরে অনেক কিছু জানেন, অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেসব বলেন আমাদেরকে। আমরাও আগ্রহ নিয়ে শুনি, কিছু না কিছু জানতে পারি। আবার, একটু বেশি গিলে ফেললেই উত্তেজিত হয়ে উঠেন তিনি। নিজেকে মুক্তমনের অধিকারী দাবি করে বিশেষত রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেন। কিন্তু খেয়াল করে দেখেছি, ম্যারাইনের সামনে এসব কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন না। তাঁর ব্যাপারে একরকম শিশুসুলভ ভক্তি কাজ করে আমাদের মধ্যে, তাই প্রথাবিরোধী যেসব কথা তিনি বলেন সেগুলো গোপন রাখি আমি আর মেরি দু'জনই। মাসে গড়ে দু'-একবার পুরো মাতাল হয়ে যান তিনি, তখন কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর তলিয়ে যান গভীর ঘুমে,

www.BanglaBook.org

আর আমরা দু'জন পড়া বাদ দিয়ে যা খুশি করি।

মোটের উপর সবকিছু বেশ ভালোই চলছে। প্রথম সাক্ষাতের সেই ঘটনাটার পর আমার সঙ্গে আর কোনো দুর্ব্যবহার করেননি লেব্ল্যাঙ্ক। মেরিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন তিনি, যেমনটা করে মিস্টার ম্যারাইস থেকে শুরু করে ফার্মের সবচেয়ে অধম চাকরটা পর্যন্ত এই জায়গার সবাই। বলাই বাহুল্য, এরা সবাই মিলে যতটা পছন্দ করে মেয়েটাকে, আমি করি তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। সোজাকথায়, আমি ভালোবাসি ওকে।

আমার এই ভালোবাসা, প্রকৃতপক্ষে, একজন কিশোর তার সমবয়সী সঙ্গীর প্রতি যে-রকম টান অনুভব করে অনেকটা সে-রকম। প্রত্যেক সপ্তাহের অর্ধেকটা সময় ওর সঙ্গে বলতে গেলে একাকী কাটাই আমি। যেহেতু মেরির মধ্যে কপটতা বলে কিছু নেই তাই আমার প্রতি ওর টানটাও টের পাই স্পষ্ট। সেই টান কখনও বোনের মতো, কখনও মায়ের মতো, আবার কখনও শুধুই প্রেমিকার মতো; কারণ নিখাদ ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও মেরি কখনও ভুলতে পারে না সে আমার চেয়ে আধ ইঞ্চি লম্বা, অথবা বয়সে দু'-এক মাসের বড়।

কিশোরী বা মেয়ে বললে যতটা না মানায় ওকে, পারিপার্শ্বিকতা বা চরিত্রের বিচারে পূর্ণতা-অপূর্ণতা দিয়ে গড়া একজন নারী বললে তারচেয়ে বেশি মানায় সম্ভবত। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার বছরখানেক আগে, লম্বা অসুখে ভুগে মারা গেছেন ওর মা; বাড়ি আর একমাত্র সন্তানকে সামলে রাখার দায়িত্ব বর্তেছে ওর বাবার উপর। মা-মরা মেয়েরা বোধহয় সবসময়ই একটু অন্যরকম হয়; মেরিও বুঝতে পেরেছে সে আর দশটা মেয়ের মতো না, বিমর্ষতার ধূসর রঙে তাই রঞ্জিত হয়ে গেছে ওর স্বভাব—ওর যা বয়স তারচেয়ে তারচেয়ে কয়েক বছর

www.BanglaBook.org

বড় বলে মনে হয় ওকে।

সময় যাচ্ছে। এককথায় যদি বলি, গোপনে গোপনে পূজা করি আমি মেরিকে। কিন্তু মুখ ফুটে কখনও কিছু বলিনি ওকে এ-ব্যাপারে। আর সে-ও আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে, এমন আচরণ করে যে, দেখলে অচেনা কেউ বলবে আমি ওর আদরের ছোট ভাই। আমাদের অভিভাবকেরা অথবা মাসিয়ে লেব্র্যাঙ্ক আমাদের এই অদ্ভুত সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই টের পাননি। এ-রকম একটা সম্পর্ক যে গড়ে উঠতে পারে আমাদের মধ্যে তা কল্পনাও করেননি সম্ভবত।

স্বপ্ন যতই সুখের হোক তা একসময়-না-একসময় ভেঙে যায়। প্রকৃতিতে চিরকাল বসন্ত থাকে না। আমাদের জীবনের দিনগুলো যতই একঘেয়ে মনে হোক হঠাৎ করেই ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মেরির সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে গেল। কীভাবে, বলছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপকলোনির ইতিহাস নিয়ে অল্পবিস্তর পড়াশোনা করেছেন যাঁরা তাঁরা জানেন, ১৮৩৫ সালে ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়েছিল এখানে, যা কাফ্রি যুদ্ধ নামে পরিচিত। মূলত অ্যালবানি আর সমারসেট জেলায় সংঘটিত হয় ওই যুদ্ধ, তাই আমরা যারা ক্র্যাডকে থাকতাম তাদের তেমন একটা দুর্গতি হয়নি। ধরেই নিয়েছিলাম যথেষ্ট নিরাপদে আছি আমরা, আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হয়তো হামলা হতোও না আমাদের উপর, কিন্তু বোকার মতো কাজ বাড়িয়ে বসলেন লেব্র্যাঙ্ক।

এক রোববারের কথা। সপ্তাহের এই দিনটাতে বাবার সঙ্গে বাসায় থাকি আমি। ওদিকে জ্ঞানদান করতে হবে না বলে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বের হয়েছেন মসিয়ে লেব্র্যাঙ্ক। পরে জানতে পারি, ম্যারাইসফন্টেইন থেকে মাইল পাঁচেক দূরের কোনো পাহাড়ের

www.BanglaBook.org

দিকে গিয়েছিলেন একাকী। একাধিকবার বলা হয়েছে তাঁকে, যুদ্ধের সময়ে এভাবে বনেজঙ্গলে একা ঘুরে বেড়ানোটা নিরাপদ না। কিন্তু আমাদের অতি-আত্মবিশ্বাসী আর অতি-পণ্ডিত অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তবজ্ঞানশূন্য গৃহশিক্ষকের ধারণা, ওই পাহাড়ি এলাকায় একটা সমৃদ্ধ তামার-খনি আবিষ্কার করেছেন তিনি। কেউ যেন ব্যাপারটা জেনে না-ফেলে সেজন্য চিন্তারও শেষ নেই তাঁর। তাই ভূতাত্ত্বিক কাজকর্মের জন্য রোববারের দিনটাকে বেছে নিয়েছেন—এদিন পড়াতে হয় না আমাদেরকে, আবার মিস্টার ম্যারাইসও ব্যস্ত থাকেন প্রার্থনা নিয়ে। আগেও বলেছি বোধহয়, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়িরকমের অশ্রদ্ধা আছে মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্কের। তাই প্রার্থনা ইত্যাদি এড়ানোর জন্য যুতসই অজুহাত পেয়েছেন তিনি—ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ এবং তথাকথিত তামার-খনির ধাতুশিরার অবস্থান নির্ণয় করা।

যা-হোক, ঘোড়া নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন লেব্ল্যাঙ্ক। বেশ কিছুক্ষণ কাজ করলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ছেড়ে দিলেন পোষা বুড়ো জন্তুটাকে। সঙ্গে করে আনা খাবার চালান করে দিলেন পেটে। বলা বাহুল্য, এক বোতল পীচ ব্র্যাণ্ডি ছিল তাঁর সঙ্গে; একচুমুক দু'চুমুক করে গিলতে গিলতে বোতলের প্রায় সবটুকু তরলকে ঠাঁই দিলেন নিজের পাকস্থলীতে। তারপর আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন স্বভাবসুলভ সুখনিদ্রায়।

তাঁর সেই ঘুম ভাঙল বিকেলের দিকে। ধড়মড় করে উঠে বসে প্রথমেই দেখলেন, উধাও হয়ে গেছে ঘোড়াটা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন (বলা ভালো ভুল বুঝতে পারলেন), কাফ্রিরা চুরি করে নিয়ে গেছে জন্তুটাকে। আসল কথা হচ্ছে, ঘাসের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে একটা ঢাল পার হয়ে আরেকদিকে চলে গেছে জন্তুটা। যা-হোক, কিছুক্ষণ এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করলেন

www.BanglaBook.org

লেব্ল্যাঙ্ক. খুঁজলেন ঘোড়াটাকে এবং ওই ঢালটা পার হওয়ার পর পেয়েও গেলেন। লাগাম ধরে আছে দুই কাফ্রি, দু'জনের হাতেই অ্যাসেগাই, মানে বল্লম। এই দু'জন আসলে খুঁজে পেয়েছে ঘোড়াটাকে। জানে জন্তুটা কার, বুঝতে পেরেছে ঘোড়া যখন আছে তখন ঘোড়ার মালিকও কাছাকাছি কোথাও আছে। তাই ওরা খুঁজছিল মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ককে। উদ্দেশ্য ঘোড়াটা ফিরিয়ে দেবে তাঁর কাছে। তিনি সেদিন ওই পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে দেখেছেও ওরা।

কিন্তু পীচ ব্র্যাণ্ডির নেশায় আচ্ছন্ন এবং উত্তেজিত লেব্ল্যাঙ্কের মনে এসব চিন্তা এল না।

হাতের দোনলা বন্দুকটা তুললেন তিনি. গুলি করলেন প্রথম কাফ্রিটাকে লক্ষ্য করে। যুবক লোকটা স্থানীয় কাফ্রি সর্দারের বড় ছেলে এবং উত্তরাধিকারী। দূরত্ব ছিল খুবই কম, তাই গুলি লাগামাত্র লুটিয়ে পড়ল কাফ্রি যুবক এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। ঘটনা দেখে, ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না ওর সঙ্গী, ছুট লাগাল বাঁচার তাগিদে। এই লোকটাকেও গুলি করলেন লেব্ল্যাঙ্ক। ঊরুর চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট, তেমন একটা আহত হলো না সে।

লোকটা দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে হাজির হলো গ্রামে। একটু আগে কী ঘটেছে তা জানতে বাকি থাকল না আশপাশের কয়েক মাইলের বেশ কিছু কাফ্রি গোত্রের। ওরা ধরেই নিল লেব্ল্যাঙ্কের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আসলে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই না।

ঘোড়া খুঁজছিলেন, পেয়েও গেছেন, তাই আর দেরি করলেন না ক্রোধান্ধ লেব্ল্যাঙ্ক, বাড়ির পথ ধরলেন। কিছুদূর আসার পর তাঁর রাগ কমল, পীচ ব্র্যাণ্ডির নেশাও কমল। তখন খানিকটা

www.BanglaBook.org

হলেও বুঝতে পারলেন কী ভয়াবহ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। সিদ্ধান্ত নিলেন এই ব্যাপারে কিছুই বলবেন না হেনরি ম্যারাইসকে। কারণ কাফ্রিদের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় যাওয়া তো পরের কথা, ওদেরকে ঘাঁটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ম্যারাইসের। ওদেরকে বরং যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেন তিনি।

বাসায় ফিরেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন মসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ক, শুয়ে পড়লেন বিছানায়। এদিকে পরদিন সকালে লেব্ল্যাঙ্ক ঘুম থেকে ওঠার আগে, ঝামেলা বা বিপদের কথা কল্পনাও না-করে, ত্রিশ মাইল দূরের এক ফার্মের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন মিস্টার ম্যারাইস। ওই ফার্ম থেকে কয়েকদিন আগে কিছু বাছুর কিনেছেন তিনি, এখনও পুরো টাকা দেয়া হয়নি মালিককে। লেব্ল্যাঙ্ক এবং স্থানীয় কিছু ভৃত্যের কথা বাদ দিয়ে বললে ম্যারাইসফন্টেইনে তখন মেরি একা ও অরক্ষিত।

এখন, সোমবার রাতে বিছানায় গিয়েছি: আমার আবার ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না, আর ঘুমও হয় গাঢ়। ভোর চারটার দিকে সম্ভবত, জেগে উঠলাম হঠাৎ করেই। কে যেন টোকা দিচ্ছে জানালার কাচে।

পিছলে নামলাম বিছানা থেকে। এত রাতে জানালায় টোকা, তারমানে বিপদ, তাই পিস্তলটা নিলাম হাতে। ঘরে কোনো আলো নেই, বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি জানালার দিকে। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে খুললাম জানালাটা। পাছে কোনো অ্যাসেগাইয়ের মরণাঘাত এসে লাগে এই আশঙ্কায় গোবরাটের উপর তুলছি না মাথা।

'কে?' কণ্ঠ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছি।

'বাস (প্রভু), আমি,' নিচু গলায় জবাব দিল আমাদের হটেনটট ভৃত্য হ্যান্স। 'খারাপ খবর আছে।'

www.BanglaBook.org

'জলদি বলো,' তাগাদা দিলাম, জানি বকবক করা হ্যান্সের স্বভাব।

'হয়তো জানেন আমাদের একটা লাল গাই হারিয়ে গেছে,' বলতে লাগল হ্যান্স, 'ওটাকে খুঁজছিলাম; ঘণ্টা দু'-এক আগে পেয়েছি। মালভূমিতে একটা গাছের নীচে আগুন জ্বেলে গাইটার পাশেই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার পরিচিত এক মহিলা তখন গিয়ে হাজির হয় সেখানে। ঘুম থেকে ডেকে তোলে আমাকে। ওকে জিজ্ঞেস করি, এত রাতে কী করছে। জবাবে সে বলে, আমাকে একটা খবর দেয়ার জন্য এসেছে। কী খবর জানতে চাই আমি। মহিলা বলে, কাফ্রিদের কয়েকটা গোত্র নাকি সর্দার কুয়াবির অধীনে জোট বেঁধেছে। ওদের কয়েকজন যুবক কয়েক ঘণ্টা আগে গিয়েছিল ওই মহিলা যে-খোঁয়াড়ে কাজ করে সেখানে, তখন দূত মারফত খবর পাঠিয়েছিল কুয়াবি, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছিল ওদেরকে। আজ ভোরে নাকি সব কাফ্রি মিলে হামলা করবে ম্যারাইসফন্টেইনে। খুন করবে সবাইকে, গরুবাছুর যা পায় সব ধরে নিয়ে যাবে।'

'ঈশ্বর!' দম আটকে আসছে আমার, 'কেন?'

'কারণ, বাস, আমার মনে হয় ম্যারাইসফন্টেইনের কেউ একজন, সম্ভবত বুড়ো শকুনটা (টাক মাথা আর বাঁকানো নাকের কারণে লেব্ল্যাঙ্ককে এই নামে ডাকে আদিবাসীরা) রোববার বিকেলে গুলি করে মেরেছে সর্দার কুয়াবির ছেলেকে। ছেলেটার দোষ, বিদেশি লোকটার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'ঈশ্বর!' আবারও বললাম আমি, 'গর্দভ বুড়োটা নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় ছিল। কাফ্রিরা কখন হামলা করবে বললে? ভোরে?' আকাশের তারার দিকে তাকালাম। 'তারমানে আর এক ঘণ্টা সময়ও নেই আমাদের হাতে। এদিকে মিস্টার ম্যারাইসও

www.BanglaBook.org

নেই বাড়িতে!'

'জী। আর মিসি (মিস) মেরি—একবার ভাবুন মাথাগরম কাফ্রিরা তাঁকে ধরতে পারলে কী করবে।'

'আমার ঘোড়ায় স্যাডল পরাও। তোমার বন্দুকটা নিয়ে এসো। দু'মিনিটের মধ্যে আসছি আমি। তাড়াতাড়ি করবে, তা না হলে তোমাকে খুন করবো।'

'যাচ্ছি,' বলে ভীত সাপের মতো ছুট লাগাল হ্যান্স।

তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরতে লাগলাম। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি একইসঙ্গে। শুনে ছুটে এলেন আমার বাবা আর আমাদের আদিবাসী ভৃত্যরা। কী ঘটেছে সংক্ষেপে বললাম ওদেরকে।

'খবর পাঠাও মিস্টার বোথার কাছে,' বললাম আমি, 'তাঁর ফার্মেই আছেন মিস্টার ম্যারাইস। এখানে আমাদের প্রতিবেশী যারা আছে তাদের কাছেও লোক পাঠাও। আমাদের অনুগত কাফ্রিদেরকে আসতে বলো। সবাই মিলে এখনই যাবো ম্যারাইসফন্টেইনে। ...না, বাবা, এখন কথা বোলো না আমার সঙ্গে। মানা কোরো না আমাকে। লাভ হবে না।' ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লাম, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী তোমরা? আমার কথা কানে যায়নি? যাও...দুটো বন্দুক নিয়ে এসো আমার জন্য। স্যাডলব্যাগে ঠেসে ভরবে বারুদের টিন আর বুলেট। ...যাও! যাও!'

মোমবাতি আর লণ্ঠন হাতে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল লোকগুলোর। দু'মিনিট পর গিয়ে হাজির হলাম আস্তাবলের কাছে। ততক্ষণে আমার ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে নিয়ে এসেছে হ্যান্স। গত দু'বছর ধরে পাই পাই করে টাকা জমিয়ে কিনেছি আমি ঘোড়াটা—এই অঞ্চলে এত নামডাক এটার। জিনের বেল্টটা ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখছি, এমন সময় কে যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যাডলব্যাগগুলো বেঁধে দিল। আরেকজন নিয়ে এল আমার রোন স্ট্যালিয়নটা। যে-ঘোড়ার পিঠে চড়তে যাচ্ছি সেটাকে মরার আগ পর্যন্ত অনুসরণ করবে রোনটা, জানি আমি। জিন পরানোর সময় নেই, তাই বানরের মতো পিছলে রোনটার পিঠে চড়ে বসল হ্যান্স—দুই বগলে চেপে ধরেছে দুটো বন্দুক। আমার কাছেও আছে একটা বন্দুক, আর আমার ডাবল ব্যারেলের পিস্তলটা।

'লোক মারফত খবর পাঠাও,' চিৎকার করে বললাম বাবাকে, 'আর যদি চাও আমি না-মরি তা হলে যে-ক'জন পারো সঙ্গে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

পনেরো মাইল যেতে হবে, তাই আর দেরি না-করে গুঁতো দিলাম ঘোড়ার পেটে। ভোর হতে বড়জোর পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি আছে।

'ঢাল বেয়ে উঠবার সময় আস্তে যাবো আমরা,' চেঁচিয়ে বললাম হ্যান্সকে, 'তারপর যত জোরে পারি ছোটাবো ঘোড়াগুলোকে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল হ্যান্স।

পাহাড়ি ঢালটা মাইল দুয়েক বিস্তৃত। যথেষ্ট তাড়াতাড়ি এগোচ্ছি, তারপরও মনে হচ্ছে দূরত্বটা বোধহয় শেষ হচ্ছে না। গত প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ধরে আস্তাবলে অলসভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়া দুটো, এখন এই প্রয়োজনের মুহূর্তে জড়তা ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না কে জানে! তবে আমার ভাগ্য একদিক দিয়ে ভালোই বলতে হবে—গত রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে পানি বা খাবার কিছুই খায়নি জন্তু দুটো। আর সওয়ারি হিসেবে আমি আর হ্যান্স দু'জনই হালকাপাতলা।

ঢাল বেয়ে উঠছি। ঘোড়ার গলা ধরে বলতে গেলে ঝুলে আছি আমি। শুনতে পাচ্ছি পিছন পিছন এগিয়ে আসছে হ্যান্সের

www.BanglaBook.org

ঘোড়াটা। একসময় ঢালের মাথায় হাজির হলাম আমরা, থামলাম কিছুক্ষণের জন্য। সামনে এখন এগারো মাইল বিস্তৃত সমতলভূমি। এরপর আবার পাহাড়ি ঢাল, তবে তা নেমে গেছে নীচের দিকে, ম্যারাইসফন্টেইন অভিমুখে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম হ্যান্সের দিকে, একইসঙ্গে লাগাম দিয়ে বাড়ি দিলাম ঘোড়ার ঘাড়ে। উঁচু গলায় বললাম, 'পারলে এসো আমার পিছু পিছু।'

পথ আগের মতো খারাপ না, তাই প্রচণ্ড গতিতে ছুট লাগাল আমার ঘোড়াটা। আমার কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রাতের বাতাস। পিছন পিছন সমান তালে ছুটে আসছে হ্যান্সের ঘোড়া। আমার এই মাদীঘোড়াটা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, এত জোরে ছুটলে আধঘণ্টার বেশি দম রাখতে পারবে না। তারপরও যদি না-থামি তা হলে হয় মুখ থুবড়ে পড়বে নয়তো মারা যাবে।

মেরির চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি, আকাশ-পাতাল দুর্ভাবনা পেয়ে বসেছে আমাকে। এত জোরে ছুটছে আমার ঘোড়া, তারপরও মনে হচ্ছে ঘোড়া না আসলে একটা কচ্ছপের পিঠে চড়ে বসেছি যেন; এই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সমতলভূমি অন্তত আজ রাতে পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। উধাও হয়ে গেছে হ্যান্সের ঘোড়া। আমার ঘোড়ার গতির কাছে হার মেনে অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এখন আমি একা। তারার আলোয় পথ চিনে, বলা ভালো পরিচিত একটা-দুটো বিশালাকৃতির পাথর অথবা কোনো জন্তুর কঙ্কাল দেখে এগিয়ে চলেছি ম্যারাইসফন্টেইনের দিকে। চলতি পথে হঠাৎ করেই একপাল স্প্রিংবকের দেখা পেয়ে গেলাম। পথের এপাড় থেকে ওপাড়ে যাচ্ছিল ওরা, আমি যদি সময়মতো লাগাম না টানতাম তা হলে হুড়মুড় করে ওগুলোর উপরই গিয়ে

www.BanglaBook.org

পড়ত আমার ঘোড়া। ভয় পেয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠল একটা স্প্রিংবক, আমার মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে চলে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

আরেকবার এক উইটিবিতে পা ঢুকে গেল ঘোড়াটার। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বড় কোনো ক্ষতি হলো না। স্যাডল থেকে পড়েই গিয়েছিলাম প্রায়, কীভাবে সামলে নিলাম নিজেও জানি না। হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোরকমে উঠে বসলাম আবার।

সমতলভূমির শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি, এমন সময় কমে এল আমার ঘোড়ার গতি। আসলে অনেক জোরে ছুটিয়েছি আমি জন্তুটাকে, আগের গতি ধরে রাখতে পারছে না। কমছে, আরও কমছে, এখন বলতে গেলে দুলকি চালে ছুটছে ওটা। পিছনে, অনেকটা হঠাৎ করেই, শুনতে পেলাম হ্যান্সের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। এগিয়ে আসছে ক্লান্তিহীন জন্তুটা। মালভূমির কিনারায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় অস্পষ্ট হ্রেষা শুনতে পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আরও কাছে চলে এসেছে ঘোড়াটা। হ্যান্সের সঙ্গে আমার দূরত্ব এখন বড়জোর পঞ্চাশ গজ।

উতরাই বেয়ে নামতে শুরু করলাম। আকাশের তারাগুলো বিদায় নিচ্ছে একে একে, পুবাকাশে একটু একটু করে ফুটে উঠছে ধূসর আলো। ওহ্! ভোরের আগে কি পৌঁছাতে পারবো ম্যারাইসফন্টেইনে? দাঁতে দাঁত চেপে তাকালাম আমার ঘোড়ার দিকে। চাবুকপেটা করলেও লাভ নেই আর, যে-গতিতে যাচ্ছে ওটা তারচেয়ে বেশি জোরে যাওয়া সম্ভব না। সে-চেষ্টা করতে গেলে সম্ভবত আর কোনোদিনই ছুটতে পারবে না বোবা জন্তুটা।

ম্যারাইসফন্টেনের বাইরে, চারদিকে বড় বড় গাছের জঙ্গল: দূর থেকে সেই জঙ্গল নজরে পড়ছে আমার। আগেরবার যেভাবে

www.BanglaBook.org

হঠাৎ করেই একপাল স্প্রিংবক পড়ে গিয়েছিল আমার ঘোড়ার সামনে, এবারও একইভাবে ঘোড়াটা গিয়ে চড়ে গেল একসারিতে-এগিয়ে-চলা একদল লোকের উপর। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল একটা লোক, তার বল্লমের ফলায় ঝিলিক দিয়ে উঠল ভোরের আলো। এসবের দিকে তাকানোর মতো অবসর নেই অবুঝ জন্তুটার, ম্যারাইসফন্টেন অভিমুখে অব্যাহত আছে ওটার ছুটে চলার গতি।

তারমানে মিথ্যা বলেনি হ্যান্স! কাফ্রিরা হাজির হয়ে গেছে আসলেই! নাকি, ভাবতে গিয়ে ধক করে উঠল আমার হৃদপিণ্ডটা, নতুন এক আতঙ্কে ছেয়ে গেল মন—ইতোমধ্যেই রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে খুনি লোকগুলো?

উৎকণ্ঠার দোলাচলে কাটল একটা মিনিট—নাকি কয়েকটা মুহূর্ত? আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল পরে অবশেষে হাজির হয়েছি ম্যারাইসফন্টেইনের পিছনের দরজায়। ফার্মটার আউটবিল্ডিংগুলো ঘিরে উঁচু দেয়াল আছে, সে-দেয়ালের একধারে বানানো হয়েছে দরজাটা। রাশ টেনে থামালাম ঘোড়াটাকে। সদর-দরজার দিকে না-গিয়ে ইচ্ছা করেই পিছন দিক দিয়ে এসেছি। কেন যেন মনে হচ্ছিল ওদিকে গেলে একটা-দুটো অ্যাসেগাই এসে লাগবেই আমার গায়ে, মেরির কোনো উপকার করার আগে পরপারে চলে যেতে হবে আমাকে। স্যাড্‌ল ছেড়ে নেমে এগিয়ে গেলাম দরজাটার দিকে।

মজবুত স্টিংকউড তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে দরজাটা। গঠনগত কারণেই হোক অথবা দুর্ঘটনাক্রমেই হোক, হুড়কো লাগানো হয়নি দরজায়। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলেছি সেটা, এমন সময় ঝড়ের বেগে হাজির হয়ে গেল হ্যান্স। হাস্যকর ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে ঝুলে আছে সে। ওর মাথা ঘোড়ার ঘাড়ের উপর

www.BanglaBook.org

এতটা নুয়ে পড়েছে যে, কেশর দিয়ে ঢেকে গেছে ওর চেহারা। আমার ঘোড়ার পাশে নিজের ঘোড়াটাকে থামাল সে, লাফিয়ে নামল। অস্পষ্ট আলোয় তখন দেখি, ওর ঘোড়ার নিতম্বে বিঁধে আছে একটা অ্যাসেগাই। প্রশ্ন করার সময় নেই, তাই কিছু না-বলে ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেলাম ভিতরে। আমার সঙ্গে এল হ্যান্স।

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই ভালোমতো আটকে দিলাম দরজাটা। বুলেটভর্তি স্যাডলব্যাগগুলো খুলে নিলাম স্যাডল থেকে। জরুরি কণ্ঠে বললাম হ্যান্সকে, 'আউটবিল্ডিং-এ গিয়ে ফার্মের ভৃত্যদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তোলো। সবকিছু জানাও। তারপর ওদেরকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে যোগ দাও। আদেশ অমান্য করা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো নমুনা যদি দেখা যায় কারও মধ্যে তা হলে লোকটাকে গুলি করে মারবে।' তারপর আর দেরি না-করে ছুট লাগালাম বাড়ির পিছনের দরজার দিকে। মনে পড়ে, দৌড় দেয়ার আগে হ্যান্সের ঘোড়ার নিতম্ব থেকে একটানে আলগা করেছিলাম বল্লমটা, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বাড়ির পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে থামলাম। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে কিল মারতে লাগলাম। এক মুহূর্ত পর, আমার মনে হচ্ছে এক যুগ পর, দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরি, 'কে?'

'আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন,' জবাব দিলাম। 'দরজা খোলো জলদি। তোমাদের সামনে ভীষণ বিপদ। কাফ্রিরা হামলা করতে আসছে এখানে।'

নাইটড্রেস পরিহিত অবস্থাতেই ছুটে এল মেরি দরজার দিকে, খুলে দিল দরজাটা। ভিতরে ঢুকলাম আমি।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—নিরাপদেই আছো তুমি!' বললাম

www.BanglaBook.org

কোনোরকমে। 'কাপড় পরে নাও। এই ফাঁকে লেব্ল্যাঙ্ককে ঘুম থেকে তুলছি আমি। না, দাঁড়াও, তুমিই বরং ডেকে তোলো তাঁকে। আমি এখানে হ্যান্স আর তোমাদের চাকরদের জন্য অপেক্ষা করি।'

কোনো কথা না-বলে ছুট লাগাল সে। প্রায় তখনই হাজির হলো হ্যান্স। ওর সঙ্গে আটজন ভীতচকিত লোক। দেখলে মনে হয় কী ঘটছে তা জানা তো পরের কথা, জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে তা-ই জানে না ওরা!

'আর কেউ নেই?' কিছুটা হতাশ হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নেড়ে উত্তরটা জানিয়ে দিল হ্যান্স।

'তা হলে দেরি না-করে দরজা-জানালা সব আটকিয়ে দাও ভালোমতো। তারপর বসার-ঘরে এসো। ওখানেই যাচ্ছি আমি। আগ্নেয়াস্ত্র যা আছে সব ওই ঘরে রাখেন মিস্টার ম্যারাইস।'

বসার ঘরে ঢুকেছি মাত্র, এমন সময় দরজায় উদয় হলেন লেব্ল্যাঙ্ক। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার। তাঁর পিছনে মেরি, হাতে মোমবাতি।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন লেব্ল্যাঙ্ক।

মেরির হাত থেকে মোমবাতিটা নিলাম আমি, একদিকের দেয়ালের কাছে মেঝের উপর বসিয়ে দিলাম। যার হাতে মোমবাতি থাকবে সে এই আধো অন্ধকারে কাফ্রিদের অ্যাসেগাই বা বুলেটের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে। বলে রাখি, ওই দিনগুলোতে কাফ্রিদের কাছে অল্প কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, যেগুলোর বেশিরভাগই সাদা চামড়ার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেয়া বা চুরি-করা।

হ্যান্স কী বলেছে জানি না, সবাই যখন উপস্থিত আছে তখন পুরো ঘটনা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললাম আরও একবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এসব কথা...কখন জেনেছ?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন লেব্ল্যাঙ্ক।

'আধ ঘণ্টা আগে,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম।

'আধ ঘণ্টা আগে! অসম্ভব! তুমি হয় স্বপ্ন দেখছ নয়তো গলা পর্যন্ত মদ গিলে এসেছ,' চিৎকার করে বললেন লেব্ল্যাঙ্ক।

'ঠিক আছে, মাসিয়ে, এসব নিয়ে পরেও তর্ক করা যাবে,' বললাম আমি, 'কাফ্রিরা এসে গেছে প্রায়, ওদেরকে পাশ কাটিয়েই এখানে এসেছি আমি আর হ্যান্স। এখন যদি বাঁচতে চান, মুখ বন্ধ করে কাজ শুরু করুন। মেরি, এখানে কতগুলো বন্দুক আছে?'

'চারটা,' জবাব দিল মেরি। 'লম্বা নলওয়ালা দুটো "রুয়া" বন্দুক, বাকি দুটো ছোট।'

হ্যান্সের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'এই লোকগুলোর মধ্যে ক'জন বন্দুক চালাতে জানে?'

'তিনজন বেশ ভালোই পারে। আরেকজন...হয়তো গুলি করতে পারবে কিন্তু নিশানায় বুলেট লাগবে কি না সন্দেহ আছে।'

'ভালো,' মন্তব্য করলাম আমি। 'তা হলে যারা চালাতে পারে তাদের হাতে বন্দুক তুলে দাও, লোড করতে বলো। বাকিরা অ্যাসেগাই নিয়ে চলে যাক পিছনের দরজায়। সর্দার কুয়াবির লোকেরা যদি ওই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে তা হলে ঠেকানোর চেষ্টা করবে।'

এই বাড়িতে ছ'টা জানালা আছে। প্রত্যেক বসার-ঘরের সঙ্গে একটা, প্রত্যেক বড় শয়নকক্ষে একটা। এই চারটা জানালা বারান্দার দিকে খোলে। এ ছাড়া বাড়ির দুই দিকে দুটো যাতে ছোট শয়নকক্ষগুলোতে আলোবাতাস চলাচল করতে পারে। সৌভাগ্যবশত বাড়ির পিছনদিকে কোনো জানালা নেই। বরং সামনের দরজা থেকে পিছনের দরজার দিকে পনেরো ফুটের কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশি লম্বা একটা প্যাসেজ আছে।

বন্দুকগুলো লোড করা হয়ে গেছে, এবার বন্দুকধারীদেরকে দায়িত্ব দেয়ার পালা। প্রথমেই ওদেরকে আলাদা করে ফেললাম। একেকটা জানালার কাছে অবস্থান নেবে একেকজন। উত্তরদিকের জানালার কাছে পজিশন নিলাম আমি, সঙ্গে দুটো বন্দুক। আমার সঙ্গে আছে মেরি। গুলি করতে করতে বুলেট ফুরিয়ে গেলে আমার বন্দুক রিলোড করে দেবে সে। এই বুনো এলাকার অন্যান্য অনেক মেয়ের মতোই কাজটা ভালো পারে সে। কারণ আত্মরক্ষার্থে হোক অথবা শিকার করার প্রয়োজনে হোক অনেককেই বন্দুক চালানো জানতে হয়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করছি আমরা, খেয়াল করলাম, আমাদের কাজে অংশ নেয়া তো পরের কথা, আমাদেরকে কোনোরকম সাহায্যই করছেন না লেব্র্যাঙ্ক। আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি। দেখে মনে হয় না ঘাবড়ে গেছেন। কারণ আমি জানি যথেষ্ট সাহসী তিনি—এতটাই যে, মাঝেমধ্যে পরিণাম বিবেচনা না-করে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেন। মনে হচ্ছে তাঁর এই বিরক্তি আসলে নিজের উপরই। মাতাল অবস্থায় যে-কাণ্ড করেছেন তার ফলে কী ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে আমাদের উপর তা বুঝতে পারছেন। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছেন, কাকে বুঝতে পারছি না। চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখি তাঁর হাতে অতি-প্রিয় পীচ-ব্র্যাণ্ডির বোতল—কোন্ ফাঁকে যেন বের করে এনেছেন কাবার্ড থেকে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার হাতে। হ্যান্স আর ম্যারাইসফন্টেইনের ভৃত্যদের সহায়তায় কিছু আবসাব নিয়ে জড়ো করলাম সামনের আর পিছনের দিকের

www.BanglaBook.org

দরজা দুটোর কাছে যাতে দরজা ভেঙে ফেললেও ভিতরে ঢুকতে সময় লাগে কাফ্রিদের।

টের পাচ্ছি আমার স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি দুটো বন্দুক নিয়ে। একটা দোনলা, আরেকটা একনলার রুয়া—সাধারণত বড় শিকার, যেমন হাতি বা মহিষ মারার জন্য ব্যবহৃত হয় এসব বন্দুক। আমার পাশেই উবু হয়ে বসে আছে মেরি। হাতে মুঠোভর্তি বুলেট। অপেক্ষা করছে কখন রিলোডিং-এর দরকার হবে। ওর খোলা লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর।

চারদিক নীরব। ফিসফিস করে আমাকে বলল মেরি, 'কেন এখানে এলে, অ্যালান? তোমাদের বাড়িতে যথেষ্ট নিরাপদেই তো ছিলে। হয়তো...হয়তো এই অসম লড়াইয়ে মারা পড়বে তুমি।'

'তোমাকে বাঁচাতে এসেছি,' সত্য কথাটা বলে ফেললাম সরাসরি।

'আমাকে বাঁচাতে? ওহ্! কিন্তু তোমার নিজের নিরাপত্তার কথাটাও কি ভাবা উচিত ছিল না?'

'নিজের নিরাপত্তা?' মুচকি হাসলাম আমি। 'নিজের বলে কি আর কিছু আছে আমার?'

'মানে?'

'আমার সবকিছু সেই কবেই তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, মেরি। তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে কী নিয়ে বেঁচে থাকবো, বলতে পারো?'

'বুঝলাম না কথাটা,' আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেরি। 'কী বলতে চাও আসলে?'

'বলতে চাই, বোকা মেয়ে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার অনুমান কথাটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছ তুমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওহ্! এবার বুঝতে পেরেছি,' হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসল সে, মুখটা উঁচু করল যাতে চুমু খেতে পারি ওকে। বলল, 'তোমার কথার জবাবে এ-ই হলো আমার উত্তর—সম্ভবত প্রথম এবং শেষবারের মতো। ধন্যবাদ, অ্যালান। কথাটা শুনে, এত বড় বিপদের মধ্যেও কী খুশি যে লাগছে বুঝিয়ে বলতে পারবো না...'

কথা শেষ করতে পারল না সে। ভোরের প্রথম আলোয় ঝিক্ করে উঠে একটা অ্যাসেগাই উড়ে এল আমাদের দিকে। খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে চলে গেল আমার আর মেরির মাথার উপর দিয়ে। শেষ হলো আমাদের প্রণয়পর্ব। নিরাপত্তার খাতিরে জানালার কাছ থেকে সরে গেলাম আমরা। মনোনিবেশ করলাম লড়াইয়ে।

আলো বাড়ছে। গোলাপি মুক্তোর মতো রঙ ধারণ করেছে পুবাকাশ। যে-অ্যাসেগাইটা উড়ে এসেছে আমাদের দিকে সেটা গিয়ে বিঁধেছে উল্টোদিকের দেয়ালের পলেস্তারায়, তারপর আর হামলা চালায়নি কাফ্রিরা। সম্ভবত অনিশ্চয়তায় ভুগছে। ওরা যখন এখানে আসছিল তখন আমার আর হ্যান্সের ঘোড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ওদের; হয়তো বুঝতে পারছে না ওদের আগে কতজন লোক হাজির হয়ে গেছে ম্যারাইসফন্টেইনে। অথবা হয়তো সূর্য উঠার অপেক্ষায় আছে। এখনকার এই আধো অন্ধকার কেটে গেলেই সর্বশক্তিতে হামলে পড়বে আমাদের উপর।

কিন্তু আমার দুটো ধারণাই ভুল প্রমাণিত হলো।

আসলে কুয়াশা কেটে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল ওরা। কুয়াশা তখনও লেপ্টে ছিল ম্যারাইসফন্টেইনের খোঁয়াড়ের চারপাশে, তাই গৃহপালিত জন্তুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। যা লুট করতে এসেছে সেগুলো ঠিকমতো হাতিয়ে নিতে চাচ্ছিল ওরা যাতে পরে কোনো সমস্যা না-হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোঁয়াড়ে মিস্টার ম্যারাইসের প্রায় একশ' পঞ্চাশটা গরু আর দু'হাজারের মতো ভেড়া আছে, ঘোড়াও আছে অনেকগুলো। হঠাৎ করেই যেন নরক গুলজার হয়ে গেল সেখানে। ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে গরুর হাম্বা হাম্বা, ঘোড়ার তীক্ষ্ণ হ্রেষা, আর ভেড়ার ব্যা-ব্যা, সেই সঙ্গে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ।

'আমাদের গরু-ভেড়া-ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা,' না-বলে পারল না মেরি, 'ওহ্! পথের ভিখিরিতে পরিণত হবে বাবা, মন ভেঙে যাবে তাঁর।'

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকালাম বাইরে।

পাতলা কুয়াশা এখনও ঝুলে আছে খোঁয়াড়ের ওদিকটায়। একদল লোককে দেখা যাচ্ছে সেখানে। ইতস্তত ছোটাছুটি করছে ওরা। কেমন যেন অবাস্তব আর ভৌতিক দেখাচ্ছে একেকজনকে। আসলে আক্রমণের জন্য জড়ো হচ্ছে—এটাই এদের রণকৌশল। দু'-এক মিনিটের মধ্যে একত্রিত হয়ে গেল সবাই, হামলা শুরু করল ম্যারাইসফন্টেইনের উপর।

ঢাল বেয়ে লম্বা এক সারিতে এগিয়ে আসছে ওরা। তবে সারিবদ্ধ থাকতে পারছে না। কেউ-না-কেউ পিছিয়ে পড়ছে বা এগিয়ে যাচ্ছে বার বার। সংখ্যায় কয়েকশ' হবে। কেউ কেউ শিস বাজাচ্ছে, কেউ আবার চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। হাতে-ধরা বল্লম নাচাচ্ছে থেকে থেকে। বাতাসে বার বার নুয়ে পড়ছে ওদের মাথায়-আটকানো রণপুচ্ছ। বড় বড় গোল গোল চোখে সুস্পষ্ট রক্তপিপাসা। দু'-তিনজনের হাতে বন্দুক। ছুটতে ছুটতেই গুলি করছে, কিন্তু বুলেটগুলো কোথায় যাচ্ছে জানি না। সম্ভবত বাড়ির উপর দিয়ে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পিছনের জঙ্গলে।

লেব্ল্যাঙ্ক আর আমাদের কাফ্রিদেরকে বললাম, আমি যতক্ষণ গুলি না-করি ততক্ষণ যেন ওরাও কিছু না-করে। জানি বন্দুক

www.BanglaBook.org

চালনায় আমার মতো দক্ষ না কেউই, আর আমরা সফল হবো না ব্যর্থ হবো তা অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের প্রথম দফা হামলার উপর। আলো দ্রুত বাড়ছে, এখন প্রায় সবকিছুই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হামলাকারীদের ক্যাপ্টেন কে তা পোশাক দেখেই বুঝতে পারছি আমি। লোকটার হাতে একটা রাইফেল। বাড়ির ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে সে। আমার রুয়াটা তুললাম কাঁধে। নিশানা করে টান দিলাম ট্রিগারে। ভারী বুলেটের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল লোকটা। এমনকী ওর পিছনের কাফ্রিও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে শুরু করলেন লেব্ল্যাঙ্ক। আমাদের কাফ্রিরাও ট্রিগার টানছে। ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখি, ডজনখানেক লোক পড়ে আছে। এই "অভ্যর্থনা" দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বাকিরা, থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে ওরা যদি একযোগে হামলা করত তা হলে আমার মনে হয় বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে তেমন অসুবিধা হতো না এতগুলো লোকের। সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়াবহ ক্ষমতা সম্পর্কে জানা ছিল না ওদের, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

যারা মাটিতে পড়ে আছে তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বিশ-পঁচিশজন কাফ্রি, ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে। আমার দ্বিতীয় বন্দুকটা নিলাম। জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোকে লক্ষ্য করে খালি করে দিলাম দুটো নলই। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওদের অনেকেই; আহত-নিহতদেরকে ফেলে রেখে ছুট লাগাল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। ওদেরকে পালাতে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল আমাদের ভৃত্যরা। ওদেরকে চুপ করার আদেশ দিচ্ছি, একইসঙ্গে দ্রুত হাতে রিলোড করে নিচ্ছি আমার

www.BanglaBook.org

বন্দুক দুটো। জানি শত্রুরা ফিরে আসবে শীঘ্রই।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিছুই হলো না। খোঁয়াড়ের আশপাশে আশ্রয় নিয়েছে কাফ্রিরা। ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে ওদের দূরত্বটা একশ' পঞ্চাশ গজের মতো। এই "যুদ্ধবিরতির" সুযোগ নিয়েছে মেরি। একদৌড়ে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য। দ্রুত হাতে সেগুলো বিলি করছে সবার মধ্যে। কল্পনাও করতে পারিনি নাস্তা খাওয়ার সুযোগ পাবো, তাই খুশিই হলাম।

সূর্য উঠে গেছে। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে। কারণ এখন আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অতর্কিতে হামলা করতে পারবে না কাফ্রিরা। তা ছাড়া, টের পাচ্ছি, আগের সেই ভয়টাও যেন অর্ধেক কমে গেছে। আমাদের মনে বিপদের ভয় সবসময় দ্বিগুণ করে দেয় অন্ধকার, এর আগেও খেয়াল করে দেখেছি।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নাস্তা খাচ্ছি, এমন সময় অনেকটা হঠাৎ করেই দেখি, একটা লাঠির মাথায় ষাঁড়ের সাদা লেজ পেঁচিয়ে বেঁধে লাঠিটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে জনৈক কাফ্রি। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিচ্ছে। গুলি করতে নিষেধ করলাম সবাইকে। কাফ্রিদের ভাষা ভালোই বলতে পারি, তাই সাহসী লোকটা আরও কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'কী চাও?'

'সর্দার কুয়াবির কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি আমি,' জবাব দিল লোকটা।

'কীসের খবর?'

'এখানে হিয়ার ম্যারাইসের সঙ্গে শকুন নামের যে মোটা সাদা লোকটা থাকে সে নির্দয়ভাবে খুন করেছে সর্দার কুয়াবির বড় ছেলেকে। রক্তের বদলে রক্ত চান আমাদের সর্দার। কিন্তু তিনি

www.BanglaBook.org

এই জায়গার সাদা যুবতী সর্দারনীকে খুন করতে চান না। এই বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের গায়েও হাত দিতে চান না। কারণ তাদের কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই তাঁর। কাজেই আপনারা যদি মোটা লোকটাকে তুলে দেন আমাদের হাতে তা হলে শুধু তাঁর মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যেই খোঁয়াড়ের গরু-ভেড়াগুলো লুট করে নিয়েছি আমরা, এবার ওই লোকটাকে পেলেই খুশি থাকবেন আমাদের সর্দার। আপনাদেরকে আর এই বাড়িটাকে অক্ষত অবস্থায় রেখে চলে যাবেন তিনি এখান থেকে।'

প্রস্তাবটার প্রতিটা শব্দ না-বুঝলেও, কাফ্রিদের সর্দার কী চান তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি লেব্ল্যাঙ্কের। ভয় আর আতঙ্কের মিশ্র আবেগে পাগলপারা হয়ে গেলেন তিনি। ফ্রেঞ্চ ভাষায় সমানে গাল দিতে লাগলেন চিৎকার করে।

'চুপ করুন,' ধমকে উঠলাম আমি, 'আমাদের এই বিপদের জন্য আপনিই দায়ী। তারপরও ওদের হাতে আপনাকে তুলে দেয়ার ইচ্ছা নেই আমার। যদি আমরা বেঁচে থাকি তা হলে আপনিও বেঁচে থাকবেন। শান্ত হোন। এই কালো লোকগুলোর সামনে এরকম উন্মাদের মতো আচরণ করতে লজ্জা লাগছে না আপনার?'

আমার ভর্ৎসনা শুনে মাথা ঠাণ্ডা হলো লেব্ল্যাঙ্কের।

সর্দার কুয়াবির দূতের দিকে তাকালাম। 'আমরা সাদা চামড়ার লোকেরা বিপদের সময়ে একজন আরেকজনকে ফেলে চলে যাই না কখনও। হয় একসঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করি নয়তো একসঙ্গে মরি। যাঁকে খুন করতে চাও তোমরা তাঁকে যদি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো তা হলে বুঝতেই পারছ সবাই মিলে বাধা দেবো তোমাদেরকে। তাতে আমাদের মৃত্যু হলে আরও সাদা চামড়ার লোক এসে প্রতিশোধ নেবে তোমাদের উপর। তোমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজনও রেহাই পাবে না। কাজেই আমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা না-করে বুদ্ধিমানের মতো ফিরে যাও। এই বাড়ির ভিতরে আমার সঙ্গে ত্রিশ জন লোক আছে (তাহা মিথ্যা কথা) প্রচুর পরিমাণ বুলেট আর খাবারও আছে। কাজেই তোমরা যদি আবারও হামলা করো তা হলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।'

'সর্দার কুয়াবির প্রস্তাবের জবাবে এ-ই যদি হয় আপনার উত্তর,' চিৎকার করে বলছে দূত, 'তা হলে জেনে রাখুন আজ দুপুরের মধ্যেই মারা পড়বেন আপনারা সবাই। সর্দারের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার কথাগুলো বলবো তাঁকে। তিনি যদি কিছু বলেন তা হলে তা জানাতে আসবো আবার।' ঘুরল সে, ধীর পদক্ষেপে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে নিজের লোকদের কাছে। ঠিক তখনই ওকে লক্ষ্য করে কে যেন গুলি করল বাড়ির ভিতর থেকে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, তারপর উঠে দাঁড়াল। আগের চেয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি ওর ডান কাঁধ বলতে গেলে চুরমার হয়ে গেছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলছে ডান হাতটা।

বারুদপোড়া ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বলে কে গুলি চালিয়েছে দেখতে পাইনি। কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কে করল কাজটা?'

'আমি,' চিৎকার করে বললেন লেব্ল্যাঙ্ক। 'কত বড় সাহস! কালো শয়তানটা খুন করতে চায় আমাকে! আমি লেব্ল্যাঙ্ক—মহান নেপোলিয়নের বন্ধু। কে কাকে খুন করার সামর্থ্য রাখে দ্যাখ্ শালা! ওকে মেরে ফেলার জন্যই গুলি করেছিলাম, জায়গামতো লাগেনি বুলেট।'

'আপনি তো দেখা যাচ্ছে আস্ত একটা গর্দভ,' না-বলে পারলাম না, 'আপনার জন্য দুর্ভোগ পোহাচ্ছি আমরা এবং বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছি ভবিষ্যতে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল লোকটা, আর ওকেই কিনা গুলি করলেন! ঘটনাটা কোনোদিনও ভুলতে পারবেন না সর্দার কুয়াবি আর তাঁর লোকেরা। ...ওই লোকটাকে না, আসলে আমাদেরকেই গুলি করেছেন আপনি; আগে শুধু আপনাকে খুন করতে পারলেই খুশি হতেন কুয়াবি, কিন্তু এবার আমাদের সবার রক্ত চাইবেন তিনি।'

রাগে ফুঁসছি, কথাগুলো ইচ্ছা করেই ডাচ ভাষায় বলেছি যাতে আমাদের কাফ্রিরাও বুঝতে পারে।

রেগে গেছেন লেব্ল্যাঙ্কও। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুই কে? হতভাগা বেঁটে ইংরেজ কোঁথাকার, আমাকে শিক্ষা দেয়ার সাহস পেলি কোত্থেকে? জানিস না আমি লেব্ল্যাঙ্ক—মহান নেপোলিয়নের বন্ধু?'

পিস্তলটা বের করলাম, হেঁটে এগিয়ে গেলাম নেপোলিয়নের বন্ধুর দিকে। বললাম, 'চুপ, একদম চুপ! আর যেন চিৎকার করতে না-শুনি। বুড়ো মাতাল কোথাকার!' লেব্ল্যাঙ্ক মনে হয় এতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা খালি করেছেন। 'এর পরও যদি চিৎকার করেন, আমার কথা না-শোনেন তা হলে হয় গুলি করে আপনার ঘিলু বের করে দেবো নয়তো কাফ্রিদের হাতে তুলে দেবো আপনাকে। তারপর সর্দার কুয়াবি যা খুশি করবে আপনার সঙ্গে।'

প্রথমে আমার পিস্তল, তারপর আমাদের কাফ্রিদের দিকে তাকালেন লেব্ল্যাঙ্ক। কিছু একটা দেখতে পেলেন তিনি ওদের চেহারায়। বাধ্য হয়ে সুর পাল্টে বললেন আমাকে, 'ক্ষমা করবেন, মাসিয়ে। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আসলে। কী বলতে কী বলেছি নিজেও জানি না। আপনার বয়স কম, কিন্তু আপনি সাহসী আর বুদ্ধিমান। আপনাকে মান্য করি আমি।' ফিরে গেলেন নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায়, বন্দুক রিলোড করতে লাগলেন।

এমন সময় ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল খোঁয়াড়ের কাছ থেকে। বুঝলাম, আহত দূত গিয়ে পৌঁছেছে সর্দার কুয়াবির কাছে, সাদা চামড়ার লোকেরা যে কত বড় প্রতারক তার বর্ণনা দিচ্ছে।

তিন

সকাল সাড়ে সাতটার আগে দ্বিতীয় দফা হামলা চালাল না কাফ্রিরা।

ওরা যত বুনো আর বর্বরই হোক না কেন, জীবনের মূল্য বোঝে, বেঁচে থাকতে চায়। জানে বুলেট কতটা বেদনাদায়ক, কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে। প্রথমবার অতর্কিতে হামলা করতে চেয়েছিল আমাদের উপর। উল্টো নিজেরাই মার খেয়ে তিক্ত একটা শিক্ষা পেয়েছে। ওদের কেউ এখন খোঁড়াচ্ছে, কেউ আবার মুমূর্ষু অবস্থায় তপ্ত রোদে ঢালটার কয়েক গজের মধ্যে এখানে-সেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যারা ইতোমধ্যে মারা পড়েছে তাদের কথা বলে কোনো লাভ নেই।

বাড়ির আশপাশের বেশ কিছু জায়গা প্রায় উন্মুক্ত, আড়াল বলতে গেলে নেই। কাফ্রিরা বুঝে গেছে আবারও হঠাৎ-করে হামলা করতে চাইলে আরও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে। ওদের জায়গায় কোনো সভ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল থাকলে ট্রেঞ্চ

www.BanglaBook.org

বানিয়ে এগোনোর চেষ্টা করত। কিন্তু কাফ্রিরা এসব ট্রেঞ্চের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তা ছাড়া মাটি খুঁড়বার যন্ত্রপাতিও ওদের সঙ্গে নেই মনে হয়।

কিন্তু ট্রেঞ্চের বদলে অন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বন করল ওরা, তা খুব একটা অকার্যকরী বলা যাবে না।

খোঁয়াড়টা বানানো হয়েছে মূলত অমসৃণ পাথর দিয়ে। সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চুনসুরকির প্রলেপ দেয়া হয়নি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বন্দুকের আওতার বাইরে থেকে পাথরগুলো খুলে বহন করে নিয়ে আসছে কাফ্রিরা, সবার হাতে দু'-তিনটা করে পাথর। দ্রুত ছুটে আসছে সামনের দিকে, তারপর একটা পাথরের উপর আরেকটা পাথর রেখে আঠারো ইঞ্চি বা দু'ফুটের মতো উচ্চতাবিশিষ্ট আড়াল তৈরি করছে। কোনো একটা "পাথরের আড়াল" তৈরি হয়ে গেলেই যতজন কাফ্রি যোদ্ধার পক্ষে সম্ভব আশ্রয় নিচ্ছে সেটার পিছনে। যেখানে জায়গা হচ্ছে না সেখানে একজনের পিঠের উপর শুয়ে পড়ছে আরেকজন।

বাধা না-দিলে বিপদ বাড়বে, তাই যারা পাথর বহন করে আনছে তাদেরকে গুলি করতে লাগলাম আমরা। কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সংখ্যায় ওরা এত বেশি যে, আমার মনে হয় আমাদের কাছে যত বুলেট আছে তা দিয়ে ওদের অর্ধেককেও ঘায়েল করা যাবে না। গুলি খেয়ে একজন পড়ে গেলে তার জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে দখল করে নিচ্ছে আরেকজন। "আড়াল" বানানোর কাজে দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে ওদের উৎসাহ। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বারোটা আড়াল বানিয়ে ফেলল ওরা, মাত্র সাতটা বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে পারলাম না আমরা। তা ছাড়া রিলোড করতে সময় লাগছে, ততক্ষণে পাথর বসানোর কাজ দ্রুতহাতে শেষ করে ফেলছে কাফ্রিরা। শেষপর্যন্ত যখন দেখলাম

www.BanglaBook.org

আমাদের বেশিরভাগ বুলেট আসলে নষ্ট হচ্ছে, কমতে কমতে মাথাপিছু মাত্র ছ'টা করে বুলেট বাকি আছে আমাদের কাছে, গুলি করা থামাতে বললাম আমি। একসময় না একসময় আড়াল ছেড়ে বের হবেই কাফ্রিরা, সোজা ছুটে আসবে বাড়ির দিকে, তখন কাজে লাগবে এই বুলেটগুলো।

আমরা গুলি করা বন্ধ করেছি দেখে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল সর্দার কুয়াবির লোকদের। বাড়ির দক্ষিণদিকে মাত্র একটা জানালা আছে, কাজেই ওই জায়গা দিয়ে হামলা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম, তাই দেখলাম দক্ষিণদিকে জড়ো হচ্ছে ওরা। বুদ্ধিটা নেহাৎ মন্দ না। বারান্দার দিকে যে-জানালাগুলো খোলে সেগুলোতে দাঁড়িয়ে-থাকা আমাদের বন্দুকধারীরা বলতে গেলে অকেজো হয়ে গেল এখন। নিশানা পাল্টে গুলি করতে গেলে দেয়ালের আড়াল ছেড়ে বের হতে হবে ওদেরকে, আর তখন আমাদেরকে লক্ষ্য করে অ্যাসেগাই বা তীর মারার সুযোগ পেয়ে যাবে কাফ্রিরা। মেরি বলল দক্ষিণদিকে নাকি বেশ ঘন কিছু নলখাগড়ার-ঝোপ আছে। তারমানে প্রাকৃতিক আড়ালও পেয়ে যাচ্ছে কাফ্রিরা।

ওদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাড়ির ছাদে আগুন লাগানো। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ওদের "পাথরের-আড়াল" বানানোর কাজ শেষ হলো। খেয়াল করলাম বাড়ির যথেষ্ট কাছে এসে পড়েছে ওরা। এরপর অ্যাসেগাই-এর সঙ্গে জ্বলন্ত শুকনো ঘাস বেঁধে বাড়ির দিকে ছুঁড়ে মারল এক কাফ্রি হঠাৎ করেই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি একের পর এক অ্যাসেগাই উড়ে আসছে আমাদের দিকে, ফলায়-বাঁধা শুকনো ঘাসে জ্বলছে আগুন। বেশিরভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আছড়ে পড়ছে বাড়ির উঠানে। জ্বলতে জ্বলতে একসময় ছাই হচ্ছে ঘাস, আপনাথেকেই নিভে যাচ্ছে আগুন। কিন্তু একটা অ্যাসেগাই এসে লাগল জায়গামতো। খুশিতে

www.BanglaBook.org

হই হই করে উঠল কাফ্রিরা। সে-আওয়াজ শুনে বুঝলাম ছাদের কোনো এক জায়গায় আগুন লেগে গেছে।

আগুন খুব ভয় পায় কাফ্রিরা। আমাদের অনুগত ভৃত্যরাও ব্যতিক্রম না। বাড়ির ছাদে আগুন লেগেছে টের পাওয়ামাত্র ওদের এতক্ষণের সাহস অর্ধেক উবে গেল। আমিও দেখলাম জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না—মাথার উপর খসে পড়তে পারে জ্বলন্ত কড়িকাঠ। সবাইকে নিয়ে পিছিয়ে এলাম। অবস্থান নিলাম সেই পনেরো ফুট লম্বা প্যাসেজে। সুযোগটা নিল কাফ্রিরা, বুঝতে পারছে জানালার কাছে কেউ নেই। পাথরের দেয়াল বা নলখাগড়ার ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হলো ওরা দলে দলে, একযোগে হামলে পড়ল বাড়ির উপর। উঁকি দিয়ে দেখি, বেড়া টপকিয়ে বেশ কয়েকজন ছুটে আসছে বড় বসার-ঘরের দরজার দিকে।

তেড়ে আসছে ওরা, এদিকে সমানে গুলি করছি আমরা। একের পর এক কাফ্রি লুটিয়ে পড়ছে, লাশের স্তূপ জমে যাচ্ছে বাড়ির উঠানে। বুলেট ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময় জ্বলন্ত ছাদটা আশ্চর্যজনকভাবে ধসে পড়ল বাইরের দিকে।

সে কী দৃশ্য! ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। ছাদের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে অনেকে। সমানে আর্তচিৎকার করছে ওরা। আগুন লেগে গেছে কারও কারও শরীরে—পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে করতে আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে বেচারারা। চারদিকে হুলুস্থুল আর আহাজারি—নরক গুলজার হয়ে গেছে ম্যারাইসফন্টেইনে।

কে বা কারা যেন সজোরে লাথি মারল সামনের দিকের দরজায়। ঝোড়ো বাতাসে খড়কুটো যেভাবে উড়ে যায় সেভাবে একঝটকায় খুলে গেল দরজাটা।

www.BanglaBook.org

লেব্ল্যাঙ্ক আর এক কাফ্রি চাকর দাঁড়িয়ে ছিল দরজাটার কাছে; কিছু করার আগেই দেখি কয়েক জোড়া কালো, সাঁড়াশিসদৃশ হাত ওদেরকে ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। এরপর আমাদের ফরাসি শিক্ষকের কী হলো জানি না। তবে অনুমান করতে কষ্ট হয় না তাঁর পরিণতিটা ছিল ভয়াবহ, কারণ তাঁকে জ্যান্ত পাকড়াও করতে পেরেছিল কাফ্রিরা। তাঁর সঙ্গের ওই চাকরটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল, ওর বুকে সজোরে একটা অ্যাসেগাই ঢুকিয়ে দিল এক কাফ্রি। লোকটা লুটিয়ে পড়ছে, এমন সময় হাতকুড়াল নিয়ে প্যাসেজের ভিতরে চলে এল এক লোক। আমার শেষ বুলেটটা খরচ করে ওকে পাঠিয়ে দিলাম পরপারে। দেরি না-করে বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম পিছনের লোকটার চেহারায়। এক মুহূর্তও দেরি না-করে খামচে ধরলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় মেরির হাত। তারপর দু'জনে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম বাড়ির সবচেয়ে উত্তরের ঘরটাতে। সপ্তাহের যে-ক'দিন থাকি ম্যারাইসফন্টেইনে, রাতে এ-ঘরেই ঘুমাই। মেরিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিলাম দরজা, হুড়কো আটকে দিলাম।

'অ্যালান,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে মেরি, 'সব শেষ। আমরা হেরে গেছি। বেঁচে থাকতে ওই লোকগুলোর হাতে পড়তে পারবো না আমি। দোহাই লাগে আমাকে মেরে ফেলো।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালাম, 'করবো কাজটা। দোনলা পিস্তলটা এখনও আছে আমার সঙ্গে। একটা বুলেট তোমার জন্য, আরেকটা আমার জন্য।'

'না, না! তুমি মরতে যাবে কেন? বেঁচে থাকলে পালানোর সুযোগ পেয়ে যেতেও পারো। কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো। আমি একটা মেয়ে, ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না আমার। ওরা যদি আমাকে ধরতে পারে...। এসো, মরার জন্য প্রস্তুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি,' হাঁটু গেড়ে বসল সে, আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। প্রেমপূর্ণ করুণ দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'আমি যাকে ভালোবাসি তাকে খুন করে নিজে বেঁচে থাকবো? বাঁচি বা মরি, যেখানেই থাকি একসঙ্গে থাকবো আমরা,' পিস্তলের দুটো ব্যারেলই কক করলাম।

আগে বলিনি, হটেনটট হ্যান্সও আছে আমাদের সঙ্গে। কিছু করার নেই তাই এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল ঘরের এককোনায়। মেরির সঙ্গে আমার কথোপকথন শুনেছে সে। আমাকে পিস্তল কক করতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন, বাস, ঠিক বলেছেন,' আমাদের দিকে উল্টো ঘুরে দাঁড়াল সে, দু'হাতে চোখ ঢাকল।

'একটু দাঁড়াও, অ্যালান,' ট্রিগার টানতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বলে উঠল মেরি। 'ওরা দরজাটা ভেঙে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গুলি কোরো আমাকে। হয়তো...হয়তো এই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সাহায্য করবেন ঈশ্বর।'

'হয়তো,' আমার কণ্ঠে সন্দেহ। 'কিন্তু এই অবস্থায় সে-রকম কিছুর আশা করাটাও বেশি হয়ে যাবে।' একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মনে, কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা কোথায় থাকবো কে জানে!'

'ওহ্! যেখানেই থাকি একসঙ্গে থাকবো—হয়তো নতুন আর সুন্দর কোনো দেশে। এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক সুন্দর ওই জায়গা। কারণ সেখানে হানাহানি নেই, মারামারি নেই, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের আলাদা হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে কাফ্রিরা। ঘরে বন্দি হয়ে থেকে শুনতে পাচ্ছি নারকীয় সে-শব্দ।

www.BanglaBook.org

জীবন ভালোবাসি আমি, বেঁচে থাকতে চাই আর সবার মতো, কিন্তু মেরিকে ছাড়া না। ওকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সাধ্যমতো লড়াই করেছি কাফ্রিদের বিরুদ্ধে, এর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। এখন যা ঘটতে চলেছে তা আমাদের দু'জনের জন্য ভালোই হবে হয়তো। দরজায় সমানে লাথি মারছে কাফ্রিরা, কিন্তু যথেষ্ট মজবুত করে বানিয়েছিলেন মিস্টার ম্যারাইস। তাই এত অত্যাচারের পরও এখনও ভেঙে যায়নি হুড়কো, খুলে যায়নি দরজাটা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত চিড় ধরল দরজার কাঠে, জায়গায় জায়গায় সৃষ্টি হলো অসংখ্য ফাটল। একদিকের বড় একটা ফাটল দিয়ে অ্যাসেগাই ঢুকিয়ে দিল এক কাফ্রি। হ্যান্সের ঘোড়ার পাঁজর থেকে যে-অ্যাসেগাইটা খুলে নিয়েছিলাম সেটা ছিল ওর কাছে, অস্ত্রটা নিয়ে এগিয়ে গেল সে দরজার দিকে। যে লোক অ্যাসেগাই ঢুকিয়েছে, একই ছিদ্র দিয়ে জোরে ঢুকিয়ে দিল সে নিজের অস্ত্রটা। আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম আমরা।

ছিদ্রটা আরও বড় হয়েছে। সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে কয়েকজোড়া কালো হাত। হ্যান্সকে ধরার জন্য থাবা দিচ্ছে বাতাসে। বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে হাতগুলো রক্তাক্ত করে দিচ্ছে হ্যান্স। কিন্তু একজনকে জখম করে সে তো সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায় তিন-চারজন। সুতরাং একসময় ক্ষান্ত দিতে হলো হ্যান্সকে। ততক্ষণে দরজার চৌকাঠ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত বাকি।

'মেরি, প্রস্তুত হও,' ধীরস্থির গলায় বললাম আমি, পিস্তলটা তুলছি।

'ঈশ্বর, আমাকে নাও!' দুর্বল গলায় বলল মেরি, 'খুব বেশি ব্যথা লাগবে, অ্যালান?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিছু টেরই পাবে না,' ফিসফিস করে জবাব দিলাম। ঠাণ্ডা ঘাম নামছে আমার গাল বেয়ে, কেন যেন শীত শীত লাগছে হঠাৎ করেই। নিষ্কম্প হাতে পিস্তলের মাযলটা ধরলাম মেরির কপাল থেকে এক ইঞ্চি দূরে। আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছি ট্রিগারে।

ঈশ্বর! আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন, যে কিনা নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছে মেরি ম্যারাইসকে, ঠাণ্ডামাথায় খুন করতে যাচ্ছে মেয়েটাকে যাতে প্রতিশোধপরায়ণ কাফ্রিদের হাতে পড়ে চরম লাঞ্ছনার শিকার না-হয় সে?

হাত কেঁপে উঠল আমার। ট্রিগার থেকে আপনাআপনি সরে গেছে আঙুল। দাঁতে দাঁত চাপলাম, আবার আঙুল রাখলাম ট্রিগারে। এবার আর কোনো ভুল করতে চাই না...

ঠিক তখনই, আগুনের লেলিহান শিখার বীভৎস আওয়াজ ছাপিয়ে, বন্য কাফ্রিদের বিজয়োল্লাস ম্লান করে দিয়ে, আহত আর মুমূর্ষু লোকদের কাতরানি চাপা দিয়ে আমার কানে ভেসে এল গুলির আওয়াজ—একের পর এক, খুব কাছেই।

এ-জীবনে আর কখনোই বুলেটের শব্দ এত মধুর শোনায়নি আমার কানে।

'ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'আমাদেরকে বাঁচাতে এসে গেছে বোয়ারা! ...মেরি, ওঠো। দরজার দিকে যাচ্ছি আমি। দেখি আটকাতে পারি কি না কাফ্রিদেরকে। যদি না-পারি, জানালার কাছে চলে যেয়ো তুমি। সিন্দুকে পা দিয়ে চড়ে বসবে চৌকাঠে। তারপর লাফিয়ে বাইরে পড়েই দৌড়াতে শুরু করবে। গিয়ে আশ্রয় নেবে বোয়াদের কাছে, বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু তুমি?' গুঙিয়ে উঠল মেরি, 'তোমার কী হবে? তোমার সঙ্গে মরতে রাজি আছি আমি।'

'যা বলছি করো,' জোরে ধমক দিলাম মেয়েটাকে, ওকে ধাক্কা

www.BanglaBook.org

মেরে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজাটার দিকে।

পা বাড়িয়েছি মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল দরজাটা। উদয় হলো দুই বিশালদেহী কাফ্রি। হাতে চওড়া বল্লম। পিস্তলটা তুললাম, ট্রিগার টেনে খালি করে দিলাম দুটো ব্যারেলই। লুটিয়ে পড়ল ওই দু'জন। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিলাম ওদের একজনের বল্লম, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পিছনে। সিন্দুকের উপর উঠছে মেরি। যথেষ্ট কসরত করতে হচ্ছে বেচারীকে। ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না ওকে। কারণ দরজা ভেঙে পড়ায় ঘন কালো ধোঁয়া ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে, পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে।

আমাদের দিকে ছুটে আসছে আরেক কাফ্রি। ভেঙে-পড়া দরজাটার দু'পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অবস্থান নিয়েছি আমি আর হ্যান্স। আমাদের দু'জনের হাতেই অ্যাসেগাই। ছুটন্ত কাফ্রিটা ঘরের ভিতরে ঢোকামাত্র দু'দিক থেকে বল্লম চালালাম আমরা, এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেল লোকটার বুক। কিন্তু লোকটা এত বিশালদেহী আর এত জোরে দৌড়াচ্ছিল যে, ধাক্কা সামলাতে পারলাম না আমি বা হ্যান্স কেউই। দু'জনই উল্টে পড়ে গেলাম মেঝেতে। হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালাম আবার, এখন কোনো অস্ত্র নেই আমার হাতে। না থাকুক, সমস্যা নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আবার। যে-কোনো কারণেই হোক জানালার চৌকাঠে চড়তে পারেনি মেরি, অথবা হয়তো সে-চেষ্টা বাদ দিয়েছে। সিন্দুকে ভর দিয়ে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

এখন চার-পাঁচজন কাফ্রি যদি একসঙ্গে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরে তা হলে কিছুতেই ঠেকাতে পারবো না ওদেরকে। আমাকে পরাস্ত করে সোজা এগিয়ে যাবে ওরা মেরির দিকে। তারপর...।

www.BanglaBook.org

আর ভাবতে চাইলাম না, চিন্তাটা পাগলপারা করে দিল আমাকে। একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম মেঝেতে পড়ে-থাকা মৃত কাফ্রিটার দিকে। ওর বুক থেকে খুলে নিলাম ভাঙা বল্লমটা। দরকার হলে ধারালো ধাতব অংশটা দিয়ে প্রাণসংহার করবো মেরির তারপরও ওকে জ্যান্ত পড়তে দেবো না খুনি ধর্ষকামী কাফ্রিদের হাতে।

আমাকে ছুটে যেতে দেখে সিন্দুক থেকে নেমে দাঁড়াল মেরি।

কে বা কারা যেন ছুটে আসছে এই ঘরের দিকে। মেঝেতে শোনা যাচ্ছে তাদের ভারী পায়ের আওয়াজ। দৌড় দিলাম আমিও, আর ঠিক তখনই মিস্টার ম্যারাইসের উৎকণ্ঠিত গলা শুনতে পেলাম, 'মেরি, মেরি কোথায় তুই? তুই কি বেঁচে আছিস?' বলতে বলতে দরজায় উদয় হলেন তিনি।

ততক্ষণে পৌঁছে গেছি মেরির কাছে, কাফ্রিদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে জড়িয়ে ধরেছি বুকের সঙ্গে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়-উত্তেজনায় মাথাটা চক্কর দিচ্ছে আমার। চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে সবকিছু। মনে হচ্ছে ঘরের কালো ধোঁয়া যেন গিলে নিচ্ছে আমাকে।

চিৎকার করে বলে উঠল মেরি, 'গুলি কোরো না, বাবা! এ হচ্ছে অ্যালান, অ্যালান কোয়াটারমেইন। আমার জীবন বাঁচিয়েছে সে।'

ওকে জড়িয়ে ধরেই লুটিয়ে পড়লাম মেঝেতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি, বাড়ির পিছনের চত্বরে ওয়্যাগন-হাউসের মেঝেতে শুয়ে আছি। কাছেই কতগুলো বাক্সের উপর বসে আছে মেরি। কাগজের মতো সাদা হয়ে আছে ওর চেহারা, আলুথালু পোশাকের উপর ছড়িয়ে আছে খোলা কালো চুল। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় চামড়ার লম্বা এক যুবক। আগে

www.BanglaBook.org

কখনও দেখিনি লোকটাকে। মেরির হাত ধরে আছে সে, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। এই দৃশ্য দেখে ওই অবস্থাতেও প্রচণ্ড রাগ হলো আমার। কিন্তু উঠে বসার মতো শক্তি পাচ্ছি না, তাই কিছু করতেও পারলাম না, কিছু বলতেও পারলাম না। ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম শুধু।

বাবাকে দেখতে পেলাম এমন সময়। কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্বেগ। ওয়্যাগন-হাউসে দরজা নেই, তাই বাইরের চত্বরটাও দেখা যাচ্ছে। সেখানে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে। এদের কাউকে কাউকে চিনি, কেউ আবার একেবারেই অপরিচিত। উঠানের একচিলতে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে আমার মাদীঘোড়াটা। মাথাটা নুয়ে পড়েছে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে বেচারী। অনতিদূরে মাটিতে পড়ে আছে হ্যান্সের ঘোড়া। কেশর লাল হয়ে আছে রক্তে।

উঠবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। অসহ্য ব্যথা টের পাচ্ছি বাঁ উরুতে। তাকিয়ে দেখি রক্তে লাল হয়ে আছে আমার ট্রাউজার। কখন যেন একটা অ্যাসেগাই এসে ঢুকেছে সে-জায়গায়, এত উত্তেজিত ছিলাম যে টেরই পাইনি। মাংস ভেদ করে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে বল্লমের ফলা। এজন্যই এত ব্যথা লাগছে। আমি আর হ্যান্স মিলে যখন ধরাশায়ী করেছিলাম বিশালদেহী কাফ্রিটাকে, সম্ভবত তখন ওই লোক হাতের বল্লম দিয়ে এফোঁড়ওফোঁড় করে ফেলেছে আমার উরু।

হ্যান্সও বসে আছে ঘরের ভিতরে, এক কোনায়। চেহারা ভীষণ ফুলে গেছে বেচারার। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে, আবার ওর এই কিম্ভূতকিমাকার রূপ দেখে হাসিও পাচ্ছে। সন্দেহ নেই বিশালদেহী কাফ্রির নীচে চাপা পড়েছিল সে, আর তাতেই এই

www.BanglaBook.org

দশা হয়েছে ওর। একটু পর পর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে সে, আর বিড়বিড় করে ডাচ ভাষায় বলছে, 'অ্যালামায়াশটে। (সর্বশক্তিমান)'

আমার জ্ঞান ফিরেছে—সবার আগে খেয়াল করল মেরি। ঝাড়া দিয়ে নিজের হাত ছুটিয়ে নিল সে ওই যুবকের হাত থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পাশে। অস্ফুটকণ্ঠে কী যেন বলছে বিড়বিড় করে, ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যান্সও এগিয়ে এল। আমার আরেক পাশে বসে পড়ে তুলে নিল আমার একটা হাত, চুমু খেল।

এমন সময় বাবা বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেঁচে আছে সে! অ্যালান, ছেলে আমার, তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত। একজন খাঁটি ইংরেজের মতোই তোমার দায়িত্ব পালন করেছ তুমি।'

'ধন্যবাদ, বাবা,' বিড়বিড় করে বললাম।

'কেন, ইংরেজদের মতো কেন?' মেরির হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল যে যুবক সে জিজ্ঞেস করল। 'পৃথিবীর আর কোনো দেশের পুরুষরা কি দায়িত্বশীল না?' প্রশ্নটা ডাচ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, যদিও বোঝা যাচ্ছে ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয় না তার।

'এ-ব্যাপারে অন্তত এখন আপনার সঙ্গে তর্ক করবো না, স্যর,' বললেন বাবা। 'তবে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, এই বাড়িতে একজন ফরাসি লোক ছিলেন এবং যা করা উচিত ছিল তা করেননি তিনি। ক্ষমা চেয়ে বলছি, আপনিও ফ্রান্সের নাগরিক।'

'অস্বীকার করবো না আমি ফরাসি,' বলল যুবক, 'তবে পুরোপুরি না, অর্ধেক। বাকি অর্ধেক পর্তুগিজ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার ভিতরে অন্তত ইংরেজদের কিছু দেননি তিনি।'

সন্দেহ নেই এই তর্কাতর্কি চলত আরও অনেকক্ষণ, মিস্টার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারাইস ঘরে ঢোকায় বন্ধ হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত হয়ে আছেন তিনি। কাফ্রিরা হামলা করেছে তাঁর এত সাধের ফার্মহাউসে, গরু-ভেড়া লুট করে নিয়ে গেছে, খুন করার চেষ্টা করেছে তাঁর অতি-আদরের একমাত্র সন্তানকে—তিনি উত্তেজিত হবেন না তো কে হবে?

আমার দিকে ছুটে এলেন তিনি। কাছে এসে বলতে লাগলেন, 'মন থেকে আশীর্বাদ করি তোমাকে, অ্যালান। আজ যা করেছ, হাজারবার ধন্যবাদ দিলেও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে না. তুমি একজন নায়ক, এই বীরোচিত কাজের জন্য একদিন-না-একদিন উপযুক্ত প্রতিদান পাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে। ...লেরুয়াঙ্ক! ওই গর্দভটার জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে আমার এত সাধের ম্যারাইসফন্টেইন। ঠিকই হয়েছে একদিক দিয়ে, পাপের শাস্তি পেয়েছি—জেনেবুঝে ওই শয়তানটার মতো এক নাস্তিক মদখোরকে ঠাঁই দিয়েছিলাম আমার বাড়িতে। শুধু এই কারণে যে, সে একজন ফরাসি এবং অনেক কিছু জানে। ওর ব্যাপারে অনেক আগেই আমাকে সতর্ক করেছিলেন তোমার বাবা, কিন্তু তাঁর উপদেশও কানে তুলিনি তখন। আজ হাতেনাতে ফল পেয়েছি।' বলতে বলতে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, সব রাগ গিয়ে পড়ল কাফ্রিদের উপর। 'আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে কালো শয়তানগুলো,' চিৎকার করে বলছেন, 'চুরি করে নিয়ে গেছে সব গরু-ভেড়া। ধনী ফার্মার থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়েছি আমি। এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবো আমি। নিজের হাতে খুন করবো সবগুলো কাফ্রিকে।' একে একে তাকালেন তিনি আমাদের সবার দিকে। 'আপনারা কি সাহায্য করবেন আমাকে? গরু আর ভেড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনতে চাই আমি; খুন করতে চাই চোরদেরকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব মিলিয়ে ত্রিশ জনের মতো সাদাচামড়ার লোক আছে এখানে, ম্যারাইসের প্রশ্নের জবাবে প্রায় সবাই একসঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, সর্দার কুয়াবির উপর হামলা করতে রাজি আছি আমরা। কারণ আপনাকে যদি সাহায্য না-করি তা হলে আজ যে-অবস্থা হয়েছে আপনার তা আগামীকাল আমাদের বেলায়ও ঘটতে পারে। চলুন, এখনই রওনা হয়ে যাই।'

কিন্তু বোয়াদের এই অতি-উৎসাহে বাধ সেধে বাবা বললেন, 'আমার মনে হয় মিস্টার ম্যারাইসের উচিত শোধ নেয়ার আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। গরু-ভেড়া হারিয়েছেন তিনি, সেগুলো ফিরে পাওয়াটা অসম্ভব কিছু না, কিন্তু আজ যদি কিছু হয়ে যেত তাঁর মেয়ে মেরির, তা হলে সেই ক্ষতি কোনোদিন পুষিয়ে নিতে পারতেন না।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন,' একমত হলেন মিস্টার ম্যারাইস, 'তবে তার আগে পুরো ঘটনাটা শুনতে চাই আমি।'

বাবা বললেন, 'আমিও চাই। কিন্তু আমার ছেলে এখন এত দুর্বল যে, কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না,' আমাদের হটেনটট ভৃত্য হ্যান্সের উপর চোখ পড়ল তাঁর। 'এই তো, পাওয়া গেছে! হ্যান্স প্রথম থেকে ছিল অ্যালানের সঙ্গে। ওর কাছ থেকে জানা যাবে অনেককিছু।'

সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল হ্যান্স। সমতলভূমিতে গাভী খুঁজতে গিয়ে এক মহিলার দেখা পাওয়া থেকে শুরু করে বোয়ারা এসে আমাদেরকে বাঁচানো পর্যন্ত কোনোকিছুই বাদ দিল-না। ওর ভুলে-ভরা ইংরেজি এত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বোয়ারা যে, আমার মনে হয় না এর আগে আর কাউকে এত মগ্ন হয়ে কারও কথা শুনতে দেখেছি।

লম্বা বক্তৃতার একেবারে শেষে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্স, 'যে-কাজ করতে কোনো পূর্ণবয়স্ক পুরুষও দশবার ভাববে, তা অবলীলায় করে দেখিয়েছেন আমার বাস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটায় সায় দিল বোয়ারা।

আমি বললাম, 'যে-কাজ করার জন্য এত কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে আমাকে তা কিন্তু একা করিনি আমি। বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে সবসময় আমার সঙ্গে ছিল হটেনটট হ্যান্স। সে না-থাকলে কিছুই করতে পারতাম না হয়তো। আমার দুটো ঘোড়াও কৃতিত্বের দাবিদার। ওদের কারণেই এত দ্রুত আসতে পেরেছিলাম এই ম্যারাইসফন্টেইনে।'

আবারও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল বোয়ারা।

এমন সময় উঠে দাঁড়িয়ে মেরি বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, আমার জীবনের জন্য এদের প্রতি ঋণী হয়ে থাকলাম আমি।'

এরপর অতি জঘন্য ডাচ ভাষায় থ্যাঙ্কসগিভিং-এর প্রার্থনা শুরু করলেন বাবা। শেষ বয়সে শিখতে শুরু করেছিলেন তিনি ভাষাটা, কিন্তু ঠিকমতো শিখতে পারেননি কোনোদিনও। তাঁকে গোল করে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে বোয়ারা, সময়ে সময়ে "আমেন" "আমেন" বলছে।

এরপর কী হয়েছিল ঠিকমতো মনে পড়ে না আমার, কারণ মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তি আর রক্তপাতের ফলে আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে যতদূর শুনেছি, বোয়ারা সবাই মিলে বাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, আহত-নিহতদেরকে সরিয়ে ফেলে বাড়ির ভিতর থেকে এবং যে-ঘরে মেরি আর হ্যান্সকে নিয়ে বন্দি হয়ে ছিলাম সে-ঘরে ধরাধরি করে নিয়ে যায় আমাকে। সর্দার কুয়াবিকে পরাস্ত করার জন্য ত্রিশ-চল্লিশজন কাফ্রিকে ভাড়া করে আনেন মিস্টার ম্যারাইস। তাদের দশজনকে বাড়ি পাহারার দায়িত্বে রেখে বোয়াদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখি, সর্দার কুয়াবির কাফ্রিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ম্যারাইসফন্টেইনের যে-কাফ্রিরা যোগ দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে দু'জন মারা পড়ে, আর একজন অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সুতরাং ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করলে লেব্ল্যাঙ্কসহ মোট তিনজনকে হারাই আমরা।

পরের তিন দিন বলতে গেলে জ্ঞানই ছিল না আমার। শুনেছি অতিরিক্ত রক্তপাতে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। একইসঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিলাম প্রচণ্ড জ্বরে। শুধু মনে পড়ে মেরিকে—কখনও পাশে বসে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, কখনও আবার দুধ বা সুপ খাইয়ে দিচ্ছে আমাকে। মনে পড়ে বাবাকেও—উদ্ভ্রান্তের মতো চেহারা হয়েছে তাঁর, কখনও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন আমার উরুতে, কখনও আবার রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলছেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, বল্লমের আঘাতে আমার উরুর বড় ধমনীর পর্দা ছিঁড়ে যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ধমনীর কোনো ক্ষতি হয়নি বলে বেঁচে যাই আমি। বল্লমটা যদি এক ইঞ্চির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এদিক-সেদিক লাগত তা হলে আমার রক্তপাত থামানো যেত না, তারমানে অনেক আগেই মারা পড়তাম আমি।

তৃতীয়দিন হঠাৎ করেই জ্ঞান ফিরে পেলাম। শুনতে পাচ্ছি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছেন মিস্টার ম্যারাইস, তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন বাবা। এমন সময় ঘরে ঢুকল মেরি, হাতে দরজার জন্য বড় একটা পর্দা। এ-রকম পর্দাকে কাফ্রিরা কারু বলে ডাকে। খেয়াল করল মেয়েটা, জ্ঞান ফিরেছে আমার, তাকিয়ে আছি ওর দিকে। খুশিতে মৃদু চিৎকার করে উঠল সে, ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার পাশে, চুমু খেল আমার কপালে।

'খুবই অসুস্থ ছিলে তুমি, অ্যালান,' বলল সে। 'কিন্তু আমি

www.BanglaBook.org

জানি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তোমাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাই, আমাকে বাঁচানোর জন্য জীবন বাজি রেখেছিলে। ওহ্! তুমি যদি না থাকতে সেদিন...' মেঝেতে এখনও লেগে আছে রক্তের দাগ, সেদিকে তাকাল সে। দু'হাত দিয়ে ঢাকল চেহারা, যে-কোনো কারণেই হোক কেঁপে উঠল।

'বাদ দাও,' দুর্বল হাত বাড়িয়ে মেরির একটা হাত ধরলাম, 'আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে, তোমাকে আমার মতো ভালোবাসুক বা না-বাসুক, আমি যা করেছি তা-ই করত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মরতে মরতেও শেষপর্যন্ত বেঁচে গেছি আমরা। ...বাইরে এত আওয়াজ কীসের? এত চেঁচাচ্ছেন কেন তোমার বাবা? সর্দার কুয়াবি কি আবার হামলা করেছে?'

মাথা নাড়ল মেরি। 'কাফ্রিদেরকে খতম করতে গিয়েছিল বোয়ারা, কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে সবাই।'

'গরু আর ভেড়াগুলো ফিরিয়ে আনতে পেরেছে?'

'না। গুলি করে আহত করেছে কয়েকজনকে, পরে ওদের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে জঙ্গলের ভিতরে। মাসিয়ে লেব্ল্যাঙ্ককেও পাওয়া গেছে। কে বা কারা যেন তাঁর ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলেছে। নিজের খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গোত্রের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে গহীন জঙ্গলে পালিয়ে গেছে সর্দার কুয়াবি। সবার অনুমান অন্য কাফ্রিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে। একটা গরু বা একটা ভেড়াও জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। যে-ক'টাকে পাওয়া গেছে সব জবাই-করা। কাফ্রিদের শেষ দেখে নিতে চাচ্ছেন বাবা। ওদের পিছু নিয়ে গহীন জঙ্গলে ঢুকে খতম করতে চাচ্ছেন ওদেরকে। কিন্তু বাকিরা যেতে নারাজ। ওরা বলছে জঙ্গলে নাকি হাজার হাজার কাফ্রির বাস। লড়াই শুরু হলে বেঁচে ফিরতে পারবে না আমাদের একজনও। এ-কারণেই রাগে-

www.BanglaBook.org

দুঃখে পাগলপারা হয়ে গেছেন বাবা। অ্যালান, বলতে গেলে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমরা। এদিকে ব্রিটিশ সরকার আদেশ জারি করেছেন এখন থেকে ক্রীতদাস হিসেবে আর কাউকে রাখা যাবে না। যে-ক'জন দাস ছিল আমাদের কাছে তাদেরকে মুক্ত করার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে-টাকা পেতে যাচ্ছি আমরা সরকারের কাছ থেকে তা, ওদেরকে কিনতে যে-টাকা খরচ হয়েছিল তার তিন ভাগের এক ভাগও না। ...ওই শোনো, বাবা ডাকছেন আমাকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বা কারও সঙ্গে আলোচনা করার দরকার নেই তোমার। দেখা যাবে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছ। এখন তোমার কাজ শুধু ঘুমানো আর খাওয়া। তা না হলে শক্তি ফিরে পাবে না,' ঝুঁকে আবার আমাকে চুমু খেল সে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

চার

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও কয়েকটা দিন।

দিনের পর দিন এই এক ঘরে বন্দি থাকতে থাকতে ঘরটার উপর কেমন ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কয়েকদিন থেকেই অনুনয়-বিনয় করছি বাবার কাছে—আর ভালো লাগছে না, মুক্ত বাতাসে একটু হেঁটেচলে বেড়াতে চাই। আমার কথা তেমন একটা পাত্তা দিচ্ছেন না বাবা। বলছেন হাঁটাচলা করলে আবার শুরু হতে পারে রক্তপাত, এমনকী ছিঁড়ে যেতে পারে ধমনীর পর্দা। তা ছাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষতটা শুকাতে দেরি হচ্ছে—যে-বল্লম দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল আমাকে সম্ভবত নোংরা ছিল সেটা অথবা জন্তুজানোয়ারের চামড়া ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হতো, তাই গ্যাংগ্রিনের মতো হয়ে গেছে আমার উরুতে। যে-সময়ে কথা বলছি তখন যার গ্যাংগ্রিন হতো তার বাঁচার আশা ছেড়ে দিত সবাই। অ্যান্টিসেপ্টিক বলে তখন কিছু ছিল না, তাই শুধু ঠাণ্ডাপানি দিয়েই চিকিৎসা চলছিল আমার। কপাল ভালো—বয়স কম হওয়ার কারণে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে গেল আমার রক্ত, শেষপর্যন্ত গ্যাংগ্রিন দেখা দিল না।

কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে মুষড়ে পড়লাম অনেকখানি। ঠিকমতো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না মেরির। আমার ঘরে যদি আসেও, ওর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, মন খুলে কথা বলতে পারি না তখন। একদিন একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম ঘটনা কী। আগের মতো ঘন ঘন এবং একা আসছে না কেন সে আমার কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখি, প্রশ্নটা শুনে যথেষ্ট বিব্রত হয়ে গেছে সে। ফিসফিস করে বলল, 'কারণ মানা করা হয়েছে আমাকে।' তারপর আর কোনো কথা না-বলে চলে গেল।

একা বসে ভাবতে লাগলাম, মানা করা হয়েছে মানে কী? চট করে একটা উত্তর উঁকি দিল মনের মধ্যে। সন্দেহ নেই এসবের পিছনে আছে ওই লম্বা যুবকটা যে ওয়্যাগন-হাউসে তর্ক জুড়ে দিয়েছিল বাবার সঙ্গে। ওর ব্যাপারে আমাকে কখনোই কিছু বলেনি মেরি, কিন্তু হটেনটট হ্যান্স আর বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য পেয়ে গেলাম।

যুবক আসলে মিস্টার ম্যারাইসের বোনের একমাত্র সন্তান, অর্থাৎ ভাগ্নে। পেরেইরা নামের এক পর্তুগিজকে বিয়ে করেন মহিলা। ব্যবসা করার জন্য ওই লোক অনেক বছর আগে ডেলাগোয়া উপসাগর থেকে কেপকলোনিতে এসেছিল। এরপর

www.BanglaBook.org

আর ফিরে যাননি সেখানে, স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন আফ্রিকাতেই। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কেউই বেঁচে নেই, শুধু বেঁচে আছে ছেলেটা। নাম হার্নান্দো। মেরির ফুফাতো ভাই সে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক টাকাপয়সার মালিক।

হার্নান্দোকে সংক্ষেপে হার্নান বলে ডাকে বোয়ারা। মনে পড়ল এই লোকটার কথা আগেও শুনেছি—মিস্টার ম্যারাইসই বলেছিলেন আমাকে। সরকারি যোগসাজশে তাঁর সেই বোনজামাই মদের একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করেন আফ্রিকার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে। ফলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে বেশি দিন লাগেনি তাঁর। আলালের ঘরের দুলাল, তাই হার্নানের বাপ-মা বেঁচে থাকতে ওকে কয়েকবার দাওয়াত দিয়েছিলেন মিস্টার ম্যারাইস, ম্যারাইসফন্টেইনে এসে যাতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায় সে। ওরা তখন যে-শহরে থাকত তা কেপটাউন থেকে খুব বেশি দূরে না, তারপরও একমাত্র সন্তানকে চোখের আড়াল করতে চাননি বাপ-মা। তাই এতদূর ভ্রমণ করে ম্যারাইসফন্টেইনের মতো একটা "বুনো" এলাকায় এর আগে কখনোই আসা হয়নি হার্নানের।

এখন অভিভাবক বলতে কেউ নেই ওর। তাঁদের মৃত্যুর পর ওর জন্য সবকিছু পাল্টে গেছে রাতারাতি। শুনেছি মিস্টার পেরেইরার মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি তাঁর একচেটিয়া ব্যবসার অনুমতি বাতিল করে দেয় সরকার। খবর পেয়ে সরকারের উপর দারুণ ক্ষেপে যায় হার্নান্দো পেরেইরা। নতুন করে টাকাপয়সা কামানোর প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে ছিল না ওর, কারণ যদি শুয়েবসে খায় তা হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছে তা শেষ করতে পারবে না। হার্নান্দো তখন জনপ্রিয়তা কামানোর ধান্দায় বোয়াদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজে জড়িত করে ফেলে

www.BanglaBook.org

নিজেকে। শুনেছি ওরা সবাই মিলে নাকি বেশ বড় এক অভিযানের পরিকল্পনা করছে, আর তাতে সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে সে। কেউ কেউ বলছে সেই অভিযান নাকি শুরু হয়েও গেছে ইতোমধ্যে। কেপকলোনির সীমান্ত পেরিয়ে যেসব জায়গা এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে সেসব জায়গায় চলছে এই মহাঅভিযান। ডাচ কৃষকদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা যেন আগেভাগেই গিয়ে চাষবাস করা অথবা বাড়িঘর বানানোর সুবিধার্থে জমি দখল করে।

এই হলো হার্নান্দো পেরেইরার গল্প।

এক রাতে সেই ঘরে বসে আছি বাবার সঙ্গে। বাবা মাঝেমধ্যে রাতে ঘুমান এখানে। প্রতি সন্ধ্যায় উচ্চকণ্ঠে বাইবেল পড়া তাঁর অভ্যাস, কিছুক্ষণ আগে আজ রাতের মতো কাজটা শেষ করেছেন তিনি। এদিকে উসখুস করছি আমি, বলবো কি বলবো না ভাবছি। শেষে বলেই ফেললাম, মেরিকে ভালোবাসি আমি, ওকে বিয়ে করতে চাই। কাফ্রিরা যেদিন হামলা করেছিল সেদিন অনানুষ্ঠানিক বাগদান হয়ে গেছে আমাদের—আজীবন একসঙ্গে থাকার শপথ করেছি আমরা, চুমু খেয়েছি একজন আরেকজনকে।

'যুদ্ধ এবং প্রেম!' মন্তব্য করলেন বাবা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দেখে মনে হচ্ছে না আমার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছেন তিনি। 'আমার আর মেরির গোপন সম্পর্কের ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক আগেই টের পেয়েছেন। কথাটা জানি আমি, কিছুদিন আগে বলেছ নিজেই।'

'আমি বলেছি!' হতভম্ব হওয়ার মতো অবস্থা আমার। 'কখন?'

'তখন তুমি প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। তোমার শুশ্রূষার দায়িত্ব আমার উপর। দিনে হাজারবার মেরি মেরি করে ডাকো,

www.BanglaBook.org

সেই ডাক শুনে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া? চুপ করে থেকো না বাবা, দয়া করে কথা বলো।'

'তা ছাড়া মেরিও তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'জানলে কীভাবে?'

'তোমার অবস্থা যখন খুব খারাপ, আমার সামনেই একদিন কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতেই সব স্বীকার করল আমার কাছে। বলল, তোমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, তোমাকে ছাড়া নাকি বাঁচবে না।'

চুপ করে থাকলাম, বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

'যুদ্ধ এবং প্রেম!' আবারও বললেন বাবা। 'হায় রে সুযোগ্য পুত্র আমার! বলতে বাধ্য হচ্ছি, আসলে প্রেমে না, ভয়াবহ এক সমস্যায় পড়ে গেছ তুমি।'

'কেন বাবা? একজন আরেকজনকে ভালোবেসে এমন কী ভুল করেছি আমরা?'

'না, ভুল তোমার হয়নি, ভুল হয়েছে আসলে আমার! এই বয়সে এ-রকম কিছু ঘটে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক—আগেই বোঝা উচিত ছিল।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, ভুল না, বরং বলবো দুর্ভাগ্যজনক। একদিক দিয়ে যদি বলি প্রথমত আমি চাই না কোনো বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করো তুমি। আমার ঔরসে যারা আসবে পৃথিবীতে তাদের শরীরে ভিনদেশী, বিশেষ করে গোরা রক্ত থাকুক। ভেবেছিলাম আজ থেকে বেশ কয়েক বছর পর, কারণ তোমাকে এখনও বালকই বলা যায়, কোনো ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি, এবং সে-ব্যাপারে এখনও ভাবি আমি।'

'না, কখনোই না!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'কখনোই না শব্দটা বলার আগে ভেবেচিন্তে বলা উচিত।

www.BanglaBook.org

জীবনে কখন কী হয় তার কী জানি আমরা? আজ যা আমাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব, কাল তা সম্ভব হবে না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছি কী করে?'

বলে রাখি, বাবার সেদিনের কথাগুলো খুব খারাপ লেগেছিল আমার কাছে। কিন্তু আজ যখন স্মৃতিচারণ করে লিখছি কথাগুলো তখন বুঝতে পারছি কত অমূল্য, কত বড় সত্য কথা বলেছিলেন তিনি সেদিন।

'কিন্তু আমার পছন্দ-অপছন্দ আর সংস্কার ভুলে গিয়ে যদি বলি,' বলে চললেন বাবা, 'মেরিকে তোমার বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হেনরি ম্যারাইস তোমাকে যথেষ্ট পছন্দ করে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞও সে। কারণ ওর একমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি, আর মেরিকে সে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইংরেজদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না। এবার সোজা কথায় যদি বলি, তোমার মতো একজন গরিব ইংরেজের হাতে নিজের আদরের মেয়েকে কোনোদিনও তুলে দিতে চাইবে না ম্যারাইস। এ-ব্যাপারে আর বেশি কিছু বলার নেই আমার, অ্যালান।'

'গরিব?' কথাটা আঘাত করল আমার মনে। 'আমি অনেক টাকা কামাই করতে পারবো, বাবা। আমি ভালো শিকার করতে পারি। হাতি মারবো আমি। সেগুলোর দাঁত বিক্রি করবো চড়া দামে।'

'অ্যালান, একটা কথা বলি। আজ হয়তো বুঝবে না কথাটা, তবে যদি বেঁচে থাকো, একদিন-না-একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। আমার মনে হয় না তেমন পয়সাওয়ালা হতে পারবে তুমি। কেন জানো? বড়লোক হতে হলে অর্থসম্পদের প্রতি মোহ থাকতে হয়, আর সে-মোহ ছোট থেকেই প্রকাশ পায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন মানুষের চেহারায়, কথাবার্তায়, চালচলনে। তোমার মধ্যে সেসব কিছুই নেই। তোমার মোহ মেরির প্রতি; মেয়েটার জন্য যদি কিছু টাকা কামাই করতেও পারো, আমার মনে হয় না বেশিদিন সঞ্চয় করে রাখতে পারবে। ...আমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানি আমি, সেই রাজা অষ্টম হেনরির আমল পর্যন্ত। আমাদের মধ্যে কেউই টাকাপয়সার দিক দিয়ে সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি কখনোই। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই তুমি ব্যতিক্রম হবে, তোমার বাপ-দাদা যা সারাজীবনেও পারেনি তা করে দেখাবে, তা হলেও কিন্তু যথেষ্ট সময় লাগবে তোমার। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, অর্থসম্পদ মাশরুম না যে, রাতারাতি গজিয়ে যাবে।'

'জানি। কিন্তু সৌভাগ্য বলেও তো একটা কথা আছে?'

'সেক্ষেত্রেও তোমাকে অনেক বড় সৌভাগ্যবান হতে হবে। কারণ টাকাপয়সার দিক দিয়ে ভাগ্য যাদের প্রতি উদার সে-রকম অন্তত একজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তোমাকে।'

'মানে?' উঠে বসলাম বিছানায়।

'মানে মেরির ফুফাতো ভাই হার্নান্দো পেরেইরার কথা বলছি। লোকে বলে সে নাকি কেপকলোনির অন্যতম ধনী ব্যক্তি। আমি জানি মেরিকে বিয়ে করতে চায় সে। আজ বিকেলে কথাটা বলেছে আমাকে ম্যারাইস, এবং যখন নিজে থেকেই বলেছে তখন বুঝে নিতে হবে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে ওর। কিছুদিন আগে মেরিকে দেখে মাথা ঘুরে গেছে হার্নান্দোর। মেরির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তারপর থেকে ম্যারাইসফন্টেইন ছেড়ে নড়ার নাম নিচ্ছে না। বোয়ারা যেদিন সর্দার কুয়াবিকে খতম করার জন্য একসঙ্গে বের হলো সেদিন থেকে বাড়ি পাহারা দেয়ার নাম করে রয়ে গেছে এখানে। এসব প্রথম-দেখায়-প্রেমের ব্যাপারে

www.BanglaBook.org

হার্নান্দোর মতো পশ্চিমাদের আবার তর সহ্য হয় না।'

বালিশে মুখ লুকালাম আমি। বুক ফেটে কান্না আসছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কোনোরকম চেপে রেখেছি। খুবই অসহায় লাগছে নিজেকে। ঠিকই তো, হার্নান্দোর মতো ধনী আর সৌভাগ্যবান কারও বিরুদ্ধে কী করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো আমি? অন্তত কন্যাদানের ব্যাপারে আমার চেয়ে ওকে যে প্রাধান্য দেবেন মিস্টার ম্যারাইস তাতে আর সন্দেহ কী? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল আমার মনে। হার্নান্দোকে হয়তো ঠেকাতে পারবো না আমি, কিন্তু মেরির পক্ষে সম্ভব কাজটা। খুবই বিশ্বস্ত মেয়ে সে, এবং দৃঢ়চেতা। মিস্টার ম্যারাইসকে টাকা দিয়ে কেনা যেতে পারে, মেরিকে কেনা যাবে না।

'বাবা,' বললাম চিন্তিত ভঙ্গিতে, 'আমি হয়তো বিয়ে করতে পারবো না মেরিকে, কিন্তু আমার মনে হয় হার্নান্দো পেরেইরাও পারবে না কখনও।'

'কেন?' কিছুটা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'কারণ মেয়েটা মনেপ্রাণে ভালোবাসে আমাকে এবং ওই ভালোবাসা বদলানোর মতো না। আমার বিশ্বাস দরকার হলে মরবে সে, তবুও বিয়ে করবে না হার্নান্দোকে।'

'তা হলে তো বলতেই হয় খুবই অদ্ভুত মেয়ে সে,' মন্তব্য করলেন বাবা। 'তবে ভবিষ্যৎই বলে দেবে সব। ততদিন যদি বেঁচে থাকি দেখে যেতে পারবো কী হয় শেষপর্যন্ত। আমি প্রার্থনা করি, তোমাদের এই প্রেমকাহিনির পরিণতি যেন খারাপ না-হয়। মেয়েটা লক্ষ্মী, আমি পছন্দ করি ওকে, সে বোয়া বা ফরাসি যা-ই হোক না কেন। ...এখন বাদ দাও এসব, অ্যালান, ঘুমিয়ে পড়ো। আশঙ্কাজনক কোনো সম্ভাবনা নিয়ে ভেবে ভেবে নিজেকে অহেতুক উত্তেজিত করার মানে হয় না। তোমার অসুখ তাতে সারবে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বরং বেড়ে যেতে পারে।'

'ঘুমিয়ে পড়ো, নিজেকে উত্তেজিত কোরো না,' পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ধরে বাবার এই উপদেশবাণী জপ করতে লাগলাম। শারীরিক দুর্বলতা বা মানসিক অসাড়তা যা-ই বলি না কেন, আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আজ আর মনে নেই সেসব।

যা-হোক, পরদিন সকালে ঘর ছেড়ে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো আমাকে। একা বেশিদূর হাঁটাচলা করা সম্ভব না আমার পক্ষে, তাই আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যারাইসফন্টেইনের বাইরে, খোঁয়াড়ের কাছাকাছি একটা ঢালের উপর।

খুবই নোংরা একটা কম্বল দিয়ে জড়ানো হয়েছে আমাকে, আদ্যিকালের পালকির কায়দায় ভাঙাচোরা একটা সোফায় শুইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এ-পর্যন্ত। এতদিন পর রোদের স্পর্শ পেয়ে, তাজা বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে পেরে ভালোই লাগছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। মিস্টার ম্যারাইসের বাড়িটা দেখা যায় এখান থেকে। বাড়ি না-বলে বাড়ির ধ্বংসস্তূপ বললেই মানায় বেশি। সামনের দিকে একসারি ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে অর্ধবৃত্তাকারে। দেখলে মনে হয় যেন শিবির স্থাপন করেছে কোনো সেনাদল। বোয়াদের এভাবে ওয়্যাগন দাঁড় করিয়ে রাখার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি—কাফ্রিরা আবার হামলা চালাতে পারে আশঙ্কা করে আপাতত ওখানেই থাকছে ওরা, পাহারা দিচ্ছে স্থানীয় আদিবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে। ওয়্যাগনগুলো যাতে অন্য কোথাও চলে না-যায় সেজন্য সেগুলোর চাকার নীচে মাটির বড় বড় ঢেলা অথবা মিমোসা গাছের কাণ্ড ফেলে রাখা হয়েছে।

www.BanglaBook.org

দিনের বেলায় ঠিক মাঝখানের দুটো ওয়্যাগন একটুখানি সরানো হয়, ফলে একটা দরজার মতো তৈরি হয়। ভাঙাচোরা সোফার উপর শুয়ে সেই "দরজা" দিয়ে দেখি, বাড়ির চারদিকে অর্ধবৃত্তাকারে বেশ দীর্ঘ আর উঁচু দেয়াল তৈরি করা হচ্ছে। আমার অনুমান, কাফ্রিরা লুটে নিয়ে যাওয়ার পর মিস্টার ম্যারাইসের যে-ক'টা গরুবাছুর আর ঘোড়া আছে সেগুলোকে এখন থেকে ওই দেয়ালের ভিতরে রাখা হবে রাতে। উঠানের একধারে দেখা যাচ্ছে নিচু কয়েকটা ঢিবি—প্রাকৃতিক না, মনুষ্যনির্মিত এবং সাম্প্রতিক। হামলাকারী কাফ্রিদের যারা মারা গেছে তাদেরকে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে। এককালে ছোট্ট একটা বাগান করেছিল মেরি ওই জায়গায়। লেব্ল্যাঙ্কের মুণ্ডুহীন দেহটা কবর দেয়া হয়েছে বাড়ির ডান দিকে দেয়ালঘেরা ছোট একটা জায়গায়; মিস্টার ম্যারাইসের স্ত্রীসহ কয়েকজন আত্মীয়ও চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন সেখানে।

অলসদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি এসব, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে বারান্দায় বের হয়ে এল মেরি, পিছন পিছন হার্নান পেরেইরা। আমাকে দেখতে পেল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল আমার দিকে। কাছাকাছি এসে হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়াল সে, যেন মনে পড়ে গেছে জরুরি কিছু একটা। আশ্চর্য হয়ে দেখি পুরো চেহারা লাল হয়ে গেছে ওর। বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'ওহ্, মিস্টার অ্যালান,' (আগে কখনোই আমাকে মিস্টার বলে সম্বোধন করেনি মেয়েটা) 'তোমাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। কী অবস্থা তোমার?'

'খুব ভালো, ধন্যবাদ,' ঠোঁট কামড়ে ধরে জবাব দিলাম ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে। 'আমার জন্য তো আবার চিন্তার শেষ নেই তোমার। অবস্থা খারাপ শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে আমাকে

www.BanglaBook.org

দেখতে।'

কথাটা বলামাত্র বুঝতে পারলাম উচিত হয়নি কাজটা—মেরিকে এভাবে আঘাত দিয়ে ভালো করিনি। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে, তীব্র একটা ফোঁপানি চেপে রাখার চেষ্টায় কাঁপছে ওর বুক। আমার কথার জবাব দিতে পারল না সে।

হার্নান্দো পেরেইরা এসে দাঁড়াল মেরির পাশে। আমার কথাটা শুনতে পেয়েছে সে। স্বভাবসুলভ দাম্ভিক, উৎসাহপ্রদায়ী কণ্ঠে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, 'অ্যালান, আমার মামাতো বোনটা এই ক'দিন এতগুলো লোকের দেখভাল করতে গিয়ে আসলে এত ব্যস্ত ছিল যে, তোমার কী অবস্থা খোঁজ নেয়ার সুযোগ পায়নি। তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, তিনি বলেছেন শীঘ্রই নাকি সেরে উঠবে তুমি। কথাটা শুনে ভালো লেগেছে। তোমার সমবয়সী ছেলেদের মতো আবার খেলাধুলা করতে পারবে তুমি।'

রাগেদুঃখে এবার আমার চোখে পানি চলে এল। নিজের অক্ষমতায়, দুর্বলতায় নিজের উপরই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছি। পেরেইরার মন্তব্য শুনলাম শুধু, কিছু বলতে পারলাম না।

আমার হয়ে মেরি বলল শীতলকণ্ঠে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হার্নান, শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠে আবার খেলতে পারবে মিস্টার অ্যালান কোয়াটারমেইন। সে খেল্ দেখাতে পেরেছে বলেই মাত্র আটজন লোককে সঙ্গে নিয়ে কয়েক শ' কাফ্রির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াই করে বাঁচাতে পেরেছে আমাকে এবং আমাদের এই বাড়িটাকে। প্রার্থনা করি, ওর রাইফেলের পাল্লায় যেন আর কাউকে পড়তে না-হয় কখনও।' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বাড়ির আঙিনার কাফ্রিদের সেই "গণকবরের" দিকে।

'না, না, ওর কৃতিত্বকে খাটো করে কিছু বলিনি আমি,' মসৃণ

www.BanglaBook.org

কণ্ঠে বলল পেরেইরা। 'তোমার বন্ধুকে উপহাস করার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। লোকে বলে ইংরেজরা নাকি সাহসী। কতখানি সাহসী তা ওকে দেখে বুঝেছি। তোমাকে বাঁচানোর সুযোগ পেয়ে নিঃসন্দেহে দারুণ লড়াই করেছে সে। তারপরও আমি বলবো, সারা আফ্রিকায় সে-ই কিন্তু একমাত্র লোক না যে বন্দুক-রাইফেল চালাতে জানে—যেমনটা তুমি ভাবো। সে সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর না-হয় কোনো প্রীতিম্যাচে কথাটার প্রমাণ দেয়া যাবে।' এক কদম আগে বাড়ল সে, ভালোমতো দেখল আমাকে। তারপর অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, 'আফসোস! আমার তো মনে হয় সহসা ওই প্রতিযোগিতা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছোকরার অবস্থা তো বেশি সুবিধার বলে মনে হয় না!'

চুপ করে ছিলাম, চুপ করেই থাকলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি পেরেইরাকে। লম্বা আর সুদর্শন এক যুবক। পরনে চমৎকার পোশাক। চওড়া কাঁধ। চেহারায় শারীরিক শক্তি আর মানসিক তেজ দুয়েরই প্রতিফলন। ওর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলাম মনে মনে। জ্বরে আক্রান্ত, রক্তপাতে দুর্বল সাদা চেহারার এক কিশোর আমি। মাথায় খাড়া খাড়া বাদামি চুল। গালে দাড়ির আভাস। এই ক'দিনে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে আমার দু'হাত। পোশাক হিসেবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে নোংরা আর হতশ্রী এক কম্বল। পেরেইরার সঙ্গে আসলে কোনো তুলনাই চলে না আমার। লোকটা ধনী, শূরম্মন্য; ইংরেজদের দু'চোখে দেখতে পারে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে অপমান করছে সে, উপহাস করছে আমাকে নিয়ে—সবই আসলে আমার বাহ্যিক অবস্থার জন্য। কিন্তু নৈতিকতা, সাহস, একাগ্রতা বা সক্ষমতা—যেদিক দিয়েই বিচার করি না কেন আমার মনে হয় পেরেইরার চেয়ে অনেক বেশি

www.BanglaBook.org

যোগ্য আমি। আর এ-গুণগুলোই, আমার বিচারে, কাউকে সত্যিকারের পুরুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যত গরিব বা যত রোগাই হই না কেন, আমার বিশ্বাস শেষপর্যন্ত ওকে পরাজিত করতে পারব এবং জিতে নিতে পারবো পরম পুরস্কার—মেরির ভালোবাসা।

মেরি মনে হয় আমার মনের কথাগুলো পড়তে পারছে। এর আগেও এ-রকম হয়েছে একাধিকবার—আমি যা ভাবছি তা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার আগেই কীভাবে যেন টের পেয়ে গেছে সে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, গর্বে ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল এক দ্যুতি দেখা দিয়েছে দু'চোখে। মাথা ঝাঁকাল সে। ফিসফিস করে, যেন শুধু আমি শুনতে পারি এমনভাবে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয় পেয়ো না, অ্যালান।'

সঙ্গে-আনা চকমকির বাক্স খুলে পাথরের সাথে ইস্পাত ঠুকছিল পেরেইরা। আগুন ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, অগ্নিসংযোগ করল নিজের বিশাল পাইপে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা বলি, মিস্টার অ্যালান। তোমার ঘোড়াটা, একশব্দে বললে, খাসা। মিশন স্টেশন, মানে যেখানে থাকো তোমরা সেখান থেকে ম্যারাইসফন্টেইন পর্যন্ত দূরত্বটুকু অবিশ্বাস্য কম সময়ে পার হয়েছে সে। যেভাবেই হোক, তোমার অন্য ঘোড়াটাও একই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। প্রথম ঘোড়াটার পিঠে চড়ে গতকাল কিছুদূর ঘুরেছি আমি—আসলে দৌড়ঝাঁপের দরকার ছিল জন্তুটার। ওটাকে কিনতে চাই আমি।'

'কিন্তু আমি বেচতে চাই না, হিয়ার পেরেইরা,' মুখের উপর মানা করে দিলাম। 'আর ওটাকে দৌড়ঝাঁপ করানোর কথাও কাউকে বলেছিলাম বলে মনে পড়ছে না আমার।'

'তুমি বলোনি, তোমার বাবা বলেছিলেন,' একটুও বিব্রত

www.BanglaBook.org

হয়নি পেরেইরা, তারমানে বিনা-অনুমতিতে আরেকজনের জিনিস ব্যবহার করার অভ্যাস আছে ওর। 'নাকি তোমাদের ওই কুৎসিত হটেন্টট বন্ধুটা নিয়েছিল? মনে করতে পারছি না আসলে। ...বেঁকে বসছ কেন? এই পৃথিবীতে টাকা থাকলে সব কেনা যায়, ভালো দাম পেলে সব বিক্রি করা যায়। আমার অনেক টাকা, ওই ঘোড়াটার যা দাম তারচেয়ে বেশিই দেবো তোমাকে। ধরো...একশ' পাউণ্ড। শোনো, শুধু শুধু কিনতে চাচ্ছি না ওটাকে। ভালো জিনিস দেখবো আর কোনো লাভ ছাড়াই সেটা কিনে ফেলবো—আমি এত বোকা না। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিয়মিত ঘোড়দৌড় হয়, সেখানে নিয়ে গিয়ে বাজিতে লাগাবো আমি ঘোড়াটাকে। বুঝতে পেরেছ? এবার বলো কী বলার আছে তোমার।'

'যা বলার আছে তা বলে দিয়েছি। ঘোড়াটা বিক্রি করবো না আমি, হিয়ার পেরেইরা।' হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মনে। বললাম, 'তবে বাজি খেলার অভ্যাস যখন আছে তোমার তখন একটা প্রস্তাব দিতে পারি।'

ভ্রূ কুঁচকাল পেরেইরা। 'কীসের প্রস্তাব?'

'আমি সুস্থ হয়ে উঠলে সেই প্রীতিম্যাচে, মানে শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেবো আমরা। যদি তুমি জেতো তা হলে ঘোড়াটা দিয়ে দেবো তোমাকে, আর আমি জিতলে আমাকে একশ' পাউণ্ড দেবে তুমি। রাজি?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পেরেইরা। ওয়াগন থেকে বের হয়ে সকালের কফির জন্য বাড়ির দিকে যাচ্ছিল কয়েকজন বোয়া, হাসতে হাসতেই ওদেরকে ডাকল, 'এই যে, বন্ধুরা, একটু এদিকে এসো। এই বেঁটে ইংরেজ বাচ্চাটার কথা শোনো। আমার বিরুদ্ধে শুটিংম্যাচে অংশ নিতে চায় সে। আবার বাজিও

www.BanglaBook.org

ধরছে—সে জিতলে আমাকে গুনতে হবে একশ' ব্রিটিশ পাউণ্ড, আর আমি জিতলে ওর চমৎকার ঘোড়াটা দিয়ে দেবে আমাকে। সাধে কি আর বালক বলছি ওকে? আমার সম্বন্ধে কিছু জানেই না সে। আজ পর্যন্ত যতগুলো শুটিংম্যাচে অংশ নিয়েছি তার সবগুলোতে প্রথম হয়েছি। ...না, না, বন্ধু অ্যালান,' আবারও সব দাঁত দেখা যাচ্ছে পেরেইরার, 'আমি ডাকাত না, তোমার ঘোড়াটা এভাবে কেড়ে নিতে পারবো না তোমার কাছ থেকে।'

পেরেইরার ডাক শুনে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে পিটার রেটিফ নামের এক বোয়া আছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটা দেখতে-শুনতে চমৎকার, কথাবার্তায় চৌকস। তিনি ম্যারাইসের মতোই একজন হিউগোনৌ। ফ্রণ্টিয়ার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিল সরকার; কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নর স্যর অ্যান্দ্রিয়াস স্টোকেনস্টর্মের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছেন এই অঞ্চলে। কেপকলোনি থেকে গ্রেট-ট্রেক বা মহাঅভিযানের পরিকল্পনা করছে বোয়ারা, আগেও বলেছি, সেই অভিযান সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছেন আপাতত।

যা-হোক, আমাকে নিয়ে উপহাস করছিল পেরেইরা, নিজের শৌর্যের বড়াই করছিল, এমন সময় কাছে এসে আমার দিকে তাকালেন পিটার রেটিফ। চোখাচোখি হলো আমাদের।

'ঈশ্বর!' আশ্চর্য হয়ে বললেন তিনি, 'এই কি সেই কিশোর যে কি না মাত্র ছ'জন হটেনটট ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে লড়াই করে রুখে দিয়েছে সর্দার কুয়াবির বাহিনীকে? এই ছেলের কারণেই পালিয়ে গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কেউ একজন, 'কিন্তু আরেকটু হলে মেরিকে খতম করে দিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস শেষমুহূর্তে হাজির হতে পেরেছিলাম আমরা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে তো হিয়ার অ্যালান কোয়াটারমেইন,' বললেন রেটিফ, 'তোমার সঙ্গে হাত মেলাতেই হয়,' বলতে বলতে আমার ডান হাতের নোংরা আঙুলগুলো তুলে নিলেন তিনি নিজের ডান হাতের বিশাল তালুতে। 'তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব গর্বিত। তোমার মতো আমার যদি কোনো ছেলে থাকত তা হলে আমারও গর্ব হতো। ঈশ্বর! এই কিশোর বয়সে যদি এই অসাধ্য সাধন করতে পারো তা হলে বড় হলে কী করবে?' দৃষ্টি সরিয়ে তাকালেন তিনি বাকিদের দিকে। 'বন্ধুরা, আমি গতকাল এসেছি এখানে, মেরি নামের এই সুন্দরী কিশোরী আর কাফ্রিদের কাছ থেকে শুনেছি অ্যালান কোয়াটারমেইনের বীরত্বের কাহিনি। তারপর পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখেছি। আহত বা নিহত হয়ে কে কোথায় লুটিয়ে পড়েছে, রক্তের দাগ দেখে তা খুঁজে বের করেছি। বুঝতে পেরেছি, বেশিরভাগই এই অল্পবয়সী ইংরেজের কাজ। অবশ্য শেষের তিনজনকে সে ঘায়েল করেছে অ্যাসেগাই দিয়ে। আমি নিজে ছিলাম সৈনিক, বেশ কিছু লড়াইয়ে অংশ নিতে হয়েছে আমাকে; কিন্তু অ্যালানের মতো এত বীরত্বপূর্ণ কোনো লড়াইয়ের কথা কখনও শুনিওনি, দেখিওনি। ছ'-সাতজনের একটা দল নিয়ে কাফ্রিদের এত বড় একটা বাহিনীকে কীভাবে ঠেকিয়ে দিয়েছে সে ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে!'

মর্নিংওয়াক শেষ করে বাবা তখন ফিরছিলেন, জটলা দেখে এগিয়ে এসে কখন যেন যোগ দিয়েছেন সবার সঙ্গে। এবার মুখ খুললেন তিনি, 'হ্যাঁ, মাইনহেয়া, ঠিকই বলেছেন। ওকে নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু এ-ব্যাপারে আর কিছু না-বললেই বোধহয় ভালো হয়, পাছে অহঙ্কার পেয়ে বসে ওকে।'

'মানতে পারলাম না কথাটা,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছেন রেটিফ। 'যারা আরেকজনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে অহঙ্কার থাকতে পারে না। বরং অহঙ্কার থাকে ওই লোকদের ভিতরে যারা সবসময় নিজেদের টাকা আর ক্ষমতার কথা জাহির করে অন্যদের কাছে,' বাঁকা চোখে তাকালেন তিনি পেরেইরার দিকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'ট্রাফালগারের যুদ্ধে এক ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল মারা গিয়েছিলেন না? কী যেন নাম তাঁর...নেলসন? ফরাসি আর স্প্যানিশদের সম্মিলিত বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেয়ার কারণে যিনি মরেও অমর হয়ে আছেন। লোকে বলে তিনিও ছিলেন বেঁটেখাটো, দুর্বলদেহী। আমার তো মনে হয় আপনার ছেলে সেই অ্যাডমিরাল নেলসনের মতো মহৎ একটা কাজ করে ফেলেছে।'

কমাণ্ডার রেটিফের প্রশংসা আমার কানে মধু'র চেয়েও মধুর বলে মনে হচ্ছে। একটু আগে নিজেকে পথের ভিখিরি মনে হচ্ছিল। আর এখন, মুখ তুলে মেরি আর বাবার অকৃত্রিম-খুশিতে-উদ্ভাসিত চেহারা দুটো দেখে বুকটা ভরে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি প্রিয়জনদের জন্য কঠিনতম কষ্ট সহ্য করার সার্থকতা কী।

পেরেইরার বন্ধু লোয়ারাও তাল মেলাল কমাণ্ডার রেটিফের সঙ্গে, 'ঠিক, ঠিক! ছোকরার সাহস আছে।'

'কী শোনানোর জন্য যেন আমাদেরকে ডাকছিলে, মাইনহেয়া পেরেইরা?' আবার বলতে শুরু করলেন রেটিফ। 'তোমাকে একটা শুটিংম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে আলান কোয়াটারমেইন? বেশ তো, যাও না। ভয় কিসের? ছুটন্ত কাফ্রিদেরকে গুলি করে যদি ঘায়েল করতে পারে সে, তা হলে আমার মনে হয় অন্য যে-কোনো নিশানা ভেদ করার সামর্থ্য আছে ওর। কিছু মনে কোরো না, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। তুমি যেখানে থাকো সেখানে কাফ্রিদের উৎপাত নেই, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। বলো তো, অ্যাসেগাই হাতে তোমার দিকে ছুটে

www.BanglaBook.org

আসছে—এ-রকম কাউকে কখনও গুলি করে মেরেছ? যদি মেরেও থাকো, ঘটনাটা অন্তত আমার কানে আসেনি।'

অপমানটা হজম করল পেরেইরা, লাল হয়ে গেছে ওর গাল। বলল, 'আমার বিরুদ্ধে কোন্ শুটিংম্যাচে অংশ নিতে চায় অ্যালান, তা কিন্তু বলেনি খোলাসা করে।'

'তা-ই নাকি?' আমার দিকে তাকালেন রেটিফ। 'ব্যাপারটা কি খুলে বলবে, মাইনহেয়া অ্যালান?'

'এই এলাকায় একটা গভীর উপত্যকা আছে। এখান থেকে খুব বেশি দূরে না জায়গাটা। বর্ষার পানি সেখান থেকে সরে না বলে জায়গাটাকে জলাভূমিই বলা যায়। হিয়ার ম্যারাইসকে বললেই তিনি চিনতে পারবেন কোন জায়গার কথা বলছি আমি। প্রতিদিন সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে বুনো রাজহাঁস উড়ে বেড়ায় ওই জলাভূমির উপর দিয়ে। আমার সঙ্গে হিয়ার পেরেইরা যাবে সেখানে। কম বুলেট খরচ করে আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ছ'টা রাজহাঁস মারতে পারবে ম্যাচটা জিতবে সে-ই।'

'আমরা যদি ছররা গুলি ব্যবহার করি তা হলে কাজটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করল পেরেইরা।

'কিন্তু আমি চাই কাজটা কঠিন হোক,' বললাম আমি। 'তা না হলে বোঝা যাবে না কত বড় শিকারী তুমি।'

'মানে?' পেরেইরার ভ্রূ কুঁচকে গেছে।

'মানে ছররা গুলি ব্যবহার করলে একটা দুধের বাচ্চাও রাজহাঁসের মতো বড় পাখি মারতে পারবে। আমরা যেখানে দাঁড়াবো সেখান থেকে সত্তর থেকে একশ গজ উঁচুতে থাকবে পাখিগুলো। এই দূরত্বে তোমার পদ্ধতিতে পাখি শিকার কোনো ব্যাপারই না।'

'তা হলে কীভাবে মারতে হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাইফেল ব্যবহার করতে হবে।'

'ঈশ্বর! ছোকরা বলে কী?' মুখ ফসকে বলেই ফেলল এক বোয়া। 'রাইফেল, মানে প্রতিবারে একটা করে বুলেট দিয়ে ছ'টা রাজহাঁস মারতে কতগুলো বুলেট লাগবে হিসাব আছে?'

'এখানেই তো কৃতিত্ব,' বললাম আমি। 'আমার প্রস্তাব উপস্থাপন করলাম, গ্রহণ করা বা না-করা হিয়ার পেরেইরার ইচ্ছা।'

পিটার রেটিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'ছ'টা রাজহাঁস মারার জন্য কতবার গুলি করার সুযোগ পাবে একজন প্রতিযোগী?'

একটু ভেবে বললাম, 'বিশবার।'

আরেকজন জানতে চাইল, 'যদি দেখা যায় বিশবার গুলি চালিয়েও ছ'টা রাজহাঁস মারতে পারোনি তোমরা কেউই তখন কী হবে?'

'তখন যে বেশি পাখি মারতে পারবে তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে,' বললাম আমি। 'এক্ষেত্রে সে যদি ছ'টা রাজহাঁস মারতে না-ও পারে তা হলেও অসুবিধা নেই। ...কি, হিয়ার পেরেইরা, আমার প্রস্তাবে রাজি আছো? থাকলে বলো, তোমার বিরুদ্ধে রাইফেল হাতে দাঁড়ানোর "দুঃসাহস" দেখাই। তুমি আবার শুটিংম্যাচে এত এত পুরস্কার জিতেছ...'

খোঁচাটা গিয়ে লাগল জায়গামতো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে চরম অস্বস্তিতে ভুগছে পেরেইরা, আমাকে হারাতে পারবে কি পারবে না সে-ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ওর এই ইতস্তত ভাব দেখে হাসতে শুরু করে দিল বোয়ারা, দেখে আরও বাড়ল ওর অস্বস্তি। শেষপর্যন্ত রেগেই গেল সে, বলল, 'হরিণ, আবাবিল, জোনাকি বা রাজহাঁস—যা খুশি তা-ই হোক না কেন, অ্যালানের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি আছি আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাচের আইনকানুন লিখে ফেলল মেরি। এমনিতে খেলাধুলায় যথেষ্ট উৎসাহ আছে বাবার, কিন্তু এই ব্যাপারটাতে দেখলাম তেমন সায় দিচ্ছেন না তিনি; দুপুরে আমার কাছে এসে নিচু কণ্ঠে বললেন, 'টাকার জন্য বাজি ধরাটা ঠিক হচ্ছে না।'

তাঁর সঙ্গে কোনো তর্কে গেলাম না।

আমি কত তাড়াতাড়ি সেরে উঠি তার উপর ভিত্তি করে ম্যাচের দিন-তারিখ-সময় নির্ধারিত হবে। ঠিক করা হলো, রেফারি এবং স্টেকহোল্ডারের দায়িত্ব পালন করবেন হিয়ার রেটিফ। আপাতত ম্যারাইসফন্টেইনেই আছেন তিনি, অন্তত আমাদের ম্যাচটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যাচ্ছেন না কোথাও। আমাকে এবং পেরেইরাকে বলে দেয়া হলো আমরা যেন ম্যাচের আগে ওই জলাভূমির ধারেকাছেও না-যাই, টার্গেট প্র্যাকটিস হিসেবে গুলি না-চালাই রাজহাঁসের পালের উপর। তবে ওই জায়গা ছাড়া অন্য যে-কোনো জায়গায় যখন খুশি যত খুশি টার্গেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেয়া হলো আমাদেরকে। এই কাজে যে-ধরনের রাইফেল ব্যবহার করলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো তা কাজে লাগানোর অনুমতি পেলাম দু'জনই।

আয়োজন শেষ। সকালের সব উত্তেজনাও শেষ। যথেষ্ট ক্লান্ত বোধ করছি। তাই আবার আমাকে বহন করে নিয়ে আসা হয়েছে আমার ঘরে। দুপুরের খাবার নিয়ে আসা হলো, মেরির রান্না করেছে। তাজা বাতাসে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে ক্ষুধাও লেগেছে। তাই দেরি না-করে খেয়ে নিলাম। হিয়ার ম্যারাইসকে সঙ্গে নিয়ে বাবা এলেন এমন সময়।

যথেষ্ট নরম গলায় ম্যারাইস বললেন আমাকে, 'চাকায় স্প্রিং-লাগানো একটা গরুর গাড়িতে যদি জাজিম বিছিয়ে দিই তা হলে তাতে শুয়ে তোমাদের মিশন স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারবে?'

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই,' জবাব দিলাম, বুঝতে পারছি ম্যারাইস চাচ্ছেন না আমি আর থাকি ম্যারাইসফন্টেইনে।

'আসলে, অ্যালান,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলছেন তিনি, 'তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি অতিথিপরায়ণ না। কিন্তু কথাটা ঠিক না। তোমার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমি। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমার ভাগ্নে হার্নানের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তোমার। এদিকে বলতে গেলে সব হারিয়ে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়েছি আমি। এই অবস্থায় আমি চাই না এমন কোনো ঘটনা ঘটুক যাতে আমার পরিবারের একমাত্র ধনী সদস্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় আমার।'

'আমিও চাই না আমার জন্য বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হন আপনি। আসলে...আমাকে নিয়ে উপহাস করার চেষ্টা করছিল হিয়ার পেরেইরা। আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছিল ওর তুলনায় কত গরিব আমি। বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হয়েছে আমাকে।'

'জানি,' অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি ম্যারাইস। 'আমার ভাগ্নে সৌভাগ্যবান, অল্প বয়সে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে। এ-রকম হলে যা হয়—গরিব কাউকে দেখলেই মনে ইচ্ছা জাগে তার কাছে নিজেকে জাহির করতে, তার উপর কর্তৃত্ব করতে। এই ছেলে এখন পর্যন্ত টাকার সুখ দেখেছে, টাকার দুঃখ দেখেনি। ওর বয়স কম, পকেটভর্তি টাকা, চেহারাও সুন্দর। তাই বখে গেছে সে। ...আমি দুঃখিত, অ্যালান। কিন্তু আমার মনে হয় যে-ব্যাপারে কিছু করতে পারবো না সে-ব্যাপারে কিছু করতে না-যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ...ঈর্ষা মানুষকে কখনও কখনও রূঢ় আর অবিচারী বানিয়ে দেয়, জানো?'

জবাব দিলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারাইস বলে চললেন, 'আমাকে না-জানিয়ে অথবা আমার পরামর্শ না-নিয়ে হাস্যকর এক শুটিংম্যাচের আয়োজন করে ফেলেছ তোমরা। শুনে খারাপ লেগেছে আমার কাছে। কী হবে এর ফলে? যদি হার্নান জেতে তা হলে উপহাস করতে করতে তোমাকে নাস্তানাবুদ করে ফেলবে। আর যদি হারে তা হলে তোমার উপর ভীষণ রেগে যাবে, ওর সারাজীবনের শত্রুতে পরিণত হবে তুমি। কাজেই হারো বা জেতো—দু'দিক দিয়েই তোমার ক্ষতি। তা হলে এই ম্যাচের আয়োজন করে কী ফায়দা হলো?'

'দোষটা আমার না,' মুখ খুললাম। 'ওই যে বললেন যাদের বেশি টাকা আছে তারা গরিব কাউকে দেখলেই নিজেকে জাহির করতে চায়, কর্তৃত্ব করতে চায়—হিয়ার পেরেইরাও তেমনি আমার ঘোড়াটা দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলেছেন, আমার অনুমতি না-নিয়েই চড়ে বসেছেন সেটার পিঠে। আমি বেচতে চাই কি না জানার প্রয়োজন মনে না-করেই বিক্রির জন্য জোরাজুরি করছিলেন আমাকে। সবার সামনে বড়াই করে বলছিলেন তিনি কত বড় শুটার। যতগুলো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন তার সবগুলোতেই জিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব বাগাড়ম্বর শুনে মাথার ঠিক ছিল না আমার। বাধ্য হয়ে ওকে চ্যালেঞ্জ করেছি।'

'স্বাভাবিক। তোমাকে দোষ দিই না আমি, অ্যালান। তবে আমি বলবো, বোকামি করে ফেলেছ তুমি। হার্নানের জন্য একশ' পাউণ্ড কোনো ব্যাপারই না। কাজেই সে যদি শুটিংম্যাচে হারে তা হলে ওর কিছুই যাবে-আসবে না। কিন্তু ওই ঘোড়াটা...ওটা হারালে তোমার কতখানি খারাপ লাগতে পারে ভেবে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে।'

'আশা করি হারাবো না ঘোড়াটা,' জেদি কণ্ঠে বললাম।

www.BanglaBook.org

'না-হারালেই ভালো। এবার শোনো, আপনিও শুনুন মিস্টার কোয়াটারমেইন, আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আমার। এই যে আপনাদেরকে ম্যারাইসফন্টেইন থেকে চলে যেতে বলছি, এর আরও একটা কারণ আছে। আমার দেশী লোক, মানে বোয়াদের সঙ্গে গোপন কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমাকে। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, ভালোমন্দের জন্য এই আলোচনাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আপনাদের, মানে দু'জন ইংরেজের উপস্থিতিতে কিছুতেই আলোচনায় বসতে রাজি হচ্ছে না ওরা কেউ।'

'কেন?' জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না।

আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন ম্যারাইস। 'ওরা ভাবছে তোমরা আসলে গুপ্তচর। আমাদের খবর সংগ্রহ করার পর পাচার করবে তোমাদের লোকদের কাছে।'

'আর বলার দরকার নেই, ম্যারাইস,' রেগে গেছেন বাবা। 'তোমার এখানে জোর করে থাকতে চাইনি আমরা এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোদিন থাকবোও না। তবে শুনে খারাপ লাগল শুধু ইংরেজ হওয়ার অপরাধে সন্দেহ করা হচ্ছে আমাদেরকে। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার উপকার করতে পেরেছে আমার ছেলে, কিন্তু লোকে উপকারের চেয়ে উপকারীকে তারা ভুলে যায় তাড়াতাড়ি, আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে সে-রকম। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। চুকেবুকে গেছে সব। কিছুক্ষণ আগে বলছিলে একটা গরুর-গাড়ি ধার দেবে আমাদেরকে। তোমার লোকদেরকে প্রস্তুত করতে বলো সেটা। এখনই রওনা হবো আমরা।'

যদিও কখনও কখনও রেগে গিয়ে বোকার মতো কাজ করে ফেলেন ম্যারাইস, অথবা তাঁর দেশীয় লোকদের মতো জাতিগত উন্নাসিকতায় ভোগেন, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে তিনি

www.BanglaBook.org

একজন ভদ্রলোক। বাবার কথা শুনে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আমাদের মনে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলেননি।

ঘণ্টাখানেক পর রওয়ানা করলাম আমরা।

আমাদেরকে বিদায় জানাতে এসেছে বোয়ারা সবাই। মনভুলানো মিষ্টি কথা বলছে আমাকে, বলছে সামনের বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে ওরা। এদের মধ্যে পেরেইরাও আছে। বলল, সে নিশ্চিত দ্রুত সেরে উঠবো আমি। খোঁড়া কাউকে পরাজিত করার কোনো ইচ্ছা নাকি নেই ওর, এমনকী কোনো শুটিংম্যাচেও না। জবাবে বললাম, চেষ্টার ত্রুটি হবে না আমার পক্ষ থেকে। কারণ যে-ম্যাচ জেতার জন্য মনে মনে সংকল্প করেছি তা হারতে রাজি নই কোনোক্রমেই, ম্যাচটা ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন। চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম তাই ঘাড় ঘুরালাম মেরিকে বিদায় বলার জন্য; বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে উঠানে, গরুর-গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'বিদায়, অ্যালান,' বলল সে, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। ওর চোখে খেলা করছে এমন এক দৃষ্টি, যা, আমার বিশ্বাস; আগে কখনোই দেখিনি। কম্বলটা ঠিক করে দেয়ার ছলে ঝুঁকল সে, ফিসফিস করে দ্রুত বলল, 'যদি আমাকে ভালোবাসো তা হলে ওই শুটিংম্যাচে জিততেই হবে তোমাকে। তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রতি রাতে প্রার্থনা করবো আমি।'

পেরেইরা বোধহয় অনুমান করতে পারছে ফিসফিস করে আমাকে কিছু বলছে মেরি। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে, মেরিকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই ওর

www.BanglaBook.org

সামনে এসে নিজের বিশাল শরীরটা দিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন পিটার রেটিফ। আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'বন্ধুরা! এই সাহসী যুবকের জন্য প্রার্থনা করুক মেরি, নাকি? যত যা-ই বলি না কেন, ওর কাছে নিজের জীবনের জন্য আমরণ কৃতজ্ঞ থাকতে পারে মেয়েটা, ঠিক না?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ।

চিৎকার করে ষাঁড়গুলোকে তাড়া দিল হটেনটট হ্যান্স, গাড়ি চলতে শুরু করল।

টের পাচ্ছি, এর আগে শুধু পছন্দ করতাম, আজ পিটার রেটিফের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে আমার মন। সম্ভবত তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি!

পাঁচ

দিন কয়েক আগে কীভাবে ছুটে এসেছিলাম ম্যারাইসফন্টেইনে! আর আজ? পুরোপুরি উল্টো পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে মিশন স্টেশনে।

চোখের সামনে সেই দৃশ্যগুলো ভাসছে যেন। চারদিকে অন্ধকার। বলতে গেলে কিছুই দেখা যায় না। আমাকে পিঠে নিয়ে ছুটে চলেছে আমার মাদীঘোড়া। ছুটছে না-বলে পাখির মতো উড়ছে বললেই মানায় বেশি। আতঙ্কে ধক ধক করছে আমার বুকের ভিতরে—পাছে দেরি না-হয়ে যায়! ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টিতে বার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার তাকাচ্ছি নিষ্প্রভ-হয়ে-আসা তারাগুলোর দিকে, পুবাকাশের প্রথম ধূসর আলোর দিকে।

আর এখন? ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজে ঘুরছে চাকা, চলছে গরুর-গাড়ি। আমাদের এই গতিকে শামুকের গতির সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। চারদিকে সুপরিচিত সমভূমি, সকালের উজ্জ্বল উষ্ণ শান্ত রোদ। মনে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা— যে-নিখাদ আর পবিত্র ভালোবাসা পেয়েছি মেরির কাছ থেকে তার জন্য। সেই সঙ্গে আশঙ্কা—কেউ না আবার ছলে-বলে-কৌশলে হাতিয়ে নেয় ওকে!

সবই আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, শুয়ে শুয়ে ভাবছি। একাধিক লোককে নিজের হাতে খুন করে মেরির মন জিতেছি, যদিও বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে কাজটা। যদি উল্টোটা হতো? আমাকে ভালোবাসে মেরি জানার আগে যদি আমিই মরতাম কাফ্রিদের হাতে? তা হলে যে-রকমেরই হোক না কেন মানুষের বিজয় কি আরেকজনের সর্বনাশ করা ছাড়া অর্জিত হওয়া সম্ভব না? জানি না, অন্তত ওই সময়ে জানা ছিল না। আমার মতো অনভিজ্ঞ এক কিশোরের তখন জীবনের অনেক কিছুই দেখা বাকি।

যা-হোক, ধীরেসুস্থে এগোচ্ছি আমরা। চলতে তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না। পথ ভালো। তা ছাড়া গাড়ির চাকায় স্প্রিং লাগানো আছে বলে বেশি ঝাঁকিও লাগছে না। আমার পায়ের ব্যথাও টের পাচ্ছি না নতুন করে।

চলতি পথে শুরু হলো আমাদের কথোপকথন। জিজ্ঞেস করলাম বাবাকে, 'আচ্ছা, হিয়ার ম্যারাইস যে বললেন কী নাকি গোপন বৈঠক আছে তাঁদের, আমাদের উপস্থিতিতে আলোচনা করতে চাচ্ছে না বোয়ারা। ব্যাপারটা কী?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা...খুব একটা মঙ্গলজনক বলে মনে হয় না আমার কাছে। এই ডাচরা আসলে যা করছে তা আমি বলবো দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। ওদের ভয়, এই খবর বিস্তারিতভাবে জানতে পারলে পরে না আবার ফাঁস করে দিই আমরা। এই দেশে স্বাধীন করে দেয়া হচ্ছে দাসদেরকে, আমি মনে করি উচিত কাজই করা হচ্ছে, কিন্তু বোয়াদের বোধহয় কেউই মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। মূলত এটা নিয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে ওরা। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার অভিপ্রায়ে দল পাকাচ্ছে। ওরা চায় দাসদেরকে স্বাধীন করে দেয়ার বদলে মেরে ফেলতে যাতে পরে কাফ্রিদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে একতরফাভাবে মার খেতে না-হয় ওদেরকে। কিন্তু এত বড় অমানবিক কাজে সায় দেয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব না। ওই সংঘর্ষের আশঙ্কাতেই কিন্তু বোয়ারা আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে কেপকলোনি থেকে। অনুমান করছি ম্যারাইস, রেটিফ, এমনকী পেরেইরাদেরকেও চলে যেতে হবে কোনো এক সময়। যেখানে খুশি যাক, আমার সমস্যা নেই, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে ইংরেজদেরও ওদের পিছু পিছু যেতে হতে পারে।'

"বোয়াদের পিছু পিছু ইংরেজদের যাওয়ার" যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাবা তারমানে বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। গ্রেট-ট্রেকের ফলে ছোট ছোট কিছু বোয়া-রিপাবলিক গঠন করতে পেরেছিল বোয়ারা, সেগুলোর বেশিরভাগই পরে দখল করে নেয় ইংরেজরা।

'অন্তত কিছুদিনের মধ্যে ওরা কেউ না গেলে আমার জন্য ভালো হয়,' বাবার কথার পিঠে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম। 'আমাদের শুটিংম্যাচে স্টেকহোল্ডারের দায়িত্ব পালন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছেন পিটার রেটিফ, তাঁর কাছে আমার ঘোড়াটা আছে এখন, ম্যাচটা জিতে ঘোড়াটা ফেরত নেয়ার ইচ্ছা আছে আমার।'

এ-ব্যাপারে কিছু বললেন না বাবা।

আমাদের যাত্রার বাকি আড়াই ঘণ্টা কেমন গম্ভীর হয়ে থাকলেন তিনি। টুকটাক কথা যা বললেন তার প্রায় সবই দেশ আর রাজনীতি নিয়ে। মিশনারিদেরকে দেখতে পারে না বোয়ারা, বললেন বাবা, সুযোগ পেলেই কুৎসা রটায় ওদের নামে। চায় কেপকলোনিতে অবসান ঘটুক ব্রিটিশ শাসনের। যেসব ইংরেজ অফিসার কাজ করছেন এখানে তাঁদেরকে রীতিমতো ঘৃণা করে। মনেপ্রাণে কামনা করে দাসত্বপ্রথা টিকে থাকুক আফ্রিকায়। সুযোগ পেলেই হত্যা করে কাফ্রিদেরকে।

বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছি, সায় না-দিলেও প্রতিবাদ করছি না। কারণ আমার মনে হয় না বোয়াদের পক্ষ নিয়ে আমি যদি কিছু বলি তা হলে তা ভালোভাবে নেবেন তিনি। কিন্তু মুদ্রার এপিঠ যেমন থাকে তেমনি ওপিঠও থাকে, আর কেউ যদি চায় নিরপেক্ষভাবে দেখতে তা হলে তাকে দু'পিঠই দেখতে হবে। ভালোমতোই জানি মিশনারিরাও দুধে-ধোওয়া তুলসি পাতা না। বোয়ারা যেমন সুযোগ পেলেই গালমন্দ করে ওদেরকে, ওরাও তেমনি যখন-তখন যার-তার কাছে গীবত গায় বোয়াদের। ব্রিটিশ সরকার বেশিরভাগ সময় স্বাভাবিকভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে ইংরেজদের পক্ষে, ফলে বঞ্চিত হতে হয় বোয়াদেরকে। ইংরেজ অফিসাররা বেশিরভাগ সময়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ওদের সঙ্গে। আর কাফ্রিরা, আমি বলবো সরকারের উদ্ভট সব আইনকানুনের ফায়দা লুটছে আসলে। সুযোগ পেলেই দল বেঁধে হামলা করছে বোয়াদের ফার্মে। চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের গরুছাগল। কখনও কখনও এমনকী খুন করে ফেলছে বোয়া

www.BanglaBook.org

মহিলা বা শিশুদেরকে, যেমনটা করার চেষ্টা করেছে ম্যারাইসফন্টেইনে! এবং শুনেছি এসব কাজ করতে নাকি রীতিমতো উস্কানি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপ্রস্তাবে মূর্খ লোকগুলোকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে মাঝেমধ্যে, দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার মতো মহৎ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার, কিন্তু যারা টাকার বিনিময়ে কিনেছে লোকগুলোকে তাদেরকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা ভাবছে না। সুতরাং বোয়াদের রাগ গিয়ে পড়ছে আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল কাফ্রিদের উপর। সুযোগ পেলেই গুলি করে লাশ ফেলে দিচ্ছে ওই আদিবাসীগুলোর!

ইংরেজ-বোয়া-কাফ্রিদের এই ত্রিমুখী সংঘাতে দিন দিন বিষিয়ে উঠছে কেপকলোনির আবহাওয়া। শান্তির এই দেশ ক্রমেই পরিণত হচ্ছে অশান্তির আগ্নেয়গিরিতে। যেদিন জ্বালামুখ ফেটে লাভা বের হয়ে এসে আমাদের সাজানোগোছানো সমাজটা তছনছ করে দেবে সেদিন অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া হয়তো আর কিছুই করার থাকবে না। অতীতে, যুগে যুগে, দেশে দেশে এ-রকমই হয়েছে, এবং মানুষ যতদিন লোভ-লালসার উপরে উঠতে না-পারবে ততদিন হতেই থাকবে।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে টের পাই, সবই আসলে রাজনীতির খেলা—জনগণকে বোকা বানিয়ে একশ্রেণীর লোকদের প্রভুত্বের-শাসন বজায় রাখার কূটকৌশল। তবে এসব নিয়ে যত না চিন্তা আমার, তারচেয়ে অনেক বেশি চিন্তা মেরিকে নিয়ে। হেনরি ম্যারাইস আর তাঁর সহচররা যদি অংশ নেন ওই মহা-অভিযানে তা হলে মেয়েটাকেও বাধ্য করা হবে সঙ্গে যেতে। তখন ইংরেজ হিসেবে আমার কোনো সুযোগই থাকবে না ওদের সঙ্গে যাওয়ার। কিন্তু হার্নান্দো পেরেইরার সবরকম সুযোগ থাকবে। এবং আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি সবরকম সুযোগ নেবে সে যাতে ওর হাতছাড়া না-হয় মেয়েটা।

যা-হোক, বাসায় ফিরে এলাম। একটা দিন পার হলো। প্রতিদিন বুক ভরে টেনে নিচ্ছি তাজা বাতাস। পেট ভরে খাচ্ছি। ইচ্ছামতো পান করছি পণ্ট্যাক (একজাতের আফ্রিকান মদ, পর্তুগালের পোর্ট আর ফ্রান্সের বার্গানডির সংকর বলা চলে)। আগের চেয়ে যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছি। কাফ্রিরা যে-রকম লাঠি ব্যবহার করে সে-রকম লাঠি কাজে লাগিয়ে কায়দা করে একজোড়া ক্র্যাচ বানিয়ে আমাকে দিয়েছে হ্যান্স, সেগুলোতে ভর দিয়ে চলার চেষ্টা করছি। যে-পায়ে অ্যাসেগাই বিঁধেছে সে-পায়ে জোর পাচ্ছি না এখনও, তাই আমার হাঁটার চেষ্টাটাকে "একপায়ে লাফানো" বললেই বোধহয় মানায় বেশি। তারপরও টের পাচ্ছি আরও সুস্থ বোধ করছি আগের চেয়ে।

হাতে আর পাঁচ দিন বাকি আছে তাই শুটিংম্যাচের প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়লাম।

কয়েক মাস আগে আমাদের এই কেপকলোনিতে স্মিথ নামের এক ভদ্রঘরের ইংরেজ এসেছিলেন, সঙ্গে কলোনির এক অফিসার। ভালো শিকারের আশায় আমাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে আসেন তাঁরা। তখন তাঁদের গাইডের ভূমিকা পালন করি আমি, অনেকগুলো শিকার দেখিয়ে দিই। মিস্টার স্মিথের সঙ্গের বেশ কিছু অস্ত্রের মধ্যে একটা ছিল তখনকার দিনের বিবেচনায় খুবই সুন্দর হেয়ার-ট্রিগার্ড ছোট বোরের রাইফেল। অস্ত্রটায় পারকাশন ক্যাপের জন্য একটা নিপল বানানো ছিল, ওই সময়ে এই প্রযুক্তিটা আধুনিকই বলা চলে। রাইফেলটা উদ্ভাবন করেছেন লণ্ডনের জনৈক জে. পারডি নামের এক লোক। নিখুঁত কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগের কারণে চড়া দাম রেখেছিলেন তিনি

www.BanglaBook.org

ক্রেতার কাছ থেকে। যা-হোক, শিকার শেষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান মিস্টার স্মিথ, তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি আমার। তবে যাওয়ার আগে স্মারক হিসেবে আমাকে দিয়ে যান রাইফেলটা। আজও সেটা আছে আমার কাছে।

[সিঙ্গল ব্যারেলের পারকাশন-ক্যাপযুক্ত যে-রাইফেলের বর্ণনা দিয়েছেন মিস্টার অ্যালান কোয়াটারমেইন, তা আমার কাছে পাঠিয়েছেন মিস্টার হেনরি কার্টিস। আমার সামনেই আছে রাইফেলটা, এই উপন্যাস সম্পাদনা করার সময়ও। ১৮৩৫ সালে তৈরি করা হয় অস্ত্রটা। নির্মাতার নাম জে. পার্ডি। ঠিকানা ৩১৪ ১/২, অক্সফোর্ড স্ট্রিট, লণ্ডন। সত্যিই, রাইফেলটা বানাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মিস্টার পার্ডি। র‍্যামরডটা হারিয়ে গেছে, সেটা ছাড়া অস্ত্রটার ওজন পাঁচ পাউণ্ড পৌনে এক আউন্স। ব্যারেল অষ্টভুজাকৃতির। আধ ইঞ্চি ব্যাসের বোরটা এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে গোলকাকার বুলেট ভিতরে ভরা যায়। হ্যামারের পিছনে সেফটিক্যাচ আছে। অস্ত্রটার আরেকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, যা আগে কখনোই দেখিনি, ট্রিগারের পিছনে চাপ দিলে খুব হালকা অনুভূত হয় সেটা। তখন আস্তে করে টান দিলেই বুলেট বের হয়ে যায়। এবং এ-জন্যই, আমি বলবো, হেয়ার ট্রিগার নামটা সার্থক।

গুলি করার জন্য একটা ফিক্সড সাইট আছে রাইফেলটাতে: ১০০ গজ। এ ছাড়া ১৫০ আর ২০০ গজের দুটো ফ্ল্যাপ-সাইটও আছে। একটা শুয়ে-থাকা হরিণ আর একটা দাঁড়িয়ে-থাকা হরিণীর ছবি খোদাই করা আছে লকের উপর।

গুণ আর সময়ের বিচারে চমৎকার আর কার্যকরী এই রাইফেলের বাঁটে শিং-এর কারুকাজ। বাঁটটা একপ্রান্তে এমনভাবে কাটা যে, গুলি করার সময় শুটার তার গালটা আরামে ঠেকিয়ে

www.BanglaBook.org

রাখতে পারবে ওটার সঙ্গে। অ্যালান কোয়াটারমেইনের মতো বড়মাপের একজন শিকারী যে এই রাইফেল দিয়ে দারুণ কিছু করে ফেলতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কী! –সম্পাদক]

রাইফেলটা উপহার পাওয়ার এই ঘটনা, যে-সময়ের কথা বলছি তারচেয়ে ছ'মাস আগের। এই সময়ে আমি যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছি রাইফেলটা। হরিণ বা বাস্টার্ড পাখির মতো অনেক শিকার করেছি এটা দিয়ে। খেয়াল করে দেখেছি, দূরত্ব যদি দু'শ' গজের ভিতরে হয় তা হলে রাইফেলটা দিয়ে প্রায় নিখুঁতভাবে নিশানা ভেদ করতে পারি। মেরিকে বাঁচাতে যে-রাতে মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম ম্যারাইসফন্টেইনে সে-রাতে সঙ্গে নিইনি অস্ত্রটা, কারণ প্রথমত সেটা একনলা এবং দ্বিতীয়ত তাড়াহুড়ো করে ছররা গুলি ভরার ক্ষেত্রে নলটা যথেষ্ট বড় না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি পেরেইরার সঙ্গে শুটিংম্যাচের সময় এই রাইফেলের চেয়ে ভালো আর কোনো রাইফেল হতে পারে না। আসলে রাইফেলটা যদি না-থাকত তা হলে আমার মনে হয় না ওই ম্যাচে অংশ নেয়ার সাহস করতাম!

সৌভাগ্যবশত শুধু রাইফেলই না, বিশেষভাবে নির্মিত অনেকগুলো বুলেট এবং বেশ কিছু পারকাশন ক্যাপও আমাকে দিয়ে গেছেন মিস্টার স্মিথ। যেহেতু অনেক বুলেট আছে সেহেতু প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। একদিন একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসলাম স্টেশনের কাছের গভীর এক উপত্যকায়। জায়গাটা পাহাড়ি কবুতর আর শ্যামঘুঘুর আস্তানা, দলবেঁধে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উড়ে বেড়ায় ওরা এখানে। দেখা পাওয়ামাত্র গুলি করতে লাগলাম পাখিগুলোকে।

ঈশ্বর যেমন অনেককেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে কমবেশি দক্ষতা দান করেন, গুলি করে নিশানা ভেদে আমাকেও তেমনি

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছিলেন ওই বয়সে। আমার কথা শুনে অনেকে হয়তো আত্মগর্বে গর্বিত বলে ভাবতে পারেন আমাকে, কিন্তু কথাটা সত্যি। বিবেচনা, দেখার দ্রুততা আর নিষ্কম্প হাত—সব মিলিয়ে চমৎকার এক মার্কসম্যানে পরিণত হয়েছিলাম আমি। বিনয় আর সততার সঙ্গে বলতে চাই, ওই সময়ে অন্তত কেপকলোনিতে এমন কোনো শুটার ছিল না, যে গুলি করে চলন্ত কোনো প্রাণী ঘায়েল করায় পরাজিত করতে পারবে আমাকে।

যা-হোক, চেয়ারে বসে আছি, মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ি কবুতর। ট্রিগার টানছি সমানে। রাইফেল হাতে নিইনি বেশ কিছুদিন, তাই প্রথমে বেশ কয়েকবার মিস্ করলাম। তারপর আমার আগের সেই দক্ষতা ফিরে এল। খেয়াল করলাম যে-কবুতরগুলো দিক না-পাল্টে আমার মাথার উপর দিয়ে সোজা উড়ে যাচ্ছে সেগুলো যত দ্রুতই উড়ুক না কেন মারা পড়ছে আমার রাইফেলের বুলেটে। তা-ও আবার ছররা গুলিতে না, প্রতিবার ফায়ার করতে মাত্র একটা করে বুলেট ব্যবহার করছি আমি। জানি আমার এই কৃতিত্বের কথা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

এভাবে কেটে যাচ্ছে একটা একটা করে দিন। সমানে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছি আমি। হ্যান্সকে সঙ্গে নিয়ে একেকদিন চলে যাই একেক জায়গায়। চেয়ারে বসে কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর পর উড়ন্ত কোনো কবুতর লক্ষ্য করে টান দিতে থাকি ট্রিগারে। বিকেলের দিকে খেয়াল করি, ভীষণ কঠিন এই খেলায় আমার পারফর্মেন্স আগের দিনের চেয়ে ভালো হচ্ছে। প্রতিদিন একটু একটু করে আরও বেশি জানতে পারছি আমার রাইফেলের ক্ষমতা আসলে কতখানি। উড়ন্ত পাখির গতি, দূরত্ব এবং বাতাস আর এমনকী আলো, এককথায় পুরো পরিস্থিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায় রেখে ঠিক কোন্ মুহূর্তে ট্রিগার টানলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় তা-ও বুঝতে পারছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মনের সঙ্গে শরীরের নিবিড় একটা সম্পর্ক আছে। মন যখন আনন্দদায়ক কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন শরীরের আঘাত যত গুরুতরই হোক না কেন তা কোন্ ফাঁকে যে সেরে ওঠে টেরই পাওয়া যায় না। পায়ের সেই আঘাত থেকে আমিও সেরে উঠছি দ্রুত। বলা চলে প্রায় ভালো হয়ে গেছি। একটা লাঠিতেই ভর দিয়ে হাঁটতে পারি এখন। আগের মতো দু'হাতে দুটো ধরে থাকতে হয় না।

দেখতে দেখতে চলে এল বৃহস্পতিবার। আজ শুটিংম্যাচ।

সকাল থেকেই শুয়ে আছি বিছানায়। প্রতিদিনের মতো নাস্তা করেই বের হইনি প্র্যাকটিস করতে। দুই ঘোড়ায়-টানা একটা গাড়িতে করে মাঝদুপুরের দিকে রওয়ানা হলাম, বলা ভালো আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো "গ্রুট ক্লুফ", মানে বিশাল গিরিখাতের উদ্দেশে। এই গিরিসঙ্কট আসলে বুনো রাজহাঁসদের "চারণভূমি"। দিনের বেশিরভাগ সময় এখানেই থাকে ওরা; খায়, উড়ে বেড়ায়। কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত সমতলভূমির অন্য চারণভূমিগুলোর চেয়ে এই জায়গা কিছুটা উপরে, সমুদ্র উপকূলের কাছে। এখানে সারাদিন ছুটোপুটি করে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে যায় রাজহাঁসের ঝাঁক।

যা-হোক, বিকেল চারটার দিকে পৌঁছে গেলাম গ্রুট ক্লুফের মুখে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ম্যাচ দেখতে অনেক বোয়া হাজির হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। এদের মধ্যে মহিলা বা যুবতীরাও আছে। কেউ এসেছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কেউ আবার ঘোড়ার গাড়িতে।

'যদি জানতাম এই অবস্থা হবে,' চারদিকে তাকিয়ে বললাম বাবাকে, 'এই ম্যাচে অংশ নিতে পারতাম কি না সন্দেহ আছে আমার।'

www.BanglaBook.org

'হুঁ,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বাবা। 'বোঝা যাচ্ছে ম্যাচ যত না বড়, গুজব আর রটনা তারচেয়ে অনেক বেশি। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় ম্যাচ দেখতে আসার বাহানায় বোয়ারা আসলে জড়ো হয়েছে এ-রকম এক নিরালা জায়গায়। কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপন বৈঠকও হয়ে গেল, আবার এখন মজাও লুটবে।'

বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। আমরা সেখানে যাওয়ার অনেক আগেই অধিকাংশ বোয়া গিয়ে হাজির হয় সেখানে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় কেপকলোনিতে আর না। এই জায়গার উপর ঘেন্না ধরে গেছে ওদের। তাই কলোনি ছেড়ে নতুন কোনো জায়গার খোঁজে উত্তরের দিকে বেরিয়ে পড়বে।

যা-হোক, বোয়াদের দিকে তাকিয়ে দেখি, অনেকের চেহারাতেই দুশ্চিন্তার ছাপ। যেন বড় কোনো সমস্যায় পড়ে গেছে। বাবা আর হ্যান্সের সহায়তায় ঘোড়ার-গাড়ি থেকে বের হয়ে আসছি, এমন সময় আমাকে দেখতে পেলেন পিটার রেটিফ। মনে হলো আমাকে দেখে, অন্তত একটা মুহূর্তের জন্য হলেও, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন তিনি। যেন চিনতেই পারছেন না। তারপর, হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেছে এ-রকমভাবে হেসে ফেললেন, মেকি হাসিটা ঠোঁটের কোনায় ধরে রেখে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। হাসিখুশি কণ্ঠে বললেন, 'এই তো! আমাদের ছোট্ট ইংরেজ বন্ধু এসে গেছে! কথা দিয়ে কথা রেখেছে সে। বলেছিল শুটিংম্যাচে লড়বে, একজন পুরুষের মতোই হাজির হয়ে গেছে লড়তে।' কণ্ঠ কিছুটা চড়ালেন তিনি, 'বন্ধু ম্যারাইস, আপনার কী ক্ষতি হয়েছে না-হয়েছে তা আর বর্ণনা করার দরকার নেই। এখানে আসুন, অ্যালানকে স্বাগত জানান।'

www.BanglaBook.org

এগিয়ে এলেন ম্যারাইস, সঙ্গে মেরি। খেয়াল করলাম, আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে সে, যেন আমি কোনো আগন্তুক। মুচকি মুচকি হাসছে। কিন্তু ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আগের চেয়ে আরও পরিণত হয়েছে, আরও পরিপূর্ণ একজন নারী হিসেবে বেড়ে উঠেছে এই ক'দিনে। বালিকাসুলভ আচরণ ঝেড়ে ফেলে বাস্তব জীবন আর তার সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে হার্নান পেরেইরা। সবসময় যে-রকম কাপড় পরে তারচেয়েও চমৎকার পোশাক পরে আছে। হাতে একনলা নতুন সুন্দর একটা রাইফেল। পারকাশন ক্যাপ আছে ওর রাইফেলে, কিন্তু নলটা অন্তত রাজহাঁস শিকারের জন্য বেশি বড় হয়ে গেছে মনে হয়।

আমাকে আপাদমস্তক দেখল পেরেইরা। তারপর স্বভাবসুলভ মিশুক কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আমাকে হারানোর ইচ্ছা তোমার এতই বেশি যে, শেষপর্যন্ত সুস্থ হয়ে গেছ। গুলি করে তোমার মাথা, মানে ইচ্ছা গুঁড়ো করার জন্য আমিও প্রস্তুত। তোমার ঘোড়াটা চমৎকার। সত্যি বলছি, ওটাকে আমার আস্তাবলে না-নেয়া পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমাতে পারছি না। আর যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারি সে-জন্য গত কয়েকদিন ধরে খুব প্র্যাকটিস করেছি। কি, মেরি, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল মেরি। 'তবে এই ক'দিন অ্যালানও প্র্যাকটিস করেছে সম্ভবত।'

ইতোমধ্যে বোয়ারা প্রায় সবাই গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদেরকে। একটু পর যে-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে সে-ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে সবাই। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কারণ বেশিরভাগ বোয়ারই বন্দুক বা রাইফেল নেই, এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর অভিজ্ঞতাও নেই। ওদের ধারণা গুলি করে নিশানা ভেদ

www.BanglaBook.org

করতে পারাটা কোনো দৈব শিল্পকলা। যা-হোক, ওদেরকে এভাবে জটলা পাকিয়ে থাকতে দেয়া হলো না বেশিক্ষণ। কারণ কাফ্রিরা জানিয়ে দিল আর আধ ঘণ্টা পর দল বেঁধে উড়ে আসতে শুরু করবে রাজহাঁসের ঝাঁক। সুতরাং দর্শকদেরকে অনুরোধ করা হলো তারা যাতে উপত্যকার খাড়া এক পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং নীরবতা বজায় রাখে। এরপর আমি আর পেরেইরা ওই পাহাড় থেকে প্রায় একশ' পঞ্চাশ গজ সামনে এগিয়ে গেলাম।

হ্যান্সের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছি আমি। পেরেইরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কারও সাহায্য লাগবে না ওর। রেফারি হিসেবে পিটার রেটিফ আছেন আমাদের সঙ্গে। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি তার আশপাশে জন্মে-থাকা উঁচু উঁচু ঝোপঝাড়ের যতখানি-আড়ালে-সম্ভব গিয়ে অবস্থান নিলাম আমরা যাতে রাজহাঁসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারি।

পেরেইরা আমাকে নিয়ে যতই উপহাস করুক, লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার মতো সুস্থ এখনও হইনি আমি। তাই সঙ্গে করে একটা ক্যাম্প-টুল নিয়ে এসেছি। সেটার উপর বসলাম।

আমাকে বলল পেরেইরা, 'একটা কথা রাখবে?'

'কী?' জানতে চাইলাম।

'আসছে আসছে করেও আসছে না রাজহাঁসের ঝাঁক। উত্তেজনা সহ্য করতে না-পেরে বিচলিত হয়ে পড়েছি আমি। ভালো হয় যদি প্রথমে গুলি করার সুযোগ দাও আমাকে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলাম।

পেরেইরার মতলবটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। বেশিরভাগ পাখি যখন ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ায় তখন ঝাঁকের একেবারে সামনের দিকে থাকে অল্প কয়েকটা সান্ত্রি

www.BanglaBook.org

পাখি—রাজহাঁসের বেলায় যেগুলোকে আমরা বলি "গুপ্তচর রাজহাঁস"—কিছুক্ষণের মধ্যে এরাই হাজির হবে সবার আগে। মূল ঝাঁক যতটা উঁচু দিয়ে উড়বে এরা উড়বে তারচেয়ে কিছুটা নীচ দিয়ে। এবং গতি হবে কম। এদের পিছনে যে-পাখিগুলো থাকবে সেগুলো যদি বিপদ টের পায় তা হলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উঁচুতে উঠে যাবে, দ্রুত পালানোর চেষ্টা করবে। অন্য যে-কোনো পাখির চেয়ে রাজহাঁস কতটা চালাক তা ভালোমতোই জানি আমি। এবং এই সুযোগটাই নিতে চাচ্ছে পেরেইরা।

অপেক্ষা করছি। পঁচিশ মিনিটের মতো পার হয়েছে। হঠাৎ নিচু কণ্ঠে বলল হ্যান্স, 'ওই যে, আসছে রাজহাঁসের দল!'

তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। এখনও দেখতে পাইনি ঝাঁকটাকে। তবে হংসনাদ শুনতে পাচ্ছি। দলটার সবগুলো পাখি একসঙ্গে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে, শাঁই শাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আসছে, আরও কাছিয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত দেখতে পেলাম। বিশাল ডানার বুড়ো এক কলহংস, সম্ভবত ঝাঁকের রাজা, পাহাড়টা থেকে মাত্র বিশ ফুট দূর দিয়ে এবং আমাদের থেকে মাত্র ত্রিশ গজ উঁচুতে উড়ছে। সহজ নিশানা। গুলি করল পেরেইরা। বাতাসে বার কয়েক গোত্তা খেল পাখিটা, তারপর পেরেইরাকে ছাড়িয়ে একশ' গজ দূরে গিয়ে পড়ল।

পিটার রেটিফ বলে উঠলেন, 'আমাদের এক নম্বর।'

লোড করল পেরেইরা। আরও তিনটা রাজহাঁস উড়ে আসছে আমাদের দিকে, বেশ নিচু দিয়ে। পিছনে কয়েকটা হাঁস। গুলি করল পেরেইরা। আশ্চর্যই হতে হলো আমাকে—ঝাঁকের দ্বিতীয় পাখিটা গোত্তা খেল, আগেরটার মতো গিয়ে পড়ল বেশ দূরে।

'কোনটাকে গুলি করেছিলে?' জিজ্ঞেস না-করে পারলেন না রেটিফ। 'প্রথমটাকে, নাকি দ্বিতীয়টাকে?'

www.BanglaBook.org

হাসল পেরেইরা। 'দ্বিতীয়টাকে। এবং নিশানা ভেদ করতে আগেরবারের মতোই কোনো অসুবিধা হয়নি আমার।'

'মিথ্যা কথা,' আমার পাশে-দাঁড়ানো হ্যান্স বলল ফিসফিস করে, 'প্রথমটাকে গুলি করেছিলেন তিনি, গিয়ে লেগেছে দ্বিতীয়টার গায়ে।'

'চুপ করো,' নিচু কণ্ঠে ধমক দিলাম। 'মিথ্যা বললেই কী আর সত্যি বললেই বা কী? দুই গুলিতে দুটো পাখি ফেলে দিয়েছে সে এটাই বড় কথা।'

আবার লোড করল পেরেইরা। সে প্রস্তুত হওয়ার আগে আরও কয়েকটা রাজহাঁস উড়ে এল আমাদের দিকে। এবার একটা ত্রিভুজের আকৃতিতে উড়ে আসছে পাখিগুলো, অনুমান করলাম সাতটার মতো হবে। আগের পাখিগুলো যে-উচ্চতায় উড়ছিল, এগুলো তাদের চেয়ে বেশি উচ্চতায় উড়ছে। গুলি করল পেরেইরা, এক বুলেটে মাটিতে পড়ল দু'টো পাখি!

'আহ্!' খুশিতে সব দাঁত বের হয়ে গেছে পেরেইরার। 'আমি ট্রিগার টানার আগ মুহূর্তে দিক পাল্টানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লাইন-অভ-ফায়ারে চলে এসেছিল একটা পাখি। ফলে এক গুলিতে দুটো মরেছে।' বাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। 'তবে হিয়ার অ্যালান যদি আপত্তি করে তা হলে দ্বিতীয় পাখিটা গণনায় ধরবো না।'

হ্যান্স আর আমি একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম শুধু, কিছু বললাম না।

পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে-থাকা দর্শকদের দিক থেকে বিস্ময়মিশ্রিত গুঞ্জন ভেসে এল এমন সময়। পেরেইরাকে অভিনন্দিত করছে ওরা। এই ফাঁকে আবার লোড করল সে, সত্তর গজ উপর দিয়ে উড়তে-থাকা এক রাজহাঁসকে নিশানা করে টান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল ট্রিগারে'। পাখিটার বুক থেকে খসে পড়ল কয়েকটা পালক, বার কয়েক গোত্তা খেল। ভাবলাম এই বোধহয় আছড়ে পড়বে মাটিতে। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে সামলে নিল আঘাতটা, আগের মতোই উড়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

'নাহ্, উড়ন্ত রাজহাঁস আসলেই কঠিন নিশানা!' বলে উঠল পেরেইরা।

'কঠিন মানে?' পেরেইরার সঙ্গে তাল মেলালেন রেটিফ, 'ভীষণ কঠিন! এক আউন্স ওজনের বুলেট বুকে নিয়ে এর আগে কোনো পাখিকে উড়ে পালাতে দেখিনি আমি।

রাইফেলের নল ধরে ঝাঁকাচ্ছে পেরেইরা, পোড়া বারুদ ফেলছে। বলল, 'উড়ে আর পালাবে কোথায়? গিয়ে দেখুন কোথাও না কোথাও লুটিয়ে পড়ে আছে।' মিনিট চারেকের মধ্যে আরও দু'বার গুলি করল সে, শেষ হলো ওর পালা। খেয়াল করলাম দু'বারই তাক করেছে যথেষ্ট নিচু দিয়ে উড়ন্ত অল্পবয়সী দুটো রাজহাঁসকে। দুই গুলিতে আছড়ে পড়ল হাঁস দুটো। একটা অবশ্য মাটিতে পড়ার পর উঠে দাঁড়াল, কিছুদূর হেঁটে গিয়ে ঢুকল উঁচু ঘাসের জঙ্গলে।

প্রথমে আগেরবারের মতোই অস্পষ্ট গুঞ্জন, তারপর জোরালো হাততালির আওয়াজ ভেসে এল দর্শকদের দিক থেকে। সেদিকে ফিরল পেরেইরা। অভিবাদনের জবাবে মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

'পেরেইরাকে হারাতে চাইলে,' আমাকে বললেন রেটিফ, 'খুব ভালো গুলি চালাতে হবে তোমাকে, অ্যালান। এক গুলিতে দুটো পাখি ফেলেছে সে। সেটা যদি বাদও দিই তা হলে ছ'বার গুলি করে পাঁচটা রাজহাঁস মেরেছে। এর চেয়ে ভালো গুলি চালানো সম্ভব কি না...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সম্ভব না অসম্ভব তা পরে দেখা যাবে। আপাতত কাউকে বলুন পেরেইরা যে-ক'টা রাজহাঁস মেরেছে সেগুলো খুঁজে বের করে একসঙ্গে করতে। তা না হলে আমি যে হাঁসগুলো মারবো সেগুলোর সঙ্গে মিলে যেতে পারে।'

'বলো, কপালগুণে যদি কোনো হাঁস মারতে পারো,' ফোঁড়ন কাটল পেরেইরা।

কয়েকজন কাফ্রিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ওরা গিয়ে খুঁজে বের করে নিয়ে এল পেরেইরার পাখিগুলো। দেখা গেল কয়েকটা পাখি তখনও ডানা ঝাপ্টাচ্ছে, কাজেই ঘাড় মটকে দিয়ে মারতে হলো ওগুলোকে। এসবের পিছনে সময় নষ্ট না-করে ডাকলাম রেটিফকে, যে-বারুদ আর বুলেট ব্যবহার করছি সেগুলো দেখে যেতে বললাম।

'লাভ কী?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। 'বারুদ তো বারুদই, আর বুলেট তো বুলেটই, তা-ই না?'

জবাব না-দিয়ে ইশারা করলাম হ্যান্সকে, রেটিফের হাতে ছ'টা বুলেট তুলে দিল সে।

বুলেটগুলোর দিকে একনজর তাকিয়েই বলে উঠলেন রেটিফ, 'পেরেইরা যে-বুলেটগুলো ব্যবহার করেছে তারচেয়ে অনেক ছোট আকৃতির বুলেট এগুলো। ওর রাইফেলটাও অনেক ভারী।'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলে তাকালাম হ্যান্সের দিকে।

রাইফেলে বারুদ ভরল সে, রেটিফের হাত থেকে একটা বুলেট নিয়ে ঢুকাল চেম্বারে। কক করল রাইফেলটা। তারপর সেটা দিল আমার হাতে।

আরও রাজহাঁস ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছে আমাদের মাথার উপরে। যেভাবেই হোক বিপদ টের পেয়ে গেছে ওরা। উঠে গেছে

www.BanglaBook.org

আরও উঁচুতে। এবং আরও দ্রুতগতিতে উড়ছে।

'তোমার কপাল খারাপ, অ্যালান,' সাফ জানিয়ে দিলেন রেটিফ। 'আমার মনে হয় ছ'বার না, ছত্রিশবার গুলি করলেও পাঁচটা পাখি মারতে পারবে না তুমি।'

'দেখা যাক,' বললাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম টুল ছেড়ে, হাতে রাইফেল। অপেক্ষা করার ইচ্ছা নেই, কারণ মাথার একশ' গজমতো উপরে একঝাঁক রাজহাঁস। ঝাঁকের একেবারে প্রথম পাখিটার দিকে নিশানা করলাম। বলা ভালো পাখিটার আশি গজ সামনে নিশানা করলাম যাতে তার দূরত্ব আর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারি। টান দিলাম ট্রিগারে। কিন্তু আফসোস! বুলেট গিয়ে লাগল পাখিটার চঞ্চুতে, দু'টুকরো হয়ে গেল চঞ্চুটা, আলগা টুকরোটা খসে পড়ল মাটিতে। একবার গোত্তা খেয়েই সিধা হয়ে গেল পাখিটা। আগের মতোই নেতৃত্ব দিচ্ছে দলটাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই উড়ে বেরিয়ে গেল রাইফেলের পাল্লার বাইরে।

'বাস, বাস,' রাইফেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে রিলোড করতে করতে ফিসফিস করে বলল হ্যান্স, 'বেশি সামনের দিকে নিশানা করে ফেলেছেন আপনি। এই জলপাখিগুলো পাহাড়ি কবুতরের মতো দ্রুত উড়ে না।'

মাথা ঝাঁকালাম। দম আটকে আসছে আমার, উত্তেজনায় কাঁপছি অল্প অল্প। কারণ আর পাঁচবার গুলি করতে পারবো আমি এবং পাঁচবারই নিশানা ভেদ করতে হবে, তা না হলে হেরে যাবো এই ম্যাচে। হ্যান্সের হাত থেকে নিলাম রাইফেলটা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক একশ' গজ উপরে উদয় হলো একটা রাজহাঁস। পাখিটা এত দ্রুত উড়ছে যে, মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন রেটিফ, 'শয়তানের লাথি খেয়েছে ব্যাটা!'

রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে সময় নিয়ে নিশানা করলাম, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টান দিলাম ট্রিগারে। উড়তে উড়তে হঠাৎ থেমে গেল পাখিটা, পাথরের টুকরোর মতো খসে পড়ল আমার কিছুটা পিছনে, দেখা গেল উধাও হয়ে গেছে সেটার মাথা।

'বাস, বাস,' আবারও ফিসফিস করে বলে উঠল হ্যান্স, 'আবারও বেশি সামনের দিকে হয়ে গেছে আপনার নিশানা। পুরো শরীর যেখানে পড়ে আছে সেখানে চোখের দিকে নিশানা করে লাভ কী?'

আবারও মাথা ঝাঁকালাম। একইসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ম্যাচটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বড় আরেকটা ঝাঁক উদয় হলো এমন সময়। এই ঝাঁকে রাজহাঁসের সঙ্গে ম্যালার্ড নামের একপ্রকার বুনো হাঁস এবং স্বচ্ছ পানিতে বিচরণকারী উইজন নামের একজাতের হাঁসও আছে। একেবারে ডানদিকের কোনার একটা পাখি বেছে নিলাম। ইচ্ছা করেই দিক বদল করেছি যাতে কেউ বলতে না-পারে বার বার একইদিকে গুলি করাটা তেমন কৃতিত্বের কিছু না। যা-হোক, বুলেট সোজা গিয়ে লাগল পাখিটার বুকে। বুঝলাম নিজের উপর দখল ফিরে পাচ্ছি। পরাজিত হওয়ার আশঙ্কাটা বিদায় নিচ্ছে মন থেকে।

পরের তিন গুলিতে তিনটা পাখি ফেললাম। এগুলোর একটা উড়ছিল একশ' বিশ গজ উপর দিয়ে। এখন আমার আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে গেছে যে, তিনটা কেন, পর পর এক ডজন পাখি ফেলতে পারবো, মিস্ হবে না একবারও। এত ভালো লক্ষ্যভেদ আগে কখনও করিনি।

এমন সময় জিজ্ঞেস করে বসলেন রেটিফ, 'অ্যালান, ব্যাপার কী—তোমার পাখিগুলো এত কাছে পড়ছে আর হার্নানেরগুলো পড়েছে এত দূরে?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করুন!' কিছুটা বিরক্ত হয়েই জবাব দিলাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন দয়া করে কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।' বলতে বলতে টান দিলাম ট্রিগারে। পাঁচ নম্বর পাখিটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এতক্ষণে বিস্ময়মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা গেল দর্শকদের দিক থেকে। হাততালি দিচ্ছে কেউ কেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। আমার উদ্দেশ্যে সাদা একটা রুমাল নাড়ছে মেরি।

'ম্যাচ শেষ,' ঘোষণা করলেন রেটিফ।

'এক মিনিট,' বললাম আমি, 'যদিও ম্যাচের অংশ না, তারপরও আরেকবার অন্য কিছুর দিকে গুলি করার সুযোগ চাচ্ছি। আসলে দেখতে চাচ্ছি হিয়ার পেরেইরার মতো আমিও একগুলিতে দুটো পাখি ফেলতে পারি কি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন রেটিফ। দর্শকেরা তাঁদের জায়গা ছেড়ে বের হয়ে আসছিল, হাত তুলে তাঁদেরকে নিষেধ করলেন তিনি। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল পেরেইরা, ইশারায় চুপ করে থাকতে বললেন ওকেও।

ম্যাচে আমার পালা যখন চলছিল তখনই দুটো বাজপাখি দেখেছি আমি, আকৃতিতে ব্রিটিশ পেরিগ্রিনের সমান হবে। এই উপত্যকার বেশ উঁচুতে চক্কর দিয়ে উড়ছে পাখি দুটো। সন্দেহ নেই এখানেই কোথাও বাসা বেঁধেছে ওরা। নীড়ে হয়তো বাচ্চাকাচ্চাও আছে। আমাদের এই শুটিংম্যাচে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সমস্যাই হয়নি পাখি দুটোর।

কাঁধে রাইফেল ঠেকালাম আমি, লম্বা সময় ধরে তাকিয়ে থাকলাম বাজপাখি দুটোর দিকে। আসলে উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি। এবং একসময় পেয়েও গেলাম সুযোগ।

মা-পাখিটা তার পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে কিছুটা নীচ দিয়ে উড়ছে। চক্কর দিতে দিতে একসময় আমার লাইন-অভ-ফায়ারে একরেখায় চলে এল ওরা। তারপরও ওদের মধ্যে দূরত্ব হবে দশ গজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো। নিশানা করেই ছিলাম, এবার হিসাব কষতে লাগলাম। একটা মুহূর্তের জন্য আমার মন যেন হয়ে গেল কোনো গণনাকারী যন্ত্র। উচ্চতা, দূরত্ব, গতি, দুটো [illegible] পরিধি বরাবর উড়ছে সে-পরিধি—সবকিছু মাথায় চলে এল একনিমেষে। মা-পাখিটা আনুমানিক নব্বই গজ উপরে আছে এই অবস্থায়, প্রার্থনার মতো কিছু একটা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে, টান দিলাম রাইফেলের ট্রিগারে।

মা-পাখিটার চক্কর দেয়া থেমে গেল। একবার গোত্তা খেল সেটা। দুই ডানা দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নীচে পড়ছে। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো মিস্ করেছি, একগুলিতে ঘায়েল করতে পারিনি পাখি দুটোকে। কিন্তু তারপরই দেখি উপরের পাখিটাও পড়ছে একই কায়দায়—ঠিক তার মৃত সঙ্গিনীর মতো।

বোয়ারা কখনোই চায় না তাদের কাউকেই কোনো কৃতিত্বে ছাড়িয়ে যাক কোনো ইংরেজ, তারপরও আমার ওই অভিনব নিশানা দেখে হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল ওরা। এরকম কোনো শট আগে কখনও দেখেনি কেউ, এবং সত্যি বলতে কী আমিও কখনও দেখিনি।

'ঈশ্বর!' হাঁ হয়ে গেছেন রেটিফ। 'অ্যালান কোয়াটারমেইন, তোমার চোখ আর হাত দুটো কি মানুষের না ফেরেশতার?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করুন,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি, বসে পড়লাম টুলের উপর। কপালের ঘাম মুছলাম।

এদিকেই ছুটে আসছে বোয়ারা। সবার সামনে মেরি। ওকে দেখে কেন যেন আবাবিল পাখির কথা মনে পড়ে গেল আমার। অন্য বোয়া মহিলারা আসছে হেলেদুলে, ধীরেসুস্থে। কাছে এসে গোল করে আমাদেরকে ঘিরে ধরল সবাই, একসঙ্গে কথা বলছে যার ফলে কারও কথাই বুঝতে পারছি না। অবশ্য পেরেইরা ছাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্য কারও কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার সুযোগ হলো না। এতক্ষণ মেরির দিকে তাকিয়ে ছিল সে, এবার ঘাড় ঘুরিয়ে জোরালো গলায় বলল, 'অস্বীকার করবো না চমৎকার খেল দেখিয়েছে হিয়ার অ্যালান। কিন্তু আঙ্কেল রেটিফ, ম্যাচ জয়ের দাবি করছি আমি। ছ'টা রাজহাঁস মেরেছি আমি, আর অ্যালান মেরেছে পাঁচটা।'

'হ্যান্স,' বললাম আমি, 'আমার হাঁসগুলো নিয়ে এসো তো।'

নিয়ে আসা হলো। প্রত্যেকটার বুকে বুলেটের বড় গর্ত। পেরেইরা যে-হাঁসগুলো মেরেছে সেগুলোর পাশে শুইয়ে দেয়া হলো। 'এবার,' বললাম রেটিফকে, 'আমি যে-হাঁসগুলো মেরেছি সেগুলোর, আর হিয়ার পেরেইরা যে-হাঁসগুলো মেরেছে সেগুলোর ক্ষত পরীক্ষা করে দেখুন। সে একবার এক গুলিতে দুটো হাঁস মেরেছে। আমার মনে হয় স্প্লিন্টার বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে।'

কথাটা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল রেটিফের। এগিয়ে গেলেন তিনি। পাখিগুলো একে একে ভালোমতো দেখছেন। শেষ পাখিটা দেখার পর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিলেন, তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মাইনহেয়া পেরেইরা, এই দু'জন ইংরেজের সামনে আমাদেরকে এত বড় অপমান কেন করলে? ঠিকই বলেছে অ্যালান। হয় ছররা বুলেট ব্যবহার করেছ তুমি, অথবা কাটা-বুলেট যে-কোনো কায়দায় জোড়া দিয়ে ফায়ার করেছ। তা না হলে এক পাখির গায়ে তিনটা ছিদ্র হয় কী করে?'

'সমস্যাটা কোথায় বুঝলাম না,' দেখে মনে হচ্ছে না একটুও অপমানিত বোধ করছে পেরেইরা। 'কথা ছিল বুলেট ব্যবহার করবো আমরা। ছররা বুলেট ব্যবহার করা যাবে না, অথবা কাটা-বুলেট জোড়া লাগিয়ে ফায়ার করা যাবে না—এ-রকম কোনো

www.BanglaBook.org

নিয়ম কিন্তু ছিল না। ভালোমতো দেখুন, হিয়ার অ্যালানও আমার কায়দাতেই গুলি করেছে।'

'না,' প্রতিবাদ করলাম, 'আমি বলেছিলাম বুলেট ব্যবহার করতে হবে। বুলেট মানে একটা বুলেট, কেটে জোড়া দিয়ে বানানো বুলেট না যা ফায়ার করার পর রাইফেলের নল থেকে বের হয়ে আলাদা হয়ে যায়। ফলে ছররা গুলি বা দুটো বুলেটের মতো কাজ হয়। এই বিষয়ে আর কথা বলতে চাই না আমি। পুরো ব্যাপারটা হিয়ার রেটিফের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি রেফারি, আশা করি ন্যায্য সিদ্ধান্ত দেবেন।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে এটা-সেটা বলছে বোয়ারা। কারও কোনো কথাতেই কান দিলাম না। এমন সময় হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিলেন রেটিফ, বললেন, 'চুপ করুন আপনারা! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। একটা কথা ঠিকই বলেছে পেরেইরা—ম্যাচের নিয়মে কোথাও ছিল না ছররা গুলি বা কাটা-বুলেট ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং সে যে-ক'টা পাখি মেরেছে সেগুলো গণনায় ধরছি আমি। আবার, ম্যাচের নিয়মে এই কথাও ছিল না, কেউ যদি ঘটনাক্রমে এক শটে দুটো পাখি মেরে ফেলে তা হলে তা গণনা করতে হবে। কাজেই পেরেইরার এক শটে মারা দুটো পাখি থেকে একটা বাদ দিচ্ছি। এখন হিসাব করলে দেখা যাবে দু'জন প্রতিযোগী সমান সংখ্যক পাখি মেরেছে। তারমানে ম্যাচটা ড্র হয়েছে। অথবা, আজ যেহেতু আর রাজহাঁস আসবে না, পরে কোনো এক দিন আবার আয়োজন করা যেতে পারে এই প্রতিযোগিতার।'

যা "কৃতিত্ব" দেখিয়েছে তাতে এমনকী বোয়ারাও যে ওর উপর অসন্তুষ্ট বুঝতে পেরে পেরেইরা বলল, 'আমাকে বিজয়ী ঘোষণা করতে যদি এতই অসুবিধা থাকে আপনাদের তা হলে

www.BanglaBook.org

অ্যালান জিতলে যে-টাকাটা পেত তা ওকে দিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আপনারা জানেন মিশনারির লোকেরা আবার টাকার টানাটানিতে থাকে সবসময়, আমি চাই ওর দুঃখকষ্ট কিছুটা হলেও কমুক।'

'এক হাজার পাউণ্ড দিলেও তোমার বিরুদ্ধে আর কোনো শুটিংম্যাচে খেলবো না আমি, হিয়ার পেরেইরা,' শান্ত গলায় বললাম। 'কারণ প্রতারণা করা তোমার স্বভাব। তোমার টাকা তোমার কাছেই রাখো। আমিও আমার ঘোড়া আমার কাছেই রাখি। হিয়ার রেটিফ বলেছেন ম্যাচটা ড্র হয়েছে, কাজেই আর কিছু বলার বা করার দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

'আছে,' বলে উঠলেন রেটিফ, 'আমার একটা কথা বলার আছে। অ্যালান, ম্যাচটা ন্যায্যভাবে খেলেছ তুমি, কোনো চালাকি করোনি। তোমার শুটিং দেখে আমার মনে হচ্ছে সারা আফ্রিকায় এমন কেউ নেই যে তোমার মতো গুলি চালাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক,' সম্মিলিত কণ্ঠে সায় দিল বোয়ারা।

'মাইনহেয়া পেরেইরা,' বলে চললেন রেটিফ, 'তোমার নিশানাও খুব ভালো, কথাটা আমার মতো বাকিরাও জানে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যদি চালাকি করার চেষ্টা না-করতে তা হলে হারতে অ্যালানের কাছে। তোমার জন্য ভালোই হলো—একশ' পাউণ্ড খরচ করতে হলো না। বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাইনহেয়া পেরেইরা, তুমি একটা প্রতারক এবং তোমার এই প্রতারণার কারণে আমরা বোয়ারা আজ অপমানিত হলাম। অন্যদের কথা জানি না, তবে আমি আর কোনোদিন হ্যাণ্ডশেক করতে চাই না তোমার সঙ্গে।'

আমি জানি কোথাও অন্যায় কিছু দেখলে রেগে যান রেটিফ। তখন তাঁর কথাবার্তার ঠিক থাকে না। তাই তাঁর মুখ থেকে

www.BanglaBook.org

নিজের ব্যাপারে ও-রকম খোলাখুলি মন্তব্য শুনে পেরেইরার চেহারাটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। বলল; 'ঈশ্বর! কথাটা শুনে খুবই অপমানিত বোধ করছি। আপনার এ-রকম মন্তব্যের জন্য মূল্য দিতে হবে আপনাকে, বলে রাখলাম,' বেল্টে-ঝোলানো ছুরির দিকে হাত বাড়াল সে।

'কী!' চিৎকার করে উঠলেন রেটিফ। 'তুমি আরও একটা ম্যাচ লড়তে চাও নাকি? যদি তা-ই হয় তা হলে আমিও প্রস্তুত, যেভাবে চাও সেভাবে। কেউ বলতে পারবে না পিটার রেটিফ কাউকে ভয় পায়, অন্তত তোমার মতো কোনো হায়েনাকে তো না-ই যে কি না সিংহের কাছ থেকে হাড়মাংস কেড়ে খায়। এসো, হার্নান পেরেইরা, এসো!'

রেটিফের মতো একজন জাঁদরেল লোকের সাহস আর খাঁটি চরিত্রের কথা এই কেপকলোনিতে এতদিনে প্রবাদে পরিণত হয়েছে; তাঁর সঙ্গে লড়াই করার মতো বুকের-পাটা যে নেই পেরেইরার তা ভালোমতোই জানে সবাই। সুতরাং ওকে ইতস্তত করতে দেখে হেসে ফেলল কেউ কেউ।

এতক্ষণ সবকিছু দেখেও যেন দেখছিলেন না হেনরি ম্যারাইস। তবে চেহারা দেখলে বলে দেয়া যায় পেরেইরার উপর তাঁর বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়ছে। এবার তিনি সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'মাইনহেয়া রেটিফ আর হার্নান, তোমরা দু'জনই আমার অতিথি। এ-রকম ফালতু কোনো ব্যাপার নিয়ে তোমাদেরকে লড়াই করতে দেবো না আমি। তা ছাড়া আমি নিশ্চিত ম্যাচে প্রতারণা করার কোনো ইচ্ছা ছিল না হার্নানের। বুলেট কীরকম হতে হবে সে-ব্যাপারে যেহেতু কিছু বলা ছিল না তাই সে যা ভালো বুঝেছে করেছে। আর প্রতারণা করার দরকারই বা কী ওর? কেপকলোনিতে ওর মতো ভালো শুটার, অ্যালান

www.BanglaBook.org

কোয়াটারমেইন ছাড়া আর ক'জন আছে? কথাটা কিন্তু একটু আগে আপনিও স্বীকার করেছেন, মাইনহেয়া রেটিফ। সবচেয়ে বড় কথা, এখন এমন একটা সময় যখন আমাদের সবাইকে আপন-ভাইয়ের মতো মিলেমিশে থাকতে হবে। এই অবস্থায় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি করে কী লাভ?'

'না,' আবারও গর্জে উঠলেন রেটিফ, 'মিথ্যা সহ্য করতে পারি না আমি। কোনোদিন করবোও না। আপনাকে, বা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নেবো না। কেউ নিলে তা ক্ষমাও করবো না।'

হেনরি ম্যারাইস বুঝতে পারলেন কমাণ্ড্যান্ট রেটিফকে শান্ত করা যাবে না—আপোষ করার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর। কাজেই নিজের ভাগ্নের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওর কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। শুনে যে-কোনো কারণেই হোক নিজেকে সামলে নিল পেরেইরা। ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করে তাকাল আমার আর রেটিফের দিকে। তারপর সৌজন্যমূলক কিছু কথা বলেই উল্টো ঘুরে হনহন করে হাঁটা ধরল যেদিকে ওর ঘোড়া বাঁধা আছে সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত পর চলে গেল ঘোড়া দাবড়ে। ওর পিছন পিছন ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলো ওর দুই হটেনটট ভৃত্য।

এই ঘটনার পর হার্নান পেরেইরার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি আমার। মন থেকে বলছি, যদি আর কোনোদিন দেখা না-হতো তা হলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

আগেই বলেছি, বোয়াদের এই শুটিংম্যাচ দেখতে আসাটা আসলে লোক-দেখানো। এই উপত্যকায় সমবেত হওয়ার সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল ওদের। এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ওরা, বিদায় নিচ্ছে দলে দলে। কেউ যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে, কেউ আবার এগিয়ে যাচ্ছে দূরে-দাঁড়-করিয়ে-রাখা ওয়্যাগনের দিকে। যাওয়ার আগে ওদের প্রায় সবাই এসে দেখা করেছে আমার সঙ্গে, ম্যারাইসফন্টেইনের ঘটনা আর আজকের এই শুটিংম্যাচের জন্য অভিনন্দিত করেছে। কেউ কেউ আবার খোলাখুলিভাবে সমালোচনাও করেছে পেরেইরার।

মিশন স্টেশন অনেক দূর হয়ে যায় এখান থেকে, তাই কথা ছিল সে-রাতে বাবা আর আমি থাকবো ম্যারাইসফন্টেইনে, পরদিন সকালে রওয়ানা করবো বাড়ির উদ্দেশে। বাবা এতক্ষণ চুপ করে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন সব; তিনি ঠিক করলেন যাবেন না ম্যারাইসফন্টেইনে। কারণ সেখানে গেলে আমাদেরকে তেমন একটা সমাদর করা হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া "আমার কারণে" এতগুলো লোকের সামনে প্রতারক সাব্যস্ত হয়েছে পেরেইরা, অপমানটা সহজে ভুলতে পারবে না সে। কাজেই এখন ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় তত মঙ্গল। আমাকে কথাটা জানিয়ে ম্যারাইসের কাছে গেলেন তিনি, বিদায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানিয়ে বললেন, 'মিশন স্টেশনে পৌঁছে কাউকে পাঠিয়ে দেবো ম্যারাইসফন্টেইনে, ওর কাছে অ্যালানের ঘোড়াটা দিয়ে দিয়ো দয়া করে।'

'না, না,' আপত্তি জানালেন ম্যারাইস, 'আজ রাতে তোমরা আমার অতিথি। যদি হঠাৎ করেই এভাবে চলে যাও তা হলে খুব খারাপ দেখায়। ভয়ের কিছু নেই, হার্নান থাকবে না সেখানে। একটা জরুরি কাজে দূরে কোথাও গেছে সে।'

বাবা ইতস্তত করছেন দেখে তিনি আরও বললেন, 'বন্ধু, দয়া করে চলো আমার বাড়িতে। জরুরি কিছু কথা বলতে চাই তোমাকে। এখানে সবার সামনে বলা যাবে না।'

আর কিছু বললেন না বাবা। তারমানে ম্যারাইসফন্টেইনে যেতে রাজি হয়েছেন তিনি। দেখে আশ্বস্ত হলাম, খুশিও হলাম। কারণ মেরির সঙ্গে আমারও অতি-জরুরি কিছু কথা আছে। ম্যারাইসফন্টেইনে না-গেলে সেগুলো ওকে বলবো কীভাবে?

আমি যে-রাজহাঁসগুলো মেরেছি সেগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দিতে বললাম মেরিকে। আর বাজপাখি দুটো রেখে দিলাম নিজের কাছে, পরে স্টাফ বানিয়ে নেবো। হ্যান্সের সহায়তায় গিয়ে উঠলাম ঘোড়ার গাড়িতে। রওয়ানা করলাম ম্যারাইসফন্টেইনের উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

সে-রাতে ডিনারের পর, আমাকে আর বাবাকে বললেন ম্যারাইস তাঁর সঙ্গে গিয়ে সিটিংরুমে বসতে। এঁটো থালাবাসন ধুচ্ছিল মেরি—ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এখনও পাইনি আমি—ওকেও আসতে বললেন তিনি। মেরি সিটিংরুমে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললেন ওকে।

আরাম করে বসেছি সবাই। আমরা পুরুষরা পাইপ ধরিয়েছি। কিন্তু তামাকের সেই চিরচেনা স্বাদ যেন পাচ্ছি না। অজানা এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎকণ্ঠায় বিচলিত হয়ে আছি। বার বার মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। সেজন্যই এত আয়োজন করে আলোচনা করতে চাচ্ছেন ম্যারাইস।

'অ্যালান,' বলতে শুরু করলেন তিনি, 'এবং মেরি, তোমাদের ব্যাপারে কিছু গল্প, বলা ভালো কিছু গুজব এসেছে আমার কানে। লেব্ল্যাঙ্কের কাছে যখন একসঙ্গে পড়তে তোমরা তখন নাকি মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে তোমাদের মধ্যে। আরও অনেক কিছু হয়েছে। সোজা কথায় একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলেছ তোমরা। কথাটা কি সত্যি?'

'জী, সত্যি, মাইনহেয়া,' স্বীকার করলাম আমি। 'আসলে বলি বলি করেও এসব কথা আপনাকে বলার সুযোগ পাইনি। আর শুধু মন দেয়া-নেয়াই না, কাফ্রিরা যখন হামলা করল এই বাড়িতে তখন একজন আরেকজনকে চুমু খেয়ে আজীবন একসঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি করেছি আমরা।'

'ঈশ্বর!' আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছেন না ম্যারাইস। এতক্ষণ দাড়ি ধরে টানছিলেন, দাড়িতেই স্থির হয়ে গেছে তাঁর হাত। 'জানো নিশ্চয়ই, খুনের সময় যে-শপথ করা হয় তা খুনের মধ্য দিয়েই শেষ হয়।'

'কুসংস্কার,' মন্তব্য করলেন বাবা।

'সম্ভবত,' বললাম আমি। 'এ-ব্যাপারে ঈশ্বর ভালো জানেন। আমি শুধু জানি কাফ্রিরা যখন হামলা চালিয়েছিল তখন আমরা দু'জন ধরেই নিয়েছিলাম মরতে চলেছি। তাই একসঙ্গে বাঁচতে না-পারলে একসঙ্গে মরার শপথ করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল মেরি, ইয়োলোউডের টেবিলটাতে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। হাতের উপর কনুই ঠেকিয়ে, হরিণীর মতো ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ম্যারাইসের দিকে। 'কথাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যি। তোমাকে ইতোমধ্যেই বলেছি আমি।'

দুম করে টেবিলে কিল মারলেন ম্যারাইস। 'আমিও তোমাকে বলেছি মেরি, আর তোমাকেও, অ্যালান। এটা কিছুতেই সম্ভব না। তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই আমার, অ্যালান, তোমাকে শ্রদ্ধা করি আমি। যে-কোনো কারণেই হোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছ তুমি। কিন্তু তারপরও এটা সম্ভব না কিছুতেই।'

'কেন, মাইনহেয়া?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তিনটা কারণে। এক, তুমি একজন ইংরেজ। আমি চাই না আমার মেয়ে কোনো ইংরেজকে বিয়ে করুক। দুই, তুমি গরিব। আমার মতে দারিদ্র্য কোনো দোষ না, কোনো পাপ না, কিন্তু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় খুঁত। আর এই অবস্থায় আমার মেয়েকে তোমার কাছে তুলে দিতে পারি না আমি। ওর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারবে? মনে হয় না। কাফ্রিদের হামলার পর আমারও এমন অবস্থা যে, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো না। আর তিন নম্বর কারণ হলো, যদি তুমি থাকো এই কেপকলোনিতে তা হলে মেরিকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবো, কাজেই ওকে বিয়ে করতে পারবে না।'

'চতুর্থ কারণটা বলবেন না?' জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না, মেজাজ বিগড়ে গেছে। 'আমার তো মনে হয় সেটাই আসল কারণ। আপনি বলতে না-পারলে আমিই বলে দিচ্ছি। আপনি চান অন্য কাউকে বিয়ে করুক মেরি।'

'হ্যাঁ, অ্যালান, যখন বাধ্য করলে তখন বলেই ফেলি। আমার ভাগ্নে হার্নান পেরেইরাকে কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে মেরির বিয়ে দেবো আমি। সে যথেষ্ট টাকাপয়সার মালিক, অর্থাৎ বউ পালতে সক্ষম। তোমার মতো অল্পবয়সী না যার বিচারবুদ্ধির চেয়ে আবেগ

www.BanglaBook.org

বেশি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ইংরেজ না।'

আমার বুকের ভেতরটা জ্বলছে। মনে হচ্ছে নরকের আগুন লেগে গেছে সেখানে। তারপরও শান্ত গলায় বললাম, 'একটা কথা বলুন তো, মাইনহেয়া, পেরেইরাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনাকে কি কথা দিয়েছে মেরি? দিয়ে থাকলে নিজের মুখে স্বীকার করছে না কেন সে?'

'হ্যাঁ, অ্যালান,' শান্ত, নম্র, সুমিষ্ট কণ্ঠে বলল মেরি, 'বিয়ে করবো বলে কথা দিয়েছি আমি। কিন্তু শুধু তোমাকে, অন্য কাউকে না।'

'শুনলেন তো, মাইনহেয়া,' ম্যারাইসের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

রাগে ফেটে পড়লেন তিনি। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুললেন। তর্ক জুড়ে দিলেন, গালমন্দ করতে লাগলেন আমাকে আর মেরিকে। তারপর ভয়ঙ্কর গলায় বলতে লাগলেন, 'কোনোদিনও এই বিয়ে মেনে নেবো না আমি। মেরি, তোকে জ্যান্ত কবর দেবো, তারপরও তুলে দেবো না অ্যালানের হাতে। আর অ্যালান, তোমাকে তো ভালো ছেলে ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমিও বাকিদের মতো। আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ, আমার আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছ। আজকের পর আর কখনও যদি দেখি আমার মেয়ের কাছেও এসেছ, নিজের হাতে গুলি করবো তোমাকে। আইন অনুযায়ী এখনও প্রাপ্তবয়স্কা হয়নি মেরি, ওকে যেখানে খুশি সেখানে বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখি আমি, জানো? আমি যেখানে যেতে বলবো সে সেখানে যেতে বাধ্য, জানো? অ্যালান, তোমার মতো একটা ছেলের এ রকম কোনো কাজ করা উচিত না যাতে কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা হয় আমার মেয়েটার,' কথা শেষ করে সাধের পাইপটা সজোরে ছুঁড়ে মারলেন টেবিলের

www.BanglaBook.org

উপর। চুরমার হয়ে গেল সেটা। এতক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে গেছেন, তাই শরীরটা এলিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে।

তখন মুখ খুলল মেরি, 'বাবা, তুমি জানো তোমাকে কত ভালোবাসি আমি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে তুমিই আমার সব। আবার আমি ছাড়া তোমারও কেউ নেই। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ম্যারাইস।

'দেশের প্রচলিত আইন কী বলে আমি জানি না, বলছে মেরি, 'তবে আমার উপর যে তোমার অধিকার আছে তা একবাক্যে স্বীকার করি। এ-ও স্বীকার করি, অ্যালানকে বিয়ে না-করার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করার অধিকারও আছে তোমার। যদি নিষেধ করো, যেহেতু আমি অপ্রাপ্তবয়স্কা সেহেতু তোমার প্রতি আমার দায়িত্বের খাতিরে ওকে বিয়ে করা উচিত হবে না আমার। কিন্তু,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে, পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ম্যারাইসের দিকে, 'যেখানে খুশি সেখানে আমাকে বিয়ে দেয়ার অধিকার তোমার আছে—এই কথাটা মানতে পারলাম না। আমি কাকে বিয়ে করবো না সে-সিদ্ধান্ত যদি তুমি নিতে পারো তা হলে কাকে বিয়ে করবো সে-সিদ্ধান্ত কি আমি নিতে পারি না? নিজেকে অ্যালানের কাছে সঁপে দিয়েছি আমি। তাতে আমার ভালো বা খারাপ যা-ই হোক না কেন পরোয়া করি না। এবং ওকে যদি বিয়ে করতে না-পারি তা হলে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি কুমারী অবস্থাতেই কবরে যাবো। কথাগুলো শুনে যদি তোমার খারাপ লেগে থাকে, ক্ষমা করে দিয়ো। একইসঙ্গে মনে রেখো, আমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে উচ্চারণ করেছি কথাগুলো এবং সেগুলো কোনোদিন ফিরিয়ে নেবো না, মত বদলাবো না।'

ম্যারাইস তাকিয়ে আছেন তাঁর মেয়ের দিকে, তাঁর মেয়ে তাকিয়ে আছে ওর বাবার দিকে। আমার মনে হচ্ছে আবারও

www.BanglaBook.org

রাগে ফেটে পড়বেন তিনি, অভিশাপ দিতে শুরু করবেন মেয়েকে। কিন্তু সম্ভবত মত পরিবর্তন করলেন। বললেন, 'হাজার হোক তোর শরীরে বোয়া রক্ত—সহজে বোঝানো যাবে না তোকে। একটা কথা মনে রাখিস, যাদেরকে পথ দেখানো যায় না তারা নিয়তির পথে চলতে বাধ্য হয়, এবং বেশিরভাগ সময়ই তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় নিয়তি। যতদিন না প্রাপ্তবয়স্কা হচ্ছিস ততদিন আমার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবি না তুই; আর বিয়ে যে করবি না তা তো নিজের মুখেই বললি একটু আগে। যা-হোক, ভবিষ্যতের ব্যাপার ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। আপাতত এখানে, মানে এই কেপকলোনিতে আর থাকতে চাই না আমি। থাকলেও লাভ নেই। আমার যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। দূরে কোথাও চলে যেতে চাই তোকে নিয়ে। তারপর যা হওয়ার হবে।'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বললেন বাবা, এতক্ষণ পর মুখ খুললেন তিনি, 'শুধু ঈশ্বর জানেন কী হবে, কারণ তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন। এবং আশা করা যায় এই ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে দেবেন তিনি,' জবাবের আশায় তাকালেন ম্যারাইসের দিকে, কিন্তু তিনি কিছু না-বলে একদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে বলতে লাগলেন, 'তুমি চাও না আমার ছেলে বিয়ে করুক তোমার মেয়েকে। আর কয়েকটা কারণও বলেছ। যেমন আমার ছেলে গরিব। ওর চেয়ে অনেক অনেক পয়সাওয়ালা আরেকজন বিয়ে করতে চেয়েছে তোমার মেয়েকে। এদিকে নিয়তির ইচ্ছায় সব হারিয়ে পথে বসেছ তুমি। আমার মনে হয় এগুলো আসলে খুব বড় কোনো কারণ না। অ্যালানের সঙ্গে যদি বিয়ে হতো মেরির তা হলে এখন তোমার কাছে যে-হালে আছে সে তারচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকত না।

www.BanglaBook.org

অন্তত না-খেতে পেয়ে মরত না নিঃসন্দেহে। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, অ্যালানের শরীরে খাঁটি ইংরেজ রক্ত, আর ইংরেজদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করো তুমি। কিন্তু ঈশ্বরের কী ইচ্ছা দেখো, যখন মরতে বসেছিল তোমার মেয়ে তখন কিন্তু খবর পেয়ে অ্যালানই ছুটে এসেছিল পাগলের মতো। জান বাজি রেখে বাঁচিয়েছে মেরিকে। জাত বিচার করেনি, পুরস্কারের আশা করেনি। আর এখন তুমি বলছ মেরির কাছে আবার যদি দেখো ওকে তা হলে গুলি করে মারবে?'

'হ্যাঁ, বলছি, মাইনহেয়া কোয়াটারমেইন। কারণ তোমরা ইংরেজরা আসলে শূরন্মন্য। যারা দুর্বল তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নাও। এবং আরও বড় কথা, প্রতারক।'

'ও, এ-জন্যই বুঝি আপাতদৃষ্টিতে বিনীত আর একনিষ্ঠ হার্নান্দো পেরেইরার কাছে মেরিতে তুলে দিতে চাও? যে কিনা তোমার মতোই প্রচণ্ড ঘৃণা করে ইংরেজদেরকে এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে? যাকে ভালোবাসো কারণ তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সে-ই বেঁচে আছে? যে কখনোই দুর্বলদেরকে ভয় দেখায় না এবং কোনো কাজে কখনোই প্রতারণা করে না?'

আজ বিকেলের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছেন বাবা, বুঝতে পারলেন হিয়ার ম্যারাইস। তাই ওই ব্যঙ্গোক্তি শুনেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হলেন তিনি।

বাবা বলে চললেন, 'মেরিকে পছন্দ করি আমি। লক্ষ্মী মেয়ে সে। উদারমনা। আমিও চাই না আমার ছেলেকে বিয়ে করুক সে। আমি বরং চাই, আমার ছেলে কোনো ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করুক যাতে সে ধরা না-পড়ে বোয়াদের ফাঁদে, ষড়যন্ত্রকারীদের একজন বলে গণ্য না-হয়। কিন্তু অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে

www.BanglaBook.org

এরা দু'জন একজন আরেকজনকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। এবং বিয়ে হোক বা না-হোক এই বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, নিয়তি চায় ওরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসুক। এই অবস্থায় এদেরকে আলাদা করে দেয়াটা কি ঠিক হবে? মেরিকে জোর করে অন্য কারও কাছে বিয়ে দেয়াটা কি ঠিক হবে? হবে না, হেনরি ম্যারাইস, আমি নিশ্চিত। তুমিও ভালোমতোই জানো কথাটা। এরপরও যদি আইনের দোহাই দিয়ে করো কাজটা তা হলে ঈশ্বরের কাছে দোষী হয়ে থাকবে। তিনি মনে রাখবেন ঘটনাটা এবং একদিন না একদিন ফল পেতে হবে তোমাকে। যেখানে যেতে চাচ্ছ মেরিকে নিয়ে সেখানে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকী ক্ষতিও হতে পারে তোমার মেয়ের। এরপরও কি ওকে নিরাপদ কোনো জায়গায় রেখে যেতে চাও না?'

'কখনোই না!' চিৎকার করে উঠলেন হিয়ার ম্যারাইস। 'নতুন বসতি গড়তে যাচ্ছি আমরা, আমার সঙ্গে সেখানে যাবে সে। ওই দেশ, তোমাদের অভিশপ্ত ইংরেজ পতাকার ছায়া থেকে স্বাধীন।'

'তা হলে আমার আর কিছু বলার নেই,' হাল ছেড়ে দিলেন বাবা, "এই ব্যাপারে খারাপ কিছু ঘটলে তার দায়দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে।'

নিজেকে আর সামলে রাখতে না-পেরে বলে ফেললাম, 'কিন্তু আমার কিছু বলার আছে। মেরির কাছ থেকে আমাকে অথবা আমার কাছ থেকে মেরিকে আলাদা করা পাপ। এই কাজ করবেন না দয়া করে। ওর মন ভেঙে যাবে। যদি আমার দারিদ্র্যের কথা বলেন, আমি বলবো এই দেশে যে বা যারা কাজ করে তাদের টাকার অভাব থাকে না, কারণ ঈশ্বর এখানে অনেক কিছু দিয়েছেন। আপনার মেয়েকে যার কাছে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন সে

www.BanglaBook.org

তার আসল চেহারাটা আজ দেখিয়েছে সবাইকে। সামান্য একটা বাজি জেতার জন্য যে লোক চাতুরির আশ্রয় নিতে পারে সে আরও বড় কিছু হাসিল করার জন্য আরও জঘন্য কোনো কাজ করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, পেরেইরাকে বিয়ে করতে রাজি না মেরি।'

'আজ রাজি না, কাল রাজি হবে,' জোর দিয়ে বললেন ম্যারাইস। 'ওকে রাজি হতে বাধ্য করবো আমি। তা ছাড়া হার্নানকে বিয়ে করুক বা না-করুক, আমি যেখানে যাবো আমার সঙ্গে যাবে সে। কোনো ইংরেজ বালকের স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে না এই কেপকলোনিতে।'

'তোমার সঙ্গে যাবো আমি, বাবা,' মুখ খুলল মেরি, 'এবং ভাগ্যে যা লেখা আছে তা স্বীকার করে নেবো। কিন্তু বেঁচে থাকতে বিয়ে করবো না হার্নান্দো পেরেইরাকে।'

আমি বললাম, 'হয়তো মাইনহেয়া, এমন একটা দিন আবারও আসবে যেদিন, আজ যাকে "ইংরেজ বালক" বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন তার সাহায্য পেয়ে ধন্য মনে করবেন নিজেকে।'

আসলে কিছু না-ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছিলাম সেদিন। বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মন্তব্যটা কারণ হেনরি ম্যারাইসের নিষ্ঠুরতা আর অপমান যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিঁধছিল গায়ে। হিংস্র মাংসাশীর মরণথাবায় মুমূর্ষু পশুর আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল আমার কথাটা। তখন কল্পনাও করতে পারিনি, মন্তব্যটা একদিন সত্যি প্রমাণিত হবে। আমার মনে হয় আমাদের রহস্যময় জীবনের প্রতিটা বাঁক একটা আরেকটার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত। যাকে আজ আমরা চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করছি, প্রয়োজনের তাগিদে কাল তারই দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হতে পারে আমাদেরকে।

www.BanglaBook.org

'তোমার সাহায্যের যদি দরকার হয়,' ক্ষ্যাপাটে কণ্ঠে বললেন ম্যারাইস, 'চেয়ে নেবো। তার আগ পর্যন্ত আমার আর আমার মেয়ের কাছ থেকে দূরে থাকো দয়া করে।'

বেশিরভাগ মানুষের একটা আচরণ খুব অদ্ভুত—তারা যখন দেখে যুক্তিতর্কে হেরে যাচ্ছে তখন ক্ষেপে যায়, আক্রমণাত্মক মনোভাব দিয়ে নিজের পরাজয় ঢাকার নির্লজ্জ চেষ্টা করতে থাকে। হেনরি ম্যারাইসের ভাবভঙ্গিও সে-রকম মনে হচ্ছে আমার কাছে।

'চেয়ে নিন বা না-নিন,' বললাম আমি, 'যদি বেঁচে থাকি তা হলে অতীতে যে-রকম সাহায্য করেছি ভবিষ্যতেও সে-রকম করবো, মাইনহেয়া ম্যারাইস। আমার আর মেরির উপর যে-দুঃখদুর্দশা চাপিয়ে দিলেন আপনি তার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন।'

কেঁদে ফেলল মেরি। সে কাঁদছে—এই দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে সম্ভব না, তাই দুই হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। ম্যারাইস, আগেও বলেছি, প্রকৃতপক্ষে একজন ভালো মানুষ—তাঁর ভিতরে যখন ব্যক্তিগত সংস্কার বা আবেগ কাজ করে না তখন কোমল মনের মানুষ বলেই মনে হয় তাঁকে; চেহারার উপর থেকে হাত সরিয়ে দেখি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনিও, কিন্তু তাঁর সেই অনুভূতি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ গালমন্দ করলেন তিনি মেরিকে, তারপর বললেন, 'যা, ঘুমাতে যা।'

কাঁদতে কাঁদতে সিটিংরুম ছেড়ে বের হয়ে গেল মেরি।

উঠে দাঁড়ালেন বাবা। বললেন, 'হিয়ার ম্যারাইস, আজ রাতে তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমাদের ঘোড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

www.BanglaBook.org

এই অন্ধকারের মধ্যে ওগুলোকে খুঁজে বের করাটা কঠিন কাজ। ভোর না-হওয়া পর্যন্ত...'

'কিন্তু আমি এই বাড়িতে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না,' বাবাকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'ঘোড়াগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে খোঁয়াড়ে, কিন্তু গাড়িটা তো বাইরেই আছে, তা-ই না? যাচ্ছি আমি, রাত কাটাবো ওখানেই,' খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রথমে সিটিংরুম ছেড়ে, তারপর বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এলাম।

বাবা আর হিয়ার ম্যারাইস রয়ে গেলেন ভিতরে।

আমি চলে আসার পর তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল জানি না। তবে পরে জানতে পারি, বাবা নাকি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মানসিকভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত দিক দিয়ে যথেষ্ট সবল সেহেতু নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হন। তাঁর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হন ম্যারাইস, তিনি নিষ্ঠুরের মতো যে-আচরণ করেছেন আমার সঙ্গে তা ঠিক হয়নি, এবং তাঁর সেই আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আরও বলেন, ঈশ্বরের কাছে নাকি তিনি শপথ করেছেন তাঁর মেয়েকে কোনোদিন কোনো ইংরেজের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র পেরেইরা-ই বেঁচে আছে, ভাগ্নে হিসেবে ওকে ভালোবাসেন তিনি, মেরিকে ওর হাতে তুলে দেবেন বলে কথাও দিয়েছেন ওকে, আমাদের কাছে যত খারাপই লাগুক না কেন। ভদ্রলোক হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না।

জবাবে বাবা বলেন, 'তোমার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমরা আসিনি তোমার বাড়িতে, তুমিই ডেকে এনেছ আমাদেরকে। মেরির সঙ্গে অ্যালানের বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইনি আমি, গুজব শুনে তুমিই প্রসঙ্গটা তুলেছ আমাদের কাছে। তোমার

www.BanglaBook.org

মেয়েকে নিয়ে আমার ছেলে পালিয়েও যায়নি, বাড়াবাড়ি কিছুও হয়নি ওদের মধ্যে, কিন্তু তার আগেই আকাশ ভেঙে পড়েছে তোমার মাথায়। আসলে বিপদ ঘটার আগেই বিপদের আশঙ্কায় পাগল হয়ে গেছ তুমি। আর এই পাগলামি করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করেছ তোমার মেয়ের—ওর মন ভেঙে দিয়েছ। ঈশ্বর না-করুক ওর জীবনের উপর দিয়ে যদি কিছু হয় তা হলে লোকে কিন্তু তোমাকেই দুষবে, দেখে নিয়ো।'

এরপর বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসেন তিনি।

যা-হোক, বাইরে বের হয়ে এসেছি আমি, চারদিকে ততক্ষণে রাতের আঁধার ঘনিয়েছে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, খোলা মাঠের উপর রাখা আছে আমাদের ঘোড়ার-গাড়িটা, আনমনে হাঁটছি সেদিকে। বুকের ভিতরে মোচড় দিচ্ছে থেকে থেকে। বার বার মনে হচ্ছে কাফ্রিরা আবার হামলা করুক, শেষ করে দিক আমাকে।

গাড়ির কাছে পৌঁছলাম। সবসময় একটা লণ্ঠন থাকে ভিতরে, সেটা বের করে জ্বাললাম। চমকে উঠলাম কিছুটা। কে বা কারা যেন ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে গাড়ির ভিতরটা, যদিও নিখুঁতভাবে করতে পারেনি এবং দেখে মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে কাজটা। সিটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, বেঁধে রাখা হয়েছে পিছনের পর্দা। একটা খুঁটির সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে জোয়াল যাতে সেটা গাড়ির সমান উচ্চতায় অবস্থান করতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা আশ্চর্য হয়েই ভাবছি এই কাজ কে করল, এমন সময় কোত্থেকে যেন হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো হ্যান্স। দু'হাতে দুটো হাতাকাটা জ্যাকেট, দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা যাকে বলে ক্যারোস—হয় কারও কাছ থেকে ধার করেছে নয়তো চুরি করে এনেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে দেখে তেমন একটা আশ্চর্য হলো না সে, যেন জানত এখানে আসবো আমি। বলল, 'বাস, আপনি ঠিক আছেন?'

'কেন, ঠিক না-থাকার মতো কিছু ঘটেছে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি, মেজাজটা বিগড়ে আছে এমনিতেই। 'গাড়ির ভেতরটা তো দেখি বাসরঘরের মতো সাজিয়ে ফেলেছ। ব্যাপার কী? এখানে ঘুমানোর ইচ্ছা আছে নাকি তোমার?'

'বাস, আমার জন্য না, আসলে আপনার জন্যই সাজিয়েছি গাড়ির ভিতরটা। এখন জানতে চাইবেন, আপনি যে আসবেন এখানে তা জানলাম কীভাবে। খুব সহজ। আপনারা যখন ওই বাড়ির বসার-ঘরে কথা বলছিলেন তখন বারান্দায় বসে আপনাদের সব কথা শুনেছি আমি। কাফ্রিদের হামলায় ওই ঘরের জানালা ভেঙে গেছে, ওটা আর মেরামত করা হয়নি, তাই আপনাদের কথা শুনতে আমারও কোনো অসুবিধা হয়নি। ...ঈশ্বর! কী ঝগড়াটাই না করলেন আপনারা! সামান্য একটা বিষয় নিয়ে সাদা চামড়ার মানুষরা যে এত কথা বলতে পারে আগে জানতাম না। আপনি বিয়ে করতে চান বাস ম্যারাইসের মেয়েকে। এদিকে বাস ম্যারাইস চান তাঁর মেয়ে বিয়ে করুক অন্য কোনো লোককে যার কিনা, যতদূর বুঝতে পেরেছি অনেক বেশি গরুবাছুর কেনার মতো টাকা আছে। এই ঘটনা যদি আমাদের মধ্যে ঘটত তা হলে কী হতো জানেন? বাবাটা, মানে বাস ম্যারাইসের জায়গায় যে লোক থাকত সে একটা লাঠি নিত হাতে আর সেটার মোটা প্রান্তটা দিয়ে আপনাকে পেটাতে পেটাতে বের করে দিত কুঁড়েঘর থেকে। এরপর লাঠির চিকন প্রান্তটা দিয়ে পেটাতেই থাকত নিজের মেয়েকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মেয়েটা কসম খেয়ে বলত, ওই পয়সাওয়ালা লোকটাকে সে বিয়ে করবে। ব্যস, হয়ে গেল সব সমস্যার সুন্দর সমাধান। কিন্তু আপনারা, মানে

www.BanglaBook.org

সাদা চামড়ার লোকেরা, শুধু দেখি কথাই বলেন আর কথাই বলেন, সমস্যার সমাধান করেন না। আপনি এখনও ওই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চান, আর যার অনেক গরুবাছুর কেনার মতো টাকা আছে তাকে বিয়ে করতে চায় না মেয়েটা। এদিকে, বাবা, মানে বাস ম্যারাইসের কোনো লাভ হলো এত চিৎকার করে এত কথা বলে। মনে অনেক দুঃখ পেলেন তিনি খামোকা, এবং আমার অনুমান তাঁর কপালে সামনে আরও অনেক খারাবি আছে।'

পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে হ্যান্সের এই সহজসরল মতামত কিছুটা হলেও আগ্রহী করে তুলেছে আমাকে, তাই অলসভঙ্গিতে জানতে চাইলাম, 'কেন, হ্যান্স? হিয়ার ম্যারাইসের কপালে খারাবি আছে এমনটা বলছ কেন?'

'দুটো কারণে, বাস অ্যালান। এক, আপনার যাজক বাবা, যিনি আমাকে খ্রিস্টান বানিয়েছেন, ওই একই কথা বলেছেন কিছুক্ষণ আগে। আমি বিশ্বাস করি তিনি একজন মহামানব। তিনি যা বলেন তা-ই হয়। ঝড়ের সময় আকাশ থেকে গাছের উপর যেমন বাজ পড়ে, আপনার বাবা যদি কাউকে অভিশাপ দেন তা হলে ওই লোকের উপর স্বর্গ থেকে সেভাবেই ঈশ্বরের অভিশাপ নামে। দ্বিতীয় কারণটা, কালোমানুষদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বলছি, মানা না-মানা আপনার ব্যাপার। কালোমানুষদের এই সমাজটা একদিন দু'দিনের না, শত শত বছরের, তাই এতে কোনো সন্দেহ নেই। ...ওই মেয়েটার সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক, বাস অ্যালান। নিজের রক্ত দিয়ে ওর জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি,' আমার আহত পা-টার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কাজেই ওকে সারাজীবনের জন্য কিনে নিয়েছেন। গরুবাছুরের চেয়ে রক্তের দাম অনেক বেশি। কাজেই যে লোক ওই মেয়েকে আপনার কাছ থেকে আলাদা করবে সে মেয়েটার রক্তের জন্য

www.BanglaBook.org

দায়ী থাকবে। একইভাবে দায়ী থাকবে ওই লোকটাও, যে কিনা ওই মেয়েটাকে আপনার কাছ থেকে চুরি করার চেষ্টা করবে ...রক্ত! রক্ত! আমি শুধু চোখের সামনে রক্ত দেখতে পাচ্ছি, বাস!' হাত নাড়ল সে, খেয়াল করলাম কালো কুঁতকুঁতে চোখ মেলে উদ্ভট ভঙ্গিতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'কী যা-তা বলছ পাগলের মতো!' ধমকে উঠলাম আমি।

'যা-তা না, বাস, যা-তা না। যা বলছি সত্যি বলছি। কিছুদিন পর যখন চোখের সামনে দেখতে পাবেন সব তখন বুঝতে পারবেন শুনতে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও আসলে বাজে বকে না হ্যান্স। বাস ম্যারাইসও দেখবেন সব। এখন তাঁকে আধপাগল বলি আমরা, তখন পুরো পাগল হয়ে যাবেন তিনি।'

হ্যান্সের এই আতঙ্কজনক কথাবার্তা আর ভালো লাগছে না আমার। জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি এই স্থানীয় কালোমানুষগুলোর সঙ্গে, জানি ওদেরকে নিয়ে অথবা ওদের কুসংস্কার নিয়ে হাসাহাসি করে সাদা চামড়ার তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা, কিন্তু এ-ও জানি এই আদিবাসীরা যা জানে বা যা বিশ্বাস করে তার সবটাই মিথ্যা না। হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু যতবার এই লোকগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি ততবার আমার মনে হয়েছে এদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো কিছু একটা আছে, যা আমাদের, মানে সাদাচামড়ার তথাকথিত সভ্য মানুষদের নেই।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম, 'দু'-দুটো ক্যারোস নিয়ে এসেছ কার কাছ থেকে?'

'কার কাছ থেকে?' আমার প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়েছে এমন ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল হ্যান্স। 'কেন, মিসি মেরির কাছ থেকে! যখন শুনলাম আপনি বাইরে রাত কাটাবেন তখন সোজা গিয়ে

www.BanglaBook.org

হাজির হলাম তাঁর কাছে. কিছু একটা পরে আপনি যাতে শীত এড়াতে পারেন সেজন্য চেয়ে আনলাম এগুলো। ...ও, ভালো কথা, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে পড়েছে এতক্ষণে! আপনাকে দেয়ার জন্য একটা চিঠিও তো দিয়েছেন তিনি আমার কাছে,' বলে নোংরা শার্ট হাতড়াতে শুরু করল সে, তারপর বার কয়েক খাবলা দিল দুই বগলের তলায়, শেষে আঙুল চালাতে শুরু করল উস্কুখুস্কু চুলের জঙ্গলে। কয়েক ভাঁজ করে ছোট বড়ির মতো বানিয়ে-ফেলা কাগজের টুকরোটাকে উদ্ধার করতে পারল শেষপর্যন্ত।

চিঠিটা নিলাম হাতে, ভাঁজ খুললাম। পেন্সিল দিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখেছে মেরি। লণ্ঠনের আলোয় পড়তে লাগলাম:

"সূর্য ওঠার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে জামবাগানে থাকবো আমি। যদি আমাকে বিদায় জানাতে চাও তা হলে থেকো সেখানে।—এম.।"

চিঠিটা তাড়াহুড়ো করে পকেটে পুরে রাখছি, এমন সময় জিজ্ঞেস করল হ্যান্স, 'কোনো জবাব দেবেন নাকি, বাস? দিলে আমি সেটা নিয়ে যাবো মিসি মেরির কাছে। কেউ কিছু টের পাবে না।' তারপর, হঠাৎ করেই যেন ভালো কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'চিঠিটা লিখে আপনি নিজেই নিয়ে যান না কেন মিসির কাছে? তাঁর ঘরের জানালা বাইরে থেকে খোলা কোনো ব্যাপারই না। তা ছাড়া আমি নিশ্চিত আপনাকে দেখে যার-পর-নাই খুশি হবেন তিনি।'

'চুপ করো,' মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'এখন ঘুমাতে যাচ্ছি আমি। 'ভোর হওয়ার ঠিক এক ঘণ্টা আগে তুলে দেবে আমাকে। আরেকটা কাজ করো। খোঁয়াড়ে গিয়ে একবার দেখে এসো আমাদের ঘোড়াগুলোকে, দরকার হলে আলাদা করে রেখো।' বাবা

www.BanglaBook.org

হয়তো আগামীকাল খুব ভোরে রওনা করতে চাইবেন। তখন ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসাটা সহজ হবে তোমার জন্য। দেখো, আলাদা করতে গিয়ে আবার ছেড়ে দিয়ো না। বেশি দূরে কোথাও চলে গিয়ে আরেক ঝামেলা বাধাতে পারে। হিয়ার ম্যারাইসের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা যখন শুনেছ তখন তোমার বুঝতে পারার কথা এখন আর আমরা তাঁর আমন্ত্রিত অতিথি না।'

'জী, বাস। ...আচ্ছা, বাস, একটা কথা বলি?'

'কী?'

'হিয়ার পেরেইরা, যিনি কিনা আজকের খেলায় আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিলেন, এখান থেকে বেশি হলে দু'মাইল দূরের এক খালি বাড়িতে ঘুমিয়ে আছেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কফি খান। তাঁর যে-চাকর কফি বানিয়ে তাঁকে খাওয়ায় সে আবার আমার খুব ভালো বন্ধু। এখন আপনি যদি বলেন তা হলে আমার সেই বন্ধুকে বলে বাস পেরেইরার আগামীকালের কফিতে কিছু মিশিয়ে দেবো? ...না, না, বিষ না, বিষ মেশালে আবার বাইবেলের নিষেধ অমান্য করা হবে। ধরুন, এমন কিছু যদি মেশাই যা খেয়ে পুরো পাগল হয়ে গেলেন তিনি তা হলে কেমন হয়? আমার মনে হয় ভালোই হয়, কারণ এই কথা কোথাও বলা নেই যে, কাউকে পাগল বানানোর জন্য কিছু খাওয়ানো যাবে না। আপনি রাজি থাকলে বের করি আমি ওষুধটা, নিয়ে যাই আমার বন্ধুর কাছে। খুব কড়া ওষুধ, বাস; আপনারা সাদাচামড়ার মানুষরা এই ওষুধের নাম শোনা তো পরের কথা কখনও চোখেও দেখেননি। এটা কফির সঙ্গে মেশালে কফির স্বাদ বেড়ে যাবে, চেটেপুটে সব খাবেন বাস পেরেইরা, আর খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই... আপনার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আপনাআপনি। দেখবেন, তিনি যদি সাধারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাফ্রিদের মতো বিনা-কাপড়ে নাচতে নাচতে হাজির হন হিয়ার ম্যারাইসের কাছে তা হলে তাঁকে আর জামাই বানানোর ইচ্ছা থাকবে না ওই আধপাগল বুড়োটার।'

'তুমি কি মানুষ না শয়তানের সাগরেদ? তোমাকে কী কাজে খ্রিস্টান বানিয়েছে বাবা বুঝলাম না,' বলতে বলতে গিয়ে চড়লাম গাড়িতে, একদিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন ঘুমানো দরকার।

হ্যান্স চতুর আর অসাধু, কিন্তু একইসঙ্গে এই কথাও সত্যি, মনেপ্রাণে আমাদের, অন্তত আমার অনুরক্ত। ভোরে আমাকে ডেকে তুলতে হবে—এই কথাটা ওকে না-বললেও চলত। কারণ বলতে গেলে সারারাত এক করতে পারলাম না দু'চোখের পাতা। পারার কথাও না। জীবনের প্রথম প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে, আমার মতো এক কিশোরের তখন টালমাটাল অবস্থা।

ভোরের অনেক আগেই গিয়ে হাজির হলাম জামবাগানে। এই সেই জামবাগান যেখানে মেরির সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল আমার। কিন্তু অপেক্ষা করছি তো করছিই, মেরি আর আসে না। শেষপর্যন্ত এল সে। ওর পরনে হালকা রঙের পোশাক। সারি সারি গাছের কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে যতটা সম্ভব চুপিসারে আর লুকিয়ে লুকিয়ে আসছে সে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দূর থেকে ওকে ধূসর একটা ভূতের মতো দেখাচ্ছে। ওহ্! আবার আমরা একা হতে পেরেছি। আফ্রিকার প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হচ্ছে আরেকটা ভোর, তার আগে পরম নির্জনতা আর নীরবতায় আবার একা হতে পেরেছি আমরা। নিশাচরেরা ইতোমধ্যেই ফিরে গেছে তাদের গুহা বা লুকানোর জায়গায়, আর দিবাচরেরা এখনও ঘুমিয়ে আছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল মেরি। তারপর হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেই ছুটে এল আমার দিকে। কাছে এসে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল আমাকে। কিছুক্ষণ পর, অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'অ্যালান, বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না। থাকটা উচিত হবে না। কারণ বাবা যদি আমার সঙ্গে দেখতে পায় তোমাকে, রাগের মাথায় সত্যি সত্যিই গুলি চালাবে তোমার উপর।'

বরাবরের মতো, খেয়াল করলাম, আমার ভালোমন্দ নিয়েই চিন্তিত সে। নিজের কী হবে না-হবে তা নিয়ে ভাবছে না। বললাম, 'আমি না-হয় গুলি খেয়ে মরলাম। কিন্তু তোমার কী হবে?'

'যা খুশি তা-ই হোক, পরোয়া করি না। আমি শুধু চাই, যদি সত্যি সত্যিই তোমাকে গুলি করে বাবা তা হলে সেই গুলি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগে আমার গায়ে, মারা যাই আমি, এত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাই। কাফ্রিরা যেদিন হামলা করেছিল আমাদের বাড়িতে সেদিন বলেছিলাম তোমাকে, বেঁচে থাকার চেয়ে একসঙ্গে মরে যাওয়াটা আমাদের জন্য ভালো। আজ বুঝতে পারছি ভুল বলিনি।'

'কিছুই কি করার নেই আমাদের? তোমার বাবা কি সত্যি সত্যিই আলাদা করে দেবেন আমাদেরকে? তিনি কি তোমাকে নিয়ে আসলেই অনেক দূরে কোথাও চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই। কিছুতেই ফেরানো যাবে না তাঁকে। তবে একটা আশা আছে। দু'বছর পর, যদি আমি বেঁচে থাকি, প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যাবো, তখন যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারবো। শপথ করে বলছি, তখন তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো না। আর তোমার যদি কিছু হয়ে যায় এই সময়ে, তা হলে সারাজীবন কুমারী অবস্থায় কাটিয়ে দেবো।'

'আমিও একই শপথ করলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, না, এমন কথা বোলো না। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমাকে ভালোবাসবে তুমি, কিন্তু আমি চাই আমি মরে গেলে অন্য কোনো ভালো-মেয়েকে বিয়ে করো; কারণ পুরুষমানুষদের বিয়েশাদী না-করাটা, মানে একা একা থাকাটা ভালো দেখায় না, উচিতও না। কিন্তু যারা কুমারী তাদের কথা আলাদা। শোনো, অ্যালান, মোরগ ডাকতে শুরু করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটবে আকাশে। তোমাকে থাকতে হবে কেপকলোনিতে, তোমার বাবার সঙ্গে। যদি সম্ভব হয়, মাঝেমধ্যে চিঠি লিখবো; কোথায় কীভাবে আছি না-আছি জানাবো। যদি আমার চিঠি না-পাও তা হলে ধরে নিয়ো লেখার সুযোগ পাচ্ছি না। অথবা চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছে দেয়ার মতো কোনো লোক নেই, অথবা...চিঠিটা হারিয়ে গেছে। আফ্রিকার আরও গহীনে চলে যাচ্ছি আমরা, শুনেছি সে-জায়গায় নাকি অসভ্য বর্বর লোকেরা থাকে।'

'তোমরা আসলে কোথায় যাচ্ছ?'

'এখান থেকে অনেক দূরে নাকি বিশাল এক বন্দরনগরী আছে। নাম ডেলাগোয়া। পর্তুগিজরা শাসন করে ওই এলাকা। আমার ফুফাতো ভাই হার্নান যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে.' বলতে বলতে আমার বাহুবন্ধনেই কেঁপে উঠল সে। 'জানো হয়তো সে অর্ধেক পর্তুগিজ। সে বলেছে ওই শহরে নাকি অনেক আত্মীয়স্বজন আছে ওর। চিঠি লিখে ওকে নাকি কথা দিয়েছে ওই লোকগুলো, আমরা সেখানে গেলে থাকাখাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, ইংরেজদের কবল থেকে বাঁচতে পারবো; বাবার মতো সে-ও দু চোখে দেখতে পারে না ইংরেজদেরকে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি শুনেছি ওই এলাকায় নাকি জ্বরের প্রকোপ খুব

www.BanglaBook.org

বেশি। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর কাফ্রিরা থাকে সেখানে। ওরা তোমাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না কিছুতেই।'

'সম্ভবত। আমি আসলে জানি না। জানার দরকারও নেই আগেই বলেছি যা হয় হবে, পরোয়া করি না। ডেলাগোয়ায় নাকি এখানকার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাবো আমরা, বাবার অন্তত সে-রকমই ধারণা। তবে যা-ই ঘটুক, তোমাকে জানানোর চেষ্টা করবো, অ্যালান। আর যদি না-পারি, নিজের চেষ্টায় জেনে নিতে হবে তোমাকে। এতকিছুর পরও যদি বেঁচে থাকি আমরা আর তখনও যদি ভালোবাসো আমাকে, যেয়ো সেখানে; আজ যা পারিনি তা হয়তো সম্ভব হবে দু'বছর পর। যদি মত পাল্টাও, যদি আমার জন্য ঝুঁকি নিতে রাজি না-থাকো তা হলে অন্য কোনো ভালো-মেয়েকে বিয়ে করে ফেলো। কিন্তু আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে না-পারি তা হলে অন্য কাউকে বিয়ে করবো না। আর যদি আমি মারা যাই, যদি স্বর্গে ঠাঁই হয় আমার তা হলে সেখান থেকে তোমার উপর নজর রাখবো, অপেক্ষা করতে থাকবো তোমার জন্য। ...দেখো, আলো ফুটতে শুরু করেছে, এবার যেতে হবে আমাকে। বিদায়, আমার প্রথম ও শেষ প্রেম, বিদায়। বেঁচে থাকি বা মরে যাই, আবার দেখা হবে।'

চুমু খেলাম আমরা। ভাঙা ভাঙা কিছু শব্দ উচ্চারণ করলাম আমি, তারপর আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল মেরি।

ওহ্! শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সে, আজও যেন ওর সেই সচকিত পদশব্দ শুনতে পাই আমি। অপার্থিব কোনো বিচ্ছেদবেদনায় ছিঁড়ে গিয়ে বুকের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে হৃদপিণ্ডটা, আজও যেন সেই ব্যথা টের পাই আমি। এই জীবনে অনেক ভুগেছি আমি, কিন্তু মেরির কাছ থেকে আলাদা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হওয়ার মতো এত তিক্ত অভিজ্ঞতা আর কখনও আমার হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রচণ্ড আক্রোশে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে পৃথিবীটা, কিন্তু নিজের অক্ষমতা টের পেয়ে ভয়াবহ এক আর্তনাদ বের হয়ে আসতে চাচ্ছে বুক ফেটে। আমাদের এই গোপন অভিসারের কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে চেঁচাতেও পারছি না। দাঁতে দাঁত চেপে আছি, অস্পষ্ট একটা গোঙানি থেকে থেকে বের হয়ে আসছে দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

পবিত্র এবং জীবনের প্রথম প্রেমের অনুভূতির চেয়ে মধুর অনুভূতি আর কী হতে পারে? সেই প্রেম যখন হারিয়ে যায়, তখন তারচেয়ে তিক্ত স্মৃতি আর কী হতে পারে?

পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নুইয়ে, পা টেনে টেনে, অশ্রুভেজা দু'চোখ নিয়ে ফিরে এলাম ঘোড়ার-গাড়ির কাছে।

আধ ঘণ্টা পর, ম্যারাইসফন্টেইনের ফুলেভরা গাছগুলোকে পিছনে ফেলে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা।

নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন আমার নজরে পড়ছে না। আমার চোখের সামনে যেন ঝুলছে কালো একটা পর্দা। গতকাল যে আমি পেরেইরাকে হারানোর নিয়তে পুরোপুরি সুস্থ না-হয়েও হাতে তুলে নিয়েছিলাম রাইফেল, আজ সেই আমিই বিনা-ম্যাচে ওই লোকটার কাছে হেরে বসে আছি। আমার বীরত্ব, কৃতিত্ব, মহত্ত্ব কোনোকিছুই আমার পরাজয় ঠেকাতে পারেনি।

জীবনটা রাতারাতি অর্থহীন হয়ে গেছে আমার কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

সপ্তাহ দুয়েক পর হিয়ার ম্যারাইস আর পেরেইরার নেতৃত্বে কেপকলোনি থেকে তেপান্তরের পথে রওয়ানা হয়ে গেল জনা বিশেক পুরুষ, ত্রিশ জনের মতো নারী ও শিশু এবং পঞ্চাশ জনের মতো হাফব্রিড ও হটেনটট আফটার রাইডারের মোটামুটি বড় এক কাফেলা।

ঘোড়ায় চড়ে চ্যাপ্টামাথার এক পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলাম আমি। মাইলখানেক দূর দিয়ে মালভূমির সমতল ধরে উত্তরদিকে সারি করে এগিয়ে যাচ্ছে বোয়াদের ওয়্যাগনগুলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এই ওয়্যাগনগুলোর কোনো একটার ভিতরেই আছে মেরি। ধীর গতিতে আমার কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে সে।

প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে গিয়ে হাজির হই মেরির কাছে, শেষবারের মতো কথা বলি ওর সঙ্গে। কিন্তু পারছি না। আমার দম্ভ, আমার জাত্যাভিমান আমাকে যেতে দিচ্ছে না। হেনরি ম্যারাইস ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, আমি যদি তাঁর মেয়ের কাছে যাই তা হলে তিনি "জ্যামবক", মানে চামড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের ছাল তুলবেন। জামবাগানে আমাদের সেই অভিসারের কথা সম্ভবত জেনে গেছেন তিনি, কীভাবে জানি না। তবে এটা জানি, কেউ যদি জ্যামবক দিয়ে আমার পিঠের ছাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলতে আসে তা হলে সে যে-ই হোক না কেন গুলি করে তাকে খুন করবো আমি। আর এখন যে-অবস্থা চলছে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু একটা ঘটিয়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজছে বোয়াররা, আবার ওরা যদি কিছু করে বসে তা হলে ইংরেজরাও ছেড়ে কথা বলবে না; সুতরাং আমি যদি অবিবেচকের মতো কিছু করে বসি তা হলে আগুন লাগবে বারুদের স্তূপে। রোষে-ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে যাবে কেপকলোনির সাদাচামড়ার মানুষরা। দু'দলে ভাগ হয়ে লড়তে শুরু করবে ওরা। বয়ে যাবে রক্তের বন্যা।

কাজেই যত কষ্টই হোক, মেরির সঙ্গে কথা বলতে অথবা ওকে দেখতে যত ইচ্ছাই হোক, সব চেপে রাখতে হলো মনের ভিতরে। ঘোড়ার পিঠে মূর্তির মতো বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম দূর দিগন্তে একে একে উধাও হচ্ছে বোয়াদের ওয়্যাগনগুলো। এবং একসময় দৃশ্যমান অথচ অচেনা কোনো পর্দার আড়ালে যেন মিলিয়ে গেল ওরা, ধুলোর বিশাল একটা মেঘ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকল না। গুঁতো দিলাম আমার ঘোড়ার পেটে, দুলকি চালে ছুটে পাথরে-ভরা ঢাল বেয়ে রওয়ানা হলাম বাড়ির দিকে। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছি ঘোড়াটা যাতে কোনোকিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে, ঘাড়টা মটকে যায় আমার।

সে-রকম কিছু ঘটল না। ঈশ্বর বোঝেন মানুষের কোন্ প্রার্থনা ভিত্তিহীন। তাই নিরাপদেই হাজির হলাম মিশন-স্টেশনে। বাবাকে দেখি বসে আছেন বারান্দায়। এক হটেনটট রাইডার কিছুক্ষণ আগে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে তাঁকে, সেটাই পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে।

হেনরি ম্যারাইস পাঠিয়েছেন চিঠিটা। বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। আমাকে শুনিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি:

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'"হিয়ার কোয়ার্টারমেইন,

তোমাকে বিদায় জানানোর জন্য এই চিঠি পাঠিয়েছি। তুমি জাতে ইংরেজ, বিভিন্ন বিষয়ে মাঝেমধ্যে মতের অমিলও হয়েছে আমাদের মধ্যে, তারপরও মন থেকে শ্রদ্ধা করি আমি তোমাকে, অকৃত্রিম বন্ধু বলে স্বীকার করি। আজ অজানার পথে যাত্রা শুরু হলো আমাদের; জানি না কেন তোমার সেই সতর্কবাণীগুলো ভারী সীসার মতো গেঁথে আছে আমার মনে। বার বার মনে হচ্ছে ভুল করছি, মনে হচ্ছে না-গেলেই বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু নিয়তির লিখন খণ্ডন করা যায় না। তবে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যা করেন তা আপাতদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও শেষপর্যন্ত ফল ভালো হয়।"'

এটুকু পড়ার পর বাবা থামলেন, মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের, মানে সাধারণ মানুষদের একটা বড় দোষ কী, জানো? নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করে যখন ফেঁসে যাই আমরা তখন তার দায় চাপিয়ে দিই ঈশ্বরের উপর। তিনি কী করেন না-করেন তা নিয়ে মন্তব্য করতে শুরু করি।'

কিছু বললাম না।

আবার পড়তে শুরু করলেন বাবা, '"তোমার ছেলে অ্যালানকে ভয় পাই আমি। না, বাড়িয়ে বলছি না, আসলেই ওকে ভয় হয় আমার। সে সাহসী এবং সৎ; ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারিনি আমি, ঠিকমতো কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়নি ওর কাছে। কিন্তু আমি যা করেছি তা করতে বাধ্য হয়েছি আসলে। আমার মেয়ে মেরি ওর মা'র মতোই মানসিক দিক দিয়ে অনেক শক্ত আর একগুঁয়ে; সে কসম খেয়েছে অ্যালানকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। তবে আমার মনে হয় সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে সে। অথবা ভুলে না-গেলেও

www.BanglaBook.org

এখনকার মতো এত আবেগপ্রবণ থাকবে না। পেরেইরার মতো চমৎকার একটা ছেলে অপেক্ষা করছে ওর জন্য, ওকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে দ্বিধা করবে না। কোয়াটারমেইন, বন্ধু হিসেবে তোমার কাছে অনুরোধ, তোমার ছেলেকে বোঝাও। মেরির সঙ্গে যা যা হয়েছে ওর সব ভুলে যেতে বলো। বিয়ের উপযুক্ত হলে সে যেন কোনো ইংরেজ মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তোমার ইচ্ছাটা পূরণ করে। আগেও বলেছি, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি কোনো ইংরেজের কাছে আমার মেয়েকে তুলে দেবো না আমি, সে লোক যত ভালোই হোক না কেন।

"'বন্ধু, বিশেষ আরেকটা উপকার চাইবো তোমার কাছে। কারণ কেপকলোনিতে যে-অবস্থা চলছে এখন তাতে দালাল বা ওই জাতীয় লোকদের উপর আস্থা রাখাটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। হয়তো জানো, জ্যাকোবাস ভ্যান ডার মার্ভের কাছে বলতে গেলে অর্ধেক দামে আমার ফার্মটা বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি আসেননি আমাদের সঙ্গে, আমরা যারা কলোনি ছেড়ে চলে যাচ্ছি তাদের অনেকের জমিই কম দামে কিনে নিয়েছেন। কাফ্রিরা হামলা করার পর ফার্ম বলতে আসলে কিছুই ছিল না আমার, শুধু জমির দাম পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। পেয়েছি বললে ভুল হবে, মুখে মুখে কথা হয়েছে, দাম ঠিক হয়েছে, টাকাটা এখনও হাতে পাইনি। তোমাকে আমার পক্ষ থেকে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি দিয়ে গেলাম, নিজহাতে লেখা আমার এই চিঠিই তার প্রমাণ। হিয়ার জ্যাকোবাসের কাছ থেকে ১০০ পাউণ্ড বুঝে নেবে তুমি। বিনিময়ে তাঁকে টাকাপ্রাপ্তির রশিদ দিয়ো। আরেকটা কাজ কোরো। দাস মুক্ত করে দেয়ার মূল্য বাবদ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ১০০০ পাউণ্ড পাওয়ার কথা আমার, কিন্তু হিসেব করে দেখেছি ২৫৩ পাউণ্ডের বেশি পাবো না। ওই টাকাটাও আমার হয়ে আদায়

www.BanglaBook.org

কোরো। পুরো টাকাটাই পেতাম, কিন্তু ম্যারাইসফন্টেইনে কাফ্রিদের হামলা ঠেকাতে গিয়ে স্থানীয় কিছু লোকের অপমৃত্যুর অজুহাত দেখিয়ে জরিমানা বাবদ এত বিশাল একটা অঙ্ক কেটে রেখেছে সরকার। যুক্তি দেখিয়েছে, আমার বাড়িরই একজন ফরাসি সদস্য, মানে লেব্ল্যাঙ্কের কারণে এত খুনাখুনি হয়েছে।"'

'এবং যুক্তিটা ভুল না,' পড়া থামিয়ে আবারও মন্তব্য করলেন বাবা। তারপর আবার মনোযোগ দিলেন চিঠিতে, '"ওই দুই জায়গা থেকে যদি টাকা যোগাড় করতে পারো তা হলে আপাতত রেখে দিয়ো তোমার কাছে। পরে সুযোগ বুঝে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে। আমরা কোথায় গিয়ে বসতি স্থাপন করবো তা সময়মতো জানাবো তোমাকে। আশা করি ওই সময় নাগাদ আমার হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা এসে যাবে। তখন এই সামান্য পরিমাণ টাকার দরকার থাকবে না।

'"বিদায়, বন্ধু। ঈশ্বর সবসময় তোমার সঙ্গে থাকুন। আশা করি তিনি আমার, মেরির এবং আমরা যে-ক'জন বোয়া ঘর ছেড়ে বের হয়েছি অজানার পথে তাদের সঙ্গেও থাকবেন। যাত্রাপথে প্রথম যে-জায়গায় ওয়্যাগন থামিয়ে ক্যাম্প করবো আমরা সেখানে অপেক্ষা করবো, তোমার যদি কোনো জবাব দেয়ার থাকে তা হলে এই চিঠির বাহকের কাছে দিয়ে দিয়ো, নিয়ে আসবে সে।—হেনরি ম্যারাইস।"'

পড়া শেষ হলো বাবার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। আমিও কিছু বলছি না। তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলেন তিনি, 'আমাকে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি দিয়েছে ম্যারাইস। আমার মনে হয় সেটা গ্রহণ করা উচিত আমার। তা না হলে মানুষটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। এমনিতেই টাকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টানাটানিতে আছে বেচারা। তবে ওর টাকা আমানত রাখার জন্য একজন "অভিশপ্ত ইংরেজকে" কেন বেছে নিল বুঝলাম না। ওর এত প্রিয় বোয়াদের সবাই তো চলে যায়নি কেপকলোনি ছেড়ে? ওদের কাউকে বিশ্বাস করে না কেন সে?'

বাবার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিলাম না।

'যাই, এই চিঠির একটা উত্তর লিখে ফেলি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বাবা। 'যে-লোক চিঠিটা নিয়ে এসেছে তাকে এই ফাঁকে কিছু খেতে দাও তুমি। ওর ঘোড়াটাকেও দানাপানি দিতে বলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বারান্দা ছেড়ে নামলাম উঠানে, গেলাম লোকটার কাছে। লোকটাকে চিনি আমি। ম্যারাইসফন্টেইনেই কাজ করত। কাফ্রিরা যেদিন হামলা করেছিল, এই লোক আমার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মানুষটা ভালো, জানি আমি, তবে পেটে মদ গেলে আমূল বদলে যায় তার আচরণ।

'হিয়ার অ্যালান,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে লোকটা কেউ শুনতে পাচ্ছে না আমাদের কথা, 'আপনার জন্য আরেকটা চিঠি নিয়ে এসেছি আমি।' থলের ভিতর থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করল সে, বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে।

খাবলা দিয়ে নিলাম চিঠিটা। খাম ছিঁড়ে বের করলাম দ্রুত হাতে। ভাঁজ খুললাম। ফরাসি ভাষায় লেখা হয়েছে চিঠিটা যাতে কোনো বোয়ার হাতে পড়লে বুঝতে না-পারে:

"সাহস হারিয়ো না। বিশ্বাস রেখো আমার উপর এবং তুমিও বিশ্বাস ভঙ্গ কোরো না। আর ভুলে যেয়ো না আমাকে। আমিও আজীবন মনে রাখবো তোমার কথা। আমার প্রথম ও শেষ প্রেম, বিদায়, বিদায়!"

চিঠির প্রেরক তার নাম লেখেনি, স্বাক্ষরও করেনি। তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো দরকারও নেই।

তাড়াহুড়ো করে জবাব লিখলাম আমি কিন্তু ঠিক কী লিখেছিলাম তা আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আর মনে নেই, মনে থাকার কথাও না। বিভিন্ন ঘটনা আর দুর্ভাবনায় তখন মন এত বিক্ষিপ্ত ছিল যে, এমনকী মেরিকে কী লিখেছিলাম না-লিখেছিলাম তা-ও স্মরণ করতে পারছি না এই স্মৃতিকথা লেখার সময়।

যা-হোক, কিছু সময় পর আমার আর বাবার চিঠি দুটো নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল মেরিদের সেই হটেনটট ভৃত্য।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই ঘটনার পর এক বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে হেনরি ম্যারাইস বা মেরি ম্যারাইসের সঙ্গে আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি মিশন স্টেশনের কারোরই।

আমার মনে হয় ওই সময়টা আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়। সবচেয়ে দুর্বিষহ সময়। আমার উপর দিয়ে, বিশেষ-করে আমার মনের উপর দিয়ে যে কত ঝড়ঝাপ্টা গেছে ওই সময়ে তা শুধু আমি জানি।

ইংল্যাণ্ডে একটা ছেলে তার বাল্যকাল কাটিয়ে যে-বয়সে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে ওঠে, আফ্রিকায় কিন্তু তারচেয়েও তাড়াতাড়ি ওই পূর্ণতাটা পেয়ে যায় সে। প্রকৃতি আর পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে দায়িত্বশীল পুরুষের মতো আচরণ করতে। ইংল্যাণ্ডে আমি এ-রকম লোকও দেখেছি যাদের বয়স পঁচিশ, কিন্তু কথাবার্তা, আচার-আচরণ বা চিন্তাভাবনায় পনেরো বছর বয়সী বালকের সমান। আফ্রিকার আর দশজন সাদাচামড়ার কিশোরের মতো আমিও তখন যৌবনের দরজায় পা দিয়েছি, কিন্তু বৈরি পরিবেশের কারণে হাস্যোজ্জ্বল যুবকের বদলে হয়ে গেছি দুঃখী ও উদ্বিগ্ন এবং একঅর্থে “অকালপক্ক”—আমার হাতে-পায়ে পরিণতির বেড়ি, কিন্তু মনে সেই শিকল ভেঙে মেরির কাছে ছুটে যাওয়ার তীব্র আকুতি।

www.BanglaBook.org

দিনের বেশিরভাগ সময়ই বিমর্ষ হয়ে থাকি, কারণ মেরিকে ভুলতে পারছি না কিছুতেই। যখন যেখানেই যাই না কেন মনে হয় আমার ছায়া হয়ে আমার সঙ্গে থাকে সে। যেদিকে তাকাই ওকে দেখি চোখ বুজলেও ওর চেহারাটা ভেসে ওঠে বন্ধ-চোখের সামনে। রাতে ঠিকমতো ঘুম আসে না, অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকি। ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এলে ওকে স্বপ্নে দেখি।

এসবের ফল খারাপ হলো। মুখ আপনাথেকেই গোমড়া হয়ে থাকে সবসময়, মেজাজ থাকে বিগড়ে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না। টের পাই, অতি স্পর্শকাতর হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি অনেক বেশি। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে বিচ্ছিরি কাশি। ওই বয়সে ওই অবস্থায় আর দশজন যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত ও চাইত আমারও সে-রকম মনে হচ্ছে ইদানীং—মরতে চলেছি কিছুদিনের মধ্যেই।

মনে আছে, ওই সময়ে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল আধপাগল হ্যান্স। বলল, 'জায়গাটা কি দেখিয়ে দেবেন, বাস?'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালাম ওর দিকে। 'কোন্ জায়গা?'

'আপনাকে যেখানে কবর দিলে খুশি হবেন আপনি সে-জায়গা।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠলাম, 'ওটা দেখিয়ে দেয়ার কী দরকার পড়েছে?'

'ভাবলাম আপনি মরার পরে তো কথা বলতে পারবেন না, তখন না কেউ আবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে ভুল করে শুইয়ে দেয় অন্য কোনোখানে...'

www.BanglaBook.org

লাথি মেরে বিদায় করলাম শয়তানটাকে।

আদিবাসীদের গায়ে কখনোই হাত তুলি না আমি। তবে মেজাজ বেশি খারাপ হয়ে গেলে গালমন্দ করি। হ্যান্সকে সেদিন লাথি মেরে নিজের কাছেই খারাপ লাগতে শুরু করল পরে আসল কথা হচ্ছে, মনে মৃত্যুকামনা যতই থাক, মরতে চাই না আমি। কেউই চায় না। আমি বেঁচে থাকতে চাই, বেঁচে থাকার অধিকার আমার আছে। এবং আমি বিয়ে করতে চাই মেরিকে। মরে যাওয়া এবং তারচেয়ে বড় কথা হ্যান্সের সহায়তায় কবর নামের ছোট্ট একটা গর্তে শত শত বছরের জন্য ঢুকে পড়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু মেরিকে বিয়ে করতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই, এমনকী ওকে আর কোনোদিন দেখতে পাবো কি না তা-ও জানি না। নিয়তির কাছে আমার এই পরাজয়ে দিন দিন হতাশ থেকে আরও হতাশ হচ্ছি আমি।

কেপকলোনি ছেড়ে চলে গেছে যে-সব বোয়া তাদের খবর পাই মাঝেমধ্যে। কিন্তু ওদের ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। তাই সবই গালগল্প বলে মনে হয় আমার। একসঙ্গে রওয়ানা হওয়া সত্ত্বেও ওরা নাকি পরে বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেছে। একেক দল গেছে একেক দিকে। ভয়ঙ্কর পরিণতি বরণ করতে হয়েছে কাউকে কাউকে। ওদের বেশিরভাগই লেখাপড়া তেমন জানে না, তাই কেপকলোনিতে রয়ে-যাওয়া অল্প কয়েকজন বোয়ার কাছে চিঠি পাঠাতে পারেনি; যারা পাঠিয়েছে তাদের চিঠি আবার বিশ্বস্ত বাহকের অভাবে জায়গামতো পৌঁছেনি। আবার, যে-জায়গায় গেছে ওরা সে-জায়গা এখান থেকে যথেষ্ট দূরে। সব মিলিয়ে বিদিকিচ্ছিরি এক অবস্থা।

যার খবর শুনতে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি দিন-রাত, সেই

www.BanglaBook.org

মেরি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। গুজব শুনেছি রুস্টেনবার্গ নামের এক জেলায় গিয়ে হাজির হয়েছে ওরা। (এই রুস্টেনবার্গই বর্তমানে ট্রান্সভাল নামে পরিচিত) সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে ডেলাগোয়া বে'র দিকে। অজানা-অচেনা বিশাল এক মালভূমি পাড়ি দিতে হচ্ছে ওদেরকে, আর তা করতে গিয়ে ওরা নাকি স্রেফ উধাও হয়ে গেছে ওই মালভূমিতে! কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত আমাকে কোনো চিঠি পাঠায়নি মেরি। বোঝা যাচ্ছে চিঠি পাঠানোর মতো কোনো সুযোগ করে নিতে পারেনি সে।

মন খারাপ করে শুয়ে-বসে থাকি সারাদিন, ঘটনাটা বাবার নজর এড়াল না। অবস্থার প্রতিকার করার জন্য আমাকে কেপটাউনের ধর্মতত্ত্বের কলেজে ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। বললেন, যাজকবৃত্তি অবলম্বন করাটাই নাকি আমার উদাসীনতার সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। কিন্তু পেশা হিসেবে যাজকের কাজ আমাকে একটুও আকর্ষণ করে না। কারণ এই কাজে আমি কখনোই ভালো করতে পারবো না সম্ভবত। এবং তারচেয়েও বড় কারণ, যে-কোনোদিন সাহায্যের আবেদন আসবে মেরিরা যেদিকে গেছে সেদিক থেকে; সেদিন সবার আগে কেপকলোনির উত্তরদিকে ছুটে যেতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন-না-একদিন আবারও মেরিকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে যাবো।

কিন্তু বাবা চান ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে আমি যেন স্বর্গীয় কোনো আহ্বান শুনতে পাই; তাই আমার এই উদাসীনতা নিয়ে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করছেন। তিনি মনেপ্রাণে চান তিনি যে-পেশায় আছেন আমিও সে-পেশা গ্রহণ করি। তাঁর এ-রকম চাওয়ার উপযুক্ত কারণও আছে অবশ্য। আগেই বলেছি

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে গরিবই বলা চলে; বাবার জমানো টাকা যা আছে তা মূলধন হিসেবে কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু করা যাবে না; এদিকে শিকার করা আর কাফ্রিদের সঙ্গে টুকটাক লেনদেন করা ছাড়া অন্য কোনো উপার্জনমূলক কাজের অভিজ্ঞতা বলতে গেলে নেই আমার। কাজেই আমাকে দিয়ে ব্যবসা বা চাকরি কোনোটারই কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না বাবা। তা ছাড়া যে-দুটো কাজের কথা বললাম সে-রকম কোনো কাজ, জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার মতোও না। আমি নিজেও জানি না ভবিষ্যতে কী করবো।

আজ, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আমার এই কাহিনি লেখার সময় যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলতে পারি, সারাজীবন যা করেছি তাতে ধনী হতে পারিনি, কিন্তু নিজের কাজ নিয়ে একটা দিনও হা-হুতাশ করিনি। কখনও মনে হয়নি কেন এই পথে আসতে গেলাম। জীবন মানে অ্যাডভেঞ্চার, আর আমার পেশাও অ্যাডভেঞ্চার; কখনও গাইড হিসেবে, আবার কখনও অভিযাত্রী হিসেবে দিন কাটিয়েছি, প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে আত্মোপলব্ধির আনন্দ পেয়েছি বার বার। ক্ষুধার্ত হায়েনা যেমন উচ্ছিষ্টের আশায় দৌড়ে বেড়ায় বনেবাদাড়ে, শকুন যেমন মড়ার খোঁজে চক্কর দিতেই থাকে খররোদে-জ্বলন্ত আকাশে, ঠিক তেমন অর্থলোভী নরপিশাচদের মতো আমি ছুটে বেড়াইনি টাকার পিছনে, সামান্য ক'দিনের সুখের আশায় বিকিয়ে দিইনি আমার বিবেক। আবার যাজকবৃত্তির মতো মহান কোনো পেশাও গ্রহণ করিনি—যাকে দিয়ে যা হবে না তাকে দিয়ে তা না-করানোটাই ভালো। যা আমাকে মানিয়ে গেছে, আমার ছেলেবেলা থেকেই যে-গুণ আমাকে দিয়েছেন ঈশ্বর সে-পথেই অগ্রসর হয়েছি। আমি একজন শিকারী; কোনোরকম আত্মগর্ব ছাড়াই বলতে পারি আমি রাইফেল

www.BanglaBook.org

হাতে অব্যর্থ একজন শিকারী, এবং একজন খাঁটি অ্যাডভেঞ্চারার।

বাবা বলেন যাজক হও, আমি বলি পারবো না; সুতরাং আমাদের বাপ-ব্যাটার মনোমালিন্য বাড়তে লাগল। তা ছাড়া ধর্মের প্রতি কোনোরকম অশ্রদ্ধা নেই আমার তারপরও বলছি, কাফ্রিদেরকে যে-কায়দায় খ্রিস্টান বানানো হয় তা আমার কাছে ভালো লাগে না, ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় না। বাবার সঙ্গে আমার অস্বস্তিকর একটা মানসিক-দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, এটাও সহ্য করতে পারছি না। সবমিলিয়ে, আগেও যেমনটা বলেছি, লেজেগোবরে অবস্থা আমার। এমন সময় অনেকটা হঠাৎ করেই ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে গেলাম। ফলে মিশন-স্টেশন ছেড়ে বেশ কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যেতে হলো আমাকে।

ম্যারাইসফন্টেইন বাঁচাতে গিয়ে যে-বীরত্ব দেখিয়েছি, অথবা পেরেইরার সঙ্গে শুটিংম্যাচে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছি, সে-কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই সময়ে সীমান্ত এলাকায় কাফ্রিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে; সেনাবাহিনী থেকে একদিন আদেশ এল, আমি যেন গিয়ে যোগ দিই সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে। কমিশন হিসেবে বর্ডার-কোরে লেফটেন্যান্টের পদ দেয়া হলো আমাকে।

ওই যুদ্ধের গল্প, অথবা সীমান্ত এলাকায় কাটানো দিনগুলোর বিবরণ আমি দেবো না। কারণ যে-গল্প বলছি তার সঙ্গে ওই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু বলে রাখি, প্রায় একটা বছর কাটাতে হয়েছিল সেখানে। অনেক অ্যাডভেঞ্চার করতে হয়েছিল, তবে একটা-দুটো ছাড়া বেশিরভাগই বিফলে যায়। একবার সামান্য আহত হই, প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হই দু'বার। আরেকবার বোকার মতো ঝুঁকি নিতে গিয়ে দলের বাকিদের গালমন্দ শুনতে হয়। আমার ওই হঠকারি সিদ্ধান্তের

www.BanglaBook.org

কারণে আমার কয়েকজন সহযোদ্ধা মারাও পড়ে। আবার, দুঃসাহসিক পদক্ষেপের কারণে উচ্চ-প্রশংসিতও হই দু'বার—একবার কাফ্রিরা সমানে একনাগাড়ে নিক্ষেপ করছে আমাদের দিকে, ওই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক আহত সহযোদ্ধাকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে আসি; আরেকবার রাতের আঁধারে দু'-তিনজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়ি কাফ্রিদের জনৈক সর্দারের দুর্গে, অতর্কিত হামলায় মারা যায় লোকটা।

কিন্তু ওই যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। কাফ্রিদেরকে হারাতে পারিনি আমরা, ওরাও জয়লাভ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত "শান্তি চুক্তি" করে সীমান্ত থেকে চলে আসতে হয় আমাদেরকে। ভেঙে দেয়া হয় আমার কোর। বাড়ি ফিরে আসি আমি।

ততদিনে আমাকে আর বালক বলার উপায় নেই, বরং বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এক যুবক বলা চলে। আর শুধু অভিজ্ঞতাই না, টানা একটা বছর সীমান্তে কাটিয়ে কাফ্রিদের সম্বন্ধে এবং ওদের ভাষা, ইতিহাস, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। পরিচয় ও খাতির হয়েছে অনেক ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে। তাঁদের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি এমন অনেক কিছু যা এর আগে পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে শেখার সুযোগ হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলি, ইংরেজ ভদ্রলোকদের চিন্তাচেতনা ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম।

যা-হোক, মিশন স্টেশনে ফিরে এসেছি, তিন সপ্তাহের বেশি কেটে গেছে। এখন আমি যুদ্ধফেরত একজন সৈনিক। টগবগে উত্তেজনায় ভরা ওই দিনগুলো আর নেই, তাই সময়ে-অসময়ে মনে পড়ে মেরিকে। আলস্য আর নিষ্ক্রিয়তার দিন কাটাতে কাটাতে একঘেয়েমিতে ভুগতে শুরু করেছি। যে-আহ্বানের কথা বলেছিলাম, যে-আহ্বানের জন্য শয়নে-স্বপনে এমনকী অবচেতন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনেও অপেক্ষা করে ছিলাম এই একটা বছর; সে-আহ্বান এল এমন সময়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এদেরকে বলা হয় "পরিব্রাজক ব্যবসায়ী": এ-রকম এক সাদা চামড়ার ইহুদি, যারা সাধারণত সহজসরল বোয়া আর কাফ্রিদের সঙ্গে ব্যবসা করে এবং সুযোগ পেলেই ঠকায়, আমাদের মিশন স্টেশনে এসে হাজির হলো একদিন, সঙ্গে ঘোড়ার-গাড়িভর্তি মালপত্র। এই লোকগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি, তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম প্রায়। হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করল সে আমাকে, 'আপনি অ্যালান কোয়াটারমেইন না?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্য একটা চিঠি আছে আমার কাছে, বলে পালের-কাপড়-দিয়ে-মোড়া একটা প্যাকেট বের করল সে।

কিছুটা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা পেলেন কোত্থেকে?'

'পোর্ট এলিযাবেথে এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে দিয়েছে। ওই লোক সেখানে টুকটাক ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে কথা বলে আমার উপর বিশ্বাস জন্মে যায় লোকটার, আমি ক্র্যাডকে আসছি শুনে আমার হাতে চিঠিটা দেয় তখন। বলে, এটা নাকি খুবই জরুরি এবং...' কথা শেষ না-করে ইচ্ছা করে থেমে গেল সে, দাঁত বের করে হাসতে লাগল নীরবে।

'এবং?'

'চিঠিটা নিরাপদে, মানে আপনার হাতে পৌঁছে দিতে পারলে আপনি নাকি খুশি হয়ে আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন।'

ধুরন্ধর লোকটার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষলাম, কিছু বললাম না। খুললাম পালের-কাপড়। ভিতরে একটুকরো তেল-মাখানো লিনিন। ওটার গায়ে তেল লাগানো হয়েছে যাতে

www.BanglaBook.org

ভিতরের চিঠিটা পানিতে ভিজলে নষ্ট না-হয়। লিনিনের গায়ে লাল রঞ্জক দিয়ে আমার এবং বাবার নাম লেখা। সেলাই কেটে খুললাম সেটা, খুব একটা কষ্ট হলো না।

ভিতরে একটা চিঠির-প্যাকেট। এটার গায়েও আমার আর বাবার নাম লেখা। হাতের লেখাটা মেরির।

ঈশ্বর! আজও মনে পড়ে, এত জোরে ধক করে উঠেছিল আমার হৃদপিণ্ডটা যে, মনে হচ্ছিল পাঁজর ভেঙে বুকের মাংস-চামড়া ছিঁড়ে বের হয়ে আসবে বোধহয়। চিৎকার করে ডাকলাম হ্যান্সকে, ইহুদি লোকটার আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করতে বললাম। কিছু খেতে দিতে বললাম ওকে, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকলাম আমার ঘরে।

একমুহূর্তও দেরি না-করে পড়তে লাগলাম চিঠিটা:

"প্রিয় অ্যালান,

তোমাকে অন্য যে-চিঠিগুলো লিখেছিলাম সেগুলো পেয়েছ কি না জানি না, এই চিঠিটাও পাবে কি না জানি না। তারপরও, ডেলাগোয়া বে-তে যাচ্ছে এমন এক ভবঘুরের পর্তুগিজের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি এটা। আগেরগুলো না-পেয়ে থাকলেও আশা করছি এটা পাবে।

এখন যে-জায়গায় বসে এই চিঠি লিখছি, আমার বিশ্বাস, সে-জায়গা ডেলাগোয়া বে থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে, ক্রকোডাইল নদীর কাছে। আমাদের আগের বাড়ির নামের সঙ্গে মিল রেখে এই জায়গার নাম দিয়েছেন বাবা "ম্যারাইসফন্টেইন"।

আগের চিঠিগুলো যদি পেয়ে থাকো, তা হলে এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে গেছ কী ভয়াবহ আর দুর্বিষহ অভিযানের পর এই জায়গায় আসতে পেরেছি আমরা। থাউটপ্যান্সবার্গ নামের এক এলাকায় আমাদের উপর হামলা চালায় কাফ্রিরা, প্রতিরোধ করতে

www.BanglaBook.org

গিয়ে আমাদের অনেক লোক মারা পড়ে। আরও অনেক ঘটনা আছে, বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এই চিঠি বিশাল আকার ধারণ করবে; অথচ আমার কাছে কাগজ আছে কম, পেন্সিলটাও এত ছোট হয়ে এসেছে যে আর কিছুক্ষণ পর লিখতে পারবো কি না সন্দেহ। মোদ্দা কথা, গ্রীষ্মের শুরুতে, আফ্রিকার বিশাল বিস্তৃত তৃণভূমি যখন ঢেকে যাচ্ছিল সবুজ ঘাসে, লিণ্ডেনবার্গ জেলা থেকে যাত্রা শুরু করি আমরা; তারপর পাহাড়-পর্বত আর নদী-নালা পার হয়ে অনেক মাস পরে হাজির হই এই জায়গায়। হয়তো হাসবে শুনে, কিন্তু কথাটা সত্যি—সময়ের সঠিক হিসেব নেই আমার কাছে; তাই মনে হয় আট সপ্তাহ আগে এখানে পৌঁছেছি। পৌঁছানোমাত্রই তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। কেন যেন মনে হচ্ছে, সেটা পৌঁছায়নি তোমার হাতে।

এখন যে-জায়গায় আছি আমরা সে-জায়গাকে সুন্দরই বলা চলে। জমি সমতল, চারদিকে বিস্তৃত উর্বর মালভূমি। যেদিকে তাকাই দেখতে পাই বড় বড় গাছ জন্মে আছে, কে জানে কত বছর আগে থেকে! দু'মাইল দূরে বিশাল এক নদী, নাম ক্রকোডাইল। এত কাছে পানির এত ভালো একটা উৎসের খোঁজ পেয়ে এখানেই ঘাঁটি গাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাবা আর হার্নান পেরেইরা। ও, বলে রাখি, আজকাল সব বিষয়ে বাবার উপর খবরদারি করে পেরেইরা।

যা-হোক, কারও কারও ইচ্ছা ছিল আরও এগিয়ে যাওয়ার, ডেলাগোয়া বে'র যতটা কাছাকাছি সম্ভব বসতি স্থাপন করার। এ নিয়ে তুমুল ঝগড়াও হয়ে গেছে দু'পক্ষের মধ্যে। কিন্তু বাবা, বলা ভালো হার্নান, সৌভাগ্যবশতই হোক আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক জিতে গেছে। কারণ আমাদের ওয়্যাগনগুলো টানছিল যেসব ষাঁড় সেগুলো এত কাহিল হয়ে পড়েছে যে, আমাদের পক্ষে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগোনোটা সম্ভব না। তা ছাড়া এখানে সিসি নামের একজাতের বিষাক্ত মাছি আছে, সেগুলোর কামড়ে মারা গেছে অনেকগুলো ষাঁড়। কাজেই যে-মালভূমিতে আছি তা-ই আপাতত ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছি নিজেদের মধ্যে: এক-দেড়শ' লোকের জন্য এই মালভূমি যথেষ্টের চেয়েও বেশি। অন্তত মাথাটা গোঁজা যাবে এ-রকম একটা-দুটো করে বাড়িও (বলা ভালো ছাপড়াঘর) বানিয়ে নিয়েছি সবাই।

কিন্তু ঝামেলার শেষ নেই। হুটহাট করে কোত্থেকে এসে হাজির হয় কাফ্রিরা, রাতের অন্ধকারে দেখাও যায় না ওদেরকে, আমাদের ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যায়। এভাবে আমাদের বেশিরভাগ ঘোড়াই হারিয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের উপর হামলা করার সাহস পায় না ওরা। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হচ্ছেই। শুধু হার্নানের কাছে দুটো ঘোড়া আছে, বাকিদের সব ঘোড়া হয় চুরি হয়ে গেছে নয়তো মরেছে মাছির কামড়ে। এই তো গতকালও একটা ঘোড়া মরল আমাদের চোখের সামনে! কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী জানো? দেখতে যত সুন্দর আর উর্বরই দেখাক না কেন, এই মালভূমিতে জ্বরের মারাত্মক প্রকোপ; যা আমার মনে হয় আশপাশের জলাভূমির কারণে ছড়াচ্ছে আমাদের মধ্যে। আগেও বলেছি কাফ্রিদের হামলায় আমাদের অনেকে মরেছে, নারী-পুরুষ-শিশু সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ জনের মতো ছিলাম আমরা; জ্বরে ভুগে দশজন মারা গেছে ইতোমধ্যেই—দু'জন পুরুষ, তিনজন মহিলা, পাঁচটা শিশু। বাকিদের বেশিরভাগই অসুস্থ। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় বাবা, আমি আর পেরেইরা যথেষ্ট সুস্থ আছি। তবে যত সুস্থ-সবলই হই না কেন আমাদের এই সুস্থতা কতদিন থাকবে বলতে পারি না। ভাগ্য ভালো আমাদের সঙ্গে অনেক বুলেট আছে, আর এই জায়গাটাও

www.BanglaBook.org

শিকারে-ভরা। যেসব পুরুষ সুস্থ আছে তারা শিকার করতে পারছে। সেসব মাংসের যতটুকু দরকার খাই আমরা, বাকিটা লম্বা করে কেটে লবণে-মেখে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করি। কাজেই আশা করছি অন্তত খাবারের অভাব হবে না আমাদের, এমনকী যদি শিকারের প্রাণীগুলো পালিয়ে যায় তারপরও।

কিন্তু অ্যালান, আমার মনে হয় যদি আমাদের কাছে সাহায্য না-পৌঁছায় তা হলে আমাদের প্রত্যেকের অকালমৃত্যু অবধারিত। কারণ শুধু ঈশ্বর জানেন কত কষ্ট করে এখানে থাকতে হচ্ছে আমাদেরকে। আমাদের চারপাশের প্রতিদিনের অসুস্থতা আর মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হয়ে আছেন শুধু তিনিই। এই যে এখন চিঠি লিখছি, আমার পাশে শুয়ে আছে গুরুতর অসুস্থ ছোট্ট এক মেয়ে। দিনের পর দিন জ্বরে ভুগে ভুগে মারা যাচ্ছে বেচারী, নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমাদের কারও।

অ্যালান, যদি পারো আমাদেরকে সাহায্য করো। আমরা নিজেরা অসুস্থ, আমাদের যে-ক'টা গরুঘোড়া বেঁচে আছে সেগুলো অসুস্থ। কাজেই ডেলাগোয়া বে পর্যন্ত যাওয়াটা এখন আর সম্ভব না আমাদের পক্ষে। যদি যেতেও পারতাম, কিছু কিনতে পারতাম না। কারণ আমাদের কারও কাছে একটা পয়সাও আছে কি না সন্দেহ। টাকাপয়সা এবং অন্যান্য দামি জিনিস যা ছিল, একটা নদী পার হওয়ার সময় বন্যার পানিতে সব ভেসে গেছে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, কেপকলোনি থেকে রওনা হওয়ার আগে নিজের প্রায় সব টাকা দিয়ে সোনা কিনে সেই কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল পেরেইরা; সেগুলোও গিলে খেয়েছে রাক্ষুসে নদী। তারপরও দু'-একজনকে পাঠিয়েছিলাম ডেলাগোয়া বে-তে, শুনেছি সেখানে নাকি গরু-ঘোড়া ইত্যাদি ধার-এ পাওয়া

www.BanglaBook.org

যায়। কিন্তু এতদিন পেরেইরা নিজের যে-আত্মীয়দের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলত আজ তারাই উধাও হয়ে গেছে অথবা মরে গেছে। এবং অপরিচিত বলে আমাদেরকে বিশ্বাসও করতে চাচ্ছে না কেউ।

অ্যালান, বাবার কাছ থেকে শুনলাম তিনি নাকি তোমার বাবাকে কিছু পাওনা-টাকা সংগ্রহ করা এবং আমানত রাখার পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি দিয়েছেন। তুমি বা তোমার কোনো বন্ধু যদি জাহাজে করে ডেলাগোয়ায় এসে টাকাটা দিতে পারো আমাদেরকে তা হলে আমার মনে হয় ওই টাকা দিয়ে কিছু ষাঁড় কিনতে পারবো, অন্তত কয়েকটা ওয়্যাগন নিয়ে যেতে পারবো ওই বন্দর-নগরীতে। শুনেছি একদল বোয়া নাকি কুয়াথলাম্বা পর্বত পার হয়ে নেটালের দিকে যাবে; ডেলাগোয়ায় যেতে পারলে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবো আমরা। বলা যায় না, এই ভয়ানক জায়গা থেকে বাঁচার জন্য কোনো জাহাজেও চড়ে বসতে পারি। তুমি যদি আসো, আমরা যেখানে আছি সেখান পর্যন্ত পথ দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে পারবে আদিবাসীরা।

আসলে আমি সম্ভবত অনেক বেশি আশা করে ফেলছি। কে জানে, হয়তো ঠিকই আসবে তুমি। আবার হয়তো এই মালভূমিতে শেষপর্যন্ত ঠিকই পৌঁছাতে পারবে, কিন্তু ততদিনে সাহায্যের আর দরকার হবে না আমাদের কারও। কারণ সবাই মারা পড়বো, শিয়াল-শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে আমাদের লাশ। আমাদের অর্ধগলিত, দুর্গন্ধযুক্ত মরদেহ ছাড়া আর কিছুই পাবে না তুমি।

অ্যালান, প্রিয়তম, আর একটা কথা বলার আছে। সংক্ষেপে বলতে হবে কথাটা, কারণ কাগজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তুমি বেঁচে আছো কি না জানি না, বেঁচে থাকলে কেমন আছো তা-ও

www.BanglaBook.org

জানি না। আমাকে আগের মতো ভালোবাসো কি না বলতে পারবো না। অনেক, অনেক আগে তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি, মাঝেমাঝে সকাল [illegible] কথা ভাবলে মনে হয় যেন অনেক বছর আগে, অনেক যুগ আগে শেষবারের মতো দেখেছি তোমাকে। কিন্তু আমার হৃদয় আগের মতোই আছে, আগের মতোই তোমাকে ভালোবাসি আমি। আগের মতোই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছি একনিষ্ঠভাবে। বিয়ের জন্য বার বার আমাকে চাপ দিয়েছে এবং দিচ্ছে হার্নান, বাবাকে দিয়েও বলিয়েছে অনেকবার। কিন্তু ঈশ্বরের শপথ প্রত্যেকবার "না" বলেছি আমি। আর এখন যে-অবস্থা হয়েছে আমাদের, বিয়ে করা তো পরের কথা, বিয়ের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করারও সময় নেই। এখানে আসার পর আমার ভাগ্যে যদি ভালো কিছু ঘটে থাকে তা হলে এই একটা ঘটনাই ঘটেছে। তারপরও তোমার ভালোর জন্যই বলছি, আমাকে বিয়ে করার আশায় বসে থেকে জীবনটা নষ্ট কোরো না। এই পৃথিবীতে সুন্দর মনের মেয়ের অভাব নেই। তা ছাড়া আমরা এখন প্রকৃতপক্ষে ভবঘুরে ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছু না।

ঈশ্বর যে কেন বাবার মনে কেপকলোনি ছাড়ার ইচ্ছা দিল বুঝি না। ব্রিটিশ সরকারকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি, শুধু এই কারণে আজ এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। হার্নান পেরেইরা এবং অন্য যারা ফুসলিয়েছে বাবাকে তাদেরকেও দোষ দেবো। আমার মনে হয় বাবা যা করেছেন তার জন্য মনে মনে ঠিকই অনুতপ্ত তিনি এখন। অনুতপ্ত হওয়াই উচিত। অবশ্য, যেহেতু আমার জন্মদাতা, তাঁকে দেখে বেশিরভাগ সময় মায়াই হয় আমার। ভয় হয় এত কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে তিনি পাগল না হয়ে যান শেষপর্যন্ত!

www.BanglaBook.org

আরও অনেক অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু আমার পাশে শুয়ে-থাকা মেয়েটা মারা যাচ্ছে, লাভ হবে না জেনেও ওর শুশ্রূষা করতে হবে। এদিকে কাগজও প্রায় শেষ। এই চিঠি যাতে তোমার হাতে পৌঁছায় সেজন্য চার পাউণ্ড দিয়ে দিচ্ছি বাহককে, বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। যদি পাও এই চিঠি, যদি আমাদের ব্যাপারে জানার পরও আসতে না-পারো অথবা কাউকে পাঠাতে না-পারো তা হলে অন্তত প্রার্থনা কোরো আমাদের জন্য। রাতে তোমাকেই স্বপ্ন দেখি আমি, দিনে যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ তোমার কথাই ভাবি; তোমাকে কতখানি ভালোবাসি নিজেও জানি না, জিজ্ঞেস করলে কোনোদিন বলতেও পারবো না।

বেঁচে থাকি বা না-থাকি, আমি শুধু তোমার। শুধু তোমার।

—মেরি।"

এই চিঠি আজও আছে আমার কাছে। পাতাগুলো ক্ষয়ে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে পেন্সিলের লেখাগুলো। লিখতে গিয়ে বার বার কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মেরি; ওর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়ে শুকিয়ে গেছে কাগজেই, সেই দাগও রয়ে গেছে। পড়তে পড়তে কেঁদেছি আমিও, আমার অশ্রুর দাগও আছে। মাঝেমধ্যে ভাবি, যেসব বোয়া কেপকলোনি ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছিল তাদের দুঃখদুর্দশার যে-বর্ণনা দিয়েছে মেরি সে-রকম আর কোনো বর্ণনা আর কোথাও আছে কি না। সত্যিই, তখন যে-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল ওদেরকে তারচেয়ে যদি কাফ্রিদের হামলায় মারা পড়ত তা হলে বোধহয় ভালো হতো ওদের জন্য।

যা-হোক, চিঠিটা পড়া শেষ করেছি, ওটা হাতে নিয়ে বসে আছি মূর্তির মতো। দু'চোখে অশ্রুর ঢল। এমন সময় বাড়িতে ঢুকলেন বাবা, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন কাফ্রি অনুচর। তিনি এসেছেন টের পেয়ে উঠলাম আমি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য

www.BanglaBook.org

যন্ত্রচালিতের মতো গেলাম সিটিংরুমে।

আমার দিকে একনজর তাকিয়েই থমকে গেলেন বাবা, বুঝে গেলেন কোনো ঘাপলা হয়েছে। বললেন, 'কী হয়েছে?'

এই অবস্থায় কথা বলা সম্ভব না আমার পক্ষে, তাই চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলাম তাঁর দিকে।

চিঠিটা নিলেন তিনি। আগাগোড়া পড়লেন। পড়া শেষ হলে বলে উঠলেন, 'করুণাময় ঈশ্বর! কী সাংঘাতিক! ইস্‌স্‌, ওদের কথা পড়তেই এত খারাপ লাগছে, তা হলে একবার ভেবে দেখো কত কষ্টের মধ্যে আছে বিপথগামী লোকগুলো। ওদের জন্য কী করা যায়?'

'শুধু একটা কাজই করা যায়। অথবা কাজটা করার চেষ্টা করা যায় অন্তত। আজই, এখনই রওনা হতে চাই আমি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? তুমি ডেলাগোয়া বে-তে যাবে, ষাঁড় বা ঘোড়া কিনবে, তারপর সেগুলো নিয়ে যাবে মেরিদের কাছে, ওদেরকে উদ্ধার করবে। একা এতগুলো কাজ করা কীভাবে সম্ভব তোমার পক্ষে? তা ছাড়া এই চিঠি অনেকদিন আগে লিখেছে মেরি, ওরা যে এতদিনে মরে যায়নি নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'এখান থেকে ডেলাগোয়া বে-তে একা যাওয়াটা অসম্ভব না আমার পক্ষে, বাবা। ওখানে পৌছানোর পর ষাঁড় বা ঘোড়া কেনাটাও খুব কঠিন কাজ না; কোনো একটা জাহাজে চড়ে বসবো, সোজা পৌছে যাবো ডেলাগোয়ায়। হিয়ার ম্যারাইসের কিছু টাকা আমানত হিসেবে আছে তোমার কাছে। আর গত বছর ইংল্যাণ্ডে আমার খালা আমার জন্য যে-'শ'চারেক' পাউণ্ড রেখে গেছেন তা আছে আমার কাছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পোর্ট এলিযাবেথের ব্যাংকে এখনও পড়ে আছে টাকাটা, একটা পয়সাও খরচ হয়নি।

www.BanglaBook.org

হিসেব করে দেখো সব মিলিয়ে আটশ' পাউণ্ডের মতো হলো। এই টাকা দিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক গরু-ঘোড়া এবং মেরিদের কাজে লাগতে পারে এ-রকম আরও অনেক কিছু কেনা যাবে: ...ওদেরকে উদ্ধার করতে পারবো কি না, অথবা ওরা বেঁচে আছে কি না তা নিয়ে যে-প্রশ্ন করলে তার জবাবে বলি; ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কারও হাতেই না, তা-ই না? আমি শুধু জানি আমাকে যেতে হবে সেখানে, বাঁচানোর চেষ্টা করতে ওই লোকগুলোকে।'

'কিন্তু অ্যালান, তুমি আমার ছেলে, আমার একমাত্র সন্তান। যদি যাও সেখানে তা হলে হয়তো...' কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন বাবা, কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'তা হলে আর কোনোদিন দেখা না-ও হতে পারে আমাদের।'

'কিছুদিন আগেও তো বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল আমাকে; কই, তখন তো এই কথা বলোনি? তখন তো আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত আমার কপালে; কই, দু'-একটা কাটাছেঁড়া বাদ দিলে কিছুই তো হয়নি আমার? আজও বেঁচে আছি আমি এবং সুস্থ আছি। সবচেয়ে বড় কথা, মেরি যদি মরে গিয়ে থাকে...' এবার থামতে হলো আমাকে, গলার কাছে শক্ত হয়ে কিছু একটা আটকে গেছে যেন, দু'চোখ ভিজে যাচ্ছে আবারও। 'আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না, বাবা। কারণ বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমাকে আটকানো যাবে না। আমি যাবোই সেখানে। ...চিঠির কথাগুলো আরেকবার মনে করে দেখো। কত করুণ মিনতি জানিয়েছে মেরি, তারপরও যদি নিজের ভালোমন্দের কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকি তা হলে আমার সঙ্গে একটা নির্লজ্জ হাউণ্ডের পার্থক্য কোথায়? আমার মেরি ওই দূর দেশে ধুঁকে ধুঁকে মরবে আর আমি এখানে আরাম করবো? জীবনেও না। মেরির জায়গায় আজ যদি আমার মা'র

www.BanglaBook.org

এই অবস্থা হতো তা হলে তুমি কি তা-ই করতে?'

'না, করতাম না এবং করাটা উচিতও হতো না। যাও। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার সহায় হোন : প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমারও সহায় হোন। কারণ তুমি চলে গেলে আর কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাবো কি না সন্দেহ আছে,' ঘাড় ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন, অশ্রুভেজা চোখ আমার কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন।

তাঁর সামনে থাকাটা উচিত হবে না এখন। তা ছাড়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করা দরকার। তাই মন শক্ত করে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। গিয়ে ডেকে আনলাম ওই ইহুদি ব্যবসায়ীকে। ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

যে-জাহাজে করে ডেলাগোয়া থেকে এসেছে মেরির চিঠি, সেই জাহাজটার কথা জিজ্ঞেস করলাম প্রথমে। জানা গেল, জাহাজটা দুই মাস্তুলবিশিষ্ট। নাম "সেভেন স্টার্স"। মালিক ইংরেজ। রিচার্ডসন নামের জনৈক ব্যক্তি জাহাজটার ক্যাপ্টেন। আগামীকাল, বলা ভালো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলাগোয়ার উদ্দেশে আবার পাল তুলতে চান তিনি। আপাতত পোর্ট এলিযাবেথে অবস্থান করছে জাহাজটা।

সেই দিনটার কথা আজও খেয়াল আছে আমার—তেসরা জুলাই।

চব্বিশ ঘণ্টা! শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। আমাদের এই মিশন স্টেশন থেকে পোর্ট এলিযাবেথ একশ' আঠারো মাইল দূরে। কবে যাবো সেখানে, কখন টাকা তুলবো ব্যাংক থেকে, তারপর এত তাড়াতাড়ি কীভাবে গিয়ে উঠবো জাহাজে? তা ছাড়া সেভেন স্টার্সে মাল তোলার কাজ যদি চব্বিশ ঘণ্টার আগেই শেষ হয় এবং আবহাওয়া যদি ভালো থাকে তা হলে আরও তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রওয়ানা হয়ে যেতে পারে জাহাজটা। ক্যাপ্টেন যে অতিরিক্ত একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করবেন না তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জাহাজটা যদি চলে যায় তা হলে আগামী এক মাস, অন্তত কয়েক সপ্তাহের আগে আর কোনো জাহাজ যাবে না ডেলাগোয়া বে'র দিকে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। বিকেল চারটা। পোর্ট এলিযাবেথ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য বন্দরের জোয়ার-ভাটার একটা ক্যালেণ্ডার আছে আমাদের কাছে, সেটা নিয়ে এলাম। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন যদি তাঁর কথা রাখতেও পারেন, মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রওয়ানা করেন তা হলেও দেখা যাচ্ছে আগামীকাল সকাল আটটার আগে তাঁর পক্ষে পাল তোলা সম্ভব না। আমাকে যেতে হবে একশ' আঠারো মাইল। হাতে সময় আছে চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা। পথে ছোট-বড় কয়েকটা পাহাড় ডিঙাতে হবে। তবে পথ ভালো এবং যেহেতু জুলাই মাস সেহেতু শুকনো। ঘোড়াসহ সাঁতরে পার হতে হবে একটা নদী। আশার কথা হচ্ছে ওই নদীতে বন্যা হয়নি এ-বছর এবং রাতে আলো দেয়ার জন্য মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ থাকবে। আরও একবার হিসেব কষলাম মনে মনে। নিশ্চিত হলাম পারবো আমি। মনে মনে কয়েকবার ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে—শুটিংম্যাচে জিততে পারেনি হার্নান পেরেইরা, আমার সেই তেজী মাদীঘোড়াটা আজও আছে আমার কাছে। আবার কাজে লাগবে সেটা।

বাড়ির বাইরে অলসভাবে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিল হ্যান্স, ওকে ডেকে বললাম, 'পোর্ট এলিযাবেথে যাচ্ছি। আগামীকাল সকাল আটটার মধ্যে সেখানে থাকতে হবে আমাকে।'

হাঁ হয়ে গেল হ্যান্স। কয়েক মুহূর্ত পর ওর খোলা মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, 'ঈশ্বর!' যে-পথে যেতে হয় পোর্ট এলিযাবেথে

www.BanglaBook.org

সে-পথে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছে সে, জানে আমি যা করতে চাচ্ছি তা এককথায় পাগলামি।

'আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে,' বলে চললাম, 'পোর্ট এলিযাবেথ থেকে জাহাজে চড়বো আমরা, ডেলাগোয়া বে-তে যাবো। যাও, আমাদের দু'জনের ঘোড়ায় জিন পরাও। বাদামি রঙের যে-ঘোড়টা আছে আমাদের সেটাও সঙ্গে নেবে। তবে শুধু লাগাম পরাবে। বাড়তি ঘোড়া হিসেবে আমাদের সঙ্গে থাকবে সেটা তিনটাকেই খাওয়াও। কিন্তু পানি খেতে দেবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবো আমরা।' এরপর অস্ত্রশস্ত্র, স্যাডলব্যাগ, জামাকাপড়, কম্বল ইত্যাদি টুকিটাকির ব্যাপারে নির্দেশনা দিলাম ওকে; দেরি না-করে কাজ শুরু করে দিতে বললাম তৎক্ষণাৎ।

হ্যান্সের ভালো একটা গুণ আছে। আমার তরফ থেকে কোনো কাজের আদেশ পেলে কখনোই ইতস্তত করে না। আমার সঙ্গে অনেকদিন থেকে আছে, জানে হঠাৎ করেই ওকে দরকার হয় আমার। তাই আমার সেই জরুরি মুহূর্তগুলোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। আমার মনে হয় পোর্ট এলিযাবেথ না-বলে আমি যদি বলতাম একদিনের মধ্যে চাঁদে যাবো তা হলেও শুধু ওই "ঈশ্বর" শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু বলত না; তারপর আমি কীভাবে কী করতে চাই শুনে নিয়ে আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল আমার। হেনরি ম্যারাইসের টাকাটা বের করে আনলাম সিন্দুকের ভিতর থেকে। হরিণের চামড়া দিয়ে বানানো একটা বেল্ট পরে তার ভিতরে রাখলাম সব টাকা। পোর্ট এলিযাবেথ ব্যাংকের ম্যানেজার বরাবর একটা চিঠি লিখলেন বাবা, আমার নামে যে-টাকাটা জমা আছে সেখানে সেই টাকার মালিক যে আমিই তার বর্ণনা দিলেন

www.BanglaBook.org

চিঠিতে। নাকেমুখে কিছু খেয়ে নিতে হলো। তারপর কিছু খাবার আলাদা করে দেয়া হলো যাতে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। ঘোড়াগুলোর ক্ষুরে ঠিকমতো নাল পরানো হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখলাম। কিছু কাপড় প্যাকেট করে ঢুকালাম স্যাডলব্যাগে। আরও টুকিটাকি কিছু কাজ সারলাম, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সব। মোদ্দা কথা, ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের বাড়ির সদর-দরজার সামনে এসে হাজির হলো আমার সেই মাদীঘোড়াটা। পিছনে রোন স্ট্যালিয়নের পিঠে বসে আছে হ্যান্স। মাথায় একটা হ্যাট, তাতে সারসের লম্বা পালক। একহাতে আমাদের চার-বছর-বয়সী বাদামি ঘোড়াটার লাগাম। আমার মাদীঘোড়ার বাচ্চা এটা। ঘোড়াটাকে যখন কিনেছিলাম তখন দর কষাকষি করতে গিয়ে এটাকেও কিনে ফেলি আমি। উন্নতজাতের দানাপানি নিয়মিত পড়ে এটার পেটে, তাই স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি দুটোই বেশ ভালো। তবে মা'র মতো জোরে দৌড়াতে পারে না।

প্যাসেজে দেখা হলো বাবার সঙ্গে। এত দ্রুত এত কিছু ঘটে যাচ্ছে দেখে বলতে গেলে হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি, তার উপর আমাকে চলে যেতে দিতে হচ্ছে বলে তাঁর মন খারাপ। আমাকে আলিঙ্গন করে ভাঙা গলায় বললেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। চিন্তা করার মতো সময় পাইনি আমি, তার আগেই এই দুর্যোগে বের হওয়ার অনুমতি দিতে হয়েছে তোমাকে। প্রার্থনা করি, আবারও যেন দেখা হয় তোমার সঙ্গে। যদি না-হয়, তোমাকে যা যা শিখিয়েছি মনে রেখো। যদি এ-রকম হয়, তোমার চেয়ে বয়সে এত বড় হওয়ার পরও আমি বেঁচে আছি আর তোমাকে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে তা হলে আমিও মনে রাখবো কর্তব্যের খাতিরেই জীবন উৎসর্গ করেছো তুমি। হেনরি ম্যারাইসের পাগলামির কারণে আজ কত বড় সমস্যার মধ্যেই না পড়েছি

www.BanglaBook.org

আমরা সবাই। ওকে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু অন্ধের মতো না-দেখে কালার মতো না-শুনে নিজের কাছে যা ভালো মনে হয়েছে তাই করেছে লোকটা, আর বিপদে ফেলেছে এতগুলো লোককে। ...বিদায়, অ্যালান, আমার ছেলে, বিদায়। তোমার জন্য সবসময় প্রার্থনা করবো। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। বুড়ো হয়েছি আমি, এই বয়সে যদি ছেলে হারানোর শোক নিয়ে কবরে যেতে হয় আমাকে তা হলে এতগুলো বছর এত কষ্ট করে কী লাভ হলো আমার?'

জবাব দিলাম না। এত কঠিন একটা প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো দক্ষতা বা মানসিক অবস্থা কোনোটাই নেই আমার। তা ছাড়া মনের গভীরে যেন টিক টিক করে শব্দ করছে কোনো ঘড়ি—আমাকে সতর্ক করে বলছে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বুকের ভিতরটা মোচড়াচ্ছে বাবার জন্য, কিন্তু মেরির প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে আমার তা-ও ভুলে থাকতে পারছি না।

লাফ দিতে গিয়ে চড়লাম স্যাডলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল আমাদের মিশন স্টেশন।

সাড়ে তেরো ঘণ্টা পরে গিয়ে হাজির হলাম পোর্ট এলিযাবেথের জেটিতে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন তখন মাত্র উঠছেন তাঁর নৌকায়। সেটা তাঁকে নিয়ে যাবে গভীর সমুদ্রে, যেখানে নোঙর করে আছে সেভেন স্টার্স। দূর থেকে দেখি, পাল খাটানো হচ্ছে জাহাজে। হাঁপাচ্ছি আমি। শরীরে শক্তি বলতে আর কিছু বাকি আছে বলে মনে হয় না। এই অবস্থাতেই গিয়ে দাঁড়ালাম ক্যাপ্টেনের সামনে, থামালাম তাঁকে। সব খুলে বললাম। আমার কথা শুনে পরের জোয়ার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে রাজি হলেন তিনি। আমার মাদী ঘোড়াটার গতির জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে।

রোনটাকে ত্রিশ মাইল পিছনে ফেলে আসতে হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে পথের উপর শুয়ে পড়তে বাধ্য

www.BanglaBook.org

হয়েছিল বেচারা। পরে বাদামি ঘোড়াটায় চড়ে আবার রওয়ানা করে হ্যান্স. কিন্তু এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারেনি।

আমার মহাক্লান্ত ঘোটকীটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম কাছের এক সরাইখানায়। ওখানেই শুয়ে পড়ল বেচারী, মারা গেল কিছুক্ষণ পর।

একঘণ্টা পর, চাবুক দিয়ে বাদামি ঘোড়াটাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে পেটাতে হাজির হলো হ্যান্স। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ওর রোনটাকে। যা-হোক, খেয়ে নিলাম আমি, বলা ভালো খাবার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম ব্যাংকে। আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হলাম ম্যানেজার সাহেবকে। কিন্তু পাঁচশ' না, ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায় তিনশ' পাউণ্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। কারণ পোর্ট এলিযাবেথে ওই সময়ে স্বর্ণমুদ্রার বলতে গেলে আকাল চলছে। অবশ্য বাকি দু'শ' পাউণ্ডের জন্য ডেলাগোয়া বে-তে ব্যাংকের এক এজেণ্ট বরাবর একটা বিল লিখে ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। ওই এজেণ্ট আর ডেলাগোয়ার পর্তুগিজ গভর্নরকে দেয়ার জন্য লেটার-অভ-রিকমেণ্ডেশনও দেয়া হলো আমাকে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি, তারপর চিঠি দুটো নিজের কাছে রেখে বিলটা ফিরিয়ে দিলাম ম্যানেজার সাহেবের কাছে। বিনিময়ে যে-দু'শ' পাউণ্ড পেলাম তা দিয়ে বিভিন্ন রকমের জিনিস কিনলাম প্রচুর পরিমাণে। ওই জিনিসগুলোর নাম একে একে উল্লেখ করতে চাই না, দরকারও নেই। শুধু বলে রাখি, দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যেসব কাফ্রি বাস করে তাদের সঙ্গে লেনদেন বা ব্যবসাবাণিজ্য করতে চাইলে এসব জিনিসের দরকার সবকিছুর আগে। কারণ এগুলোই বেশি পছন্দ করে ওরা। তারপর হ্যান্স আর দোকানিদের সহায়তায় আমার মালসামান প্যাক করে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠলাম সেভেন স্টার্সে।

মিশন স্টেশন ছেড়ে আসার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমি আর হ্যান্স দেখতে লাগলাম, দূর থেকে ক্রমশ আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পোর্ট এলিযাবেথ। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, ঝোড়ো বাতাসে উত্তাল অবারিত একঘেয়ে সমুদ্র।

আট

আমার অবস্থা খুব একটা সুবিধার না।

সেই ছোটবেলায় একবার জাহাজে চড়েছিলাম, তারপর আর এভাবে সাগরে আসা হয়নি। তা ছাড়া আমি ভালো নাবিকও না। সাগরের বুক চিরে যত এগোচ্ছি আমরা, তত উত্তাল হচ্ছে এই অসীম জলরাশি, আমার শরীরও তত খারাপ হচ্ছে। শারীরিক দিক দিয়ে যতই শক্তিশালী হই না কেন, টের পাচ্ছি ভেঙে পড়ছি আস্তে আস্তে। শরীরের এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ। আজকাল প্রায়ই মনে হয় প্রচণ্ড ঝড় উঠুক সাগরে, উল্টে গিয়ে ডুবে যাক সেভেন স্টার্স। পানির অতলে তলিয়ে গিয়ে মরি আমি, আমার সব দুঃখদুর্দশার সমাপ্তি ঘটুক।

আমার হুকুমবরদার হ্যান্সের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। হওয়াটাই স্বাভাবিক। জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দেয়া তো পরের কথা, আমার মনে হয় নৌকায় করে নদীও পার হয়নি সে

www.BanglaBook.org

কখনও। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। সে যদি জানত সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে কতখানি ভেঙে পড়ে অনভ্যস্ত কোনো লোকের শরীর, তা হলে আমি নিশ্চিত আমাকে যত ভালোই বাসুক না কেন, সেভেন স্টার্সে আমাকে একা রেখে কেটে পড়ত কোনো-না-কোনো বাহানায়।

আমাকে যে-কেবিনটা দেয়া হয়েছে তার মেঝেতে শুয়ে আছে বেচারা এখন। জাহাজের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে গড়াগড়ি খাচ্ছে এদিক থেকে সেদিকে। আতঙ্কে আধমরা অবস্থা হয়েছে ওর। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ডুবে মরতে যাচ্ছি আমরা। ভয়াবহ সী-সিকনেসের কারণে থেকে থেকে ডাচ, ইংরেজি এবং অন্যান্য আদিবাসী ভাষায় করুণ বিলাপ বকছে সে। কখনও অভিশাপ দিচ্ছে ভাগ্যকে, আবার কখনও প্রার্থনা জানাচ্ছে মিনতিভরে।

ওর গোঙানি আর আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে কেবিনের ভিতরের পরিবেশ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমাকে কম-করে-হলেও হাজারবার বলে ফেলেছে হ্যান্স, ওর জীবনের শেষ দমটা এইমাত্র বের হলো। ওর ভিতরটা নাকি লাউয়ের শুকনো খোলসের মতো হয়ে গেছে। ওর দাবি, ওর উপর এত দুর্যোগ নামার কারণ একটাই—বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে (এটা কী ধর্ম আমি নিজেও জানি না) সাদা চামড়ার মানুষদের ধর্ম গ্রহণ করেছে সে, অর্থাৎ আমার বাবার কাছে খ্রিস্টান হয়েছে।

ওর আহাজারি শুনতে আর ভালো লাগছে না, তাই বললাম, 'তোমার মনের ভিতরটা আগে ছিল হলুদ, খ্রিস্টান হওয়ার পর হয়েছে সাদা। বলো দেখি, কোন্‌টা ভালো—হলুদ, না সাদা? তা ছাড়া তুমি খ্রিস্টান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হটেনটট দেবতারা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই এখন তোমার ব্যাপারে আর কিছু করার নেই তাঁদের। কাজেই দয়া করে চুপ করো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার কথা শুনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চেহারা। দেখে এত খারাপ অবস্থার মধ্যেও হেসে ফেললাম। লম্বা একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে, তারপর আর একটা শব্দও করল না। ভাবলাম মরে গেছে কি না! আমাদেরকে খাবার দেয়ার দায়িত্ব যে-নাবিকের উপর সে কেবিনের ভিতরে ঢুকল কিছুক্ষণ পর, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কথাটা। হ্যান্সের দিকে একনজর তাকিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করল লোকটা, মরেনি হ্যান্স। বাঙ্কের পায়ার সঙ্গে ওর হাত আর গোড়ালি কষে বেঁধে দিল যাতে আর গড়াগড়ি করতে না-পারে।

পরদিন সকালে ওষুধ হিসেবে ব্র্যান্ডি খাওয়ানো হলো হ্যান্সকে। খালি পেটে গলা-পর্যন্ত মদ খেয়ে বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল সে। আমূল বদলে গেল ওর আচরণ। হাসিখুশি আমুদে ভাব চলে এল ওর মধ্যে। যা-ই ঘটুক তা নিয়েই হাসতে লাগল হা হা করে। বলে রাখি, অন্য হটেনটটদের মতো হ্যান্সও মদ খেতে খুব পছন্দ করে; অনেকবার বলেকয়ে এমনকী রাগারাগি করেও ওর এই অভ্যাস বদলাতে পারেননি বাবা।

পোর্ট এলিযাবেথ থেকে যাত্রা শুরু করার সম্ভবত চার দিন পর নেটালের বন্দরে গিয়ে ভিড়ল আমাদের জাহাজ। কাঠের তক্তা বেয়ে জেটিতে নেমে এলাম আমরা। টের পেলাম, অদ্ভুত এক স্বস্তিতে ভরে গেছে মনের ভিতরটা। এক লহমায় সব দুলুনি থেমে গেছে যেন, মাটিতে পা রাখতে পেরে শরীরটা অর্ধেক ভালো হয়ে গেছে আপনাথেকেই।

উপসাগরটা বেশ সুন্দর। শৈলান্তরীপ ধরে হেঁটে বেড়ালাম আমরা খানিকক্ষণ। এই জায়গাতেই গড়ে উঠেছে এখনকার ডারবান শহর। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে তখন শোচনীয় অবস্থা ছিল জায়গাটার। এখানে-সেখানে অল্প কয়েকটা ঝুপড়ি।

www.BanglaBook.org

ওগুলো পরে পুড়িয়ে দেয় যুলুরা। সাদা চামড়ার লোকেরা একাধিক আদিবাসী রক্ষিতা নিয়ে অনেকটা আদিবাসীদের কায়দাতেই থাকত সেসব ঝুপড়িতে। কাফ্রিদের কিছু কুঁড়েঘরও ছিল, যেগুলোর নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন।

নেটালের বন্দরে দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম। ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের জন্য কিছু মাল খালাস করার ছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের। এসব লোকদের কেউ কেউ ততদিনে স্থানীয় আদিবাসী এবং "দেশান্তরিত" বোয়াদের সঙ্গে টুকটাক ব্যবসা করতে শুরু করেছে। আগেই বলেছি, কেপকলোনি এবং দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে বোয়ারা তখন ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ-আফ্রিকার আনাচেকানাচে, কেউ কেউ দল বেঁধে স্থলপথে নেটালের মতো জায়গাতেও আসছে।

যা-হোক, দিনের বেশিরভাগ সময় বন্দরেই কেটে যাচ্ছে আমার। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই। দেশের খবরাখবর যোগাড় করি। হ্যান্স আমার সঙ্গে আসতে চায় কিন্তু আনি না ওকে। কারণ সে কখন কী করে তার ঠিক নেই। দেখা যাবে কাফ্রিদের কোনো ঝুপড়িতে ঢুকে গলা-পর্যন্ত মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, অথবা আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে।

সময়ের আরেক নাম টাকা। তাই ইউরোপিয়ানরা সবসময় বলে সময় নষ্ট না-করতে। সততার খাতিরে বলি, আমি সময় নষ্ট করি না এমন না; তবে দিনের বেশিরভাগ সময় কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। যেমন নেটালের বন্দরে শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছি না, সুযোগ বুঝে যুলুদের সঙ্গে অল্পবিস্তর খাতিরও গড়ে তুলেছি। ওদের কাছ থেকে এবং সাদা চামড়ার মানুষদের কাছ থেকে, বলাই বাহুল্য, মেরিদের ব্যাপারেও যতটুকু পারি জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাউকে দেখে অথবা কথাবার্তা শুনে মনে হয় না

www.BanglaBook.org

মেরিদের ব্যাপারে কিছু শুনেছে। তবে আমার পুরনো বন্ধু পিটার রেটিফের ব্যাপারে জানতে পারলাম, তিনি নাকি অনুচরদের বেশ বড় একটা দল নিয়ে কুয়াথলাম্বা পর্বত পার হয়ে হাজির হয়েছেন এখন যে-জায়গা ড্রাকেন্সবার্গ নামে পরিচিত সেখানে। ওই জায়গায় বসতি গড়ে তোলার জন্য সেখানকার যুলু রাজা ডিনগানের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। এই ডিনগান আর তার সেনাবাহিনীকে বলতে গেলে যমের মতো ভয় পায় এখানকার অধিবাসীরা।

তৃতীয়দিন সকালে ডেকে দাঁড়িয়ে মনে আশঙ্কা নিয়ে ভাবছি আবার বোধহয় যাত্রাবিলম্ব হলো সেভেন স্টার্সের। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নোঙর তুলে নিল নাবিকেরা। খাটিয়ে দিল পাল, অনুকূল বাতাস পেয়ে তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। তিন দিন পর প্রবেশ করলাম ডেলাগোয়ার পোতাশ্রয়ে। খেয়াল করলাম উপসাগরটা যথেষ্ট দীর্ঘ এবং চওড়া। তবে সেখানে ঢুকবার মুখটা অগভীর। এরপরও আমি বলবো এটা সারা দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার সেরা প্রাকৃতিক বন্দর।

ছ'ঘণ্টা পর একটা বালুচরের উল্টোদিকে নোঙর ফেললাম আমরা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে লরেনযো মাকুইয নামের ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা দুর্গ। এলাকাটা পর্তুগিজদের অধীনে। ওদের কয়েকজন সৈন্য টহল দিচ্ছে দুর্গের ভিতরে। তবে এসব সৈন্যের বেশিরভাগই স্থানীয় আদিবাসী।

কাস্টমসের ঝামেলা সেরে নিলাম; অবশ্য ওই লোকগুলো আর ওদের মাল পরীক্ষা করার পদ্ধতিকে যদি কাস্টমস বলা যায়। মোদ্দা কথা, আমার মালসামান খালাস করতে সক্ষম হলাম, কিন্তু এর জন্য চড়া "শুল্ক" দিতে হলো। শুধু তা-ই না, সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করছে এ-রকম গভর্নর থেকে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে জেটিতে নাম-কা-ওয়াস্তে বানানো সেন্ট্রিবক্সে বসে-থাকা মাতাল নিগ্রো মেথর পর্যন্ত বিভিন্ন "কর্মকর্তার" হাতে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কম-বেশি করে মোট পঁচিশটা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাও দিলাম।

পরদিন সকালে আবার নোঙর তুলল সেভেন স্টার্স। দেরি হওয়ার কারণ: ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন অথবা নাবিকদের সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়েছে "কাস্টমস কর্তৃপক্ষের"। "কর্মকর্তারা" হুমকি দিয়েছে ওরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তা হলে জাহাজটা জব্দ করে নেয়া হবে। কেন হয়েছিল ঝগড়াটা তা মনে পড়ছে না এখন।

যা-হোক, পূর্ব আফ্রিকার কোনো বন্দর, সম্ভবত মাদাগাস্কারের দিকে যাচ্ছে জাহাজটা এবার। গরুছাগল আর ক্রীতদাসের একটা চালান খালাস করে মোটা লাভ বুঝে নেবে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন বলে গেছেন দু'-তিন মাসের মধ্যে লরেনযো মাকুইযে ফিরে আসতে পারেন তিনি, আবার না-ও আসতে পারেন। পরেরটাই ঠিক হয়েছিল। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে উপকূলের কোনো বালুচরের সঙ্গে রাতের আঁধারে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায় সেভেন স্টার্স, অনেক কষ্ট করে কোনোরকমে জানটা বাঁচায় নাবিকেরা, গিয়ে আশ্রয় নেয় মোম্বাসায়।

আমার সেই মাদীঘোড়াটা আমাকে যেমন পোর্ট এলিযাবেথে পৌঁছে দিয়ে মারা গেছে, জাহাজডুবির খবরটা পাওয়ার পর জেটিতে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগলাম, আমাকে ডেলাগোয়ায় পৌঁছে দিয়ে ঠিক একইভাবে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল সেভেন স্টার্স। এবং আগামী এক বছর অন্য কোনো জাহাজের আসার সম্ভাবনা নেই এই বন্দরে। তারমানে পোর্ট এলিযাবেথে আমি যদি থামাতে না-পারতাম ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে

www.BanglaBook.org

তা হলে এত তাড়াতাড়ি কোনোদিনও আসতে পারতাম না ডেলাগোয়ায় স্থলপথে আসা যেত, কিন্তু তাতে কয়েক মাস লেগে যেত। এবং একা, কম খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে ওই অভিযান করাটা আমার পক্ষে আদৌ নিরাপদ হত কি না সন্দেহ!

ফিরে যাই মূল কাহিনিতে।

দুর্গের নাম আর ডেলাগোয়া বন্দরের আশপাশের কিছু জায়গার নাম একই—লরেন্সো মারুইয়। এখানে সরাইখানা বলতে কিছুই নেই। তবে ডন হোসে বাইমেন্স নামের এক সংকরজাতের চরিত্রহীন লোকের পড়োপড়ো বাড়িতে ওই লোকেরই একজন আদিবাসী স্ত্রীর (আসলে রক্ষিতা) সহায়তায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলাম। এই মহিলা ডাচ ভাষায় টুকটাক কথা বলতে পারে। ফলে তার সঙ্গে খাতির করতে অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি অথবা বাড়ির মালিক যত খারাপই হোক না কেন, এখানে থাকতে শুরু করার পর আমার কপাল খুলে গেল। দিনের বেশিরভাগ সময় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে ডন হোসে, তবে হুঁশ থাকলে চতুর ব্যবসায়ী সে—সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের গলা কাটে। এই তো বছরখানেক আগে ওদের কাছ থেকে দু' দুটো ওয়্যাগন হাতিয়ে নিয়েছে কীভাবে যেন। ব্যাটা যদিও বলছে আদিবাসীদের কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় অন্য কোনো কাহিনি আছে। আদিবাসীরা ওয়্যাগন পাবে কোত্থেকে আর ওয়্যাগন দিয়ে করবেই বা কী? সম্ভবত একদল পরিব্রাজক বোয়ার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে চুরি করা হয়েছে ওগুলো। অথবা কাফ্রি বা যুলুদের হামলায় ওই বোয়ারা প্রাণ হারানোর পর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল ওয়্যাগন দুটো। আবার এমনও হতে পারে, জ্বরে ভুগে মারা গেছে বোয়াদের সবাই। তবে যত ধুরন্ধরই হোক, আমার কাছে কিন্তু

www.BanglaBook.org

ওয়্যাগন দুটো বলতে গেলে পানির দামে বিক্রি করে দিল ডন হোসে, কেন জানি না। ওগুলোর জন্য বিশ পাউণ্ড দিলাম ওকে। মোটাতাজা দেখে আফ্রিকান জাতের বারোটা ষাঁড় কিনলাম, খরচ হলো আরও ত্রিশ পাউণ্ড। অনেক দিন শুয়েবসে কাটিয়ে এবং ভালো ভালো খেয়ে নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে ষাঁড়গুলো।

মালভর্তি দুটো ওয়্যাগন টানার জন্য বারোটা ষাঁড় যথেষ্ট না। খবর পেলাম, মেইনল্যাণ্ডে কিছু আদিবাসী আছে যাদের কাছে অনেক গরুবাছুর আছে। গিয়ে হাজির হলাম ওই লোকগুলোর কাছে, জানিয়ে দিলাম কিছু গরু কিনতে চাই। দু'দিনের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটা গরু হাজির করল ওরা। এগুলোর মধ্যে থেকেই বেছে নিতে হবে আমাকে।

ভালোমতো দেখলাম গরুগুলোকে। যুলু জাতের, ছোটখাটো গড়নের হলেও শক্তসমর্থ। মালভূমির পরিবেশ ও রোগবালাইয়ে অভ্যস্ত। ভাবভঙ্গি দেখে পোষ-মানানো বলে মনে হয় না। কম্বল, কাপড়, পুঁতির মালা এবং এ-রকম আরও হাবিজাবি কিছু জিনিসের বিনিময়ে কিনে নিলাম দশটা গরু।

প্রথমে যে-বারোটা আফ্রিকান ষাঁড় কিনেছি সেগুলো সমান দু'ভাগে ভাগ করে জুড়ে দিলাম দুটো ওয়্যাগনের সঙ্গে—সামনে দুটো, মাঝখানে দুটো, পিছনে দুটো। পিছনের জন্তু দুটো চলন্ত ওয়্যাগনের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটবে; বোঝা টানতে হবে না বলে তুলনামূলকভাবে কম ক্লান্ত হবে ওরা। যদি দেখি কোনো ষাঁড় বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন এগুলোর সঙ্গে বদল করে নেয়া যাবে। পরে যে দশটা গরু কিনেছি সেগুলোও দু'ভাগে ভাগ করে যুক্ত করে দিলাম দুই ওয়্যাগনের সঙ্গে।

যত সহজে বললাম, ব্যাপারটা, আমাদের ওয়্যাগন প্রস্তুতির কাজটা কিন্তু তত সহজ ছিল না। লরেনযো মারকুইয থেকে বের

www.BanglaBook.org

হতে এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় লেগে গেল। এই সময়ে দীর্ঘ যাত্রার কথা মাথায় রেখে মেরামত করে নিলাম ওয়্যাগন দুটো, হ্যান্সের সহায়তায় মাল বোঝাই করলাম। আগেই বলেছি বেশিরভাগ ষাঁড়ই বুনো স্বভাবের; ওগুলোকে একটা একটা করে ধরে কিছুটা হলেও পোষ মানাতে হলো। তা না-করলে পরে সমস্যা হবে। কতদিন লাগতে পারে সে-হিসেব করে রসদ কিনে নিলাম। বোয়াদের সঙ্গে দেশত্যাগ করে এসেছিল কিন্তু সুযোগের অভাবে দেশে ফিরতে পারছে না এ-রকম আটজন আদিবাসী চাকর ভাড়া করে নিলাম। ওদেরকে ভাড়া করতে পেরে লাভই হলো—কম খরচে কাজের লোক পেয়ে গেলাম। আবার আমাকে পেয়ে ওদেরও উপকার হলো। এতদিন দূরদেশে বসে হা-হুতাশ করছিল ওরা, এবার ফিরে যেতে পারছে নিজেদের এলাকায়।

বলে রাখি, এই পুরো সপ্তাহে আমাদেরকে এত কাজ করতে হয়েছে যে, আমার মনে হয় না প্রতিদিন দুই কি তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পেরেছি!

কৌতূহলী পাঠকদের অনেকেই হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন আমার লক্ষ্য কী, কোথায় যাচ্ছি আমি, কী খোঁজখবর করেছি এই যাত্রার ব্যাপারে। শেষের প্রশ্নটার জবাব দিই আগে। আমার পক্ষে যা খোঁজখবর করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছি কিন্তু আফসোস তেমন কিছু জানতে পারিনি। মেরি ওর চিঠিতে বলেছে ওরা ক্রকোডাইল নদীর তীরে ক্যাম্প করেছে, জায়গাটা ডেলাগোয়া উপসাগর থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল দূরে। এখানে খুব বেশি পর্তুগিজ থাকে না; যে-ক'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছি কেপকলোনি ছেড়ে-আসা একদল বোয়ার এ-রকম কোনো ক্যাম্পের ব্যাপারে কিছু শুনেছে কি না। জবাবে সবাই বলেছে, না, শোনেনি। শুধু ডন

www.BanglaBook.org

হোসে বলেছে কী নাকি জানে সে ওই ব্যাপারে। কিন্তু কী জানে বলার আগে, হাস্যকর বা দুঃখজনক যা-ই বলি না কেন, একনিঃশ্বাসে প্রায় আধ বোতল মদ গিলে দুই চোখ ঘোলা হয়ে যায় তার। বুঝতে পারি এই অবস্থায় ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা না-করা সমান কথা।

লরেনযো মার্কুইযের অধিবাসীরা ইদানীং মদ আর অন্যান্য অনাচারে এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, শহরের বাইরের কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব যদি ওদের উপর না-পড়ে তা হলে তা নিয়ে কোনো আগ্রহই দেখায় না। তা ছাড়া চোখের সামনে স্থানীয় আদিবাসী দেখলেই ওদের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করে ওরা। কখনও কখনও বলতে গেলে অকারণে চাবকায়, যেন কালোমানুষগুলো ওদের ক্রীতদাস। আদিবাসীদের কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেই প্রকাশ্যে শুরু হয়ে যায় লড়াই। খেয়াল করলাম এসব কারণে আদিবাসীরা ক্ষেপে আছে সাদাচামড়ার লোকদের উপর। তাই দূরদূরান্তে কী ঘটছে না-ঘটছে সে-সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না ওরা সহজে। আর বললেও যা বলে তার বেশিরভাগই মিথ্যা। কাজেই পর্তুগিজ হোক অথবা নিগ্রো হোক, কারও কাছ থেকেই তেমন কিছু জানা গেল না।

উপায় না-দেখে কাফ্রিদের সঙ্গে, বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে গরু কিনেছি তাদের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করলাম। ওরা বলল, মাসখানেক আগে ক্রকোডাইল নদীর তীরে একদল বোয়ার ঘাঁটি গাড়ার কথা শুনেছে। তবে বোয়াদের সংখ্যার ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত না। ওই অঞ্চল যে-সর্দারের শাসনাধীন তার সঙ্গে শত্রুতা আছে এদের। এরা কেউ যদি সেখানে যায় তা হলে ওই সর্দারের লোকেরা এদেরকে দেখামাত্র খুন করবে। কাজেই লোকমুখে যা শুনেছে তার বেশি কিছু বলতে পারল না।

www.BanglaBook.org

এমন সময় একজনের কাছ থেকে জানা গেল, কয়েক সপ্তাহ আগে নাকি এক মহিলাকে দাসী হিসেবে কিনে ওই এলাকা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মহিলা শুনেছে ক্রকোডাইল নদীর ধারে যে-ক'জন বোয়া ক্যাম্প করেছিল তাদের সবাই অসুস্থতায় ভুগে মারা গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সবাই মরে গেছে জানল কীভাবে?'

'চলতি পথে দূর থেকে বোয়াদের ওয়্যাগনগুলো দেখেছে,' আমাকে মহিলার কাহিনি শোনাচ্ছে যে-লোক সে বলল, 'কিন্তু ওয়্যাগনের আশপাশে কাউকে দেখেনি। কেউ যদি বেঁচে থাকত তা হলে তাকে দেখা যেতই।'

দেখা করতে চাইলাম মহিলাটার সঙ্গে, কিন্তু সোজা মানা করে দিল লোকটা। নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকলাম আমি। অনেক বাদানুবাদের পর শেষপর্যন্ত আমার কাছে ওই মহিলাকে বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। বলল মহিলাকে নাকি আর ভালো লাগছে না তার। এবার শুরু হলো দর কষাকষি। তিন পাউণ্ড তামার তার আর আট গজ নীল কাপড়ের বিনিময়ে কিনে ফেললাম ওই মহিলাকে।

পরদিন সকালে আমার সামনে হাজির করা হলো ওকে। একবার তাকিয়েই বুঝতে পারছি আফ্রিকার গহীন কোনো অঞ্চল থেকে ধরে আনা হয়েছে একে। চ্যাপ্টা আর বিশাল নাকের ভয়াবহ কুৎসিত চেহারাটার দিকে একবারের বেশি দু'বার তাকাতে ইচ্ছা হয় না। সম্ভবত আরবদের হাতে ধরা পড়েছিল কোনো একসময়, তারপর থেকে হাত বদল হচ্ছে। আঞ্চলিক উচ্চারণ এড়িয়ে গিয়ে যদি সহজভাবে বলতে চাই, ওর নাম জীলা।

ওর কাছ থেকে খবর যোগাড় করা দূরে থাক, ওর সঙ্গে কথা

www.BanglaBook.org

বলাই মুশকিল কারণ সে যে-ভাষা জানে তা কখনও শুনিইনি আমি। ভাগ্য ভালো, যে আটজন কাফ্রি ভাড়া করেছি তাদের একজন জীলের ভাষা কিছুটা হলেও বোঝে এবং বলতে পারে। তারপরও জীলকে দিয়ে কথা বলাতে কষ্ট হচ্ছে। সাদা চামড়ার মানুষ জীবনে দেখেনি সে, ওর ধারণা ওকে দিয়ে ভয়াবহ কিছু একটা করার জন্য কিনেছি আমি। কিন্তু যখন দেখল "ভয়াবহ" কিছু করা তো পরের কথা বরং ওর সঙ্গে যথেষ্ট নরম ব্যবহার করা হচ্ছে তখন মুখ খুলল। ওর আগের মালিক যে-কাহিনি বলেছে আমাকে সেই একই কাহিনি বলল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওয়্যাগনগুলো যেখানে দেখেছ সেখানে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

জীল বলল, 'হ্যাঁ, পারবো। এই দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছি এ-পর্যন্ত। আমি একবার যেখানে যাই সে-জায়গার পথঘাট আর ভুলি না।'

ওর কাছ থেকে এটাই চেয়েছিলাম।

কিন্তু ওকে নিয়ে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হলো আমাকে। বেচারীকে দেখলে মনে হয় না কারও কাছ থেকে কখনও সদয় আচরণ পেয়েছে। আমি ওর সঙ্গে এখন যে-আচরণ করছি তাতে এত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে যে, ওর ব্যবহার আমার জন্য উৎপাতে পরিণত হয়েছে। আমার পিছু পিছু বলতে গেলে সব জায়গায় যায় সে। আমার ব্যক্তিগত সব কাজে নিজের "আদিম" জ্ঞান কাজে লাগিয়ে করে দেয়ার চেষ্টা করে। দু'-একবার চেষ্টা করেছে আমার খাবার ছিনিয়ে নিয়ে চিবিয়ে দিতে যাতে চিবানোর কষ্টটুকুও করতে না-হয় আমাকে।

শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমার এক ভাড়া-করা কাফ্রির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে হলো ওকে। ওর সৌভাগ্য, ভালো একজন স্বামী

www.BanglaBook.org

পেয়েছিল সে।

যা-হোক, যাত্রা শুরু হলো আমাদের। গাইডের ভূমিকায় জীল। আমার অনুমান ভুল না-হলে মোটামুটি পঞ্চাশ মাইলের মতো যেতে হবে। রাস্তা যদি ভালো থাকে তা হলে একটা শক্তসমর্থ ঘোড়ায় চড়ে এই দূরত্ব পার হতে বড়জোর আট ঘণ্টা লাগার কথা। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো ঘোড়া নেই, নির্বিঘ্নে চলবার উপযোগী রাস্তাও নেই। এই পঞ্চাশ মাইলের প্রায় পুরোটাই হচ্ছে বড় বড় ঝোপঝাড় আর পাথুরে পাহাড়ে ভরা জলাভূমি। ষাঁড়গুলোও সে-রকমভাবে প্রশিক্ষিত না, বরং বেয়াড়াই বলা চলে। কাজেই প্রথম বারো মাইল পার হতেই আমাদের তিন দিন লেগে গেল। অবশ্য এরপর ভালো হলো অবস্থা, কিছুটা হলেও দ্রুত এগোতে পারলাম।

সত্যিই, আমার জীবনে এত জঘন্য উপায়ে আর কোথাও গিয়েছি কি না সন্দেহ। ভেবেছিলাম ক্রকোডাইল নদীর তীর ধরে এগিয়ে যাবো। ভাগ্য ভালো জীল ছিল সঙ্গে। আমার পরিকল্পনাটা শোনামাত্র নাকচ করে দিল সে। পরে জানতে পারি বন্যার পানিতে ফুলেফেঁপে উঠে আশপাশের অনেক জায়গা গ্রাস করে নিয়েছে ক্রকোডাইল নদী, যুক্ত হয়েছে ছোট-বড় আরও কয়েকটা নদীর সঙ্গে। পুরো এলাকাটাই তলিয়ে গেছে পানির নীচে। পানির উপর মাথা তুলে আছে যেটুকু জমি তার প্রায় সবটাই অতি-ঘন জঙ্গলে ভরা। তুলনামূলক বিচারে জীলের ট্র্যাকটা বরং ভালো। পথ বন্ধুর কিন্তু শুকনো। কাদা কাদা হয়ে আছে কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু পানির নীচে তলিয়ে যায়নি। আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রীতদাস আনা-নেওয়া করা হয় এই পথ ধরে, বলতে গেলে সারাবছরই চলে কাজটা। তাই আদিবাসীরা সারাবছর ধরে চলাচলের উপযোগী পথই খুঁজে বের করেছে।

www.BanglaBook.org

মুশকিলের কথা হচ্ছে দাসব্যবসায়ীরা লোক হিসেবে সুবিধার হয় না, দাসদের ধরে-বেঁধে-পিটিয়ে কজা করে রাখার জন্যে সোজাকথায় কিছু জমানুষ সঙ্গে রাখে ওরা। কাজেই এই পথ যে বিপজ্জনক তা বলাই বাহুল্য।

নয় দিন কেটে গেছে। কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা, যদিও তেমন বড় কোনো বিপদ ঘটেনি। বড় বড় পাথরে-ভরা দীর্ঘ একটা ঢালের নীচে ক্যাম্প করলাম একরাতে। এ-রকম বেশ কিছু ঢাল পার হয়ে আসতে হয়েছে আমাদেরকে। ওয়্যাগন থেকে নেমে সবাই মিলে ঠেলাধাক্কা দিয়ে পাথর সরিয়ে পথটাকে ওয়্যাগন চলবার উপযোগী করে নিতে হয়েছে। সারারাত জোয়ালের সঙ্গেই বেঁধে রাখতে হয়েছে ষাঁড়গুলোকে. ছাড়া পেলে এদিকে-সেদিকে গিয়ে পরে হারিয়ে যেতে পারে।

আগেই বলেছি আশপাশে ঘন জঙ্গল আছে, রাত হলেই দূর থেকে শোনা যায় সিংহের গর্জন। কাজেই রাতে পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করেছি। শিকারও আছে প্রচুর পরিমাণে, তবে মানুষ কী তা ভালোই জানে ওরা। আমাদেরকে দেখামাত্র ছুটে পালিয়ে যায়।

আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠলেই কাফ্রিদেরকে খুলে দিই সবগুলো গরু। আশপাশের বাড়ন্ত ঘাসের দিকে তাড়িয়ে ওগুলোকে নিয়ে যায় ওরা। পেটে ভরে খাওয়ার পর ফিরে আসে জন্তুগুলো। এই সময়ে আমরাও রান্না সেরে নিই, সম্ভব হলে একসঙ্গে বসে খেয়ে নিই তাড়াহুড়ো করে।

যা-হোক, ক্যাম্প করেছি আমরা. সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি ওই জায়গাতেই, এখন সূর্য উঠি উঠি করছে। ঢাল বেয়ে বেশ কিছুদূর উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছি কুয়াশাবৃত বিশাল বিস্তৃত সমতলভূমি। আমার ডান দিকে, মানে

www.BanglaBook.org

উত্তরে, আরও ঘন কুয়াশার তরঙ্গ। তারমানে ক্রকোডাইল নদীটা বয়ে গেছে ওই দিক দিয়েই।

অপলদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, স্বভাবসুলভ চুপিসারে ঢাল বেয়ে উঠে এসে আমার পিছনে দাঁড়াল জীল, হাত রাখল আমার কাঁধে। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালাম। দূরের কয়েক সারি গাছের দিকে ইঙ্গিত করল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম সেদিকে।

গাছগুলোর মাঝখানে যতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে কী যেন দেখা যাচ্ছে। প্রথমে মনে হলো সাদা পাথর। কিন্তু আমাকে পাথর দেখিয়ে জীলের কী লাভ? আরও ভালো করে তাকালাম, ইতোমধ্যে কুয়াশাও কিছুটা পাতলা হয়েছে। না, পাথর না, বরং মনে হচ্ছে ওয়্যাগনের কাপড়। যে-কাফ্রিটা জীলের ভাষা বুঝতে পারে সে এসে হাজির হলো এমন সময়। জীল কিছু বলল, অনুবাদ করে আমাকে জানাল লোকটা, 'দূরের ওই ওয়্যাগনগুলোই হচ্ছে আমাবুনা, মানে বোয়াদের "চলন্ত ঘর"।'

জিজ্ঞেস করলাম জীলকে, 'তুমি নিশ্চিত?'

দোভাষীর মাধ্যমে জবাব এল, 'দুই চাঁদ (দু'মাস) আগে ঠিক একই জায়গায় একইভাবে ছিল ওয়্যাগনগুলো।'

আমার হৃৎপিণ্ডটা মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে আছি। কথা বলতে পারছি না। শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি ঠিক জায়গায়! কিন্তু ওয়্যাগনগুলোর কাছে গেলে কী দেখতে পাবো? মেরি...আমার মেরি কেমন আছে? বেঁচে আছে?

চিৎকার করে ডাকলাম হ্যান্সকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওয়ানা করার আদেশ দিলাম। বুঝিয়ে বললাম নীচের ওই ওয়্যাগনগুলোই হচ্ছে ম্যারাইসদের ক্যাম্প।

www.BanglaBook.org

'কিন্তু ষাঁড়গুলোর খাওয়া তো এখনও শেষ হয়নি, বাস,' বলল হ্যান্স। 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে? ওয়্যাগনগুলো ওখানে আছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তারমানে অনেক আগেই মরে গেছে সবাই।'

'মড়া দেখলে কাক যেভাবে কা কা করে সেভাবে বাজে না-বকে যা করতে বলেছি তা করো তাড়াতাড়ি,' হুঙ্কার ছাড়তে বাধ্য হলাম। 'আর শোনো। পায়ে হেঁটেই ওই ক্যাম্পে যাচ্ছি আমি। ওয়্যাগন দুটো আর সব মালসামান নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো হাজির হও ওখানে।'

'না, বাস, সেখানে একা যাওয়াটা নিরাপদ হবে না আপনার জন্য। কাফ্রিরা ধরে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে অথবা হিংস্র পশু হামলা করতে পারে।'

'নিরাপদ হোক বা না-হোক আমি যাচ্ছি। যদি মনে করো আমার সঙ্গে কাউকে পাঠানো দরকার, দু'জন কাফ্রিকে বলো আমার পিছু পিছু আসতে।'

কয়েক মিনিট পর রওয়ানা হয়ে গেলাম আমি। পিছন পিছন আসছে দুই কাফ্রি, হাতে বল্লম। আমার শরীর হালকাপাতলা হলেও মজবুত, দৌড়াতেও পারি ভালো, তারপরও মনে হয় না দৌড়ে সাত মাইল যাওয়া সম্ভব। যে-ঢালের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে ওয়্যাগনগুলো যেখানে আছে সে-জায়গার দূরত্ব এ-রকমই হবে। তারপরও শুধু মেরির চিন্তায় অতি-মানবীয় কোনো শক্তি যেন এসে ভর করল আমার শরীরে। যে-গাছগুলোর কথা বলেছি সেগুলোর কাছে যখন এসে পৌঁছলাম তখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি, দুই কাফ্রির কোনো পাত্তাই নেই।

দৌড়ানো থামিয়ে হাঁটা ধরলাম এবার। দম ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। যত আগে বাড়ছি আমার আশঙ্কা তত বাড়ছে। মেরির সঙ্গে

www.BanglaBook.org

শেষবারের মতো দেখা হওয়ার যে-ক্ষীণ আশা ছিল তা ক্ষীণতর হচ্ছে ক্রমশ। একসময় হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে থামলাম ওয়্যাগনগুলোর কাছে। কোনো এক অপার্থিব শক্তি আমাকে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে যেন।

ঢালের উপর থেকে নজরে পড়েনি, পড়ার কথাও না, এবার দেখতে পাচ্ছি ওয়্যাগনগুলোর পিছনে কয়েকটা ঝুপড়িঘর বানানো হয়েছে। চিঠিতে এই ঘরগুলোর কথাই উল্লেখ করেছিল মেরি। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না ঘরের ভিতরে। অন্তত বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না কেউ থাকে কোনো ঘরে। একটা গরুবাছুরও চোখে পড়ছে না, কোথাও সামান্য ধোঁয়াও নেই। প্রাণের চিহ্ন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। খাঁ খাঁ করছে সবকিছু। এমনকী কোনো শব্দও শুনতে পাচ্ছি না।

সন্দেহ নেই, ভাবলাম আমি, ঠিকই বলেছে হ্যান্স। অনেক আগেই মারা গেছে সবাই।

উৎকণ্ঠার যে-যন্ত্রণায় ভুগছিলাম এতদিন ধরে তা যেন হঠাৎ করেই বদলে গিয়ে নিরুত্তাপ শ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে। যা সবাই বুঝতে পেরেছিল অনেক আগে, তা এইমাত্র বুঝতে পেরেছি আমি, অথবা হয়তো বুঝেও বুঝতে পারছি না। শেষ হয়ে গেছে সব, খামোকা এত কষ্ট করেছি আমি এতগুলো দিন ধরে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। হেঁটে বেড়ালাম ম্যারাইস যে-ওয়্যাগনে করে মেরিকে নিয়ে রওয়ানা করেছিলেন সে-ওয়্যাগনের চারপাশে। চোখের সামনে ভাসছে সেই দৃশ্য: একটা পাহাড়ের উপর ঘোড়ার পিঠে অসহায়ের মতো বসে আছি আমি, দিগন্তে ধুলোর মেঘ জমিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মেরির ওয়্যাগন। সেদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম এ-রকম প্রাণহীন অবস্থায় ওয়্যাগনটা খুঁজে পেতে হবে আমাকে? সেদিন

www.BanglaBook.org

কি ভাবতে পেরেছিলাম শুধু আমার কাছ থেকেই না, পৃথিবীর বুক থেকেও চিরবিদায় নিচ্ছে মেরি? -

হু হু করে উঠল বুকের ভিতরটা। জ্বালা করছে দু'চোখ। কয়েকবার ঢোক গেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বুঝলাম গলার কাছে কী যেন শক্ত হয়ে আটকে গেছে। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলাম ওয়্যাগনটার দিকে। মনে পড়ে যাচ্ছে একবার এটার ডিয়েলবুম মেরামতের কাজে সহায়তা করেছিলাম ম্যারাইসকে।

সামনেই ঝুপড়ি ঘরগুলো। গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো, কাদামাটি দিয়ে লেপা। কেন যেন পশ্চিমদিকে মুখ করে বানানো হয়েছে সবগুলো ঘর। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা শুনতে পেয়েছি যেন। কান পাতলাম। হ্যাঁ, অত্যন্ত নিচু কণ্ঠে, সুর করে কিছু একটা বলছে কেউ। সম্ভবত বাইবেলের শ্লোক আউড়াচ্ছে। কণ্ঠটা পুরুষের না মহিলার বোঝা যাচ্ছে না।

আশার প্লাবনে ভেসে গেছে আমার হৃৎপিণ্ড। ধক ধক করছে বুকের ভিতরে। সবচেয়ে কাছের ঝুপড়িঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কপাল বেয়ে চোখের উপর নেমে এসেছে ঠাণ্ডা ঘাম, হাত দিয়ে মুছলাম। কেন যেন মনে হচ্ছে কাফ্রিরা দখল করে নিয়েছে এসব ঘর, ওদেরই কেউ কাতরাচ্ছে। তাই সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকালাম ঘরের ভিতরে।

অগভীর একটা গর্তের মুখের কাছে বসে আছে একটা লোক, প্রার্থনা করছে। লোকটার পরনের কাপড় জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে, চেহারায় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল।

হেনরি ম্যারাইস।

মানুষটা এত বদলে গেছে! চিনতেই কষ্ট হচ্ছে আমার। তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডানে-বাঁয়ে এ-রকম আরও কয়েকটা গর্ত। বুঝতে পারছি ওগুলো আসলে কবর।

নিশ্চলের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ম্যারাইসকে। কার কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে করুণ সুরে বিলাপ করতে পারেন তিনি ভেবে ফেটে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। এমন সময় ঘরের ভিতরে দেখতে পেলাম আরও দু'জন লোককে। ধরাধরি করে একটা মেয়েকে নিয়ে আসছে ওরা। ওই কাজ করার মতো শক্তি ওদের দেহে নেই বললেই চলে। যুবতীর পুরো শরীর ঘষা খাচ্ছে মাটির সঙ্গে। দেখেই বলে দেয়া যায় মারা গেছে সে। বেশ লম্বা সে, অন্তত আমার সমান তো হবেই। কিন্তু চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। কারণ ওকে উপুড় করে দুই হাত ধরে টানছে ওই লোক দুটো। তা ছাড়া মেয়েটার লম্বা চুল ওর চেহারাটা ঢেকে দিয়েছে অনেকখানি। কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল—ঠিক মেরির মতো।

তারমানে...

নড়তে পারছি না আমি, কথাও বলতে পারছি না। পুরো শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেছে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো।

টানতে টানতে মেয়েটার লাশ একটা গর্তের কাছে নিয়ে গেল লোক দুটো। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় ফেলে দিল গর্তের ভিতরে। ব্যস, শেষ হয়ে গেল দাফন। ম্যারাইসের আহাজারি আরেকটু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, দু'চোখ কখন জলে ভরে গেছে টের পাইনি। জোর খাটাতে হলো নিজের উপর। কয়েক কদম আগে বাড়লাম। গিয়ে দাঁড়ালাম ঝুপড়ির দরজা ঘেঁষে। ফাঁপা কণ্ঠে ডাচ ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে কবর দিলেন আপনারা?'

'জোহান্না মেয়ার,' যান্ত্রিক কণ্ঠে জবাব দিল কেউ, ঘাড় ঘুরিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকাচ্ছে না আমার দিকে। ওই কষ্টটুকু করার মতো ইচ্ছা বা শক্তি আছে কি না কে জানে।

উত্তরটা শোনার জন্য আমার হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মনে হয়; চারপাশের পিনপতন নীরবতায় টের পেলাম সেটা চলতে শুরু করেছে আবার। চেপে-রাখা দম ছাড়লাম সশব্দে। দরজা থেকে পিছিয়ে এলাম দু'কদম, তাকালাম এদিকে-সেদিকে। ঠিক তখনই দেখতে পেলাম মেরিকে।

একটা ঝুপড়ির দরজা দিয়ে বের হয়েছে সে এইমাত্র। খুবই ধীরগতিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে এদিকে। বোঝা যাচ্ছে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে থাকতে মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে ওর সেই কমনীয় শরীর। করুণভঙ্গিতে ঢলঢল করছে গায়ের পোশাক। উধাও হয়ে গেছে রূপের মাধুর্য, চেহারায় নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা আর মৃত্যুপ্রতীক্ষা। এ যেন কেপকলোনির সেই মেরি না, এ যেন মেরি ম্যারাইসের চলন্ত লাশ! তারপরও, ম্যারাইসকে চিনতে যে-রকম কষ্ট হয়েছিল আমার, ওকে চিনতে সে-রকম কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কোনোদিন হবেও না। সেই চিরচেনা দুই করুণ চোখ। আমার আত্মার সঙ্গে গেঁথে-যাওয়া সেই কোমল দৃষ্টি। ভরাট দুই গাল ঢুকে গেছে ভিতরের দিকে, কালচে দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে যেন। শুকনো চেহারায় অস্বাভাবিক বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ দুটো।

একটা বাচ্চা, বলা ভালো বাচ্চার কঙ্কালকে হাতে-ধরে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে মেরি। অশ্রু মোছা হয়নি বলে বাচ্চাটার দুই গালে দাগ পড়ে গেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে গাছের পাতা চিবাচ্ছে বেচারী।

আমাকে দেখতে পেয়েছে মেরি। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। ওর হাত থেকে আপনাআপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুটে গেল বাচ্চাটার হাত। একদৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল কিছুক্ষণ। যেন চিনেও চিনতে পারছে না আমাকে, বুঝেও বুঝতে পারছে না কেন এসেছি আমি এই মৃত্যু-উপত্যকায়। যখন বিশ্বাস হলো, দু'হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, আলিঙ্গন করতে চায় যেন।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পুরনো পার্চমেন্টের মতো মলিন হয়ে গেছে মেরির হাত দুটো, হাড়ের উপর চামড়া লেপ্টে আছে কোনোরকমে। আমার দিকে এককদম আগে বাড়ল সে, তারপরই হুড়মুড় করে উল্টে পড়ে গেল। নড়াচড়ার আর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ওর মধ্যে।

'গেল, এই মেয়েটাও মরে গেল,' পিছন থেকে দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল কে যেন। 'আমি জানতাম সে আর একদিনও বাঁচবে না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছি আমি। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নড়তে পারছি না।

কে মরেছে দেখার জন্য হোক অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এসেছেন ম্যারাইস। আমাকে দেখতে পেলেন তিনি, হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন আমার দিকে। চাপা গলায় বললেন, 'ঈশ্বর! শেষপর্যন্ত বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলাম? ক্র্যাডকের সেই ইংরেজ যাজকের ছেলে অ্যালানের ভূত দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে!'

'মাইনহেয়া ম্যারাইস! আমি ভূত না। আমি মানুষ। আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্য এসেছি এখানে,' চিৎকার করে বললাম।

ম্যারাইস কিছু বলছেন না। দেখে মনে হচ্ছে হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি।

ক্ষ্যাপাটে কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল কেউ একজন, 'তুমি বাঁচাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে? কীভাবে? তোমার শরীর থেকে মাংস খুলে খেতে দেবে নাকি আমাদেরকে? এখনও বুঝতে না-পারলে ভালো করে তাকিয়ে দেখো না-খেয়ে আছি আমরা। কতদিন ধরে নিজেরাও জানি না।'

'দু' দুটো ওয়্যাগন নিয়ে এসেছি আমি। তাতে প্রচুর পরিমাণে খাবার আছে।'

আমার কথা শুনে পাগলের মতো হা হা করে হাসল লোকটা কিছুক্ষণ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'ঈশ্বর! হেনরি, এই ইংরেজ ভূতটা কী বলে শুনেছ? আমাদের জন্য নাকি ওয়্যাগন ভর্তি খাবার নিয়ে এসেছে সে! খাবার, খাবার!'

এমন সময় হঠাৎ করেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ম্যারাইস। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার বুকে। আরেকটু হলেই উল্টে পড়তাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তিনি, তাঁর বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করতে হলো আমাকে। ছুটে গেলাম মেরির দিকে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে মাটিতে, মরেনি। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে তাকাল, কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি কি সত্যিই এসেছ, অ্যালান? নাকি স্বপ্ন দেখছি?'

'হ্যাঁ, সত্যিই এসেছি আমি,' ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম ওকে, খেয়াল করলাম একটা বাচ্চামেয়ের মতো হালকা হয়ে গেছে সে। ওর মাথাটা কাত হয়ে পড়ে গেল আমার কাঁধের উপর, কাঁদতে লাগল সে।

শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আমাকে খাবারের কথা বলছিল যে-লোক তার দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে চারপাশে এত শিকার, তারপরও কেন না-খেয়ে আছেন আপনারা?' বড়জোর একশ' পঞ্চাশ গজ দূরে গাছপালার ফাঁকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাঁকে হাঁটাহাঁটি করছে দুটো নাদুসনাদুস হরিণ, ইঙ্গিত করলাম সেদিকে।

'শিকার?' দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না লোকটা। 'পাথর দিয়ে শিকার করবো নাকি? এক মাস আগে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে আমাদের সব বারুদ। ওই হরিণগুলো প্রতিদিন সকালে আসে এখানে, আমাদের অসহায়ত্ব দেখে বোধহয় উপহাস করে যায় আমাদেরকে। ওদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছি আমরা। কিন্তু ওরা ভীষণ চালাক। ভুলেও যায় না ফাঁদের কাছে! আর এখন যে-অবস্থা আমাদের তাতে নতুন করে কিছু করাও সম্ভব না।'

পেরেইরার সঙ্গে শুটিংম্যাচে যে-রাইফেলটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এখানে আসার সময়। ইচ্ছা করেই এনেছি, কারণ অস্ত্রটা বেশ হালকা বলে বহন করতে সুবিধা হয়। একটা হাত উঁচু করে চুপ করার ইঙ্গিত দিলাম সবাইকে। মেরিকে ধরে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলাম মাটিতে। তারপর যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোতে লাগলাম হরিণ দুটোর দিকে। আড়াল বলতে চারপাশে যা পাচ্ছি তা-ই ব্যবহার করছি।

জন্তু দুটোর একশ' গজের মধ্যে পৌঁছে গেছি, এমন সময় আমাকে দেখে ফেলল ওরা। ভয় পেয়ে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম আসলে আমাকে দেখে না, যে দু'জন যুলু ভৃত্য আসছিল আমার পিছু পিছু তারা পুরো পরিস্থিতির কিছুই বুঝতে না-পেরে কাঁধ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘুরেই ছুট লাগাল হরিণ দুটো। চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে একসারি গাছের আড়ালে উধাও হয়ে গেল মর্দা হরিণটা। কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা খেয়াল করলাম। প্রায় দু'শ' পঞ্চাশ গজ দূরে বড় বড় দুটো ঝোপ দেখা যাচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে ওই ঝোপ

www.BanglaBook.org

দুটোর কাছে গিয়ে হাজির হবে। এক ঝটকায় কাঁধে রাইফেল তুললাম। নিশানা করে অপেক্ষা করছি, একমনে প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে যাতে বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হয়।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে যে-ঝোপটা কাছে আছে সেটার কাছাকাছি গিয়ে হাজির হয়েছে মর্দা হরিণটা। বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে থামল। ওটার মাথা উর্ধ্বমুখী, যেন বিজয়ের আনন্দে দেখে নেয়ার চেষ্টা করছে আকাশটাকে। বিশাল বাঁকানো শিং পিঠ ছুঁই ছুঁই করছে। মেরুদণ্ড বরাবর নিশানা করলাম আমি, টান দিলাম ট্রিগারে।

আমার রাইফেলটা বিস্ফোরিত হলো যেন। বজ্রপাতের মতো আওয়াজ করে নল ছেড়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। লাফিয়ে কয়েক হাত উপরে উঠে গেল হরিণটা। মাটিতে পা পড়ামাত্র ঘুরল, মাথা নীচের দিকে করে শিং বাগিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! আর পঞ্চাশ গজের মতো বাকি আছে, এমন সময় হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ল। গুলি-খাওয়া খরগোসের মতো ডিগবাজি খেল দু'বার, তারপর স্থির হয়ে গেল। বুঝলাম বুলেটটা গিয়ে ঢুকেছে ওটার হৃৎপিণ্ডে।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে হাজির হলো মাফ্রি দু'জন। ঘামের নদী বয়ে যাচ্ছে একেকজনের শরীরে।

প্রথমে ভাঙা ভাঙা যুলু ভাষায়, তারপর অঙ্গভঙ্গি করে বললাম ওদেরকে, 'হরিণটার নিতম্ব থেকে বড় দেখে একফালি মাংস কেটে আনো। তারপর পুরো ছালটা ছাড়াবে। আমি চাই না এক ছটাক মাংসও নষ্ট হোক।'

আমার কথা বুঝতে পারল ওরা। মিনিটখানেকের মধ্যেই নিজেদের অ্যাসেগাই নিয়ে কাজে লেগে পড়ল।

চারদিকে তাকালাম। কাছেই পড়ে আছে মড়া গাছের শুকনো

www.BanglaBook.org

ডালপালা, সেগুলো জড়ো করে আগুন জ্বালানো যাবে। 'আগুন আছে আপনাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করলাম এক বোয়াকে।

'না, না,' একসঙ্গে জবাব দিল কয়েকজন, 'আমাদের আগুন নিভে গেছে অনেক আগেই! নতুন করে জ্বালানোর উপায় নেই।'

আমার সঙ্গে সবসময় চকমকির-বাক্স থাকে, বের করলাম সেটা। দশ মিনিট পরই বেশ বড় করে আগুন জ্বালাতে পারলাম। বোয়াদের কাছে বড় বড় লোহার কড়াই আছে, সেগুলো নিয়ে এলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল সুপ। ইতোমধ্যে হাজির হয়ে গেছে ওয়্যাগন দুটো. লবণ আর অন্যান্য যা যা লাগে মিশিয়ে নিতে পেরেছি সুপের সঙ্গে। চিনি আর কফিও পেয়ে গেছি। আশা করছি ভরপেট খাওয়ানোর পর বোয়াদের সবাইকে কফিও পরিবেশন করতে পারবো।

খাবার আর পানীয় যে ওদের কাছে অতি-উপাদেয় লেগেছে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। একেকজন গলা পর্যন্ত গিলে এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে! আর আমি পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মানুষগুলোর দিকে।

ভাবছি, জীবন কত বিচিত্র, কত অনিশ্চিত!

BanglaBook.org

নয়

আদিবাসীদের বাদ দিয়ে যে পঁয়ত্রিশ জন বোয়া রওয়ানা করেছিল হেনরি ম্যারাইসের সঙ্গে, তাঁদের মাত্র ন'জন বেঁচে আছে—তিনি

www.BanglaBook.org

নিজে, তাঁর মেয়ে মেরি, প্রিন্সলু নামের একটা পরিবারের চার সদস্য এবং মেয়ার নামের একটা পরিবারের বাবা আর দুই সন্তান। আমি যখন হাজির হয়েছিলাম এখানে তার কিছুক্ষণ আগে মারা যান জোহান্না মেয়ার, তাঁকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কবরে ফেলেন তাঁর স্বামী। মোট ছ'টা সন্তান ছিল তাঁদের, মারা গেছে চারজন।

বেশিরভাগ বোয়া মারা গেছে জ্বরে ভুগে, অথবা খেতে না-পেয়ে। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই জ্বরে ভুগতে শুরু করে ওরা। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, জ্বরের প্রকোপও কমে আসে। তারপর শুরু হয় অনাহার। এর আগে নিরাপত্তার কথা ভেবে একটা আউটবিল্ডিং-এর মতো বানিয়ে তাতে প্রায় সব বারুদ মজুদ করে রেখেছিল ওরা। শিকার বা অন্য কোনো কাজে বাইরে ছিল ওদের বেশিরভাগ পুরুষ, এমন সময় হঠাৎ করেই দাবানল লেগে যায় কাছের জঙ্গলে, বাড়তে বাড়তে সেই আগুন এসে পড়ে বারুদের ঘরে। কেউ কিছু করার আগেই সব বারুদ পুড়ে যায়।

বারুদ নেই, কাজেই গুলি করে শিকার করার উপায় নেই। তারপরও এর-ওর রাইফেল নিয়ে কাজ চালানো গেল কিছুদিন। কিছুদিন যেতে-না-যেতে, স্বাভাবিকভাবেই, রাইফেলগুলোর আর কোনো মূল্য থাকল না। গর্ত খুঁড়ে ফাঁদ পাতল ওরা তখন। প্রথম প্রথম একটা-দুটো হরিণ কিছু না-বুঝে এসে পড়ল ফাঁদে। তারপর বোয়াদের এই কায়দা বুঝে গেল চতুর হরিণের পাল, ম্যারাইসফন্টেইন থেকে কয়েক শ' হাত দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করল।

ফালি করে কেটে রোদে-শুকানো মাংস, দক্ষিণ আফ্রিকায় যাকে বলে "বিল্টং", খেতে শুরু করল ওরা তখন। কয়েকদিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব মাংস। শুরু হলো অসহায় লোকগুলোর উপবাস। ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে মাটি খুঁড়ে কন্দ বের করতে লাগল ওরা। কখনও কখনও ঘাস বা ডালপালা যোগাড় করে গরম পানিতে সিদ্ধ করে খেতে লাগল। কখনও আবার টিকটিকির পিছনে ধাওয়া করে পিটিয়ে মেরে সেগুলো খেয়েছে। কখনও যোগাড় করেছে শুঁয়োপোকা বা কেঁচো।

তারপর একদিন নিভে যায় ওদের আগুন। চকমকির বাক্সও ছিল না যে নতুন করে জ্বালাবে। যে-ক'জন কাফ্রি বাকি ছিল তখনও তারাও বিদায় নেয়। দিনের পর দিন না-খেয়ে থাকতে থাকতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, পোকা বা কেঁচো ধরে খাওয়ার মতো শক্তিও ছিল না কারও শরীরে। বাধ্য হয়ে গাছের পাতা চিবাতে শুরু করে ওরা। আমি যখন এসে পৌঁছি তখন টানা তিন দিনের উপবাস চলছে ওদের। আমার আসতে যদি আর দু'-তিন দিন দেরি হতো তা হলে নিঃসন্দেহে দেখতাম সবাই মরে পড়ে আছে।

এখন দ্রুত সেরে উঠছে ওরা। জ্বর ইত্যাদি যেহেতু সয়ে গেছে, আশা করা যায় অন্তত ওই অসুখে সহসাই আর ভুগতে হবে না কাউকে। আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দের কথা, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে মেরি, নারীত্বের সেই পরিপূর্ণ আর মনোরম রূপ ফিরে পাচ্ছে। শুনেছি আদিম যুগের পুরুষদের নাকি একমাত্র কর্তব্য ছিল তাদের স্ত্রী আর সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করা; আমিও এখন অনেকটা সে-রকম দায়িত্বই পালন করছি। আর এই কাজ করতে পেরে কী খুশি যে লাগছে আমার তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। যে মেয়েকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছি, সহায়সম্পদ যা ছিল সব হারিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় যখন মরতে বসেছিল সে তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি: ইদানীং যে-সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে সে তা আমিই যোগাড় করে আনছি। টিকটিকি, শুঁয়োপোকা, কেঁচো বা ঘাস-লতাপাতার সেই বীভৎস স্বাদ ভুলে গেছে সে।

কী লাগবে না-লাগবে সে-সব ছাড়া প্রথম দু'-তিন দিন বোয়াদের সঙ্গে তেমন একটা কথাই হলো না আমার। পেট ভরে খেয়ে আর আরাম করে ঘুমিয়ে টুকটাক কাজ করার মতো শক্তি ফিরে এসেছে ওদের শরীরে এখন। একদিন আমার কাছে হাজির হলেন ম্যারাইস, তাঁদেরকে খুঁজতে এখানে কীভাবে এলাম আমি জিজ্ঞেস করলেন।

মেরির চিঠি পাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে বললাম সংক্ষেপে।

শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল ম্যারাইসের। বুঝলাম, আমাকে চিঠি লিখতে মানা করে দিয়েছিলেন তিনি মেরিকে। বললাম, 'আপনাদের সবার ভাগ্য ভালো, মেরি আপনার কথা শোনেনি। শুনলে এতক্ষণে শিয়াল-শকুনের খোরাক হয়ে যেতেন সবাই।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম, কিন্তু জায়গামতো গিয়ে লাগল সেটা। ম্যারাইসের চেহারা আরও কালো হয়ে গেল। মুখ থেকে পাইপ সরালেন তিনি (ওয়্যাগনে করে তামাকও নিয়ে এসেছি)। বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'সত্যিই, তোমার প্রশংসা না-করে পারছি না। যা করেছ আমাদের জন্য তার তুলনা হয় না। কিন্তু...কেপকলোনি ছেড়ে চলে আসার আগে তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, তারপরও কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত কষ্টকর একটা কাজ করতে গেলে?'

'করেছি, কারণ কেউ একজন আজ পর্যন্ত সবসময় খুব ভালো ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে,' হাসিমুখে জবাব দিলাম, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছি মেরিকে। দূরে বসে কুকিংপট পরিষ্কার করছে সে।

www.BanglaBook.org

'জানতাম। কিন্তু অ্যালান, তুমি জানো আরেকজনের সঙ্গে বাগ্‌দান হয়ে গেছে আমার মেয়ের।'

'আমি জানি শুধু আমার সঙ্গে বাগদান হয়েছে মেরির, অন্য কারও সঙ্গে না,' তপ্ত কণ্ঠে বললাম। 'তা, আপনার সেই প্রাণপ্রিয় ভাগ্নেটা কোথায়? আসার পর থেকে একবারও তো দেখলাম না ওকে? সে কি বেঁচে আছে না মরে গেছে?'

এবার দৃষ্টি নত হলো ম্যারাইসের। 'আসলে...তুমি আসার চোদ্দ-পনেরো দিন আগে আমাদের সবাইকে ফেলে কোথায় যেন চলে গেছে হার্নান। মরতে মরতে একটা মাত্র ঘোড়া বেঁচে ছিল আমাদের, আর ওই ঘোড়াটা ছিল ওর। দু'জন হটেনটট চাকরও ছিল, ওই দুই চাকরও ওর। ঘোড়ায় চড়ে দুই চাকরকে সঙ্গে করে একরাতে কোথায় যেন চলে গেছে সে। পরে ওর ট্র্যাক ফলো করে বুঝতে পারি, যেদিক দিয়ে এসেছি আমরা সেদিকেই গেছে।'

'বাহ্‌!' আমার কণ্ঠ যেন বোলতার হুল, 'খাঁটি বীরপুরুষ!'

'হয়তো...হয়তো...' নিজের ভাগ্নের পক্ষে সাফাই গাইছেন ম্যারাইস, 'সাহায্যের খোঁজে গেছে সে। সাহায্য পায়নি বলে আসতে পারছে না।'

'কী সাহায্যের খোঁজে গেছে সে জানতে পারি?'

'একটা রাইফেল ছিল ওর কাছে। আসলে ওদের তিনজনের কাছেই রাইফেল ছিল। শ'খানেক বুলেটও ছিল।'

'শ'খানেক বুলেট আর হার্নানের মতো একজন শুটার থাকলে শিকার করে আপনাদের এই দশ-বারোজন লোককে অনায়াসে এক মাস খাওয়ানো যেত, জানেন? আর মাংস যদি রোদে শুকিয়ে রাখতে পারতেন তা হলে তো চোখ বন্ধ করে দু'মাস। তারপরও সব বুলেট নিয়ে হার্নান চলে গেছে আর আপনি বলছেন সাহায্যের খোঁজে গেছে?'

www.BanglaBook.org

'মনে হয়,' হিয়ার ম্যারাইসের গলায় জোর নেই, বেহায়ার মতো নিজের অপরাধী ভাগ্নেকে সমর্থন করে যাচ্ছেন এখনও। 'কেউ যদি থাকতে না-চায় তা হলে তো তাকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না। তা ছাড়া বুলেটগুলোও ওর, সেগুলো কাউকে দেবে না দেবে ওর ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মেরি সহ্যই করতে পারে না ওকে, বিয়ে তো পরের কথা। যে মেয়েকে বিয়ে করবে বলে এতদূর এসেছে ছেলেটা, যদি দেখে বিয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন এত কষ্ট করে কীসের জন্য থাকবে এখানে?'

'ভালো, খুব ভালো। তা হলে দেখা যাচ্ছে পেরেইরা না, সাহায্য যা আনার তা আমিই নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। আপনার যে-টাকা আমানত হিসেবে ছিল বাবার কাছে তা-ও এনেছি। উপরন্তু আমার এক খালা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন আমার নামে, সেগুলোও তুলেছি ব্যাংক থেকে, জিনিসপত্র কিনেছি আপনাদের জন্য। আরও বড় কথা, আমাকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করেনি মেরি, যদি চান তা হলে আজ এখনই জিজ্ঞেস করে দেখুন আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কি না ওর মনে। তা হলে বলুন তো, আসলে কার সঙ্গে বাগ্‌দান হয়েছে ওর? আমি আর পেরেইরার মধ্যে আসলে কে বেশি উপযুক্ত ওর জন্য?'

'যুক্তির খাতিরে বিচার করলে তুমি,' আস্তে আস্তে বললেন হিয়ার ম্যারাইস, যেন কোনো পাপ স্বীকার করছেন। 'কিন্তু আমাদের এই পার্থিব জীবনে আবেগের উপর প্রাধান্য দিতে হয় যুক্তিকে, আবার কখনও কখনও শান্তি আর স্বস্তির খাতিরে যুক্তির চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হয় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, এমনকি তার জাত্যাভিমানকে। আমাদের, বলা ভালো মেরির প্রতি তুমি কতখানি অনুগত তার প্রমাণ দিতে পেরেছ, স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি না-এলে এতদিনে হয়তো ওর লাশ মাটিচাপা দিতাম নিজের

www.BanglaBook.org

হাতে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তুমিই ওর উপযুক্ত। দু'বার ওর জীবন বাঁচিয়েছ তুমি, আর একবার আমার।'

খুশি চেপে রাখতে পারলাম না, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার চোখমুখ। দেখে তাড়াতাড়ি বললেন ম্যারাইস, 'কিন্তু কয়েক বছর আগে বাইবেল হাতে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার মেয়েকে কোনোদিন স্বেচ্ছায় বিয়ে দেবো না কোনো ইংরেজের সঙ্গে, সেই ইংরেজ যত ভালোই হোক না কেন। কেপকলোনি ছেড়ে চলে আসার আগে মেরি আর পেরেইরার সামনে কসম খেয়েছি, অন্তত তোমার হাতে কোনোদিন তুলে দেবো না আমার মেয়েটাকে। এখন বলো, আমি কি আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারি? যদি ভাঙি তা হলে ঈশ্বর কি আমাকে ক্ষমা করবেন? তিনি কি আমার উপর প্রতিশোধ নেবেন না?'

দূরের কবরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে তিক্ত কণ্ঠে বললাম, 'আপনার এই কথা শুনলে আর ওই কবরগুলো দেখলে কেউ কেউ ভাবতে পারে, প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়েই ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন আপনি, আপনার উপর ইতোমধ্যেই প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছেন তিনি।'

'হ্যাঁ, কেউ কেউ তা পারে, অ্যালান,' রাগ না-করে বললেন ম্যারাইস, 'কিন্তু তিনি কী করেন আর কী না-করেন তা বোঝার সাধ্য কি ওদের আছে?'

বারুদে আগুন লাগলে যে-রকম দপ্ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক সেভাবে রেগে গিয়ে বললাম, 'তারমানে আপনি বলতে চান আমার আর মেরির ভালোবাসা কতখানি গভীর তা বোঝার পরও, শুধু আমি আপনাদের দু'জনকে এবং অন্য যারা বেঁচে আছে এখানে তাদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারি জানার পরও, আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না? আপনি বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চান, এক হামবড়া কাপুরুষের কাছেই শেষপর্যন্ত তুলে দেবেন মেরিকে যে-লোক প্রয়োজনের সময় আপনার মেয়েকে একা ফেলে পালিয়েছে?'

'যদি বলি, হ্যাঁ, আমি তা-ই বলতে চাই তা হলে কী করবে?'

'কী করবো?' রাগে রীতিমতো কাঁপছি আমি, 'এখন আর আগের সেই বালক না আমি, যথেষ্ট বড় হয়েছি। নিজের ভালোমন্দ বুঝি, আমার যা যা লাগে তা চেয়ে না-পেলে আদায় করে নিতে জানি। কী করবো জানতে চাইছিলেন না, শুনে রাখুন তা হলে। ম্যারাইসফন্টেইন আপনার দখলে নেই আর, এখন আমিই এই জায়গার নেতা। এখানে আমার ইচ্ছাই আইন। গরু, অস্ত্র, চাকরবাকর—সবই আমার টাকায় কেনা। মেরিকে ছিনিয়ে নেবো আমি, কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে নিজেকে আর মেরিকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে তা জানা আছে আমার।'

মুখের উপর এত বড় কথা শুনে ম্যারাইস একটুও আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয় না। হয়তো জানতেন আমি কোনো একদিন এরকম কিছু বলে বসবো। দাড়ি টানতে টানতে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'যে-খেলা এখন খেলছ তুমি, আমার বয়স যদি তোমার সমান হতো তা হলে হয়তো সেই খেলায় আমিও অংশ নিতাম। তবে একটা কথা ঠিক, এখানকার পরিস্থিতি তোমার মুঠোয়। কিন্তু এই কথাটাও জেনে রাখো, তোমাকে যত ভালোই বাসুক, এখানে থাকলে আমি অনাহারে মরতে পারি জানার পরও আমাকে ফেলে চলে যাওয়ার মতো মেয়ে না মেরি। ইচ্ছা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারো কি না।'

'আপনাকে ফেলে যদি না-যেতে চায় মেরি তা হলে শ্বশুর হিসেবে আপনিও না-হয় চলুন আমাদের সঙ্গে, মাইনহেয়া

www.BanglaBook.org

ম্যারাইস। জেনে রাখুন, ওকে এখানে রেখে কোথাও যাবো না আমি, অনাহারে মরতে দেবো না।'

ম্যারাইস বুঝতে পারছেন আমি যা বলছি তা করবোই। সুর পাল্টালেন তিনি, অনেকটা মিনতি করার ভঙ্গিতে বললেন, 'বোঝার চেষ্টা করো, অ্যালান। এখানে কোনো যাজক নেই, তোমাদের বিয়ে পড়াতে পারবে না কেউ। এই অবস্থায় কীভাবে বিয়ে করবে মেরিকে? তোমার বাবা যাজক, তুমিও ধর্ম মানো, এখন যদি সত্যিই ভালোবেসে থাকো ওকে তা হলে নিশ্চয়ই চাও না কলঙ্কিত হোক সে? এমনকী সমাজ-সংসার থেকে এত দূরে থাকার পরও?'

'সমাজ? সংসার? এসব কি মানুষ বানিয়েছে, না ঈশ্বর গড়ে দিয়েছেন? তা ছাড়া যখন আমিও রাজি মেরিও রাজি তখন কোন্ কলঙ্কের কথা বলছেন বুঝলাম না। এর আগে অনেক পুরুষ আর অনেক মহিলা যাজকের সাহায্য ছাড়াই একাধিক সাক্ষীর সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বিয়ে করেছে, জানেন নিশ্চয়ই। তাদের সন্তানদের আজ পর্যন্ত অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়নি কেউ। এসব জানি, কারণ এদেশের আইন বিয়ের ব্যাপারে কী বলে তা পড়েছি।'

'হতে পারে। কিন্তু একজন যাজক পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করার আগ পর্যন্ত কোনো বিয়ে শুভ হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। যা-হোক, এ-ব্যাপারে তর্ক করে আসলে কোনো লাভ নেই। আগেই বলেছি, স্বেচ্ছায় আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে না-দেয়ার কসম খেয়েছি। তবে ছ'মাস পর প্রাপ্তবয়স্কা হবে মেরি, তখন ওর বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামতের কোনো দাম থাকবে না। তখন ইচ্ছা করলে নিজেকে শেষও করে দিতে পারবে সে, আমার বলার কিছু থাকবে না। আরেকটা কথা, যে-প্রতিজ্ঞা করেছি ঈশ্বরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে তা যদি আমার কোনো অক্ষমতার কারণে পালন করতে না-পারি তা হলে মনে হয় না আমাকে কোনো শাস্তি দেবেন তিনি। আশা করি এই আলোচনার এখানেই ইতি, নাকি?'

'জানি না,' আসলেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার, ম্যারাইসের কূটতর্ক শুনে তার উপর রীতিমতো ঘৃণা হচ্ছে। 'হিসাব করলে ছ'মাস যথেষ্ট লম্বা সময়। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে এই সময়ে।'

'অবশ্যই, অ্যালান। যেমন, এই ছ'মাসে মত বদলাতে পারে মেরি, অন্য কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে রাজি হয়ে যেতে পারে।'

'অথবা ছ'মাস পুরো হওয়ার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হতে পারে আমাকে,' প্রকট ইঙ্গিত আমার কথায়। 'মুশকিলের কথা হচ্ছে, এই দেশে এখন আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই। যারা অনাকাঙ্ক্ষিত তাদের বেলায় ছোট-বড় দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়, ঠিক না? আর এই জায়গায়, সভ্য সমাজ থেকে এত দূরে, কে কাকে বাঁচাতে গিয়ে মরল আর কে বাঁচার জন্য কাকে মারল সে-খবর মানুষ তো পরের কথা সম্ভবত ঈশ্বরও রাখেন না।'

হাঁ হয়ে গেছেন ম্যারাইস। 'তারমানে...তারমানে, অ্যালান, তুমি...বলতে চাও আমি তোমাকে...'

'না, মাইনহেয়া, আমি আপনার ব্যাপারে কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু আমার মরণ, অন্তত চরম সর্বনাশ চায় এ-রকম লোক কি কম আছে এখানে?'

'কার কথা বলছ?'

'যেমন হার্নান পেরেইরা, অবশ্য সে যদি বেঁচে থাকে। ...এই ব্যাপারে মেরির সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ওই যে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। ডাকবো ওকে?

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন হিয়ার ম্যারাইস। আমার অনুমান, আমি যাতে পরে নিরালায় কথা বলতে না-পারি মেরির সঙ্গে সেজন্যই সম্মতি দিলেন।

এতক্ষণ কাজ করতে করতে বার বার আমাদের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল মেরি, কী নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে অনুমান করার চেষ্টা করছিল বোধহয়। কিছুক্ষণ আগে কাজ শেষ হয়েছে ওর, এখানে আসবে কি আসবে না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল সম্ভবত, তাই দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। ডাকলাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো সে। কত বদলে গেছে মেয়েটা! কিছুদিন আগের সেই অনাহারক্লিষ্ট মেরির সঙ্গে আজ কত তফাৎ ওর! ভালো খাবার খেয়ে খেয়ে আর বলতে গেলে নির্ভাবনায় দিন কাটিয়ে দিয়ে আগের সেই কমনীয় যৌবন আর অনুপম সৌন্দর্য দ্রুত ফিরে আসছে ওর মধ্যে। কেন ডেকেছি ওকে তা যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে এবং নির্ভুলভাবে বললাম। তারপর বললাম, 'এবার বলো তোমার কী বলার আছে।'

'কী বলার আছে?' করুণ ভঙ্গিতে একটুখানি হাসল মেরি। 'আমার এই জীবন তোমার, অ্যালান। আমার এই শরীরটাকে দু'বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ তুমি। আমার ভালোবাসা আর আত্মা তোমার। কাজেই যদি জিজ্ঞেস করো তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি কি না তা হলে সবার সামনে চিৎকার করে একশ'বার বলতে পারবো, রাজি আছি। যদি চাও এখনই এই শরীরটা দিয়ে দিতে পারি তোমাকে, পরে কোনো যাজকের সন্ধান যদি পাই তা হলে বিয়েটা সেরে নেয়া যাবে। কিন্তু বাবা কসম খেয়েছেন...থাক, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলতে চাই না। শুধু ছ'টা মাস, মাত্র ছ'টা মাস অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে; আমি সাবালিকা হয়ে গেলে

www.BanglaBook.org

আমি কাকে বিয়ে করবো না-করবো সে-ব্যাপারে আর জোর খাটাতে পারবেন না তিনি। কিন্তু এখন তাঁর মনে দুঃখ দিতে পারবো না আমি, তাঁকে এখানে একা রেখে কোথাও যেতেও পারবো না। তাই আমার মনে হয় আর যে-ছ'টা মাস বাকি আছে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি আমরা। অবশ্য বাবাকে কথা দিতে হবে ছ'মাস পর আমাদের বিয়েতে কোনো রকম বাধা দেবেন না তিনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি তখন তোদের বিয়েতে বাধা দেবো না,' ফাঁদে-পড়া প্রাণী মুক্তির উপায় দেখলে হঠাৎ যে-রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে-রকম সোৎসাহে বললেন ম্যারাইস। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতো যোগ করলেন, 'তবে প্রার্থনা করি এমন কিছু করুক ঈশ্বর যাতে এই বিয়ে না-হয়।'

ম্যারাইসের শেষের কথাটা শুনেও যেন শুনতে পায়নি মেরি। উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকাল সে, মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'শুনলে তো, অ্যালান, বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন?'

জানি না কেন, ম্যারাইসের ওই বিশেষ কথাটা শুনে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেছে শীতল একটা স্রোত। বিষণ্ন কণ্ঠে বিমর্ষ চেহারায় শুধু বললাম, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ম্যারাইস, 'জানি না কী ভাবছ তুমি। তবে প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করি আমি। তোমার কোনো ক্ষতি করবো না, করার চেষ্টাও করবো না। সবকিছু ছেড়ে দিলাম ঈশ্বরের হাতে। তাঁর যা ভালো মনে হয় তা-ই করবেন তিনি। এবার তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, অ্যালান।'

'কী?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলাম।

'কখনও যদি একা পাও আমার মেয়েকে, অনৈতিক কিছু করবে না ওর সঙ্গে, সে রাজি থাকলেও না। ধরে নাও বাগ্‌দান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছে তোমাদের, কিন্তু বিয়ে হয়নি। সুতরাং বাগ্‌দত্তার মতোই আচরণ করবে তোমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে, স্বামী-স্ত্রীর মতো না ... দয়া করে নিজেও কলঙ্কিত হয়ো না, আমার মেয়েটাকেও কলঙ্কিনী বানিয়ো না।'

প্রতিজ্ঞা করলাম। আশপাশে ঘুরঘুর করছিল অন্য বোয়ারা, ওদেরকে ডেকে জড়ো করলেন হিয়ার ম্যারাইস, আমাদের "চুক্তির" ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বললেন।

শুনে হাসতে লাগল বোয়ারা, কেউ কেউ কাঁধ ঝাঁকাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। মনে পড়ে, ভ্রাউ (মিসেস) প্রিন্সলু নামের এক মহিলা তখন মন্তব্য করেন, 'এসব আসলে ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু না। মেরিকে বিয়ে করার অধিকার যদি কারও থেকে থাকে তা হলে শুধু অ্যালানের আছে। মিয়া-বিবি যখন রাজি তখন কাজীর দরকারটা কী, শুনি? ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে, এই সময়ে কেউ কাউকে স্পর্শও করতে পারবে না—এসব আবার কী? আর হার্নান পেরেইরা? সে তো একটা ভীতুর ডিম, একটা প্রতারক, বাজে গন্ধওয়ালা একটা উদবিড়াল। আমাদের জীবন বাঁচানোর কথা বলে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়েছে শয়তানটা। আমরা যাতে না-খেতে পেয়ে মরি সেজন্য আমাদেরকে ফেলে রেখে গেছে এখানে। আমি যদি মেরির জায়গায় থাকতাম আর ওই খাটাশটার সঙ্গে যদি আবার কখনও দেখা হতো তা হলে সুযোগ পেলে একবালতি পচা পানি ছুঁড়ে মারতাম ওর মুখের উপর।'

সবাই জানে, ভ্রাউ প্রিন্সলু ঠোঁটকাটা স্বভাবের, কিন্তু অন্যায্য কথা বলেন না।

যা-হোক, ম্যারাইসের সঙ্গে "অলিখিত চুক্তি" হয়ে গেল আমার। বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম ঘটনাটা, কারণ আমার

www.BanglaBook.org

কাহিনিতে সেই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, কী নিদারুণভাবেই না মনে হয়, কতই না ভালো হতো যদি সেদিনই ওই জায়গাতেই বিয়ের প্রস্তাব দিতাম মেরিকে, দরকার হলে জোর খাটাতাম ওর উপর। পরে করা যাবে ভেবে যে-সব কাজ ফেলে রাখি আমরা, যদি পরিণতির ব্যাপারে জানতে পারতাম তা হলে সেগুলো কি কখনও ফেলে রাখতাম? মনে হয় না। আমিও যদি জোর খাটাতাম সেদিন তা হলে কিন্তু বিজয় আমারই হতো। গরু, খাবার, অস্ত্র, বুলেট, কাফ্রি ভৃত্য—সব আমার; শুধু ম্যারাইস ছাড়া অন্য কোন বোয়ার দায় পড়েছিল আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকানোর? ওরা জানত আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বাঁচতে চাইলে আমার উপর নির্ভর করতে হতোই ওদেরকে। সুতরাং আমি যদি মেরিকে ছিনিয়েও নিয়ে যেতে চাইতাম তা হলেও আমাকে বাধা দিতে কেউ এগিয়ে আসত না বলে মনে হয় না। আর ছিনিয়ে নেবোই বা কেন? মেরি কি বলেনি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল? কিন্তু তখন আমার বয়স আর অভিজ্ঞতা দুটোই ছিল কম; এ-রকম পরিস্থিতিতে দেরি করা মানে যে বিপদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়া বুঝতে পারিনি। আর নিয়তিতেও যে অন্যকিছু লেখা ছিল তা-ই বা জানবো কীভাবে?

যা-হোক, ছ'মাস পর বিয়ে করবো—কাজেই আমিও খুশি, মেরিও খুশি। ভয় কেটে গেছে আমাদের। দূর হয়েছে সব শঙ্কা। ওই মালভূমি আমাদের জন্য পরিণত হয়েছে স্বর্গে। অন্তত যে-ক'দিন একজন আরেকজনের কাছ থেকে আলাদা ছিলাম আমরা সে-সময়ের তুলনায় তো অবশ্যই। যে "সমাজে" বাস করছি তা যত ছোট আর হতশ্রীই হোক, এখানকার সবাই হবু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে চেনে আমাদেরকে; খুশিতে বলতে গেলে বাকবাকুম

www.BanglaBook.org

অবস্থা আমাদের। যেহেতু অনৈতিক কিছু না-করার শপথ করেছি, যতক্ষণ খুশি আমার সঙ্গে একা ঘুরে বেড়াতে পারে মেরি। ম্যারাইস কিছু বলেন না। রোজ ভোরে দেখা হয় ওর সঙ্গে, রাত নামার আগে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বলে রাখি, কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালানোর তেমন কোনো উপায় যেহেতু নেই আমাদের সঙ্গে তাই এখানে সূর্য ডুবলেই শুয়ে পড়ে সবাই।

বিশ্বাস আর ভালোবাসায় ভরা ওই দিনগুলোকে যদি আজ, এত বছর পর এককথায় সংজ্ঞায়িত করতে চাই তা হলে আমাকে বলতে হবে, মধুরতম। এতই মধুর যে, আজও কখনও কখনও নিভৃতে বসে কল্পনায় ওই দিনগুলোয় হারিয়ে গিয়ে পবিত্র প্রেম কী তা উপলব্ধি করি সমস্ত সত্তা দিয়ে।

ফিরে যাই মূল কাহিনিতে। আমার আনা খাবার আর ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে বোয়ারা। ওদের জন্য নিয়মিত শিকার করছি, তাই টাটকা মাংসেরও অভাব হচ্ছে না ওদের। বোঝাই যাচ্ছে স্থায়ীভাবে থাকা যাবে না এখানে, তাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ওদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও হয়ে গেছে আমার। আপাতত ঠিক হয়েছে লরেনযো মাকুইযে ফিরে যাবো সবাই; কোনো জাহাজের জন্য অপেক্ষা করবো সেখানে। কেউ যদি দয়াপরবশ হয়ে তুলে নিতে চায় আমাদেরকে তা হলে সোজা চলে যাবো নেটালে। বোয়াদের কেউই ফিরে যেতে চায় না কেপকলোনিতে। কারণ ওদের ধারণা এই নিঃস্ব অবস্থায় সেখানে ফিরে গিয়ে নিজেদের ব্যর্থতার গল্প বললে ওদেরকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দেবে সবাই।

আমি বলেছি, লরেনযো মাকুইযে আগামী এক বছরের মধ্যে কোনো জাহাজ আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সময়টা দু'বছরও হতে পারে। তা ছাড়া ওই জায়গা থাকার জন্য

www.BanglaBook.org

এককথায় অনুপযুক্ত।

কেউ কেউ বলল, তা হলে বরং এখানেই থাকি আমরা। এটা অবশ্য একদিক দিয়ে ভালোই হয় আমার জন্য। যে-কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আগামী অন্তত ছ'টা মাস মেরির কাছাকাছি থাকা যাবে।

পরে ভেবে দেখলাম এখানে থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। যেমন, আমি আর আমার সঙ্গীরা না-হয় ওয়্যাগনের আশপাশে ক্যাম্প করে রাত কাটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বোয়াদের থাকার জন্য ওই ঝুপড়িঘরগুলো ছাড়া ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। ভালো ব্যবস্থা করার উপায়ও নেই। ঝড় এলে আমার ওয়্যাগন টিকে থাকবে, ওই ঝুপড়িগুলো কোথায় উড়ে যাবে জানে না কেউ। যতদিন আমার সঙ্গে বুলেট আছে ততদিন টাটকা মাংস পাবে বোয়ারা। কিন্তু বুলেট ফুরিয়ে গেলে কী হবে? তা ছাড়া বেশিরভাগ দিনই শুধু মাংসের সুপ খেতে হচ্ছে আমাদেরকে, শাকসব্জি বা ফলমূল কিছুই খেতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে রুচিই নষ্ট হয়ে যাবে একদিন। আবার আমার কাছে ওষুধ বলতে যা আছে তা খুবই সাধারণ। যদি কারও বড় কোনো সমস্যা হয় তা হলে সামাল দেবো কীভাবে? সামনে জ্বরের মৌসুম আসছে, প্রকোপটা আবারও শুরু হলে গণহারে মরতে হবে আমাদের সবাইকে। আর যদি বর্বর কাফ্রিরা হামলা চালায় কোনো কারণে, আমি ছাড়া ঠেকানোর মতো কেউ নেই। ঠেকাতে গিয়ে যদি আমি মরি তা হলে কী হবে এই অসহায় লোকগুলোর? কবে কখন হামলা করতে পারে কাফ্রিরা তা এক বিধাতা ছাড়া আর কারও পক্ষে বলা সম্ভব না। তা ছাড়া আমি যে-ক'টা ষাঁড় কিনে নিয়ে এসেছি সেগুলো ছাড়া আর কোনো গরু-ঘোড়া নেই এখানে: সিংহের হামলায় অথবা অন্য কোনো কারণে

www.BanglaBook.org

যদি মারা পড়ে ওগুলো তা হলে পরে আমরা কোথাও যেতে চাইলেও যেতে পারবো না ওয়্যাগন টানতে হবে বলে ইচ্ছা করেই গাই কিনিনি এই অবস্থায় নিশ্চয়ই এই ষাঁড়গুলোর কাছ থেকে কোনো বাছুর আশা করতে পারি না আমরা।

কাজেই সন্দেহ নেই ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় যাবো? ট্রান্সভালে যাওয়া যায়, অথবা নেটালের পথ ধরতে পারি। নেটালে গেলে একটা সুবিধা: একের পর এক পাহাড় ডিঙাতে হবে না অন্তত। ওই দিকে গেলে পরিযায়ী অন্য বোয়াদের সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। ভাগ্য ভালো হলে পিটার রেটিফের মতো মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতে পারে। তিনি যে ড্রাকেন্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন জানালাম সবাইকে।

কোথায় যাবো না-যাবো সে-বিষয়টা নিয়ে আরও কয়েকবার আলোচনায় বসলাম আমরা, বিভিন্ন সম্ভাবনা আর সমস্যা উল্টেপাল্টে দেখলাম। শেষে ঠিক হলো নেটালের পথই ধরবো। শুরু হলো আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি। কিন্তু প্রথমেই দেখা গেল, আমার কাছে যে-ক'টা ষাঁড় আছে, ওয়্যাগন দুটো টানার কাজেই লাগাতে হবে সবগুলোকে। বোয়ারা আছে ন'জন, তাদের মধ্যে থেকে বেশি হলে চারজনকে নেয়া যাবে সঙ্গে। কাজেই দূরদূরান্তে কাফ্রিদের যে-সব গ্রাম আছে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গে করে-আনা কাফ্রিদেরকে। সেখানে গিয়ে জানিয়ে দিল ওরা, আমি বোয়া না এবং উপযুক্ত মূল্যে কিছু ষাঁড় কিনতে চাই। রাজি হলো কেউ কেউ, ষাঁড় নিয়ে হাজির হয়ে গেল দু'-একদিনের মধ্যেই। বিশাল বিস্তৃত মালভূমির বুকে অদ্ভুত এক "হাট" বসল। শুরু হলো দর কষাকষি। শেষপর্যন্ত কাপড়, ছুরি, নিড়ানি এবং এ-রকম আরও কিছু টুকটাক গৃহস্থালি সামগ্রীর বিনিময়ে মোটাতাজা দেখে কিছু ষাঁড় আর দুটো ভালোজাতের দুধেল-গাই কিনে ফেললাম আমি।

www.BanglaBook.org

যেসব কাফ্রি গরু বেচতে এসেছে তাদের মনে হয় সাদা-চামড়ার লোকদের কাছে জিনিসপত্র বেচার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। কারণ কেউ কেউ দেখি ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্যও নিয়ে এসেছে। সেই দৃশ্য যেন আজও ভাসে আমার চোখের সামনে! মাসের পর মাস ধরে রোদে-শুকানো মাংস অথবা সুপ খেতে খেতে অরুচি ধরে গিয়েছিল বোয়াদের, ভুট্টা দেখে যে কী খুশি হলো ওরা! গাইয়ের দুধের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে বানানো পরিজ চেটেপুটে খেল একেকজন। বলে রাখি, খাবারের তালিকায় দুধ ও শস্য যুক্ত হওয়ায় আরও ভালো হতে লাগল ওদের স্বাস্থ্য, এবং আমার চোখে মেরিকে আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সুন্দরী মনে হতে লাগল।

যা-হোক, ষাঁড় পেয়ে গেছি, এবার আমার কাজ হচ্ছে ওগুলোকে পোষ মানানো এবং জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে ওয়্যাগন টানতে শেখানো। যথেষ্ট বাধ্য হলেও আগে কখনও ওয়্যাগন দেখেনি নতুন-কেনা এই ষাঁড়গুলো। কাজটা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ, আগেও বলেছি বোধহয়।

পেরেইরার একটা ভাঙাচোরা ওয়্যাগন ছিল, হাতের কাছে যন্ত্রপাতি বলতে যা পেয়েছি সেগুলো দিয়েই মেরামত করার চেষ্টা করতে লাগলাম ওয়্যাগনটাকে। হাপর নেই আমাদের কাছে, কাজেই লোহা গালানো সম্ভব না, সুতরাং মেরামতের কাজ যে খুব একটা ভালো হলো তা বলা যাবে না। আসলে আমার হটেনটট ভৃত্য হ্যান্স যদি তার জীবনের কোনো এক পর্যায়ে কোনো এক ওয়্যাগন-মেকারের অধীনে কাজ না-করত তা হলে যতটুকু উন্নতি সাধন করেছিলাম পেরেইরার ওই ওয়্যাগনটার ততটুকুও করতে পারতাম না।

দিনরাত ব্যস্ত হয়ে আছি কাজে, এমন সময় অপ্রীতিকর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা খবর এসে পৌঁছাল আমাদের ক্যাম্পে। মনে আছে, কাফ্রিদের কাছ থেকে কেনা ষোলোটা ষাঁড় নিয়ে ব্যস্ত আছি একদিন বিকেলে, আমাকে সাহায্য করছিল হ্যান্স, এমন সময় হঠাৎ করেই বলে উঠল সে, 'দেখুন, দেখুন, বাস! আমার এক ভাই আসছে!'

ভাই মানে মায়ের পেটের ভাই না, আরেক হটেনটট।

কাজ থামিয়ে যেদিকে ইঙ্গিত করছে সে সেদিকে তাকালাম। পাতলা-শুকনো, দুর্দশাগ্রস্ত এক লোক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। যা পরে আছে তা ন্যাতাকানি বললেই মানায় বেশি। মাথায় বিশাল এক হ্যাট, কোত্থেকে যোগাড় করেছে কে জানে, সেটার গম্বুজটা উধাও। টলছে লোকটা, হাঁটতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খাচ্ছে বিভিন্ন গাছের সঙ্গে।

'ক্লাউস!' চিৎকার করে উঠল আমার পাশে-থাকা মেরি, 'ওই লোকটা তো ক্লাউস! হার্নান পেরেইরার এক আফটার-রাইডার।'

'মাথা ঘামানোর দরকার নেই,' বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম। 'আর যা-ই হোক পেরেইরা নিজে তো আর হাজির হয়ে যায়নি এখানে।'

তারপরও কেউ চোখ সরাতে পারছি না ক্লাউসের উপর থেকে। দেখেই বোঝা যায় বেচারা না-খেয়ে আছে। আমাদের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, খাবারের জন্য করুণ গলায় মিনতি জানাল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্সকে ইশারা করলাম আমি। ছুটে গিয়ে কিছু রান্না-করা মাংস নিয়ে এল সে, দিল ক্লাউসকে। কুমির যেভাবে মাংস গেলে, মুহূর্তের মধ্যেই সব মাংস সেভাবে পেটে চালান করে দিল ক্লাউস। এরপর একনিঃশ্বাসে পান করল কিছু টাটকা দুধ।

ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছেন ম্যারাইস। এসেছে অন্য

www.BanglaBook.org

পেয়ারাও।

ক্লাউসকে জিজ্ঞেস করলেন ম্যারাইস, 'কী ব্যাপার? তোমার এই অবস্থা কেন? কোত্থেকে এসেছ? হার্নানের কী হয়েছে?'

'জঙ্গল থেকে এসেছি আমি,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল ক্লাউস। 'আমার বাস মনে হয় এতক্ষণে মরে গেছেন। অন্তত আসার আগে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এসেছি।'

'ওকে একা ফেলে আসতে গেলে কেন?' থমথম করছে হেনরি ম্যারাইসের চেহারা।

'কারণ তিনি তা-ই করতে বলেছেন আমাকে। তিনি বলেছেন আমি যেন সাহায্যের খোঁজে যেদিকে পারি যাই। না-খেতে পেয়ে মরতে বসেছিলাম আমরা। আর একটাও বুলেট ছিল না আমাদের কাছে।'

'তারমানে পেরেইরা কি সেখানে একা আছে এখন?'

'জী। বন্য জন্তু আর শকুনদের কথা বাদ দিলে পুরো একা।'

'ওর আরেকটা চাকরের কী হয়েছে?'

'অনেক আগেই সিংহের পেটে গেছে।'

'এখান থেকে কত দূরে আছে সে?'

'সঠিক বলতে পারবো না। তবে মনে হয় একটা তাজা ঘোড়ায় চেপে ভালো পথ ধরে গেলে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।' (তারমানে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল।)

'কী হয়েছিল ঠিক করে বলো তো।'

'বাস উঠলেন ঘোড়ার পিঠে। আমরা দুই হটেনটট পায়ে হেঁটে রওনা হলাম তাঁর পিছু পিছু। এভাবে নিরাপদেই পার হলাম অনেক দূর। কিন্তু একরাতে হামলা করল এক সিংহ। ধরে নিয়ে গেল আমার ভাইকে। ভয় পেয়ে পালাল বাসের ঘোড়াটা। পরে অনেক খুঁজেও সেটার হদিস বের করতে পারলাম না আমরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়ে হেঁটে আবার রওনা হলাম আমি আর বাস। গিয়ে হাজির হলাম বিশাল এক নদীর কাছে। তীরে দেখা হলো কিছু কাফ্রির সঙ্গে। কথাবার্তা বলে বুঝলাম ওরা আসলে যুলু, পাহারার কাজে এতদূর এসেছে। আমাদের বন্দুক আর বুলেট চেয়ে বসল ওরা, বলল ওদের রাজাকে নাকি উপহার হিসেবে দেবে। ওগুলো হাতছাড়া করতে কিছুতেই রাজি হলেন না বাস পেরেইরা। তখন আমাদেরকে পাকড়াও করল যুলুরা, কেড়ে নিল আমাদের বন্দুক আর বুলেট। বলল সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দিতে। তা না হলে আমাদের দু'জনকে নাকি লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারবে। বাস পেরেইরা বুদ্ধি করে বললেন, পরদিন সকালে সব শিখিয়ে দেবেন।

'কিন্তু সে-রাতে শুরু হলো ভীষণ ঝড়। সুযোগ পেয়ে পালালাম আমরা। আসার আগে ছিনিয়ে নিলাম আমাদের বন্দুক আর কিছু বুলেট। ঝড়ের মধ্যে কোনদিকে গেছি জানি না, তবে নদীর তীর ধরে এগোইনি। ভয় হচ্ছিল ওদিকে গেলে হয়তো আবারও ধরা পড়তে পারি যুলুদের হাতে। সম্ভবত উত্তরদিকে যাচ্ছিলাম, পথ চলতে হয়েছে সারারাত। কিন্তু পরদিন সকালে দেখি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছি, কোথায় এসেছি কিছুই চিনতে পারছি না। এই ঘটনা মনে হয় এক মাস আগের।

'তখন বুঝতে পারি আমরা, এই ক্যাম্পে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই। সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে ফিরতি পথ ধরি। পথে সাদা বা কালো—কোনো জাতের মানুষের সঙ্গেই দেখা হয়নি। বাস পেরেইরা শিকারে ওস্তাদ, যখনই দরকার হয় গুলি করে হরিণ মারতে থাকেন তিনি। রোদে শুকিয়ে অথবা কখনও কাঁচাই খাই আমরা সে-সব মাংস। তারপর একদিন শেষ হয়ে যায় আমাদের বুলেট। ভারী রাইফেল আর বহন করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছিলাম না, তাই ছুঁড়ে ফেলে দিই ওগুলো।

'এই জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে লম্বা একটা গাছের মাথায় চড়ি আমি। আপনারা জানেন কি না জানি না, এই ক্যাম্পের কাছাকাছি বিশেষ একটা পাহাড় আছে, দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় চলে এসেছি এই জায়গার কাছাকাছি। গাছের মাথা থেকে পাহাড়টা দেখতে পাই আমি। বুঝতে পারি বড়জোর পনেরো মাইল দূরে আছি। ততক্ষণে খিদায় মরতে বসেছি আমরা দু'জনই। বাস পেরেইরা সব আশা বাদ দিয়ে শুয়ে পড়েছেন মাটিতে। আমার গায়ে কিছু শক্তি বাকি ছিল, মনেও জোর ছিল, তাই হাজির হতে পেরেছি আপনাদের কাছে। তা ছাড়া একটা মরা হায়েনার গলিত মাংস খেয়ে নিয়েছিলাম আমি বাধ্য হয়ে। কিছু মাংস নিয়ে গিয়েছিলাম বাস পেরেইরার জন্যও। কিন্তু দেখেই চোখমুখ উল্টে গেল তাঁর, খাওয়া তো পরের কথা। তারপরও অনেক কষ্ট করে একটুকরো মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেল। তখন তাঁকে ধরাধরি করে ছোট্ট একটা নদীর ধারে, একটা গুহার ভিতরে নিয়ে গেলাম। ভাগ্য ভালো ওই জায়গায় কিছু ওয়াটারক্রেস গাছ আর বুনো শতমূলী আছে। ওখানেই বাস আমাকে বলেন এই ক্যাম্পে ফিরে আসতে, যদি দেখি কেউ বেঁচে আছে তা হলে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে। তখন ওই মৃত হায়েনার বাকি মাংসটুকু সঙ্গে নিয়ে রওনা করি আমি। দু'দিন চলার পর আজ বিকেলে পৌঁছলাম এখানে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

হটেনটট ক্লাউসের গল্প বলা শেষ। আলোচনা শুরু হয়েছে বোয়াদের মধ্যে। ম্যারাইস বললেন, কারও-না-কারও গিয়ে দেখা উচিত তার ভাগ্যে বেঁচে আছে কি না। জবাবে বোয়াদের কেউ কেউ বলল, 'হ্যাঁ।' কিন্তু তেমন কোনো জোর নেই তাঁদের গলায়।

এমন সময় মুখ খুললো ডাউ প্রিন্সলু, 'আগেও বলেছি, আবারও বলছি, হার্নান পেরেইরা একটা উদবিড়াল, একটা ভীতুর ডিম, একটা প্রতারক। মরতে বসেছিলাম আমরা, তখন আমাদেরকে ফেলে পালিয়ে গেছে সে। ঈশ্বরের কী বিচার দেখো, এখন সে-ই মরতে বসেছে। ওই হটেনটটটাকে না-খেয়ে ওকে যদি খেয়ে ফেলত সিংহটা তা হলে খুব ভালো হতো। আমার মনে হয় এখন যেখানে শুয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকটা সেখানেই শুয়ে থাকতে দেয়া উচিত ওকে। তা ছাড়া এতক্ষণে মনে হয় মরে গেছে সে, কাজেই খামোকা এত কষ্ট করে এত দূরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

বোয়াদের মনেও একই কথা, না-শুনলেও জানি আমি। এবারও সম্মিলিতভাবে বলল ওরা, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো! শুধু শুধু এত দূরে যাওয়ার দরকারটা কী?'

ম্যারাইস বললেন, 'পেরেইরার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক। সে আমাদের সহযাত্রী। ওকে কি এভাবে ধুঁকে ধুঁকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরতে দেয়াটা উচিত হবে?'

'রক্তের সম্পর্ক!' চিৎকার করে উঠলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'ওই উদবিড়ালটার সঙ্গে আমার আবার কীসের রক্তের সম্পর্ক, শুনি? ওর সঙ্গে যদি কারও রক্তের সম্পর্ক থেকে থাকে তা হলে শুধু আপনার আছে, হিয়ার ম্যারাইস, কারণ সে আপনার বোনের ছেলে। আপনার যদি এতই খারাপ লাগে ওর জন্য তা হলে যান না, গিয়ে বাঁচান ওকে। কে আটকাচ্ছে আপনাকে?'

'তা-ই করা উচিত,' স্বভাবসুলভ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ম্যারাইস। 'কিন্তু আমাকে তো মেরিরও দেখভাল করতে হয়, নাকি?'

'হ্যাঁ, তা তো করতেই হয়,' ভ্রাউ প্রিন্সলুর কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ, 'একই কাজ ওই উদবিড়ালটাও করত, বলা ভালো করার অভিনয় করত। তারপর একদিন হঠাৎ করেই ওর মনে পড়ে গেল নিজের চামড়া বাঁচানো দরকার। একটাই ঘোড়া ছিল, গিয়ে চড়ল সেটার পিঠে। অল্প কিছু বারুদ ছিল, সব নিয়ে নিল; আপনার মেয়ে না-খেতে পেয়ে মরবে কি না না-ভেবে ওকে ফেলে পালাল; ...ঠিক আছে, এতই যখন দরদ উথলে উঠছে আপনার, আবার মেরির জন্যও যখন এতই চিন্তা হচ্ছে, তখন থাকুন এখানে। আর আমার তো সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রিন্সলু বা আমার ছেলেও যাবে না। তা হলে এক মেয়ার ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারছে বলে মনে হয় না।'

'না, না,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মেয়ার, 'আমার স্ত্রী মারা গেছে, ছোট ছোট বাচ্চা আছে আমার। আমি চলে গেলে ওদেরকে দেখবে কে?'

'তা হলে তো,' বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'কারোরই যাওয়া হচ্ছে না। ওই উদবিড়ালটার কথা ভুলে যাওয়াই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো। আমাদের কথাও ভুলে গিয়েছিল সে।'

আমার দিকে তাকালেন ম্যারাইস। 'একটা খ্রিস্টান মানুষ বনেজঙ্গলে পড়ে আছে, না খেতে পেয়ে মরতে চলেছে। এটা কি ঠিক?"

তিনি আসলে কী বলতে চান আমাকে তা ভালোমতোই বুঝতে পারছি আমি। তাঁর সেই মিনতিভরা দৃষ্টির জবাবে বললাম, 'একটা কথা বলুন তো, হিয়ার ম্যারাইস। হিয়ার পেরেইরা আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছেন, তারপরও এতগুলো লোকের মধ্যে আমার কী দায় পড়েছে তাঁকে উদ্ধার করার?'

'জানি না, অ্যালান শুধু জানি, বাইবেলে বলা আছে, "কেউ যদি তোমার একগালে থাপ্পড় মারে তা হলে ব্যথা আর অপমান ভুলে গিয়ে আরেক গাল বাড়িয়ে দাও"। পেরেইরাকে বাঁচাতে যাবে কি যাবে না তা তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু মনে রেখো শেষবিচারের দিন যখন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবো আমরা সবাই তখন মানুষ হিসেবে কী কী কাজ করেছি আমরা তা তিনি অবশ্যই মনে রাখবেন। আরেকটা কথা। আমার বয়স যদি তোমার সমান হতো, সবসময় চোখে চোখে রাখতে হয় এ-রকম কোনো মেয়ে যদি আমার না-থাকত তা হলে অবশ্যই পেরেইরাকে উদ্ধার করতে যেতাম আমি।'

'এভাবে কথা বলছেন কেন আমার সঙ্গে?' মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার। 'আমিই তো দেখভাল করতে পারি মেরির, তা হলে আপনি নিজে যাচ্ছেন না কেন? (আমার এই কথা শুনে হেসে ফেললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু এবং অন্য বোয়ারা) এবং আপনার ওই সুন্দর সুন্দর ধর্মের-কথা শুধু আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? অন্য যাঁরা উপস্থিত আছেন এখানে তাঁরা তো আপনারই জাতভাই, পেরেইরার সহযাত্রী, তাঁদেরকে বলছেন না কেন?'

www.BanglaBook.org

হিয়ার প্রিন্সলু আর হিয়ার মেয়ার এমন সময় হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, তাঁদের নাকি কী জরুরি কাজ আছে, তাই আর থাকতে পারছেন না। তড়িঘড়ি করে দূরে কোথাও চলে গেলেন তাঁরা।

ব্যথিত দৃষ্টিতে তাঁদের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ফিরলেন ম্যারাইস। 'হাতে কারও রক্তের-দাগ নিয়ে শেষবিচারের দিন সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়ানো কত ভয়াবহ একটা ব্যাপার বলো তো? ঠিক আছে, তুমি অথবা এই পাষাণহৃদয়ের লোকগুলো যদি না-যাও তা হলে বাধ্য হয়ে এই বুড়ো বয়সে, শরীরের এই অবস্থায় আমিই যাবো।'

'ভালো,' মন্তব্য করলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'সেটাই সবচেয়ে ভালো। আপনার কথা অনুযায়ীই বলছি, এই বুড়ো বয়সে, শরীরের এই অবস্থায় যদি যান ভাগ্নেকে বাঁচাতে তা হলে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হবে আপনাকে। এবং সেক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকা যায় ওই উদবিড়ালটাকে আর কোনোদিন দেখতে হবে না আমাদের।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন ম্যারাইস। পেরেইরার ব্যাপারটা নিয়ে অন্তত ভ্রাউ প্রিন্সলুর সঙ্গে তর্কে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রাউ প্রিন্সলু একাই একশ'।

মেয়ের দিকে তাকালেন ম্যারাইস। ভাঙা কণ্ঠে বললেন, 'বিদায়, মেরি। আমি যদি ফিরে না-আসি তা হলে আমার ইচ্ছার কথাগুলো মনে রাখিস। বাইবেলের প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠাতেই পাবি ওই কথাগুলো। ওঠো, ক্লাউস, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো তোমার মনিবের কাছে।'

কিন্তু এতদূর থেকে হেঁটে এসেছে বলে ক্লাউস খুব ক্লান্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাটিতে বসে আরাম করছিল সে। ম্যারাইসের আদেশ শুনে এমনভাবে তাঁর দিকে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, বসে থাকল আগের মতো। ম্যারাইস হয়তো ভাবলেন বাকিদের মতো ক্লাউসও পাত্তা দিচ্ছে না তাঁকে। তাঁর এতক্ষণের রাগ গিয়ে পড়ল হটেনটটটার উপর, ধাঁই করে এক লাথি মেরে বসলেন তিনি বেচারাকে। দুর্বল দেহে বুকের উপর সবুট লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ক্লাউস: কালো চেহারাটা ব্যথায় আরও কালো হয়ে গেছে, চোখমুখ উল্টে গেছে। শুশ্রূষা করতে ওর দিকে ছুটে গেল হ্যান্স।

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার! রাগ উঠলে আমরা এটা-সেটা ভাঙচুর করি, চেয়ার-টেবিলে কিলঘুসি বসিয়ে দিই। কিন্তু যে-মানুষটার উপর রাগ হচ্ছে সে যদি আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হয় তা হলে তাকে কিছু বলা তো পরের কথা এমনকী তার চোখের দিকে তাকানোর সাহসটুকুও করি না!

যা-হোক, এতক্ষণ ধরে সব শুনেছে কিন্তু একটা কথাও বলেনি মেরি। এবার আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখল সে, বলল, 'অ্যালান, বাবা একা যাচ্ছে—এটা কি ভালো দেখাচ্ছে? তোমার কি তাঁকে সঙ্গ দেয়া উচিত না?'

'অবশ্যই,' যার পর নাই বিরক্ত হয়ে ব্যঙ্গ করে বললাম, 'শুধু আমার কেন, কয়েকজন কাফ্রিরও সঙ্গে যাওয়া উচিত। চলতে চলতে যদি ধপাস করে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান তোমার বাবা তা হলে তাঁকে বয়ে আনতে হবে না? তা ছাড়া পেরেইরার মতো মহৎপ্রাণ একজন লোক কোথায়-না-কোথায় পড়ে আছে, তাঁকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হলেও তো লোকবল চাই, তা-ই না?'

ক্লাউসকে লাথি মেরে কাজ বাড়িয়েছেন ম্যারাইস। এমনিতেই

www.BanglaBook.org

বিধ্বস্ত অবস্থা হটেনটটটার, তার উপর এত জোরে লাথি খেয়েছে। অন্তত আজ রাতে গাইডের ভূমিকা পালন করতে পারবে না সে। ঠিক হলো, পরদিন ভোরে যাত্রা করবো আমরা। সে মোতাবেক, ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে গেলাম।

ব্রেকফাস্ট সারছি, যে-ওয়্যাগনে ঘুমিয়েছি রাতে সেখানে হাজির হলো মেরি এমন সময়। ওকে দেখে বের হয়ে এলাম বাইরে।

আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা, চুমু খেলাম বেশ কয়েকবার।

'হয়েছে,' ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে। 'বাবা পাঠিয়েছেন আমাকে। কাল রাতে হজমে গণ্ডগোল হয়েছে তাঁর, পেট খারাপ হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'তারমানে তোমার ফুফাতো ভাইকে উদ্ধার করতে একাই যেতে হবে আমার,' টের পাচ্ছি গতকালের সেই রাগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

বিষণ্ণভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেরি। যে-ছোট্ট ঝুপড়িঘরে ঘুমায় সে সেদিকে নিয়ে চলল আমাকে। ঝুপড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকালাম। ভোরের বাড়ন্ত আলো দরজা দিয়ে ঢুকছে ভিতরে। ঘরে কোনো জানালা নেই। একটা কাঠের টুলে বসে আছেন ম্যারাইস, আধো আলো আধো অন্ধকারে কেমন ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। দু'হাতে পেট চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন তিনি কিছুটা, কাতরাচ্ছেন। 'গুডমর্নিং, অ্যালান,' আমার উপস্থিতি টের পেয়ে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'শরীর খারাপ আমার। খুব খারাপ। বদহজম হয়েছে কাল রাতে। আমাশয় হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে।'

'তা-ই নাকি?' বলাই বাহুল্য ম্যারাইসের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কারণ আমি জানি এমন কিছু খাননি তিনি যার কারণে রাতারাতি আমাশয় শুরু হয়ে যাবে। 'আমার সঙ্গে একটু হাঁটাহাঁটি করলে সব ঠিক হয়ে যাবে, মাইনহেয়া।'

'হাঁটাহাঁটি! একজন ওয়্যাগননির্মাতার ভাইস যেভাবে পাক খায় আমার পেটের ভিতরে সেভাবে মোচড় দিচ্ছে। আর এই অবস্থায় তুমি আমাকে বলছ হাঁটতে? ঠিক আছে, চেষ্টা করবো। কারণ হার্নানকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেয়া সম্ভব না। তা ছাড়া আমি যদি ওকে উদ্ধার করতে না-যাই তা হলে মনে হয় না অন্য কেউ কোনো গরজ দেখাবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়? আমার সঙ্গে কয়েকজন কাফ্রি চাকর আছে। ওদের দু'-একজনকে পাঠিয়ে দিই ক্লাউসের সঙ্গে।'

'অ্যালান, একই অবস্থা যদি তোমার হতো, মানে জঙ্গলের কোনো গুহায় একা পড়ে থেকে অনাহারে যদি মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকতে তুমি আর কয়েকজন কাফ্রি যেত তোমাকে বাঁচাতে তা হলে কেমন হতো? দায়িত্বজ্ঞান বলতে কি কিছু আছে কাফ্রিদের? তোমার কি মনে হয় ওরা আসলেই উদ্ধার করবে হার্নানকে? কিছুদূর যাবে, শুয়েবসে সময় নষ্ট করবে, দিন দুয়েক পর ফিরে এসে বলবে যে-গুহায় ছিল হার্নান সেখানে গিয়ে পায়নি ওকে। ক্লাউসের জান বাঁচানোর দরকার ছিল তাই হাজির হয়েছে আমাদের এই ক্যাম্পে। যদি বাধ্য না-হতো সে তা হলে কি জীবনেও আসত এখানে?'

'আমি তো আর বিধাতার ভাগ্যলিপি দেখিনি যে, কে কি করত না-করত তা জেনে বসে আছি, হিয়ার ম্যারাইস। তবে এটা নিশ্চিতভাবে জানি, ওই গুহাতে যদি আমি পড়ে থাকতাম আর

www.BanglaBook.org

পেরেইরা এই ক্যাম্পে থাকত তা হলে জীবনেও আমাকে বাঁচাতে যেত না; এমনকী কোনো কাফ্রিকেও পাঠাত না।'

'হতে পারে, অ্যালান; ওরও অন্তর কালো হলে তোমার অন্তরও কি কালো হওয়া উচিত? বাদ দাও। যাবো আমি তোমার সঙ্গে। তাতে আমার মরণ হলে হবে,' বলতে বলতে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে কাতরে উঠলেন যে, কেউ শুনলে ভাববে আর্তচিৎকার করছেন তিনি। ন্যাতাকানি জাতীয় একটা কম্বলে পেঁচিয়ে রেখেছিলেন শরীরটা, এবার সেটা খুলতে শুরু করলেন।

'অ্যালান, অ্যালান, বাবার যাওয়া উচিত হবে না সেখানে। তিনি স্রেফ মারা পড়বেন,' বিলাপ করে উঠল মেরি।

বিষদৃষ্টিতে শেষবারের মতো তাকালাম ম্যারাইসের দিকে। তারপর মেরির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার যদি তা-ই মনে হয় তা হলে থাকুক তোমার বাবা এখানে। জানতাম একাই যেতে হবে আমাকে, তা-ই যাচ্ছি আমি। বিদায়।'

'তোমার মনটা খুব ভালো, অ্যালান,' বললেন ম্যারাইস, কম্বলটা ঠিক করতে করতে টুলে বসে পড়ছেন তিনি।

হতাশ দৃষ্টিতে একবার ওর বাবার আরেকবার আমার দিকে তাকাচ্ছে মেরি, কী বলবে বুঝতে পারছে না বোধহয়।

কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। হাতে বেশি সময়ও নেই। তাই চলে এলাম। আধঘণ্টা পর, সম্ভবত আমার জীবনের সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট মেজাজ নিয়ে রওয়ানা হলাম পেরেইরাকে উদ্ধার করতে।

'কী করতে যাচ্ছ মনে রেখো,' পিছু ডেকে বললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'একজন শত্রুকে রক্ষা করলে তার ফল ভালো হয় না। ওই উদবিড়ালটাকে চিনতে যদি ভুল না-করে থাকি, তোমার প্রতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সুযোগ পেলেই তোমার ক্ষতি করবে সে। তোমার জায়গায় আমি থাকলে জঙ্গলে গিয়ে কোথাও ক্যাম্প করতাম, তারপর ফিরে এসে বলতাম পাওয়া যায়নি ওকে। বরং পাওয়া গেছে কয়েকটা হায়েনার লাশ—পেরেইরার মৃতদেহটা খেতে গিয়ে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে জন্তুগুলো! প্রার্থনা করি, ভাগ্য তোমার সহায় হোক, অ্যালান এবং আমার বিপদের সময় তোমার মতো কোনো বন্ধুর সাহায্য পাই। বিপদে-পড়া লোকদের সাহায্য করার জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে বোধহয়।'

হটেনটট ক্লাউস ছাড়া এই অভিযানে আমার সঙ্গে আছে তিন কাফ্রি। ইচ্ছা করেই হ্যান্সকে সঙ্গে আনিনি। ওয়্যাগন, ষাঁড়, মালপত্র, আর আমার অন্য লোকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি ওকে। একটা ষাঁড় নিয়েছি সঙ্গে, টুকটাক কিছু জিনিস চাপিয়েছি সেটার পিঠে। এই ষাঁড়টা বেশ কাজের। মাল বহনের কাজে প্রশিক্ষণ দিয়েছি আমি এটাকে, দরকার হলে পিঠে মানুষও নিতে পারে।

বিরতিহীনভাবে এগিয়ে চললাম সারাটা দিন। সন্ধ্যার দিকে থামলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, গভীর এক উপত্যকায় হাজির হয়েছি; ঠিক করলাম রাতটা এখানেই কাটাবো। সিংহের উৎপাত আছে আশপাশে, তাই সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখার আদেশ দিলাম আমার সহযাত্রীদেরকে।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে-না-উঠতেই আবার শুরু হলো আমাদের পথ চলা। অনেক কষ্ট করে একটা খাঁড়ি পার হয়ে সকাল দশটার দিকে গিয়ে হাজির হলাম ছোট্ট একটা প্রাকৃতিক গুহায়; ক্লাউস বলল এই গুহাতেই সে নাকি তার মনিবকে রেখে গিয়েছিল।

গুহার ভিতরটা একেবারে সুনসান। বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছি। পেরেইরা এখনও বেঁচে আছে কি না সন্দেহ হচ্ছে। যে-অবস্থায় ওকে রেখে গিয়েছিল ক্লাউস তারপর লম্বা সময় পার হয়েছে। এমনিতেই পেরেইরার মরে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া আগেই বলেছি সিংহের আনাগোনা আছে এই জায়গায়। কাজেই কেন যেন আমার সেই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো—মরে গেছে পেরেইরা। এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রশান্তি বোধ করতে লাগলাম। এই লোকটা আমার জন্য যতটা বিপজ্জনক, সারা আফ্রিকায় যত বর্বর আদিবাসী আর বুনো জন্তু আছে সব মিলেও ততটা বিপজ্জনক না। তারপরও অশুভ চিন্তাটা জোর করে সরালাম মন থেকে, একাই ঢুকলাম গুহার ভিতরে। মানুষের মড়া ছুঁতে, এমনকী কখনও কখনও দেখতেও ভীষণ ভয় পায় আদিবাসীরা, তাই ওরা দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে।

গুহাটা আসলে গভীর একটা গর্ত। পাহাড়ের দেয়াল থেকে নদীর উপর ঝুলে আছে বিশাল এক পাথর, বছরের পর বছর ধরে পানির অত্যাচারে ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে পাথরের গায়ে। নদীটাও এখন আর আগের মতো খরস্রোতা নেই, তা ছাড়া বছরের এই সময়ে পানিও নেমে গেছে অনেক নীচে, তাই গর্তওয়ালা পাথরটাকে গুহা হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। ভিতরটা স্বাভাবিকভাবেই বাইরের তুলনায় অন্ধকার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছি চোখে। একটু পর দেখতে পেলাম মানুষটাকে। গুহার শেষপ্রান্তে শুয়ে আছে সে। শুয়ে আছে না-বলে পড়ে আছে বললে বোধহয় ভালো হয়। একচুল নড়ছে না, প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই শরীরে। দেখে আরও একবার দৃঢ়ভাবে মনে হলো, পৃথিবীর সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে বেচারা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। আস্তে করে হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখলাম চেহারার উপর। হ্যাঁ, মড়ার মতোই ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে। সন্দেহ নেই, যে-লোকটা পড়ে আছে নিথর হয়ে সে পেরেইরা হোক বা দেবদূত, মরে গেছে অনেক আগেই।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম মড়াটার সামনে, তারপর হঠাৎ করেই ঘুরলাম। বের হবো এই অস্বস্তিকর গুহা ছেড়ে। গুহামুখের কাছটা যদি পাথর ফেলে ফেলে বন্ধ করে দেয়া যায় তা হলে এই জায়গা চমৎকার একটা কবর হবে নিঃসন্দেহে!

বাইরে পা দিয়েছি মাত্র, উজ্জ্বল সূর্যালোকে কুঁচকে গেছে ভ্রূ, চেঁচিয়ে ডেকে আমার লোকদেরকে পাথর যোগাড় করে আনতে বলবো, এমন সময় মনে হলো কে যেন খুবই দুর্বল গলায় ডাকছে পিছন থেকে—শোনা যায় কি যায় না। কল্পনা, ভেবে উড়িয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না, আবার ফিরে যেতে হলো গুহার ভিতরে। এই মড়া বা প্রায়-মড়া উদ্ধারের কাজটা পছন্দ হচ্ছে না একটুও। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম লোকটার পাশে। হৃদস্পন্দন টের পাওয়ার জন্য হাত রাখলাম তার বুকের উপর। টানা পাঁচ মিনিট বসে থাকলাম একই ভঙ্গিতে, কিন্তু কিছুই টের পেলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই মরে গেছে লোকটা। তারমানে কেউ ডাকেনি আমাকে। উল্টো ঘুরেছি, তখনই আবার সেই অতি-দুর্বল কণ্ঠে ডেকে উঠল লোকটা।

মরেনি পেরেইরা, তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর প্রাণবায়ু বের হবে।

ছুটে গেলাম গুহামুখের কাছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম কাফ্রিদেরকে। তারপর ধরাধরি করে পেরেইরাকে বাইরে নিয়ে এলাম। ওকে দেখে কাফ্রিরা তো বটেই, আমি পর্যন্ত আঁতকে উঠলাম। বীভৎস চেহারা হয়েছে ওর। কঙ্কালের উপর কোনোরকমে লেপ্টে আছে হলুদ চামড়া। নোংরা হয়ে গেছে পুরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরীর। শরীরের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, রক্ত বের হয়ে জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে।

সঙ্গে করে ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এসেছি। বের করলাম সেটা। কিছুটা খাইয়ে দিলাম ওকে। আবার হাত রাখলাম ওর বুকের উপর। হ্যাঁ, এবার অত্যন্ত দুর্বল গতিতে চলতে শুরু করেছে ওর হৃদপিণ্ড। তাড়াহুড়ো করে কিছু সুপ বানালাম, সবটুকু ঢেলে দিলাম ওর মুখের ভিতরে। আরও কিছুটা ব্র্যাণ্ডিও খাওয়ালাম। বোতলের ছিপি আটকাতে আটকাতে তাকালাম ওর দিকে। চেহারায় রঙ ফিরতে শুরু করেছে, এবার ওর দিকে তাকালে বোঝা যায় বেঁচে আছে মানুষটা।

তিন দিন ধরে নিবিড় শুশ্রূষা করলাম পেরেইরার। ওই সময়ে যদি দুই ঘণ্টার জন্যও কর্তব্যে ঢিল দিতাম, আমার বিশ্বাস আমার আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেত ওর জীবন। কারণ এই কাজে ক্লাউস বা অন্য কাফ্রিদের উপর একবিন্দু ভরসা করা যায় না। এই বর্বর লোকগুলো একপাল বন্য গরু সামলে রাখতে পারবে, কিন্তু একজন মুমূর্ষু লোকের পরিচর্যা করতে পারবে না। কিন্তু বাবা যেহেতু যাজক, প্রাথমিক চিকিৎসার অনেক কিছুই জানা আছে তাঁর, সঙ্গে থেকে আমিও টুকটাক শিখতে পেরেছি। আমার সেই জ্ঞানের সবটুকুই প্রয়োগ করলাম পেরেইরার উপর এবং তিন দিন পর জ্ঞান ফিরে পেল সে।

তখন গুহার মুখের কাছে শুইয়ে রেখেছি ওকে। এখানে পর্যাপ্ত আলো আছে, আবার ঝুলে-থাকা পাথরের একটা অংশ মাথার উপরে থাকায় সূর্যের অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারছে সে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। হঠাৎ করেই, আমাকে কিছুটা চমকে দিয়ে, কথা বলে উঠল দুর্বল কণ্ঠে, 'ঈশ্বর! তোমাকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইংরেজ ছোকরার সঙ্গে একবার এক শুটিংম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। আমাকে হারিয়ে দেয় ছোকরা। আর ওই ব্যাপারটা নিয়ে উম (চাচা) রেটিফের সঙ্গে মন কষাকষি হয় আমার। মেরি, মানে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা, সে আবার ওই বাঁদরটাকে খুব পছন্দ করত। তুমি যে-ই হও, ভাবতে ভালো লাগছে, অন্তত ওই ইংরেজ শয়তানটা না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ভুল হচ্ছে তোমার, হিয়ার পেরেইরা। আমিই সেই ইংরেজ বাঁদর। লোকে আমাকে অ্যালান কোয়াটারমেইন নামে চেনে। আমিই তোমাকে ওই শুটিংম্যাচে হারিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলে না? একদিক দিয়ে অবশ্য কাজটা করা উচিত—আমার মাধ্যমে তোমার জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি।'

'কী বললে?' পেরেইরার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন হিব্রু ভাষায় কথা বলছি আমি, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'বললাম তিন দিন ধরে শুশ্রূষা করছি তোমার। আমি না-থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে।'

'তুমি অ্যালান কোয়াটারমেইন! অদ্ভুত তো! আমি তো তোমার জীবন বাঁচাইনি, তা হলে তুমি আমার জীবন বাঁচালে কেন?' কেন যেন হাসল সে, যে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে তার জবাব দেয়ার সুযোগ না-দিয়ে পাশ ফিরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

এরপর থেকে দ্রুত সেরে উঠতে লাগল সে। দু'দিন পর ম্যারাইসের ক্যাম্পের দিকে ফিরে চললাম আমরা। স্থানীয় কায়দায় একটা পালকির মতো বানানো হয়েছে, তাতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে পেরেইরাকে, চার আদিবাসী মিলে বহন করছে সেটা। কাজটা করতে গিয়ে বার বার বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে ওরা, কারণ বন্ধুর পথে এই ভারী বোঝা নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁটতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে ওদের। আবার ওদের কেউ একজন যতবার হোঁচট খাচ্ছে ততবার ঝাঁকি খেয়ে জোরে নড়ে উঠছে পালকিটা, ঝাঁকি খাচ্ছে পেরেইরাও, তখন গলা ফাটিয়ে গালমন্দ করছে সে লোকগুলোকে। ওর সেই গালিগালাজ, অভিশাপ, আর হুমকি শেষপর্যন্ত সহ্য করতে পারল না এক কাফ্রি—লোকটা কিছুটা বদমেজাজী স্বভাবের—পেরেইরার মুখের উপর বলে দিল ইক্কস, মানে আমি না-থাকলে এতক্ষণে অ্যাসেগাই দিয়ে এফোঁড়ওফোঁড় করে ফেলত ওকে, তারপর শকুনের পাল যাতে ছিঁড়ে খেতে পারে সেজন্য ফেলে রাখত ওর লাশ। শুনে সুবোধ বালকের মতো চুপ মেরে গেল পেরেইরা। যখন বুঝলাম আর পারছে না "বেহারারা" তখন পালকি থেকে নামালাম ওকে, চড়িয়ে দিলাম ষাঁড়ের পিঠে। চার আদিবাসীর দু'জন তখন দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল ষাঁড়টাকে, বাকি দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে থাকল পেরেইরাকে যাতে উল্টে না-পড়ে সে। পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম আমি। এভাবে চলতে চলতে এক সন্ধ্যায় হাজির হলাম ক্যাম্পে।

সবার আগে আমাদেরকে "স্বাগত" জানালেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি, হরিণ চলাচল করে এ-রকম একটা পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ওই পথ ধরেই ক্যাম্পে ফিরছিলাম আমরা। ওয়্যাগনগুলো থেকে তখনও সিকি মাইলের মতো দূরে আছি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছা করেই এতদূর এসেছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। আসার সময় শেষবার যখন আগুন জ্বালিয়েছি আমরা, হয়তো কোনো পাহাড়ের উপর চড়ে তার ধোঁয়া দেখেছেন তিনি। কোন্ পথে ফিরবো বুঝতে পেরে হাজির হয়ে গেছেন আগেভাগেই। চওড়া কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। দু'পা কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে, তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট অবজ্ঞা। বুঝলাম খবর

www.BanglaBook.org

আছে পেরেইরার। থামতে বাধ্য হলাম।

'আহ! এলে তা হলে, হার্নান পেরেইরা,' চড়া গলায় শুরু হলো তাঁর সম্ভাষণ, 'তা-ও আবার ষাঁড়ের পিঠে চড়ে, নাকি? বাপদাদার কাছ থেকে সবসময় শুনেছি ব্যাটামানুষ নাকি পায়ে হাঁটে, আর মহিলাদেরই নাকি বাহনের দরকার হয়। কথাটার উপযুক্ত প্রমাণ পেলাম আজ। যা-হোক, তোমাকে এতদিন না-দেখে, বলা ভালো এতদিন ধরে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না-পেরে ছটফট করছিলাম। আজ প্রথম সুযোগেই সেরে ফেলি কাজটা। কারণ তোমার তো আবার উধাও হয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। আচ্ছা বলো তো, সেদিন রাতের বেলায় চুপিচুপি ওই একটা মাত্র ঘোড়া আর সব বারুদ নিয়ে কীভাবে কেটে পড়তে পারলে তুমি?'

'আমি আপনাদের জন্য সাহায্যের খোঁজে গিয়েছিলাম,' গোমড়ামুখে জবাব দিল পেরেইরা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু মুশকিলের কথা কী জানো, কোন্ জিনিসটা কোথায় খুঁজতে হয় তা আসলে শেখানো হয়নি তোমাকে। তাই পরে তোমাকে খুঁজতেই ক্যাম্প থেকে লোক পাঠাতে হলো। তা, কথায় কথায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ফুটানি করা তোমার স্বভাব, তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য অ্যালান কোয়াটারমেইনকে কী দেবে, শুনি? আফসোস করো কিছুই না দিতে পারতে, কিন্তু বেহায়া নদীটা তোমার সব সোনাদানা গিলে খেয়েছে। তা হলে আর কী, জান বাঁচানোর বিনিময়ে এখন থেকে না-হয় সেবাযত্ন কোরো ওর।'

জবাবে বিড়বিড় করে এমন কিছু বলল পেরেইরা যা একজন খ্রিস্টানের মুখে শোভা পায় না।

ওর কথাটা শুনতে পাননি ভ্রাউ প্রিন্সলু। বলে চললেন তিনি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভেবো না অ্যালানের পক্ষে ওকালতি করার জন্য এসে দাঁড়িয়েছি এখানে। সে একজন খাঁটি মানুষ—নিজের স্বার্থের কথা না-ভেবে অন্যের উপকার করে। তোমার ব্যাপারে নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা আছে আমার, সেগুলো জানানোর জন্যই এসেছি এখানে তুমি একটা উদবিড়াল। শুনেছ কী বলেছি? উৎকট গন্ধের কারণে তোমার ধারেকাছে মানুষ তো পরের কথা নেড়িকুত্তাও ঘেঁষে না। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতকও। হিয়ার ম্যারাইসকে ভুলিয়েভালিয়ে এই মরার দেশে নিয়ে এসেছ, সঙ্গে করে আসতে বাধ্য করেছ আমাদেরকে। আসার আগে বলেছিলে তোমার কোন্ কোন্ আত্মীয় নাকি থাকে এখানে, তারা থাকার জন্য জমি আর কাজে লাগানোর জন্য টাকা দেবে আমাদেরকে। কোথায় তোমার সেই আত্মীয়রা? তোমার গন্ধে টিকতে পারবে না বুঝতে পেরে তোমার আসার খবর শুনে তোমার মতোই পালিয়েছে বুঝি? এখানে এলাম আমরা, জ্বরের প্রকোপের মধ্যে পড়লাম, খাবারের অভাব দেখা দিল। তখন পালালে তুমি। আমরা বাঁচবো না মরবো না-ভেবে নিজে বাঁচার জন্য পালালে। বাঁচতে গিয়ে মরতে বসলে। লোক মারফত সাহায্য চেয়ে পাঠালে। যার সঙ্গে সামান্য এক শুটিংম্যাচে প্রতারণা করেছ সে-লোক গিয়ে বাঁচাল তোমাকে। মেরি এই লোককে ভালোবাসে জানার পরও জোর করে বার বার বিয়ে করতে চেয়েছ মেয়েটাকে। ঈশ্বর! ঈশ্বর কেন তোমার মতো মানুষদেরকে বাঁচিয়ে রাখে বুঝি না। তোমার মতো উদবিড়ালদের কারণে ভালো সৎ আর নিষ্পাপ লোকদেরকে কেন তিনি কবরে নেন বুঝি না।'

কানে আঙুল দিল পেরেইরা, ভ্রাউ প্রিন্সলুর নির্জলা সত্যি কথাগুলো সহ্য করতে পারছে না। সারা দিন পার হয়ে যাবে তা-ও ভ্রাউ প্রিন্সলুর গালমন্দ শেষ হবে না বুঝতে পেরে একরকম

www.BanglaBook.org

জোর করেই সরিয়ে দিলাম তাঁকে। তারপর গিয়ে হাজির হলাম ক্যাম্পে।

দূর থেকে আমাদেরকে আসতে দেখেছে বোয়ারা, জড়ো হয়েছে একজায়গায়। মালেবোঝাই একটা ষাঁড়ের পিঠে বসে আছে পেরেইরা, দু'দিক থেকে দুই কাফ্রি ধরে আছে ওকে, পিছন পিছন হাঁটছেন আর সমানে অভিশাপ দিয়ে চলেছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু—দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করছিল পেরেইরা, এবার আর পারল না, ভ্রাউ প্রিন্সলুর চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ফিরে এসেছি, আমাকে বরণ করে নেয়ার এই কায়দা তোমাদের? শুয়োরের পাল, আমি কে জানো? আমার মতো উচ্চশিক্ষিত আর পয়সাওয়ালা লোক বোয়াদের মধ্যে ক'জন আছে?'

'এতই উচ্চশিক্ষিত আর এতই পয়সাওয়ালা হলে,' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মেয়ারও, চেহারা লাল হয়ে গেছে তাঁর, 'আমাদের এখানে এলে কেন? যখন আমরা খিদায় মরতে বসেছিলাম তখন তোমার এই শিক্ষা আর পয়সা কোথায় ছিল? নাকি আরও কিছু শিক্ষা আর পয়সা নিয়ে আসার জন্য সটকে পড়েছিলে চোরের মতো? এখন এই ইংরেজ ভদ্রলোকের কারণে যথেষ্ট খাবার আছে আমাদের কাছে; নিজে মরতে বসেছিলে অনাহারে, তাই সুরসুর করে চলে এসেছ শুয়োরের খোঁয়াড়ে, নাকি? এই ক্যাম্প যদি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকত তা হলে তোমার হাতে একটা বন্দুক আর ছ'দিনের রসদ ধরিয়ে দিয়ে পাছায় লাথি মেরে বের করে দিতাম। বলতাম, যা নিজেরটা নিজে করে খা।'

'চিন্তা কোরো না, মেয়ার,' ষাঁড়ের পিঠে-বসা পেরেইরা চেঁচিয়ে বলল, 'একটু সুস্থ হলেই তোমাদেরকে এই ইংরেজ ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে রেখে চলে যাবো আবার,' ইঙ্গিতে দেখাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে। 'গিয়ে আমার লোকদেরকে বলবো তোমরা কোন্ জাতের মানুষ।'

অবিচলিত ভঙ্গিতে এতক্ষণ পাইপ টানছিলেন বৃদ্ধ প্রিন্সলু, মুখ থেকে পাইপটা সরালেন তিনি এবার। 'তুমি এখানে থাকবে না শুনে ভালো লাগল। যত তাড়াতাড়ি পারো সুস্থ হয়ে বিদায় হও এই ক্যাম্প থেকে, হার্নান পেরেইরা।'

এতক্ষণে মেরিকে নিয়ে হাজির হলেন ম্যারাইস। কোত্থেকে উদয় হলেন তিনি জানি না, তবে আমার মনে হয় এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তাঁর ভাগ্নেকে দেখে কী বলে অন্য বোয়ারা।

'চুপ করো ভাইয়েরা,' স্বভাবসুলভ ধীরস্থির কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন তিনি, 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে আমার ভাগ্নে, ওর সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করছ তোমরা? অথচ তোমাদের উচিত ছিল হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। পেরেইরাকে নতুন জীবন দিয়েছেন তিনি।'

'তা হলে অপেক্ষা করছেন কীসের জন্য?' রাগে রীতিমতো কাঁপছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'এখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ুন, হেনরি ম্যারাইস। যত খুশি ধন্যবাদ দিতে থাকুন ঈশ্বরকে। আমি তো মনে করি তাঁকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয় তা হলে অ্যালানের নিরাপদে ফিরতে পারার জন্য দেয়া উচিত। শুনুন, কী উচিত আর কী অনুচিত তা আমাদেরকে না-শিখিয়ে আপনার বোনপোকে শেখান। হুঁহ, ধন্যবাদ! যদি অ্যালান একা ফিরত আর এই উদবিড়ালটা ওর সঙ্গে না-থাকত তা হলে আপনি বলার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়তাম আমি। এই পর্তুগিজটা কি আপনাকে যাদু করেছে? ওর টান এত টানেন কেন? নাকি আপনার ভাবতে ভালো লাগে আপনার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করতে চায় সে? নাকি আপনার অতীত জীবনের গোপন কোনো ঘটনা জানে সে

www.BanglaBook.org

যার কারণে সবসময় হুজুর-হুজুর করেন ওকে?'

সত্যিই তো! এটা তো আগে কখনও ভাবিনি? ভ্রাউ প্রিন্সলু হয়তো রাগের মাথায় বলে ফেলেছেন শেষের কথাটা, কিন্তু কথাটা সত্যি হতে পারে। অনেকদিন থেকে চাপা পড়ে আছে এ-রকম কোনো ঘটনা কি আঁচ করতে পেরেছেন তিনি? জানি না। অনেকেই যুবক বয়সে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যা, পরিণত বয়সে এসে কিছুতেই চায় না প্রকাশিত হোক। হেনরি ম্যারাইস কি সে-রকম কিছু করেছেন? পেরেইরা তাঁর বোনের ছেলে—মা'র কাছ থেকে এ-রকম গোপন কোনো পারিবারিক ঘটনা জেনেও থাকতে পারে সে।

ভ্রাউ প্রিন্সলুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালাম ম্যারাইসের দিকে। আশ্চর্য! একপশলা বৃষ্টির আগে আকাশ যেভাবে হঠাৎ করেই কালো হয়ে যায় ঠিক যেন সেভাবে কালো হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। রাগে থমথম করছে। রাগ সামলাতে পারলেন না তিনি, ফেটে পড়লেন রীতিমতো, অভিশাপ দিতে লাগলেন ভ্রাউ প্রিন্সলুকে। অভিশাপ দিলেন প্রত্যেককে। বললেন আকাশ থেকে ঈশ্বরের অভিশাপ নামবে সবার উপর। বললেন এসব আসলে তাঁর এবং তাঁর ভাগ্নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, আর আমিই নাকি সবকিছুর মূলে। আমি নাকি ভুলিয়েভালিয়ে আমার কুৎসিত চেহারা আর বেঁটে শরীরের প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছি তাঁর মেয়েকে।

আরও কী কী বলেছিলেন তিনি এখন আর মনে নেই। তবে এটা মনে পড়ে, তাঁর সেই জঘন্য কথাগুলো শুনে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয় মেরি, দৌড়ে পালিয়ে যায়। একে একে বিদায় নেয় বোয়ারাও। যাওয়ার আগে কেউ একজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'এতদিন ভাবতাম কবে যেন পাগল হয়ে যায় ম্যারাইস। আজ

www.BanglaBook.org

শেষপর্যন্ত ওর মাথাটা খারাপ হয়েই গেল!'

দু'হাত আকাশের দিকে তুলে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেলেন ম্যারাইসও।

ধাক্কা দিয়ে দুই কাফ্রিকে সরিয়ে দিল পেরেইরা, পিছলে নামল ষাঁড়ের পিঠ থেকে। দুর্বল শরীরে যত দ্রুত সম্ভব হেঁটে পিছু নিল মামার।

ভ্রাউ প্রিন্সলুর পাশে একা দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। ওই দুই কাফ্রি ছাড়া বাকি আদিবাসীরাও চলে গেছে। পেরেইরাকে ধরে রাখতে হয়েছিল বলে রয়ে গিয়েছিল কাফ্রি দু'জন, এখন ওরাও ধীর পায়ে বিদায় নিচ্ছে। সাদাচামড়ার লোকেরা যখন ঝগড়া করে তখন কেন যেন কালোচামড়ার লোকেরা আশপাশে থাকে না। বোধহয় জানে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে আর কিছু পারুক বা না-পারুক হাতের সামনে পেলে ওদেরকে ধরেই নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করবে সাদাচামড়ার তথাকথিত সভ্য মানুষরা!

'দেখেছ, অ্যালান,' ভ্রাউ প্রিন্সলুর মৃদু কণ্ঠে বিজয়ের সুর, 'জায়গামতো হাত দিয়ে ফেলেছি আমি। খসে পড়েছে ম্যারাইসের মুখোশ। ভালোই হলো—তাঁর আসল চেহারাটা আজ দেখা হয়ে গেল সবার। আমি নিশ্চিত কিছু একটা করেছেন তিনি অতীতে এবং পেরেইরা তা ভালোমতোই জানে।'

'হুঁ,' একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি পেরেইরার গমনপথের দিকে, 'তবে আমার মনে হয় কী, মাইনহেয়া ম্যারাইসের এই অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না-করাটাই ভালো।'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন ভ্রাউ প্রিন্সলু।

'কারণ আপনি যত ঘাঁটতে যাবেন তত ক্ষেপবেন ম্যারাইস। কিছু কিছু খচ্চর থাকে, জানেন কি না জানি না, শরীরের কোথাও-না-কোথাও দগদগে ঘা বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। এমনিতে ভালো

www.BanglaBook.org

আর শান্তশিষ্ট, কিন্তু যেইমাত্র আপনার হাত পড়বে ওই ঘা-এ, পাগল হয়ে যাবে খচ্চরটা। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে, সমানে লাথি মারতে থাকবে।'

'যত খুশি চেঁচাক আর লাথি মারুক ম্যারাইস, আমার কী?'

'আপনার হয়তো কিছু না, কিন্তু আমার জন্য অনেক কিছু।'

'মানে?'

'মানে আপনার বেলায় শুধু চেঁচাবেন তিনি, লাথিগুলো কিন্তু জুটবে আমার কপালেই।'

'এটা কি তোমার জন্য নতুন কিছু? তাঁর লাথি কি আগেও খাওনি তুমি? প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করছেন তিনি। তোমার কাজ হলো যখন তিনি লাথি মারার জন্য পা তুলবেন তখন নিশ্চিত থাকা, তাঁর পা যতদূর যায় তারচেয়ে নিরাপদ দূরত্বে আছো। অ্যালান, এই জীবনে তো কম দেখলাম না: তুমি ভালো ছেলে, একটা কথা বলে রাখি। তোমার সামনে খারাপ সময় আসছে। খুবই খারাপ সময়। ওই উদবিড়াল আর ওই খচ্চরটার ব্যাপারে সাবধান থেকো সবসময়। তুমি ওদের যত উপকারই করো না কেন তোমার কোনো-না-কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই ওরা। মেরি ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, মনটা বাপের মতো ছোট না, তারপরও তোমার জন্য কিছু করার উপায় নেই বেচারীর। বেশির থেকে বেশি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না-করে কাটিয়ে দিতে পারবে সারাজীবন, অথবা তুমি জোর করলে নিজেকে কলঙ্কিত করতে রাজি হয়ে যাবে; কিন্তু তাতে কী লাভ হবে শেষপর্যন্ত?'

জবাব দিলাম না। এই ক্যাম্প, এই মালভূমি, দূরের ওই দিগন্ত, রোদেপোড়া চিরচেনা আফ্রিকার প্রকৃতি—সব যেন একনিমেষে নরকে পরিণত হয়েছে আমার কাছে। টের পাচ্ছি

www.BanglaBook.org

চারপাশে জ্বলতে শুরু করেছে অশান্তির আগুন, মেরি নামের সেই শান্তির মেঘ আমার ভাগ্যের আকাশে নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, তাকিয়ে থাকলেন মাটির দিকে। তারপর মুখ তুলে বলতে লাগলেন আবার, 'অ্যালান, তোমাকে বলেছিলাম পেরেইরাকে খুঁজতে যাওয়ার ভান কোরো, ফিরে এসে বোলো ওকে পাওনি। আমার উপদেশ শোনোনি তুমি। এবার আরেকটা উপদেশ দিচ্ছি। বিচার-বিবেচনা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তোমার তা হলে রেখো আমার কথাটা।'

'কী?' আমার মনে সন্দেহ, এমন কিছু বলবেন ভ্রাউ প্রিন্সলু যা রাখা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কারণ বেশিরভাগ মহিলার মতো নৈতিকতার উপরে আবেগকে ঠাঁই দেন তিনি। এবং মনে করেন তিনি যা বলছেন বা করছেন তা-ই ঠিক।

'শোনো,' মা যেভাবে ছেলেকে বোঝায় সেভাবে আমাকে বলতে লাগলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'মেরিকে নিয়ে জঙ্গলে দু'রাত কাটিয়ে এসো। আমিও যাবো, সঙ্গে থাকবে বাইবেল। যাজকের ভূমিকা পালন করবো আর কী—তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো মেয়েটাকে।'

ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। গহীন জঙ্গলের ভিতরে বিয়ে হচ্ছে আমার আর মেরির। বাইবেল হাতে নিয়ে বিয়ে পড়াচ্ছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। একটা আকর্ষণ আছে ব্যাপারটার মধ্যে, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার গন্ধ আছে। তারপরও উদ্ভট ছাড়া আর কিছু না। হেসে ফেললাম আমি।

'হাসলে কেন, অ্যালান? যে-কেউ বিয়ে পড়াতে পারে, জানো? তা ছাড়া বর আর কনে যখন রাজি থাকে তখন আবার যাজকের দরকার হয় নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়ে পড়ানোর ব্যাপারে আইন বা ধর্মে কী আছে তা নিয়ে অন্তত ভ্রাউ প্রিন্সলুর সঙ্গে তর্ক করার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। বললাম, 'জঙ্গলে যেতে অথবা আপনাকে যাজক মানতে অসুবিধা নেই আমার। কিন্তু হিয়ার ম্যারাইসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মেরি প্রাপ্তবয়স্কা না-হওয়া পর্যন্ত ওকে বিয়ে করবো না। এখন যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তা হলে সবার চোখে অসৎ হয়ে যাবো।'

'অসৎ!' চরম ঘৃণা নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'অসৎ! তা ম্যারাইস আর হার্নান পেরেইরা কত বড় সৎ লোক শুনি একটু? ওরা তোমার সঙ্গে যে-রকম সততার পরিচয় দিয়েছে একই রকম সততার পরিচয় ওদের সঙ্গে দিতে তোমার অসুবিধা কী? এসব ফালতু সততার কথা ভুলে যাও। তা না-হলে পরে পস্তাবে বলে রাখলাম,' তীব্র অসন্তোষ নিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলাম নিজের ওয়্যাগন দুটোর কাছে। হ্যান্স অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমার অনুপস্থিতিতে এই ক'দিন যা যা ঘটেছে সে-ব্যাপারে বিস্তারিত আর অফুরন্ত "প্রতিবেদন" আছে ওর কাছে। আমাকে দেখামাত্র সেসব শোনাতে শুরু করল সে।

একটা ষাঁড় অসুস্থ হয়ে মারা গেছে, তা ছাড়া বাকি সব খবর ভালো। হ্যান্সের লম্বা কাহিনী শুনে শেষ করার পর খেয়ে নিলাম। আমার জন্য খাবার রান্না করে পাঠিয়ে দিয়েছিল মেরি। খাওয়া শেষ করে ঘুমাতে যাবো ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ করেই দেখি ক্যাম্পফায়ারের আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে মেরি। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম বিছানা ছেড়ে, ছুটে গেলাম ওর কাছে।

'তোমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে ভাবতেই পারিনি,' সত্যিই খুব খুশি লাগছে আমার।

'গেলে না কেন আমাদের ওখানে?' অভিমানের সুরে বলল

www.BanglaBook.org

মেরি। 'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'আসলে...' সত্যি কথাটা বলে মেরির মন খারাপ করে দিতে চাচ্ছি না, তাই অজুহাত দিলাম, 'অনেক দূর থেকে এসেছি তো. ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তা ছাড়া ক্যাম্পে আসার পর যে-ঘটনা ঘটল পেরেইরাকে নিয়ে...'

আমাকে টেনে অন্ধকারে নিয়ে গেল মেরি। 'বুঝেছি। ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ মন খারাপ করে আছেন বাবা। শেষপর্যন্ত পাগলই হয়ে গেলেন কি না তিনি কে জানে! আর ভ্রাউ প্রিন্সলুও কথা বলতে জানেন! মুখ তো না যেন সাপের ফণা!'

'পেরেইরার কী খবর?'

'আসার আগে দেখলাম আমাদের পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে। কাহিল হয়ে পড়েছে। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল ওকে।'

'এতদিন পর তোমাকে দেখে কিছু বলেনি?'

'বলেনি আবার? দেখামাত্র জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল আমাকে। চুমু খেতে চেয়েছিল।'

ধক করে উঠল আমার বুকের ভিতরে। 'তারপর?'

'ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম ওকে। তোমার আর আমার মধ্যে কী হয়েছে বললাম। জানালাম আগামী ছ'মাসের মধ্যে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা।'

'শুনে কী বলল সে?'

'বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "মামা, এসব কী বলছে মেরি?" বাবা বললেন, "ঠিকই বলছে। ওই ইংরেজটাকে শান্ত করার আর কোনো উপায় ছিল না আমার কাছে। তা ছাড়া তখন তুমিও নেই। কাজেই পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।"'

'আচ্ছা?' আগ্রহ বোধ করছি। 'তারপর কী হলো?'

'কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল হার্নান। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, "বুঝেছি। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আপনাদের সবার ভালোর জন্য, সবাইকে বাঁচানোর জন্য সাহায্যের খোঁজে গিয়েছিলাম, আর সেই যাওয়াটাই কাল হলো আমার জন্য। সাহায্য তো আনতে পারলামই না, উল্টো হাতছাড়া হয়ে গেল মেরি। সুযোগ বুঝে হাজির হয়ে গেল ইংরেজটা। আপনাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নায়ক বনে গেল। অবশ্য পরে আমার জীবনও বাঁচিয়েছে সে। মামা, এসবের পিছনে ঈশ্বরের হাত আছে বলে মনে হচ্ছে আমার। ঈশ্বর ওকে ব্যবহার করেছেন যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। যা-হোক, ছ'মাসের আগে মেরিকে বিয়ে করবে না বলে কথা দিয়েছে সে; কোনো কোনো ইংরেজ আবার মহাবোকা হয়—ক্ষতি স্বীকার করে হলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ছ'মাসের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, তা-ই না?"'

'তোমার সামনেই এসব কথা বলেছে?' জানতে চাইলাম।

'না, অ্যালান। নলখাগড়া দিয়ে একটা দেয়ালের মতো বানিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা আছে আমাদের ঝুপড়িটা। আসলে একটা ঘরকেই দুটো ঘরের মতো বানিয়েছি। এক ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছিল হার্নান, আরেক ঘরে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সব শুনছিলাম আমি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওর বড় বড় কথা আর সহ্য হলো না, গিয়ে ঢুকে পড়লাম ওই ঘরে। কোনো ভূমিকা না-করেই বললাম, "আমি কোনোদিনও তোমাকে বিয়ে করবো না, হার্নান।" শয়তানটা বলল, "ঠিক আছে, দেখা যাক কী হয়।" তখন বললাম, "দেখা যাক না, কী হবে ভালোমতোই জানা আছে আমার। অ্যালান যদি আগামীকালও মারা যায় তা হলেও তোমাকে বিয়ে করবো না। বিশ বছর পরেও না। তোমার জীবন বাঁচিয়েছে সে, সেজন্য আমি খুশি; কিন্তু এর বেশি কিছু মনে কোরো না দয়া করে। আজ থেকে তুমি আর আমি ভাইবোন ছাড়া

www.BanglaBook.org

আর কিছু-না।" এমন সময় বাবা বললেন, "এসব বাদ দিলে হয় না, হার্নান? মেরি কী বলল তা তো শুনলেই, ওকে বাধা দিলে ফল ভালো হবে বলে মনে হয় না।" হার্নান বলল, "বাধার মতো বাধা দিতে পারলে ফল খারাপ হওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না। ছ'মাস বেশ লম্বা সময়, মামা।" আমি বললাম, 'হতে পারে। তবে মনে রেখো, ছ'মাস, ছ'বছর অথবা ছ'হাজার বছর—যা-ই হোক না কেন অ্যালান কোয়াটারমেইনকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো না আমি। বুঝতে পেরেছ?" শয়তানটা বলল, "বুঝেছি। আমাকে বিয়ে করবে না তুমি। আমার নামও হার্নান্দো পেরেইরা। আমিও কসম খেয়ে বলছি, অ্যালান কোয়াটারমেইন অথবা অন্য কাউকে যাতে বিয়ে করতে না-পারো সে-ব্যবস্থা করবো।"'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'পানি তো তা হলে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে!'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেরি। 'হার্নানের শেষের কথাটা শুনে খুব রাগ হলো আমার, কিন্তু সংযত রাখলাম নিজেকে। শুধু বললাম, "এ-ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেয়ার ঈশ্বরই নেবেন।" তারপর সোজা বের হয়ে চলে এলাম ঘর ছেড়ে।'

দূরের ঝোপঝাড়ে জ্বলছে-নিভছে জোনাকির আলো। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সেদিকে। কিছু বলছি না।

'চুপ করে আছো যে?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরি।

'কী বলবো, বলো?'

'আমরা আলাদা হওয়ার পর যা যা ঘটেছে সব বলো আমাকে।'

বলতে শুরু করলাম। ভ্রাউ প্রিন্সলুর উপদেশবাণীও বাদ গেল না।

'বুড়িকে মানা করে দিয়ে ঠিক কাজই করেছ,' আমার বলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ হলে মন্তব্য করল মেরি। 'আবার তাঁর কথাটা কিন্তু ফেলেও দেয়া যায় না। যা বলেছেন তিনি বুঝেশুনেই বলেছেন। তবে আসল কথা হচ্ছে, হার্নান্কে কেন যেন ভীষণ ভয় লাগছে আমার। যেভাবেই হোক বাবাকে করায়ত্ত করে ফেলেছে সে। তারপরও, যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা সেহেতু কথা রাখতেই হবে আমাদেরকে। টের পাচ্ছি আমাদের সামনে খুব খারাপ সময় আসছে, কিন্তু প্রকৃত ভদ্রতার পরিচয় দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় কি আছে আমাদের কাছে?'

জবাব দিলাম না। জোনাকি পোকাগুলো যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে আমাকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি ডজন ডজন আলোকবিন্দুর জ্বলা-নেভার খেলা।

এগারো

ম্যারাইসের ক্যাম্পে পৌঁছানোর একদিন পর।

কয়েকজন বোয়াকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় আমার কাছে এসে হাজির হলো পেরেইরা। আমার হাত ধরে ওর জীবন বাঁচানোর জন্য উচ্চকণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল আমাকে। বলল, আমি নাকি ওর মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও বেশি আপন হয়ে গেছি। আমাদের মধ্যে নাকি রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জবাবে বললাম, 'কেউ কারও জীবন বাঁচালে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বলে শুনিনি কখনও। তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচানোটা আমার কর্তব্য ছিল, এর বেশি কিছু না। এই ব্যাপারে এর বেশি কিছু বলারও নেই আমার।'

'ঠিক আছে, তা হলে অন্য ব্যাপারে কথা বলি আমরা,' বেহায়ার মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল পেরেইরা, 'কিছু টাকা ধার দাও আমাকে।'

'টাকা?' আমার নিজের টাকার বেশিরভাগই খরচ হয়ে গেছে, আর ম্যারাইসের যে-টাকাটা ছিল আমার কাছে তা হস্তান্তর করে ফেলেছি আগেই।

'মানে মালপত্র আর কী।'

দাঁত বের করে হাসছে পেরেইরা, আমার কাছে বানরের ভেংচির মতো লাগছে হাসিটা। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ মালপত্রের দরকার হলো কেন তোমার?'

'কী করবো বলো? থাকতে এসেছিলাম এখানে, এই নাকউঁচু বোয়ারা আমাকে জাতভাই হিসেবে স্বীকার করল না, একরকম দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। বিষ-জিহ্বার ভ্রাউ প্রিন্সলু সবার সামনে এমন অপমান করলেন আমাকে...। তুমি তো নিজের চোখেই সব দেখেছ, নিজের কানেই সব শুনেছ। শেষপর্যন্ত মামার সঙ্গে কথা বলে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখান থেকে চলে যাবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এবং যেখানেই যাই একা যাবো।'

'আগেরবার যেখানেই গেছ বলতে গেলে একাই ছিলে। পরিণতি কী হয়েছিল ভেবে দেখো।'

'ভেবেছি। কপালে যা লেখা ছিল তা হয়েছে। এবারও যা লেখা আছে হবে। আমার কোনো উপায় নেই আসলে। গতকাল এখানে পা দেয়ামাত্র যে-ব্যবহার পেয়েছি...। আমার সঙ্গে আমার জাতভাইয়েরা এত খারাপ আচরণ করবে জানলে আসতামই না।

www.BanglaBook.org

যত দিন যাবে, আমার প্রতি ওদের দুর্ব্যবহার তত বাড়বে। তারচেয়ে আমার চলে যাওয়াটাই কি ভালো না? আমার ক্ষতি হলেও যদি সুখে থাকতে পারো তোমরা তা হলে তা-ই চাই আমি।'

ভূতের মুখে রাম নাম? চুপ করে থেকে ওর মতলবটা কী ভাবছি, এমন সময় আবার বলে উঠল সে, 'তা ছাড়া আরও কথা আছে, যখন জানতে চেয়েছ বলেই ফেলি। আসার পর থেকেই দেখছি আমার বাগ্‌দত্তা মেরির সঙ্গে সারাদিন ভাবের বিনিময় চলে তোমার। আর তোমাকে দেখলে সে-ও খুশিতে এমন গদগদ হয়ে ওঠে যেন অনেক দিন পর স্বামী এসেছে বাড়িতে। তোমাদের এই প্রেম প্রেম খেলা দেখাটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তোমরা নাকি চুমুও খেয়েছ একজন আরেকজনকে, মেরি নিজে বলেছে।'

আমি বললাম, 'বাগ্‌দানের কথা যদি বলো তা হলে মেরিকে ছেড়ে, আমাদেরকে ছেড়ে যত দূরে পারো চলে যাও, আপত্তি করবো না। আমাকে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বাগ্‌দান হয়নি ওর, অন্তত স্বেচ্ছায় তো না-ই। আর প্রেম প্রেম খেলার কথা বলছ? বিপদের সময় তুমি যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়েছ, জান বাজি রেখে তাকে বাঁচিয়েছি আমি। এটা তোমার দৃষ্টিতে প্রেম প্রেম খেলা? তা হলে বলতেই হয় খেলাটা তুমিই খেলছ, আমি না। কারণ মেরি তোমার কেউ না, অথচ আমার হবু স্ত্রী। আরেকটা কথা মনে রেখো, আমি যদি না-আসতাম এখানে তা হলে মেরি তো পরের কথা ওর লাশ নিয়েও ঝগড়া করার মতো সুযোগ পেতাম না আমরা। আমাদেরকে সে-সুযোগ দিত না শকুনের পাল। আমি যদি না-আসতাম তা হলে আজ এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মতো সৌভাগ্যটুকুও হতো না তোমার।'

'তোমাকে তা হলে কী বলা যায়, বলো তো?' পেরেইরার

www.BanglaBook.org

কণ্ঠে খাঁটি ব্যঙ্গ, 'দেবতা? যাকে যখন খুশি জীবন দান করো তুমি? শোনো, এত বড়াই কোরো না। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন ওদেরকে, তুমি না।'

'অস্বীকার করছি না এবং করছিও না ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন তোমাদেরকে। কিন্তু তিনি নিজে এখানে এসে নিশ্চয়ই করেননি কাজটা। বরং আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। যাদেরকে ফেলে চলে গিয়েছিলে তারা ইংরেজ না বোয়া না-ভেবে এসেছি আমি এখানে। ঠিক একইভাবে তোমার শুশ্রূষা যখন করেছি তখন কিন্তু ভাবিনি তুমি আমার বন্ধু না শত্রু।'

'আমি ওদেরকে ফেলে যাইনি!' চেঁচিয়ে উঠল পেরেইরা, 'ওদের জন্য সাহায্যের খোঁজে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' এবার আমার কণ্ঠে ব্যঙ্গ, 'একটা মাত্র ঘোড়া ছিল, ওদেরকে সাহায্য করতে হবে জেনে সেটা এবং সবটুকু বারুদ নিয়ে গিয়েছিলে, তা-ই না? ক্লাউস বলেছে শিকার করে খেয়েছ তোমরা; তখন একটাবারও মনে হয়নি ঘোড়া তো আছেই, শিকারটা পৌঁছে দিই হিয়ার ম্যারাইসের ক্যাম্পে। কোন্ জায়গায় গিয়েছিলে শিকারের খোঁজে, শুনি? দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গল আমাকে চেনাতে চাও?'

চুপ করে আছে পেরেইরা।

'এই আলোচনা আবার শুরু করার মানে হয় না, হিয়ার, পেরেইরা,' বলে চললাম। 'আমরা বরং বাদ দিই এসব। কাজের কথা বলি। ধরো না যা চাইছ সেসব ধার দিলাম তোমাকে। বিনিময়ে কী দেবে?'

'যা নেবো তার দ্বিগুণ।'

ভাবনায় মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার সহজাত প্রবৃত্তি সতর্ক করছে আমাকে: সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ভণ্ড আর বিশ্বাসঘাতক

www.BanglaBook.org

লোকটা আবারও কোনো-না-কোনো বদমতলব নিয়ে হাজির হয়েছে, আবারও কোনো-না-কোনো ক্ষতি করবে আমার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওর মতলবটা বুঝতে পারছি না। সে যদি আমাদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত না-যায় তা হলে আমাদের যাত্রা যে সুখকর হবে তাতে সন্দেহ নেই। আর সে যদি যায় তা হলে এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, যাত্রা শেষ হওয়ার আগে আমাদের কেউ-না-কেউ মরবে। যেহেতু মেরিকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই ওর সঙ্গে আমার দা-কুমড়া সম্পর্ক, কাজেই মৃত্যুটা কার হতে পারে সে ব্যাপারেও সন্দেহ থাকার কথা না। এই দেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে অসভ্য; এখানে সাক্ষী নেই, আইন-আদালত নেই। এখানে জোর যার মুল্লুক তার। এখানে কত মেরির জন্য কত অ্যালান কোয়াটারমেইন মরে পড়ে থাকছে বনেজঙ্গলে তার হিসাব কে রাখে? সাক্ষীও দিতে যায় না কেউ, বিচারও বসায় না কেউ। যাদের একহাতে টাকা আরেকহাতে ক্ষমতা তারা এই বর্বর দেশের দ্বিতীয় ঈশ্বর।

কাজেই সিদ্ধান্ত নিলাম পেরেইরা যা চাচ্ছে তা-ই হবে—কিছু জিনিস ধার দেবো ওকে। শুরু হলো আমাদের দর কষাকষি। শেষপর্যন্ত ওকে বেশ কিছু জিনিস ধার দিলাম। সেগুলো দিয়ে আশপাশের আদিবাসীদের কাছ থেকে গরুবাছুর কিনবে সে। এই অসভ্য জায়গায় আদিবাসীদের কাছ থেকে গরু কিনতে হলে খুব বেশি কিছু খরচ করতে হয় না। সামান্য পুঁতির মালা অথবা সস্তা ছুরি হলেই চলে। কাজেই পেরেইরাকেও অনেক কিছু দিতে হলো না আমার। মোটামুটি পোষ মানিয়ে ফেলেছি এ-রকম কয়েকটা ষাঁড় আর একটা ওয়াগনও দিয়েছি, সঙ্গে কিছু বুলেট আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় [illegible]। বিনিময়ে আমার পকেটবুকে নিজের হাতে প্রাপ্তিস্বীকারমূলক একটা নোট লিখে দিয়েছে [illegible] ষাঁড়গুলো

www.BanglaBook.org

দিয়েছি ওকে সেগুলোকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে সহায়তা করলাম ওকে। এমনকী যে কাফ্রিদেরকে ভাড়া করেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে চেয়ে বসল সে, তাতেও রাজি হলাম।

যদি আমার ভুল না-হয়, বারো দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল অবস্থায় ম্যারাইসের ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেল সে।

ওর সেই যাত্রা দেখার জন্য জড়ো হলাম আমরা সবাই। ভাগ্যে যাতে নিরাপদে থাকে সেজন্য প্রার্থনার প্রস্তাব দিলেন ম্যারাইস। কথা থাকল নেটালে, গভর্নর পিটার রেটিফের ছাউনিতে মিলিত হবো আমরা, অবশ্য তিনি যদি তখনও সেখানে থাকেন। যা-হোক, ম্যারাইসের ওই প্রার্থনায় যোগ দিল না কেউ। বরং ভ্রাউ প্রিন্সলু তাঁর সেই গায়ে-আগুন-ধরানো ভাষায় প্রথমে অভিশাপ দিলেন পেরেইরাকে, তারপর বললেন, 'তোমার যদি হায়াশরম বলে কিছু থেকে থাকে পেরেইরা, আর কখনও এসো না আমাদের ক্যাম্পে। তোমার ওই উদবিড়ালের মতো চেহারাটা আর কখনও দেখিয়ো না। যদি মুরোদ থাকে, যদি মরদ হয়ে থাকো, রেটিফের ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নিয়ো না। এখন সবকিছু আছে তোমার, নিজেরটা নিজে করে খেতে চেষ্টা কোরো। ঈশ্বর তোমার ছায়া থেকেও যেন বাঁচিয়ে রাখেন আমাদেরকে।'

বোয়ারা সবাই হেসে ফেলল। এমনকী মেয়ারের ছেলেমেয়েরাও হাসছে। ভ্রাউ প্রিন্সলুর সঙ্গে হার্নান পেরেইরার সম্পর্ক আর কথাবার্তা ইতোমধ্যে কৌতুকের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এই ক্যাম্পে।

না-শোনার ভান করে আমাদের সবাইকে সাদরে বিদায় জানাল পেরেইরা। এবং ভ্রাউ প্রিন্সলুর প্রতি একটু বেশিই বিনয় প্রকাশ করল। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট কাফেলা নিয়ে।

www.BanglaBook.org

"আমাদের" বললাম, কারণ আমাকেও যেতে হচ্ছে পেরেইরার সঙ্গে। ষাঁড়গুলো এখনও ওর পোষ মানেনি। কাজেই হাজারবার বলেকয়ে আমাকে একরকম "দখল" করে নিয়ে যাচ্ছে সে। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, প্রথম যে-জায়গায় গিয়ে ক্যাম্প করবে ততদূর পর্যন্ত যাবো আমি, তারপর ফিরতি পথ ধরবো। আমি জানি কোথায় ক্যাম্প করতে পারে সে—এখান থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে। পানি আছে সেখানে। রাতটা বোধহয় ওখানেই কাটাবে ধুরন্ধর লোকটা।

সকাল দশটার দিকে রওয়ানা করলাম আমরা। এখানে সমতলভূমি আক্ষরিক অর্থেই সমতল, উঁচুনিচু জায়গা বলতে গেলে নেই। তারমানে পথ চলতে খুব একটা কষ্ট হবে না। আশা করা যায় বিকেল তিনটা কি চারটা নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো যে-জায়গার কথা বলেছি সেখানে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের আগেই ফিরতি পথ ধরতে পারবো আমি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

দিনের পর দিন সূর্যের তাপে পুড়ে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে ওয়্যাগনের কাঠ, কিছুদূর যেতে-না-যেতেই পথের ঝাঁকুনিতে ফাটল ধরল কয়েক জায়গায়। বাধ্য হয়ে গতি কমাতে হলো আমাদেরকে। আগেও বলেছি ঠিকমতো প্রশিক্ষণ পায়নি পেরেইরার ষাঁড়গুলো, চলতে গিয়ে জোয়ালের দড়ির সঙ্গে বেশ কয়েকবার পা আটকে গিয়ে শোচনীয় অবস্থা হলো ওগুলোর। সব মিলিয়ে জায়গামতো যখন পৌঁছলাম আমরা তখন সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে।

যেখান দিয়ে যাচ্ছি সে-জায়গাটা একটা সরু গিরিসঙ্কট। বছরের পর বছর ধরে এই পাহাড়ি এলাকার উপর দিয়ে খরস্রোতা পানি বয়ে যাওয়ার দরুন তৈরি হয়েছে এটা। এখানে জায়গায় জায়গায় গাছ জন্মে আছে, তবে তাদের বিস্তার খুব একটা ঘন না।

www.BanglaBook.org

বড় বড় ফার্ণও আছে। তবে গিরিসঙ্কটের পাদদেশ দিয়ে শিকার, বিশেষ করে হরিণের পাল নিয়মিত যাতায়াত করে বলে জায়গাটা বেশ মসৃণ। আমাদের ছোট্ট কাফেলার চলাচলের জন্যও উপযোগী। তবে এখানে-সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে পাথরের বোল্ডার। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে নেই কোনোটাই, কষ্ট করে এড়াতে হচ্ছে না।

ওয়্যাগন থামালাম আমি। হটেনটট ক্লাউসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার? কী কথা ছিল আর কী হচ্ছে? এই কাফেলাকে নেতৃত্ব দিতে আমাকে সাহায্য করার কথা ছিল পেরেইরার। কিন্তু কোথায় সে? ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও?'

ক্লাউস বলল, 'ওয়্যাগন থেকে কিছু একটা পড়ে গেছে উপত্যকায়। ওটা খুঁজে আনতে গেছেন তিনি।'

'কী পড়েছে?'

'হুড়কো বা বল্টু জাতীয় কিছু একটা হবে। আমি আসলে ঠিকমতো দেখিনি।'

'একটা সামান্য হুড়কো বা বল্টুর জন্য আমার উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল সে?'

মাথা চুলকাতে লাগল ক্লাউস। আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না।

'ভালো,' বললাম আমি। 'এ-রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ পেরেইরাকেই মানায়। ওর সঙ্গে সম্ভবত আর দেখা হবে না আমার। বলে দিয়ো, ক্যাম্পে ফিরে গেছি আমি।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। পানি খেলাম। তারপর ফিরতি পথ ধরলাম। সূর্য তখন ডুবছে। চিন্তার কিছু নেই, আমার সঙ্গে শুটিংম্যাচের সেই রাইফেলটা আছে। তা ছাড়া জানি কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যেই চারদিক হলদেটে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে উঠবে পূর্ণিমার চাঁদ।

সূর্য ডুবে গেল একসময়। পথ চলতে চলতে আমার কাছে মনে হচ্ছে, পুরো উপত্যকার উপর হঠাৎ করেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার। কেন যেন অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভুগছি। জানি আমি ছাড়া আর কেউ নেই আশপাশে, তারপরও মনে হচ্ছে কেউ একজন নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আসলে ভয় লাগছে আমার, চলার গতি কমে এসেছে আপনাথেকেই। পেরেইরা কোথায় আছে ভাবছি। কী করছে সে?

ফিরে যাবো? নাকি দিক বদলাবো? গত ক'দিনে শিকারের উদ্দেশ্যে ম্যারাইসের ক্যাম্প ছেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আমাকে, এখানেও এসেছি দু'-একবার। জানি এখন যে-পথ ধরে যাচ্ছি সেটা ছাড়া এই গিরিসঙ্কট থেকে বের হওয়ার অন্য কোনো সহজ পথ নেই। কাঁধে ঝুলছিল রাইফেলটা, হাতে নিলাম সেটা। কক্ করলাম। সাহস বজায় রাখার জন্য শিস বাজাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে কাজটা—যে বা যারাই চোখ রেখে থাকুক আমার উপর, তারা আমার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে আমাকে দেখতে না-পেলেও। তারপরও শিস বাজানো থামালাম না, কারণ আমার বিশ্বাস অশরীরী কোনো কিছুর পাল্লায় পড়েছি আমি। পেরেইরা মনে হয় ইতোমধ্যে অতিক্রম করে গেছে আমাকে, পৌঁছে গেছে ওয়্যাগনের কাছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমিও দেখতে পাইনি ওকে, সে-ও আমাকে দেখেনি।

চাঁদ উঠছে আকাশে। আফ্রিকার চাঁদ রাতকে দিন বানিয়ে দেয়। হরিণ চলাচলের যে-পথ ধরে হাঁটছি সেখান থেকে গাছ

www.BanglaBook.org

আর বোল্ডারের ছায়া একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। আমি এখন আছি নিকষকালো একটা ছায়ার ভিতরে—বাইরের দিকে ... হয়ে আছে একটা পাহাড়ি দেয়াল, চাঁদের আলো ... ছায়া পড়েছে। এটা ছাড়িয়ে গেলে অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রালোক।

কে যেন অথবা কী যেন নড়ে উঠল আচমকা। কান খাড়া করে ছিলাম তাই শুনতে ভুল হয়নি। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না চারদিকে।

থামলাম। থামতে বাধ্য হলাম আসলে। তখন হঠাৎ করেই টের পেলাম আমার পা দুটো আর চলছে না। কে পিছু নিয়েছে আমার? কোনো সিংহ? পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে আশপাশে কোথাও? আমি কাছে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে? কিন্তু কই, হলুদ একজোড়া চোখ তো জ্বলজ্বল করছে না কোথাও? তা হলে কি ছোটখাটো কোনো নিশাচর প্রাণী? কিন্তু এরকম ছোট হলে তো মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর কথা। পালাচ্ছে না কেন?

চলতে শুরু করলাম আবার।

আর আঠারো কি বিশ কদম গেলে বের হয়ে যাবো পাহাড়ি দেয়ালের ছায়া থেকে. এমন সময় হঠাৎ মনে হলো, মানুষ বা মাংসাশী যা-ই থাকুক না কেন, চাঁদের-আলোয় বের হওয়ামাত্র ওর সহজ টার্গেটে পরিণত হবো আমি। পা দুটোকে জরুরি মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করে এগোতে লাগলাম। কী করবো ঠিক করে ফেলেছি।

পাহাড়ি দেয়ালের ছায়া থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে ছোট্ট একটা লাফ দিলাম। উজ্জ্বল আলো থেকে সরে গিয়ে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লাম অপেক্ষাকৃত কম অন্ধকার আরেকটা ছায়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার গাল ছুঁয়ে বের হয়ে গেল কী যেন.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক মুহূর্তেরও কম সময়ে কামান দাগার মতো বিকট শব্দে পিছনেই কোথাও গর্জে উঠল একটা বন্দুক।

এখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, যে লোক গুলি করেছে আমাকে সে রিলোড করার আগেই পালানো। কিন্তু করলাম না কাজটা। প্রচণ্ড রাগে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুরলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম যেদিকে আলোর ঝলকানি দেখেছি বলে মনে হয়েছে সেদিকে। তীর বেগে আমাকে ছুটে যেতে দেখল লোকটা, লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল আমার সামনে থেকে। কিন্তু লাফ দিতে গিয়ে বেশি দূরে চলে গেছে সে, বের হয়ে গেছে পাহাড় দেয়ালের ছায়া থেকে। এবার আর ওকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার।

হার্নান্দো পেরেইরা!

আলগা পাথরের উপর পড়ে পিছলে গেছে ওর পা, সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। শেষপর্যন্ত যখন উঠে দাঁড়াল ততক্ষণে আমিও বের হয়ে এসেছি চাঁদের আলোয়। বুঝতে পারছি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রিলোড করতে পারেনি পেরেইরা। লাঠি দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে বন্দুকটা মাথার উপর তুলল, কিন্তু আঘাত না-করে নিজেকে সামলে নিয়ে হড়বড় করে বলল, 'তুমি! আরেকটু হলেই তো গিয়েছিলে! আমি তো তোমাকে বাঘ মনে করে গুলিই করে দিয়েছি, হিয়ার অ্যালান।'

'তা হলে এই মনে করাই তোমার জীবনের শেষ মনে করা, খুনি কোথাকার!' রাইফেল তুলছি আমি।

'গুলি কোরো না! ঈশ্বরের দোহাই লাগে গুলি কোরো না। আমার রক্তে হাত রাঙাতে চাও নাকি? আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চাও?'

'তুমিও তো আমাকে ঠাণ্ডা মাথায়ই খুন করতে যাচ্ছিলে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা-ই না?' কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে তাক করলাম পেরেইরার দিকে, আঙুল চলে গেছে ট্রিগারে।

'খুন! তা-ও আবার তোমাকে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? দোহাই লাগে আমার কথা শোনো। খাঁড়ির তীরে বসে চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করছিলাম। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। এমন সময় পাহাড়ের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে কারও পায়ের আওয়াজ গিয়ে লাগে আমার কানে। ধড়মড় করে উঠে বসি। তুমি যে এই সময়ে এখানে হাজির হবে তা আমি জানবো কীভাবে, বলো? ভাবলাম বাঘ-টাঘ কিছু হবে, তাই ভালোমতো না-দেখেই গুলি করে দিয়েছি। আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে জন্তুটাকে তাড়ানো, তার বেশি কিছু না। ঈশ্বর! আমি যদি তোমাকে গুলিই করতাম, এত কাছ থেকে মিস্ করতাম?'

'আসলে মিস্ করোনি, লাফিয়ে সরে গেছি বলে বেঁচে গেছি আমি। আমার খুলি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে তুমি। ...কুত্তা! মরার আগে শেষবারের মতো ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কর্!'

'অ্যালান কোয়াটারমেইন, তোমার কাছে মনে হচ্ছে মিথ্যা বলছি আমি। ঠিক আছে, যদি তা-ই মনে হয় তা হলে গুলি করো! তবে মনে রেখো এই কাজের জন্য একদিন-না-একদিন ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাকে। সবাই জানে মেরিকে নিয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদ চলছে, এই অবস্থায় যদি আমাকে গুলি করে মারো তা হলে কে বিশ্বাস করবে আমিই প্রথমে গুলি চালিয়েছিলাম তোমার উপর? কাফ্রিরা খুঁজতে আসবে আমাকে, হয়তো এতক্ষণে খুঁজতে শুরু করেছে, আজ না-হলে কাল আমার লাশ ঠিকই খুঁজে পাবে। দেখবে বুকে তোমার রাইফেলের বুলেট। কী করবে ওরা তখন, বলো? কাফ্রিদের জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? লাশটা সোজা নিয়ে যেতে ম্যারাইসের ক্যাম্পে। তারপর?

www.BanglaBook.org

কে বিশ্বাস করত তোমার গল্প?'

কেন যেন শীত শীত লাগতে শুরু করেছে আমার হঠাৎ করেই। চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি। ভুল বলেনি পেরেইরা। কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না আমি। কোনো সাক্ষী নেই আমার। বোয়াদের কাছে আজ আমি দেবতার মতো একজন মানুষ, কিন্তু ট্রিগারে টান দেয়ামাত্র ওরা আমাকে খুনি বলে জানবে আজীবন। বলবে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে, প্রেমে অন্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করেছি ঠাণ্ডা মাথায়। পেরেইরার বন্দুকে গুলি নেই। তাতে কী? যারা সাফাই গাইবে ওর পক্ষে তারা বলবে ওকে খুন করার পর গুলি চালিয়ে চেম্বার খালি করেছি আমি নিজেই। পেরেইরার বুলেট আমার গালে ঘষা দিয়ে বের হয়ে গেছে। এই দাগ কাউকে দেখালে বলবে কাঁটাগাছের সঙ্গে ঘষা দিয়ে অনায়াসে বানিয়ে নেয়া যায় এ-রকম হাজারটা দাগ।

কী করবো তা হলে? রাইফেলটা ওর দিকে বাগিয়ে ধরে ওকে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে যাবো ম্যারাইসের ক্যাম্পে? গিয়ে সব বলবো সবাইকে? তাতে লাভ হবে কোনো? পেরেইরা চাচ্ছে সবার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাক। কারণ অপমান করা পর্যন্তই, জাতভাই বলে ওকে কোনোদিনও জানে মারবে না বোয়ারা।

তা হলে দেখা যাচ্ছে আমাকে গুলি করেও বেঁচে গেছে সে। বরং আমিই পড়ে গেছি ফাঁদে। ওকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। শুধু একজন খ্রিস্টান হিসেবে বিশ্বাস রাখতে পারি, আজ এখানে যে-ঘটনা ঘটল তার সাক্ষী হয়ে থাকলেন ঈশ্বর। একদিন-না-একদিন এর শোধ নেবেন তিনি। কারণ আমি পারলাম না কাজটা করতে। তা ছাড়া রাগটাও পড়ে আসছে আস্তে আস্তে। ঠাণ্ডা মাথায় এমনকী পেরেইরাকেও খুন করা সম্ভব না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার পক্ষে।

'হার্নান পেরেইরা,' বললাম আমি, 'তুমি একটা মিথ্যুক, একটা কাপুরুষ। আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলে কারণ মেরি আমাকে ভালোবাসে এবং তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি জোর করে বিয়ে করতে চাও ওকে। এরপরও তোমাকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করা সম্ভব না আমার পক্ষে। ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলাম ব্যাপারটা, তিনিই তোমাকে শাস্তি দেবেন—আজ না-হয় কাল, যখন যেভাবে খুশি। আমাকে খুন করে লাশটা ফেলে রাখতে এখানে, কাল ভোর হওয়ার আগেই হায়েনার দল টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলত আমার লাশ; কোনো ইংরেজ খুঁজতে আসত না আমাকে, তোমার অপরাধের চিহ্নও থাকত না। যাও, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। ঠিক নেই, যে-কোনো সময় সিদ্ধান্ত বদলাতে পারি।'

আমার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল পেরেইরা, ছুট লাগাল। হিংস্র মাংসাশীর তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো দ্রুত দৌড়াচ্ছে সে, বার বার দিক বদল করছে যাতে আমার সহজ নিশানায় পরিণত হতে না-হয় ওকে।

শয়তানটা একশ' গজ দূরে যাওয়ার পর আমিও ঘুরলাম, দৌড়াতে শুরু করলাম। ওর সঙ্গে আমার দূরত্বটা আনুমানিক এক মাইল হওয়ার আগে থামলাম না। থামলে আমার জন্য ভালো হতো বলে মনে হয় না।

রাত দশটা নাগাদ পৌঁছলাম ক্যাম্পে। আরেকটু দেরি হলেই দুই কাফ্রিকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে খুঁজতে বের হতো হটেনটট হ্যান্স। কী হয়েছিল জানতে চাইল সে। বললাম দুর্ঘটনায় পড়েছিল ওয়্যাগন, তাই আটকে গিয়েছিলাম আমি।

ভ্রাউ প্রিন্সলু জেগে আছেন এখনও, আমি ফিরেছি কি না না-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানা পর্যন্ত ঘুমাতে যেতে পারছিলেন না। 'কীসের দুর্ঘটনা, অ্যালান?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আমার গালের ক্ষতটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'দেখে তো মনে হচ্ছে বুলেটের আঁচড়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করলাম তাঁর অনুমান ঠিক।

'পেরেইরা?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

দ্বিতীয়বারের মতো মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'শোধ নিয়েছ?'

'না। ছেড়ে দিয়েছি। যদি গুলি করতাম তা হলে সবাই বলত বাহানা দিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছি ওকে।'

'ঘটনা কী?'

আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম।

'ঠিক কাজটাই করেছ,' আমার বলা শেষ হলে মন্তব্য করলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'কারণ পরে কিছুই প্রমাণ করতে পারতে না। ওহ্! উদবিড়ালটার ভাগ্য দেখো! কী এমন পুণ্য করেছে সে যে বার বার ওকে রক্ষা করছেন ঈশ্বর? যা-হোক, আমি যাচ্ছি মেরির কাছে। গিয়ে বলি নিরাপদে ফিরে এসেছ তুমি। এত রাতে ওকে ঘর থেকে বের হতে দেবে না ওর বাবা।'

'খালা?' চলে যাচ্ছিলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, এমন সময় পিছু ডাকলাম আমি। তাঁকে মাঝেমধ্যে খালা বলে ডাকি।

থামলেন ভ্রাউ, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

'আপাতত বেশি কিছু বলার দরকার নেই মেরিকে। সব জানতে পারলে ঘাবড়ে যেতে পারে সে।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। বুঝতে পেরেছেন কী বলতে চাচ্ছি।

বলে রাখি, কিছুদিনের মধ্যেই মেরি এবং ক্যাম্পের বাকি সবাই ঘটনাটার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে পারে। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারাইস কিছুই জানতে পারেননি। তাঁর ভাগ্নের "কৃতিত্বের" ব্যাপারে তাঁকে নতুন করে জানাতে সম্ভবত আগ্রহ বোধ করেনি কেউ।

ঘটনাটা হয়েছিল এ-রকম—পেরেইরাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না ভ্রাউ প্রিন্সলু, তিনি তাঁর মেয়েকে সব বলেন। মেয়েটা তখন জনে জনে গিয়ে ঢোল পেটায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, বেশিরভাগ লোক বিশ্বাসই করেনি যত খারাপই হোক না কেন এত জঘন্য একটা কাজ করতে পারে পেরেইরা।

ওই ঘটনার সপ্তাহখানেক পর ক্যাম্প ছেড়ে নেটালের দিকে যাত্রা করি আমরা।

স্বীকার করছি, এই জায়গাটা যত খারাপই হোক না কেন, এখানে যত দুঃখের স্মৃতিই থেকে থাকুক না কেন, চলে যেতে খারাপ লাগছে। নেটালে যেতে হলে যতটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে তা খুব বেশি না, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। কুখ্যাত আমাটোঙ্গা আর অন্যান্য বর্বর উপজাতির বাস সামনে। লোবোম্বো নামের এক পর্বত পার হতে হবে, আমাদের সঙ্গে যে অল্প কয়েকটা ষাঁড় আছে সেগুলো পর্বতের ঢাল বেয়ে ওয়্যাগনগুলো টেনে তুলতে পারবে কি না সন্দেহ। ওই এলাকায় নাকি কালেভদ্রে শিকারের দেখা পাওয়া যায়। আবার কাফ্রিরাও থাকে না, তাই কিছু কিনে খাওয়ার উপায়ও নেই। প্রচণ্ড গরম সেখানে। যত্রতত্র দেখা মেলে সিংহের পালের। তবে একটাই সুবিধা, সময়টা যেহেতু বর্ষাকাল না সেহেতু আশা করা যায় বেশিরভাগ নদীই শুকিয়ে গেছে; কাজেই নদী পার হতে গিয়ে পেরেইরার ওয়্যাগনের মতো আমাদের কোনো ওয়্যাগন ভেসে যাবে না।

রওয়ানা দেয়ার পর যা যা ঘটেছিল তার সব বিস্তারিতভাবে

www.BanglaBook.org

বর্ণনা করবো না, করলে বিশালাকার ধারণ করবে আমার এই স্মৃতিকাহিনি। তবে প্রধান প্রধান দু'-একটা ঘটনা উল্লেখ করছি।

পাহাড়-পর্বত নদীনালা পার হয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। বেশিরভাগ সময় গাইডের ভূমিকা পালন করছে কাফ্রিরা। ওরা চিনতে না-পারলে সাহায্য নিচ্ছি আদিবাসী গাইডদের। বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে হরিণ চলাচলের পথ ধরে এগোচ্ছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। পথ খুবই খারাপ। পেরেইরার কথা বাদ দিলে আমাদের আগে আর কোনো ওয়্যাগন এখান দিয়ে যায়নি মনে হয়। আর বড়জোর এক মাস পর যখন বর্ষাকাল শুরু হবে তখন এই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করা যাবে কি না সন্দেহ।

চলতি পথে মাঝেমধ্যেই কাদায় আটকে যাচ্ছে আমাদের ওয়্যাগনের চাকা; কখনও মাটি খুঁড়ে, আবার কখনও ঠেলে-ধাক্কিয়ে তুলতে হচ্ছে তখন। এত কষ্ট এড়ানোর জন্য একবার দিক পাল্টে গিয়ে ঢুকলাম ঘন এক জঙ্গলে। ফল হলো উল্টো। জঙ্গলের ভিতরে পথ হারিয়ে ফেললাম। উদ্ধার পেতে আট দিন লেগেছিল আমাদের।

আমাদের আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে সিংহ। পাহাড়ে-জঙ্গলে-সতমলভূমিতে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় ক্ষুধার্ত জন্তুগুলো। ভোরে যখন ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাই ষাঁড়গুলোকে তখন কড়া নজর রাখতে হয় চারদিকে। রাতের বেলায় ওগুলোকে এবং নিজেদেরকেও সুরক্ষিত রাখতে আদিবাসীদের কায়দায় ব্যবহার করি বম্বাস্ট বা "কাঁটার বেড়া"। বড় করে আগুন জ্বালিয়ে রাখি যাতে দূরে থাকে সিংহের পাল। এত সাবধানতার পরও আমাদের কয়েকটা ষাঁড় মরল সিংহের আক্রমণে। দু'-তিনবার মরতে মরতে বাঁচলাম আমরা নিজেরাও।

একরাতের কথা। মেরি তখন গিয়ে ঢুকবে ওয়্যাগনে, রাতের

www.BanglaBook.org

বেলায় মহিলারা সেটার ভিতরে ঘুমায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশাল এক সিংহ লাফ মেরে ঢুকে পড়ল বমাস্টের ভিতরে। সিংহটার সামনে থেকে লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মেরি, এবং পায়ে পা আটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিংহটার সামনে। ওকে টুকরো টুকরো করতে তখন ছুটে গেল পশুরাজ।

আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই মারা পড়ত মেরি। অথবা ওকে কামড়ে ধরে দৌড়ে পালাত সিংহটা। কিন্তু ঘটনাক্রমে কাছেই ছিলেন ব্রাউ প্রিন্সলু। ক্যাম্পফায়ারের আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি তুলে নিলেন তিনি, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ছুটে গেলেন সিংহটার দিকে। জন্তুটা তখন তার বিশাল মুখ হাঁ করেছে—হয় গর্জন করবে নয়তো কামড়াবে। আগুনসহই লাকড়িটা ঢুকিয়ে দিলেন ব্রাউ প্রিন্সলু সিংহের মুখের ভিতরে। মাংসের বদলে আগুনের স্বাদ পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পশুরাজ, যেভাবে ঢুকেছে বমাস্ট ডিঙিয়ে তারচেয়েও বড় লাফ মেরে পালাল, নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে একের পর এক ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়তে লাগল। কী কাজে মনে পড়ছে না, দূরে ছিলাম তখন, প্রাণপণে ছুটে গেলাম মেরির কাছে। সামান্য কাটাছেঁড়া বাদ দিলে কোনো ক্ষতিই হয়নি ওর। বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার পর থেকে ব্রাউ প্রিন্সলুকে মনে মনে রীতিমতো পূজা করতে শুরু করি আমি।

সিংহের ঘটনাটার পরদিন পেরেইরার ওয়্যাগনের ধ্বংসাবশেষের দেখা পাই আমরা।

একটা খাঁড়ির উপর ঝুলে-থাকা খাড়া পাথুরে তীর ধরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু সেখান থেকে সম্ভবত পিছলে গিয়ে খাঁড়ির উপর আছড়ে পড়েছে ওয়্যাগনটা। বছরের এই সময়ে পানি কম থাকে খাঁড়িতে, তাই উঁচু থেকে শক্ত মাটির উপর পড়ে চুরমার হয়ে গেছে ওয়্যাগনটা। যে-অবস্থা

www.BanglaBook.org

হয়েছে তাতে মেরামতেরও কোনো উপায় নেই।

আশপাশে টোঙ্গা গোত্রের লোকেরা থাকে। লোহার বল্টু আর অন্যান্য জিনিস হাতিয়ে নেয়ার জন্য ভেঙে ফেলেছে ওরা ওয়্যাগনের কাঠ, কোনো কোনো টুকরোয় আবার আগুন লাগিয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমরা। জানা গেল, "সাদা মানুষ" আর তার চাকরেরা দিন দশেক আগে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এই জায়গায়। তারপর তারা পায়ে হেঁটে চলে গেছে সামনের দিকে। দু'-একটা ষাঁড় ছিল ওদের সঙ্গে, সেগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে।

গল্পটা সত্যি না মিথ্যা তা যাচাই করার উপায় নেই। আসলেই পায়ে হেঁটে সামনের দিকে গেছে কি না পেরেইরা তা-ও নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না। হতে পারে ওদেরকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে টোঙ্গারা। তবে ভিতরে যত খারাপই হোক, দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হয় না লোকগুলোকে। আমরা অবশ্য যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করছি ওদের সঙ্গে, বেশ কিছু উপঢৌকনও দিয়েছি। কাজেই আমাদের উপর সন্তুষ্ট ওরা।

পেরেইরা বেঁচে আছে না মরে গেছে জানা গেল এক সপ্তাহ পর।

আমরা ততদিনে হাজির হয়েছি উমকুসি নদীর পারে, ফোকোটি নামের এক গ্রামে। দক্ষিণ আফ্রিকার আর দশটা আদিবাসী গ্রামের মতো ওই গ্রামের চারদিকেও বেড়া দেয়া; ভিতরে বেশ কিছু কুঁড়েঘর, একপাশে গোয়ালঘর। কিন্তু আশ্চর্য! না মানুষ না গরুবাছুর—কিছুই নেই কোথাও। খাঁ খাঁ করছে পুরো গ্রাম।

এক বুড়ির দেখা পাওয়া গেল এমন সময়। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনোরকমে বের হয়ে আসছে সে একটা কুঁড়েঘরের ভিতর

www.BanglaBook.org

থেকে। ছুটে গেলাম ওর কাছে, সেবাযত্ন করলাম কিছুটা, ভালোমন্দ খেতে দিলাম। কুঁতকুঁতে চোখ তুলে আমাদেরকে দেখল বুড়ি। জানতে চাইলাম, গ্রামবাসীরা কোথায়। জবাবে বুড়ি বলল, 'যুলুরা হামলা করতে পারে এই ভয়ে সোয়াযিল্যাণ্ড সীমান্তের দিকে পালিয়ে গেছে সবাই।'

উমকুসি নদীর ওই পাড় থেকে শুরু হয়েছে যুলুদের রাজত্ব। কয়েকদিন আগে নাকি একদল যুলু সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় হাজির হয়েছিল নদীর ধারে। ওদেরকে দেখামাত্র টোঙ্গারা বুঝতে পারে অবস্থা সুবিধার না, যুলুদের ভয়ঙ্কর বর্শার কবল থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় সবাই।

খবরটা শুনে দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা। কোন্‌দিকে যাবো বুঝতে পারছি না। সামনে এগোতে হলে নদী পার হতে হবে, আর নদী পেরোলে পড়তে পারি যুলুদের খপ্পরে। কী করা যায় তা নিয়ে আমাদের মধ্যে শুরু হলো আলোচনা।

নিয়তিবাদী ম্যারাইস বললেন, 'যেদিকে যেভাবে এগোচ্ছিলাম সেদিকেই যাই। ঈশ্বর আছেন, তিনি ইচ্ছা করলে সব বিপদ থেকে বাঁচাবেন আমাদেরকে। এর আগেও আমাদেরকে রক্ষা করেছেন তিনি।'

ভ্রাউ প্রিন্সলু মুখ খুললেন তখন, 'আপনার সেই স্বর্গতুল্য ক্যাম্পে যাদেরকে কবর দেয়া হয়েছে তাদেরকেও কি বাঁচিয়েছেন ঈশ্বর? আপনার সুযোগ্য ভাগ্নের কথা শুনে বোকার মতো আমাদেরকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনি সেখানে ঈশ্বর আমাদের কোন্ ভালোটা করেছেন জানতে পারি? আমার তো মনে হয় তিনি চান আমরা নিজেদের দেখভাল নিজেরাই করি। এই যুলুদের হাতে অনেকেই মরেছে এর আগে, আমাদেরকে দয়া দেখানোর কোনো কারণ ওদের আছে বলে তো মনে হয় না।

www.BanglaBook.org

কাজেই অন্য কোন্ পথে এগোনো যায় তা আলোচনা করা যাক।'

সামনে একটা পর্বত আছে, সেটার ঢাল বেয়ে এগোনোর চেষ্টা করা যায়, জানাল আমাদের সঙ্গে-আসা জনৈক কাফ্রি।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। তাঁর স্বামী এবং তাঁর ছেলেও একমত হলো তাঁর সঙ্গে। এই দু'জনের জন্য ভ্রাউ প্রিন্সলুর ইচ্ছাই আইন। এদিকে ম্যারাইসও ছাড় দিতে নারাজ। কাজেই সারাটা বিকেল ধরে ঝগড়া করতে লাগল ওরা। মুখ বন্ধ করে বসে থাকলাম আমি, বলে দিলাম দলের বেশিরভাগ সদস্য যেদিকে যেতে চাইবে আমি সেদিকেই নিয়ে যাবো ওদেরকে। শেষপর্যন্ত আমার কাছে এসে হাজির হলো বোয়ারা। এবার আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকে। এ-রকম কিছু যে ঘটতে পারে অনুমান করেছিলাম আগেই।

'বন্ধুরা,' বললাম আমি, 'আমার মনে হয় পর্বতের দিকেই এগিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের। ওটা পার হলে বোয়াদের কোনো দলের দেখা পেয়েও যেতে পারি। এই যুলু সেনাবাহিনীর গল্পটা একটুও পছন্দ হয়নি আমার। ওদের মেজাজ-মর্জির কোনো ঠিক নেই। কখন কী করবে আগাম বলা যায় না। আমার মনে হয় আমাদের আসার খবর যেভাবেই হোক পেয়ে গেছে ওরা। এজন্যই এসে হাজির হয়েছিল নদীর ধারে—আমাদেরকে ধরতে বা মারতে। টোঙ্গাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা ওদের ছিল না, থাকলে অবশ্যই হামলা করত ফোকোটি গ্রামে। আমার সঙ্গে যে কাফ্রিরা আছে ওরা বলছে বিশেষ কোনো কারণ না-থাকলে নিজেদের এলাকা ছেড়ে সাধারণত এত দূরে আসে না যুলু সৈন্যরা।'

'যদি তা-ই হয় তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের আসার খবর ওরা জানল কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যারাইস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেউ বলেছে।'

'কে?'

'জানি না, মাইনহেয়া: হয়তো আদিবাসীদের কাছ থেকে জেনেছে। অথবা...হার্নান্দ পেরেইরা বলে দিয়েছে।'

'জানতাম আমার ভাগ্নেকে সন্দেহ করবে তুমি,' রেগে গেছেন ম্যারাইস।

'আমি কাউকে সন্দেহ করছি না। আমাদের আসার খবর কীভাবে পেতে পারে যুলুরা সে-প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি শুধু। যা-ই হোক, দক্ষিণ বা পশ্চিম যেদিকেই যাই না কেন, নদী বা পর্বত যেটাই পার হই না কেন, আজ রাতে আর যাওয়া হচ্ছে না আমাদের, কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপাতত ঘুমাতে যাচ্ছি আমি। দরকার হলে আমার লোকদের সঙ্গে আবারও কথা বলবো, কোনো উপায় বের করা যায় কি না দেখবো।'

সে-রাতে, বলা ভালো পরদিন ভোরে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল।

তখন ঘুম থেকে উঠেছি মাত্র। আকাশে আলো ফুটেছে কি ফোটেনি। আমাদের চারদিকে ঝকঝক করছে সারি সারি বর্শা। চমকে উঠলাম, চোখ কচলে তাকালাম ভালোমতো। দু'শ'র মতো যুলুর বিশাল এক বাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে আমাদেরকে।

চিৎকার করে খবরটা জানালাম সবাইকে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ম্যারাইস, হাতের বন্দুকে বুলেট ভরছেন।

'ঈশ্বরের দোহাই!' ছুটে গেলাম তাঁর দিকে। 'গুলি করবেন না। গুলি করে ওদের ক'জনকে মারবেন? এখন ওদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

কিন্তু আমার কথা কানে যায়নি ম্যারাইসের, অথবা গেলেও

www.BanglaBook.org

পরিস্থিতি বুঝতে পারেননি। বন্দুকটা কাঁধে তুললেন তিনি, ট্রিগারে আঙুল। আর এক মুহূর্ত দেরি করলে বিপদ হবে বুঝতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর উপর, হাত থেকে কেড়ে নিলাম বন্দুকটা। ইতোমধ্যে উদয় হয়েছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, পরনের নাইটড্রেসে হাস্যকর লাগছে তাঁকে। মাথায় শিয়ালের-চামড়া দিয়ে বানানো বহু পুরনো নাইটক্যাপ, গায়ে ভোঁদড়ের চামড়ার স্টমাকার জাতীয় কিছু একটা।

'হাঁদারাম!' চিৎকার করে বললেন তিনি ম্যারাইসকে, 'আপনি কি চান আমাদের সবার গলা কাটা যাক? ...বন্দুক কেড়ে নিয়ে উচিত কাজ করেছ, অ্যালান। এবার যাও, এগিয়ে গিয়ে ওই কালো জন্তুগুলোর সঙ্গে কথা বলো। মনে রেখো, বুনো কুকুরকে পোষ মানানোর আগে লোকে যেভাবে কথা বলে ওদের সঙ্গে সেভাবে কথা বলতে হবে তোমাকে। শুনলে যেন মনে হয় তোমার মুখে মধু আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালাম। ডেলাগোয়া থেকে যে আদিবাসীদেরকে ভাড়া করেছিলাম তাদের নেতাকে ডাকলাম ইঙ্গিতে; বললাম আমার সঙ্গে আসতে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় হেঁটে এগোলাম সামনে।

নদীর তীর থেকে সিকি মাইল দূরে, একটা উঁচু জায়গার উপর ক্যাম্প করেছি আমরা। এই জায়গার পাদদেশ ঘিরে, আমাদের থেকে আনুমানিক একশ' ষাট গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে যুলু সৈন্যরা। আলো বাড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে পৌঁছে গেছি, আর পনেরো কদমের মতো বাকি আছে, এমন সময় আমাকে দেখতে পেল ওরা। কেউ একজন চিৎকার করে কিছু একটা আদেশ দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ছুটে এল কয়েকজন সৈন্য। একহাতে ঢাল উঁচিয়ে আসছে ওরা, আরেকহাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভীষণদর্শী বল্লম।

'আমরা শেষ!' হতোদ্যম কণ্ঠে জানিয়ে দিল আমার পাশের আদিবাসীটা।

অবস্থা দেখে সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার। সিদ্ধান্ত নিলাম ছুটে পালাবো না, বল্লমের আঘাতে যদি মরতেই হয় একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেবো।

এখানে বলে রাখা ভালো, এই যুলুদের সঙ্গে কখনোই সেভাবে মেশা হয়নি আমার। তারপরও ওদের ভাষাটা মোটামুটি জানি, অন্তত কাজ চালাতে পারবো। আসলে অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় যুলুদের ভাষাটা মোটামুটি শিখেছিলাম। তা ছাড়া ডেলাগোয়া থেকে যে-ক'জন আদিবাসী ভাড়া করেছি তাদের মধ্যে কয়েকজন যুলুও আছে, পরে অবসর সময়ে ওদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই কথা বলেছি, তখনও কিছু-না-কিছু জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি ওদের ইতিহাস আর রীতিনীতির ব্যাপারেও।

ছুটে আসছে সৈন্যরা, এমন সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম ওদের ভাষায়, 'কী চাও তোমরা? কেন ঘিরে ধরেছ আমাদেরকে?'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈন্যরা। ওরা দেখতে পাচ্ছে অস্ত্র বলতে কিছু নেই আমার কাছে। তিন-চারজন এগিয়ে এল আমার দিকে। দেখলে দলের ক্যাপ্টেন মনে হয় এ-রকম একজন বলল, 'তোমাদেরকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। আর যদি বাধা দাও তা হলে তোমাদেরকে জবাই করে ফেলার আদেশ আছে আমাদের উপর।'

'কে আদেশ দিল?'

'মহান ডিনগান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তিনি কে?'

'আমাদের রাজা।'

'তিনি জানলেন কীভাবে এখানে আছি আমরা?'

'তোমাদের আগে যে বোয়া এসেছে সে বলেছে।'

'এখন কী করা উচিত আমাদের?'

'যদি মরতে না-চাও তা হলে চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো।'

'কোথায়?'

'মহান ডিনগানের গ্রামে।'

'বুঝেছি। আসলে তোমাদের রাজাঁর সঙ্গে এমনিতেই দেখা করতাম আমরা, কারণ যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে যেতে হলে তোমাদের গ্রাম পার হয়ে যেতে হয়। আচ্ছা একটা কথা বলো তো। আমরা কারও কোনো ক্ষতি করিনি, তা হলে তোমরা কেন এভাবে বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এলে আমাদের দিকে?'

'কারণ তোমাদের আগে যে বোয়া এসেছে সে আমাদেরকে একটা কথা বলেছে।'

'কী কথা?'

'সে বলেছে তোমাদের দলে নাকি এক লোক আছে যার বাবার নাম জর্জ (মানে ইংরেজ)। সে লোক খুবই ভয়ঙ্কর। আমরা যদি লোকটাকে খুন না-করি অথবা ধরে কয়েদ করে না-রাখি তা হলে আমাদের সবাইকে নাকি খুন করে ফেলবে সে। এই জর্জের ছেলেটা কে তা যদি দেখিয়ে দাও আমাদেরকে তা হলে কথা দিচ্ছি তোমাদের অন্য কারও কোনো ক্ষতি করবো না, শুধু ওই লোকটাকে ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে জবাই করবো।'

'আমিই সেই জর্জের ছেলে,' বললাম চটপট। 'এবার তোমাদের কাজ সারো জলদি। আমাকে শেষ করে ফেলো।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যুলুরা।

www.BanglaBook.org

'তুমি!' হাসতে হাসতে বলল ওদের ক্যাপ্টেন, 'তুমি জর্জের ছেলে? তুমি তো নেহাৎ এক বালক। আমাদের গ্রামে বেশ কিছু ছোট মোটা মেয়ে আছে যারা আকার-আকৃতিতে তোমার সমান।'

ভালোমতো তাকালাম ক্যাপ্টেনের দিকে। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। সারা দেহে পেশী যেন কিলবিল করছে। এই লোকের নাম পরে জানতে পারি—কাম্বুলা।

'হতে পারে,' শুকনো গলায় বললাম, 'তোমরা সবাই লম্বাচওড়া, কাজেই তোমাদের মেয়েমানুষরাও যে লম্বাচওড়া হবে তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। আমিই সেই জর্জের ছেলে। এই বোয়াদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে আমিই বাঁচিয়েছি, আমিই ওদেরকে ওদের লোকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের রাজা ডিনগানের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা। তিনি তা-ই করতে বলেছেন, কাজেই আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর আদেশ পালন করো। আর তোমাদের যদি বিশ্বাস না-হয় আমি জর্জের ছেলে তা হলে আমার সঙ্গের এই লোকটাকে জিজ্ঞেস করো। তোমাদেরই জাতভাই সে। সব কথা ঠিক ঠিক বলে দেবে।'

আমার সঙ্গের যুলুটাকে ডেকে দূরে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন কাম্বুলা। অনেকক্ষণ কথা বলল ওর সঙ্গে। তারপর আমার কাছে ফিরে এসে বলল, 'আপনার ব্যাপারে সবই শুনলাম। জানতে পারলাম আপনার বয়স কম হলেও আপনি খুব বুদ্ধিমান। এতই বুদ্ধিমান যে ঘুমান না। এমনকী রাতেও আপনার চোখ খোলা থাকে। কোথায় কোন্ বিপদ হচ্ছে না হচ্ছে সব টের পেয়ে যান। সেজন্য আমি কাম্বুলা, আজ থেকে সম্মান করে আপনার নাম দিচ্ছি মাকুমাজন—নৈশপ্রহরী। আজ থেকে এই নামেই আমাদের মাঝে পরিচিত হবেন আপনি। এবার মাকুমাজন, জর্জের ছেলে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার সঙ্গে যে বোয়ারা আছে তাদেরকে নিয়ে আসুন। পথ দেখিয়ে আপনাদের সবাইকে, "চলন্ত কুঁড়েঘর" (ওয়্যাগন) সহ রাজা ডিনগানের গ্রাম উমগুনগান্ধলোভুতে নিয়ে যাই।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?' বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করলাম।

'উমগুনগান্ধলোভু।'

'এটা কোন্ জায়গা?'

'এখানে আমাদের মহান রাজা ডিনগান থাকেন।'

'আচ্ছা।'

'দেখুন, আমার লোকেরা আপনার সম্মানে বল্লম নামিয়ে রেখেছে মাটিতে। মাকুমাজন, আপনাকে বিশ্বাস করেছি আমরা। বিশ্বাস করেছি আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না আপনি, আমাদেরকেও রক্ষা করবেন বিপদ থেকে,' বলতে বলতে নিজের অ্যাসেগাইটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। 'চলুন, আমাদেরকে আপনার লোকদের কাছে নিয়ে চলুন।'

'চলো,' বলে ঘুরলাম আমি।

বারো

যুলুদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ওয়্যাগনের দিকে, এমন সময় দূর থেকে দেখি কোনো কারণে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ম্যারাইস। আক্ষেপ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে কী যেন বোঝাচ্ছেন হিয়ার প্রিন্সলু আর মেয়ারকে। ভ্রাউ প্রিন্সলু আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেরিকেও দেখা যাচ্ছে। দু'জনে মিলে শান্ত করার চেষ্টা করছে ম্যারাইসকে।

'সঙ্গে করে বর্শা আনেনি ছাগলগুলো!' আরেকটু কাছে যাওয়ার পর শুনতে পেলাম ম্যারাইসের কথা, 'চলুন পাকড়াও করি সব ক'টা কালো শয়তানকে। পরে জিম্মি হিসেবে কাজে লাগাবো।'

বোয়াদের বেশিরভাগেরই মাথা বোধহয় খারাপ, কারণ ম্যারাইসের উস্কানিতে প্রভাবিত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন প্রিন্সলু আর মেয়ার। সবার হাতে বন্দুক।

'সাবধান!' সতর্ক করলাম আমি, 'কথায় আছে ভেবে কোরো কাজ, করে ভেবো না। আমার সঙ্গে যে-ক'জন যুলু আছে তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দূত, জল্লাদ না।'

আমার কথা শুনে পিছিয়ে পড়লেন প্রিন্সলু আর মেয়ার। তখন আবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন ম্যারাইস।

যুলুরা সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কাম্বুলা বলল, 'জর্জের ছেলে, ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এসে আমাদেরকে ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'না,' মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলাম কথাটার। 'আসলে তোমাদেরকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে বোয়ারা। ভাবছে ওদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছ তোমরা।'

'তা হলে ওদেরকে বলে দিন,' গম্ভীর গলায় বলল কাম্বুলা, 'আমাদের কাউকে যদি খুন করে ওরা অথবা আমাদের কারও গায়ে যদি হাত তোলে তা হলে সবাই মরবে। এমনকী ওদের মহিলারাও বাদ যাবে না।'

উঁচু কণ্ঠে কথাটা জানিয়ে দিলাম ম্যারাইস আর তাঁর সহযোগীদেরকে।

www.BanglaBook.org

'কেন? এই কাজ করলে ওর লাভ কী?'

'যুলুদেরকে দিয়ে আমাকে খুন করাতে চায় সে। অথবা অন্তত বন্দি করাতে চায়।'

রাগে ফেটে পড়লেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'শুনেছেন হেনরি ম্যারাইস?' চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'না-মরা পর্যন্ত শান্তি হবে না আপনার উদবিড়াল ভাগ্নেটার। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে সে। যতদিন না চোখের সামনে আমাদের সবার লাশ দেখছে ততদিন নিভবে না ওর সেই আগুন। অ্যালানের চরম ক্ষতি করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমাদেরকে ধরিয়ে দিল যুলুদের হাতে? ...ওদেরকে জিজ্ঞেস করো তো, অ্যালান, ডিনগান ওই উদবিড়ালটার কী করেছে?'

জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল, "অতি গুরুত্বপূর্ণ" একটা তথ্য দেয়ার কারণে পেরেইরাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন রাজা ডিনগান। শুধু তা-ই না, সে যাতে গিয়ে দেখা করতে পারে ওর "লোকদের" সঙ্গে সে-ব্যবস্থাও করেছেন।

'ঈশ্বর!' বললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'দেখেছ? নিজে ছাড়া পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কীভাবে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে হারামিটা? এখন কী করবো আমরা?'

কাম্বুলার দিকে তাকালাম। 'মহান রাজা ডিনগানের ব্যাপারে যা শুনলাম তাতে মনে হয় তিনি শুধু আমাকে, মানে জর্জের ছেলেকে চান। বাকিদের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই তাঁর। এদেরকে তা হলে ছেড়ে দাও। এরা যেদিকে যাচ্ছিল চলে যাক।'

সঙ্গীদেরকে নিয়ে কিছুটা দূরে চলে গিয়ে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করতে লাগল কাম্বুলা যাতে আমি শুনতে না-পাই।

ওদের আলোচনা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ করেই মুখ খুলল মেরি, 'অ্যালানকে ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি,' প্রচণ্ড রাগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রীতিমতো কাঁপছে সে, আগে কখনোই এত রাগ করতে দেখিনি ওকে। মাটিতে পা ঠুকল সজোরে। 'বাবা, পেরেইরাকে বিয়ে করতে বলার ব্যাপারটা বাদ দিলে আজ পর্যন্ত তোমার কোনো কথা অমান্য করিনি আমি। কিন্তু অ্যালানকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে এবার যদি জোরাজুরি করো তা হলে আগেই বলে দিচ্ছি তোমার কথা রাখতে পারবো না। হার্নানের জীবন বাঁচিয়েছে সে, আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে। বিনিময়ে ওকে রীতিমতো ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্জন উপত্যকায় খুন করতে চেয়েছিল অমানুষটা? ...চুপ থাকো, অ্যালান, এখন কিছু বোলো না আমাকে, ওই ঘটনার ব্যাপারে সবই শুনেছি। ...এবার ওই নরপিশাচটা মিথ্যা কথা বলে যুলুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ওকে যাতে এই অসভ্যরা ওকে খুন করে। বলেছে সে নাকি ভয়ঙ্কর আর বিপজ্জনক একটা লোক যাকে অবশ্যই শেষ করে দেয়া উচিত! ঠিক আছে, ওকে যদি শেষ করে দিতে হয় তা হলে আমাকেও শেষ করে দিতে হবে। আর যুলুরা যদি শুধু ওকে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেয় তা হলে আমিও যাবো ওর সঙ্গে, বলে রাখলাম।'

দাড়ি ধরে টানছেন ম্যারাইস, একবার মেরির দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। কী জবাব দিতেন তিনি জানি না, কারণ ওই মুহূর্তে আমাদের সামনে এসে কম্বুলা বলল, 'মহান রাজা ডিনগান বলেছিলেন জর্জের ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে। তবে তিনি এই কথাও বলেছিলেন, ওর সঙ্গের লোকরাও যাতে পালাতে না-পারে। কাজেই আমাদের উচিত তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া। পরে রাজাই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কাকে ছেড়ে দেবেন আর কাকে খুন করবেন। অথবা সবাইকেই ছেড়ে দেবেন কি না বা সবাইকেই খুন করবেন কি না। কাজেই

www.BanglaBook.org

তোমাদের "চলন্ত কুঁড়েঘরের" সঙ্গে তোমাদের ষাঁড়গুলোকে বাঁধো। এখনই রওনা করবো আমরা। নদী পার হতে হবে।'

আর কোনো উপায় নেই। ওয়্যাগনের সঙ্গে জুড়ে দিলাম ষাঁড়গুলোকে। দু'শ' অসভ্য যুলুর পাহারায় আবার যাত্রা শুরু হলো আমাদের। চার-পাঁচ দিন পর গিয়ে পৌঁছলাম রাজা ডিনগানের গ্রামে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতি বা আদিবাসী অসভ্য, কেউ কেউ আবার অসভ্য আর বর্বর দুটোই। যুলুরা, আমার দৃষ্টিতে, অসভ্য। কারণ সভ্যতার স্পর্শ পায়নি ওরা। আধুনিকতা কী জানে না। ওদের মধ্যে কুসংস্কার আছে, হিংস্র পশুদের মতো হানাহানি-মারামারি আছে। তারপরও আমি বলবো ওদের জীবনযাপন পদ্ধতি সহজসরল। এতদিন ধরে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি ওদের সঙ্গে; কই, পেরেইরার মতো একজন নরাধমও তো দেখলাম না? অথচ আশ্চর্য, পেরেইরা কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পৃথিবীর যে-প্রান্তেই যাক সে তথ্যকথিত "সভ্যতার" তকমা পেয়ে যাবে। তথাকথিত "ভদ্রলোক" বলে সম্বোধন করা হবে ওকে! ওর কথা মনে পড়ল বলেই বাধ্য হয়ে বলছি, ওই চার-পাঁচ দিন আমাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি যুলুরা। সৈনিক হিসেবে কাম্বুলা আর তার অফিসাররা যেমন নির্ভীক মানুষ হিসেবে তেমন ভালো। ওদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘক্ষণ কথা হতো আমার। জানতে পারতাম অনেক কিছু। আমার একটা অভ্যাস আছে—যে আদিবাসী গোত্রের সঙ্গেই মিশি না কেন তাদের রীতিনীতি, ইতিহাস, সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাই। খেয়াল করে দেখেছি আদিবাসী লোকগুলো বিস্তারিত জানুক বা না-জানুক কথা

www.BanglaBook.org

বলার সুযোগ পেলে খুশি হয়; যা জানে তা তো বলেই, যা জানে না তা-ও বানিয়ে বানিয়ে বলে। তবে বিভ্রান্তিকর কোনো তথ্য দিয়ে বিরাট কোনো ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করে না তথাকথিত সভ্য মানুষদের মতো।

চলতে চলতে যখনই কোথাও থেমে ক্যাম্প করতাম, স্থানীয় আদিবাসীরা এসে জড়ো হতো আমাদের আশপাশে। আগ্রহ নিয়ে দেখত আমাদেরকে। বোঝা গেল সাদাচামড়ার মানুষ আগে দেখেনি এরা। তুচ্ছ পুঁতির-মালার বিনিময়ে এদের কাছ থেকে খাবার কিনতাম আমরা। এসব মালা কিংবা এ-জাতীয় জিনিসগুলো আসলে ওদের জন্য উপহার। রাজা ডিনগানের কড়া আদেশ ছিল আমাদেরকে সবরকমের সহযোগিতা করার জন্য এবং তা-ই করছিল ওরা।

একটা উদাহরণ দিই। রাজা ডিনগানের গ্রামে পৌঁছাতে তখন আর একদিন বাকি। এমন সময় আমাদের কয়েকটা ষাঁড় মারা গেল। হতাশ হয়ে ভাবছি কী করবো। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখি, পিঁপড়ার মতো পিলপিল করে কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে অনেক শক্তসমর্থ যুলু পুরুষ। আমি কিছু বলার আগে বা বাধা দেয়ার আগে সবাই মিলে জোয়াল তুলে নিল কাঁধে। তারপর ওয়্যাগন টানতে টানতে নিয়ে চলল রাজা ডিনগানের গ্রাম উমগুনগান্ধলোভুর দিকে।

সেখানে পৌঁছে দেখি আমাদের ক্যাম্প করার মতো একটা জায়গা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। চারপাশে কয়েকটা কুঁড়েঘর। ফ্রান্সিস ওয়েন নামের জনৈক মিশনারির একটা হতশ্রী বাড়িও আছে কাছেই। তাঁর দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়। ধর্মপ্রচার করার জন্য এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছেন তিনি, তা-ও আবার পরিবারসহ। আমরা সেখানে পৌঁছানোর পর বাড়ি থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসিমুখে বের হয়ে এলেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী, সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন আমাদেরকে। দেখে যে কী ভালো লাগল বুঝিয়ে বলতে পারবো না! যে লোক দূরদেশে নিজের জাতভাইয়ের সন্ধান না-পেয়েছে তাকে বুঝিয়ে বলা যাবে না আসলে। আর ওই "জাতভাই" যদি উচ্চশিক্ষিত ও রুচিবান হয় তা হলে তো কথাই নেই।

আমাদের ক্যাম্পের কাছেই পাথরে-ভরা একটা পাহাড় আছে। ক্যাম্পে পৌঁছানোর পরদিন ভোরে হাঁটতে বের হয়েছি, হঠাৎ করেই দেখি ছয় কি আটজন লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে সেখানে। যে-পদ্ধতিতে হত্যা করা হলো লোকগুলোকে সে-পদ্ধতির বর্ণনা দেবো না; এত নিষ্ঠুর বর্ণনা দেয়াটা উচিত হবে না। পরে মিস্টার ওয়েনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, ওই লোকগুলোর দোষ, রাজার কয়েকটা ষাঁড়কে "যাদু" করেছিল ওরা।

এত নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ দেখে নিজের কাছেই খারাপ লাগছে, ওই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! ভাগ্য ভালো, ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে হয়নি মেরিকে। ক্যাপ্টেন কামুলা এসে হাজির হলো এমন সময়। বলল রাজা ডিনগান দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। হটেনটট হ্যান্স এবং ডেলাগোয়া থেকে যে আদিবাসীদেরকে ভাড়া করেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। রাজা আবার বলে দিয়েছেন আমার সঙ্গে যেন অন্য কোনো সাদাচামড়ার লোক না-যায়।

পথ ধরে হাঁটছি, তাকাচ্ছি এদিকে-সেদিকে। উমগুনগান্ধলোভুকে গ্রাম না-বলে অনুন্নত শহর বললে মানায় বেশি! মাঝখানে বিশাল এক খোলা জায়গা। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হাজার দু'-এক কুঁড়েঘর। হাঁটতে হাঁটতে ওই খোলা

www.BanglaBook.org

জায়গার একদিকে বানানো এক "গোলকধাঁধায়" গিয়ে ঢুকলাম। গোলকধাঁধা বলার কারণ চারদিকে বাঁশের উঁচু উঁচু বেড়া, একটু পর পর বাঁক। কোন্ দিকে যাচ্ছি ঠাহর করা মুশকিল। পথ চেনে না এ-রকম কারও পক্ষে সঠিক পথে যাওয়াটা এককথায় অসম্ভব। আবার যে বা যারা প্রথমবারের মতো যাচ্ছে তাদের জন্য দিক চিনে রাখাটাও সম্ভব না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রাজা ডিনগান ভালো বুদ্ধিই বের করেছেন, ভাবলাম মনে মনে। যুলুদের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই গোলকধাঁধাকে নাকি ওরা "সিক্লোহ্লো" নামে ডাকে। যা-হোক, এটা পার হয়ে বিশাল এক কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নাম "ইনটুনকুলু", মানে সর্বোৎকৃষ্ট বাড়ি। সোজাকথায়, রাজা ডিনগানের বাড়ি।

কুঁড়েঘরের বাইরে, একটা টুলের উপর বসে আছে মোটা একটা লোক। কোমরের খাটো কৌপীন, গলার নেকলেস আর নীল পুঁতির আর্মলেট বাদ দিয়ে বললে লোকটা নগ্ন। লোকটার মাথার উপর ঢাল ধরে রেখে ছায়া দিচ্ছে দু'জন বিশালদেহী যোদ্ধা। আশপাশে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে টের পাচ্ছি কাছেই হাঁটাহাটি করছে প্রহরীরা।

এখানে এসে দাঁড়ানোমাত্র কাম্বুলা আর তার সঙ্গীরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে, প্রশংসাসঙ্গীত গাইতে শুরু করেছে। তবে ওদের সেই গানের প্রতি রাজা ডিনগানের কোনো মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না। নিজের ধ্যানে মশগুল তিনি, চোখ বন্ধ করে আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছেন টুলের উপর। হঠাৎ চোখ খুলে তাকালেন। কিছুক্ষণ দেখলেন আমাকে। তারপর বলে উঠলেন, 'এই সাদাচামড়ার ছেলেটা কে?'

উঠে দাঁড়াল কাম্বুলা। 'মহান রাজা, এই ছেলেটাই জর্জের ছেলে। একেই ধরে আনতে বলেছিলেন আমাকে। একে এবং এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গের সব আমাবুনাকে (বোয়া) বন্দি করে নিয়ে এসেছি আমি।'

'ও, মনে পড়েছে,' বললেন ডিনগান। 'কিন্তু...এই ছোকরার ব্যাপারেই আমাদেরকে সতর্ক করেছে ওই ধূর্ত বোয়াটা? টাম্বুসা (কাম্বুলার মতোই যুলুবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন) তো আবার মাতবরি করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছেড়ে দিয়েছে বোয়াটাকে। যা-হোক, আমার লোকদের ক্ষতি করার আগেই এই ছোকরাকে খতম করতে হবে। কাম্বুলা, ওকে আমার কাছে নিয়ে আসার আগেই শেষ করে দিলে না কেন? তবে ছেলেটাকে দেখতে কিন্তু মোটেও ভয়ঙ্কর লাগছে না।'

'মহান রাজা,' ডিনগানের প্রশ্নের জবাবে বলতে শুরু করল কাম্বুলা, 'আপনি বলেছিলেন একে জীবিত অবস্থায় আপনার কাছে নিয়ে আসতে। তবে যদি বলেন, ওকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে রাজি আছি আমি।'

'করবে?' ডিনগানের কণ্ঠে দ্বিধা। 'না, থাক। দরকার হলে আমাদের কাজে লাগানো যাবে।'

'যেমন?' বোধহয় মনের ভুলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল কাম্বুলা, কারণ ওর দিকে তাকিয়ে দেখি জিভ কাটছে।

'যেমন সে হয়তো বন্দুক মেরামত করতে পারবে।' কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন ডিনগান, তারপর ঢাল ধরে-রাখা এক যোদ্ধাকে বললেন কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে। কার কথা বলা হলো বুঝতে পারলাম না।

সন্দেহ নেই, ভাবছি আমি, জল্লাদকে ডাকতে গেছে ব্যাটা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে মাথা প্রায়-খারাপ হয়ে গেল আমার। একটা অসভ্য আদিবাসীর খেয়াল হলো আর অমনি আমাকে এই বয়সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে? কেন? আর যদি দিতেই হয়, একা মরবো কোন্ দুঃখে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে-ছেঁড়া কোটটা পরে আছি সেটার ভিতরের পকেটে ছোট্ট একটা দোনলা পিস্তল আছে, গুলিভর্তি। আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ কদম দূরে বসে আছেন ডিনগান। কাজেই আশা করা যায় ওর বুকে পিস্তলের একটা নল খালি করলে মরবেই। এত কাছ থেকে মিস্ করার প্রশ্নই আসে না। পিস্তলটা আমার কপালে ঠেকিয়ে দ্বিতীয় নলটা খালি করে দিলে আমার ঘিলু বের হয়ে যাবে। সকালে যে-পদ্ধতিতে হত্যা করতে দেখেছি "অপরাধীদের" তারচেয়ে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যার এই পদ্ধতি হাজার গুণে ভালো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম করবো কাজটা।

আস্তে আস্তে হাত বাড়াচ্ছি কোটের পকেটের দিকে, তখন বিদ্যুচ্চমকের মতো আরেকটা চিন্তা খেলে গেল মনে। আমি যদি ডিনগানকে গুলি করি তা হলে যুলুরা নিঃসন্দেহে খুন করবে মেরি এবং অন্যদেরকে। মেরির সুন্দর চেহারাটা আর কোনোদিন দেখা হবে না আমার। তা ছাড়া কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এমনও তো হতে পারে জল্লাদকে ডাকতে পাঠাননি ডিনগান। হতে পারে অন্য কাউকে খবর দিতে বলেছেন তিনি। সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করাটাই ভালো।

ঢাল বহনকারী সেই যোদ্ধা ফিরে এল। সঙ্গে একটা লোক। না, জল্লাদ না, বরং অল্পবয়সী এক যুবক। আশ্চর্য! দেখেই বুঝতে পারছি যুবক ইংরেজ। হ্যাট খুলে রাজা ডিনগানকে অভিবাদন জানাল সে। হ্যাটটাও আজব কিসিমের—উটপাখির কালো পালক দিয়ে বানানো। খেয়াল করলাম আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'ও থো-মাআস,' থমাস শব্দটাকে এভাবেই উচ্চারণ করলেন ডিনগান, 'এই ছেলেটাকে ভালো করে দেখো। তারপর বলো সে কি তোমার জাতভাই, নাকি একজন বোয়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাজা জানতে চাচ্ছেন তুমি ডাচ না ব্রিটিশ,' ডিনগানের কথাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে আমাকে শোনাল যুবক। যদিও তার দরকার ছিল না। যুলু ভাষা বুঝি আমি।

'আমি তোমার মতোই ব্রিটিশ,' জবাব দিলাম, 'জন্মেছি ইংল্যাণ্ডে। পরে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসতে হয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকায়। কেপকলোনিতে থাকতাম।'

'তোমার ভাগ্য ভালো। কেন জানো?'

'না, জানি না। কেন?'

'কারণ যিকালি, মানে এই গ্রামের ডাকিনীবিদ, সোজাকথায় ওঝা, কী সব গণনা করে রাজাকে বলেছে তিনি যাতে কখনোই কোনো ইংরেজকে খুন না-করেন। করলে তাঁর অনেক বড় ক্ষতি হবে। যা-ই হোক, তোমার নাম কী? আমি থমাস হ্যালস্টেড। রাজার দোভাষী হিসেবে কাজ করি।'

'আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন। যিকালিকে বোলো, সে যদি তার সিদ্ধান্ত না-বদলায় তা হলে তাকে চমৎকার কোনো উপহার দেবো আমি।'

'তোমারা দু'জনে এত কী কথা বলছ?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন ডিনগান।

'সে বলছে সে ইংরেজ, বোয়া না। যে-দেশে ইংরেজরা থাকে সে-দেশেই জন্মেছে সে। বোয়ারা যে-জায়গা থেকে যাত্রা করে এসেছে এখানে, সে-ও সেখান থেকে এসেছে।'

থমাসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ডিনগান, সে থামামাত্র বলে উঠলেন, 'তা হলে তো এই বোয়াদের ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারবে সে। ওর জানার কথা বোয়ারা কেন কোথায় যাচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত যখন এসেছে তখন আমার ভাষায় কথা বলতে পারা উচিত। তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি, থো-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাআস, তুমি ওর কথা ঠিকমতো অনুবাদ করে আমাকে শোনাবে বলে মনে হয় না। এর আগেও আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছ তুমি,' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে থমাসের দিকে তাকালেন তিনি।

'মহান রাজা,' ভাঙা ভাঙা যুলুতে বলে উঠলাম তখন, 'আপনার ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারি আমি। ভালো পারি দাবি করবো না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। বোয়াদের ব্যাপারে আপনি যা যা জানতে চান বলতে পারবো।'

'ওউ!' ডিনগানকে দেখে মনে হচ্ছে কৌতুক আর কৌতূহল দুটোই একসঙ্গে বোধ করছেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করতে যাবো কোন্ দুঃখে? তুমিও যে মিথ্যা কথা বলো না তার নিশ্চয়তা কী? নাকি তুমিও আবার...কী বলে...ওয়েইনার মতো ধর্ম শেখানোর জন্য হাজির হয়েছ? (ওয়েইনা মানে মিশনারি মিস্টার ওয়েন) ওকে তো আরেকটু হলেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতাম। কেন ছেড়ে দিয়েছি জানো? কারণ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার অভ্যাস আমার নেই। ওয়েইনা একটা পাগল। আমার সৈন্যদেরকে সে আগুনের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখায়। বলে, ওর ধর্ম গ্রহণ না-করলে মরার পরে নাকি আমাদের ঠাঁই হবে ওই আগুনের ভিতরে।' নস্যির ডিবা বের করলেন তিনি, একচিমটি নস্যি নিলেন। 'আরে, মরলে তো মরেই গেল, তারপর আবার ঠাঁই কীসের?'

'আমি মিথ্যা কথা বলি না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললাম। 'তা ছাড়া আপনার সঙ্গে মিথ্যা বলে আমার কোনো লাভ আছে?'

'আছে। তুমি আর তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা এখন আমার হাতে বন্দি। বাঁচার জন্য একটা কেন হাজারটা মিথ্যা বলতে পারো তুমি। কেন, সাদাচামড়ার লোকেরা মিথ্যা কথা বলে না? তাদের ক'জনের বুকে সাহস আছে, বলতে পারো? তাদের ক'জন রাজার

www.BanglaBook.org

জন্য জীবন দিতে পারে?'

মারাত্মক প্রশ্ন। কাজেই উল্টো-সিধা কিছু বলে ডিনগানকে চটিয়ে না-দিয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

'তোমার নাম কী?'

নাম উচ্চারণে ডিনগানের যে-রকম দক্ষতা দেখতে পাচ্ছি, আমার নাম বললে তা উচ্চারণ করতে গিয়ে তাঁর দু'-চারটা দাঁত ভাঙার সমূহ সম্ভাবনা। তাই বললাম, 'আপনার লোকেরা আমাকে মাকুমাজন বলে ডাকে।'

'মাকুমাজন? মানে নৈশপ্রহরী? ভালো, ভালো। তা, কে দিল নামটা?'

হড়বড় করে বলল কাম্বুলা, 'জী, আমি।'

'ভালো, আরও ভালো! তা মাকুমাজন, ধরে নিলাম তোমার মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই। এখন একটা কথা বলো। শুনেছি এই বোয়ারা নাকি তাদের রাজা জর্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পালাচ্ছে যেমনটা আমার সঙ্গে করেছিল উমসিলিকাযি (মাটিওয়ানে)। কথাটা ঠিক?'

'জী, ঠিক,' জবাব দিলাম।

'এবার আর কোনো সন্দেহ নেই মিথ্যা বলছ তুমি,' বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন ডিনগান। 'এর আগে বলেছ তুমি নাকি ইংরেজ, তোমার দেশের রাজাকে মান্য করো। আবার বলছ ইনকোসিকাসকে (ব্রাউ প্রিন্সলু) নাকি নেতা হিসেবে মান্য করো। কিন্তু আমি জানি ইনকোসিকাস একজন আমাবুনা (বোয়া)। তারমানে তোমার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। অর্থাৎ তোমাদের শত্রু। একজন মানুষ যদি মিথ্যুক না-হয় তা হলে সে কীভাবে তার শত্রুকে মান্য করে বুঝিয়ে বলো দেখি?'

ওরে বাবা, ডিনগান দেখি আমার টুঁটি চেপে ধরেছেন! আমি

www.BanglaBook.org

জানি রাজা, রানি, আনুগত্য এসব ব্যাপারে শুধু এই যুলুদেরই না, সারা আফ্রিকার সব উপজাতীয়-লোকদের ধারণা এখনও 'আদিম' পর্যায়ে আছে। যদি বলি এই বোয়াদের প্রতি আমার সহানুভূতি বা দরদ আছে তা হলে ডিনগান সরাসরি বলবেন আমি বিশ্বাসঘাতক। যদি বলি আসলে আমি জর্জের (যুলুদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের রাজা) প্রতি অনুগত, মনে মনে ঠিকই ঘৃণা করি বোয়াদেরকে, উপরে উপরে খাতির দেখাচ্ছি, তা হলেও আমাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেবেন ডিনগান। তাঁর মতো একজন অসভ্য আর অশিক্ষিত আফ্রিকান আদিবাসীর দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি যে মৃত্যু তা কাউকে বলে দিতে হয় না।

ধর্ম নিয়ে আমার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধার্মিক বলা যাবে না, তারপরও এই সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য মনেপ্রাণে ঈশ্বরের সাহায্য চাচ্ছি: জানি আমার উত্তরের উপর নির্ভর করছে আমার এবং সম্ভবত আমাদের সবার জীবন। জানি না ঈশ্বর আমার প্রার্থনা কবুল করলেন কি না, সহজসরল সত্য কথা স্বীকার করার ভঙ্গিতে বললাম, 'মহান রাজা, আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এই বোয়াদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি আমি। আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে সে। কিন্তু বিয়ে হওয়ার আগেই বাধ্য হয়ে ওর বাবার সঙ্গে কেপকলোনি, মানে যেখানে থাকতাম আমরা সেখান থেকে অনেক উত্তরদিকে চলে আসতে হয়েছে ওকে। তখন খুব বিপদে পড়েছিল বেচারী, সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে...'

'কী বিপদ?' আমার কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করে বসলেন ডিনগান।

'জ্বরের প্রকোপে একে একে মারা পড়ছিল ওর দলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকেরা। না-খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছিল ওদেরকে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসি আমি। ওকে এবং ওর সঙ্গে যে-ক'জন ছিল সবাইকে বাঁচাই। তারপর ওদেরকে অন্য বোয়াদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য রওনা হই।'

'ওউ! এবার বুঝলাম বোয়াদের মধ্যে ইংরেজ কেন। ভালো, যে-কারণটা শুনিয়েছ তা ভালো। একটা লোকের যতগুলো বউই থাকুক না কেন সে যদি আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কিছু করে তা হলে তা বোকামি বলা যাবে না। আমিও এ-রকম করেছি আগে, বিশেষ করে নাডা'র জন্য। আমস্লোপোগাস নামের এক লোক আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটাকে।" [স্যর হ্যাগার্ডের "নাডা দ্য লিলি" উপন্যাসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।]

বিষণ্ন ভঙ্গিতে অতীতের কথা কিছুক্ষণ ভাবলেন ডিনগান, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'মাকুমাজন, যে-কারণটা শুনিয়েছ আমাকে তা সত্যিই ভালো। আমার পছন্দ হয়েছে। হয়তো এই বোয়াদেরকে আমি হত্যা করবো, হয়তো করবো না। কিন্তু কথা দিচ্ছি, যদি ওদেরকে হত্যা করি তা হলে এই মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখবো। যে মেয়ের জন্য এত দূর থেকে এত কষ্ট করে ছুটে এসেছ সে মেয়েকে দেখিয়ে দিয়ো, কাম্বুলা চিনে রাখবে। সাবধান, থো-মাআসকে দেখাতে যেয়ো না, ব্যাটা একটা মিথ্যুক। তুমি দেখাবে একজনকে, আর সে বলে দেবে আরেকজনের নাম। শেষে দেখা যাবে তোমার ভালোবাসার মানুষটা মারা পড়েছে।'

'ধন্যবাদ, মহান রাজা,' বললাম আমি। 'কিন্তু আমাকে যদি হত্যা করা হয় তা হলে আমার ভালোবাসার মানুষটা একা একা বেঁচে থেকে কী করবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাকে হত্যা করা হবে এমন কথা তো বলিনি আমি, মাকুমাজন। তোমাকেও হয়তো ছেড়ে দিতে পারি। ব্যাপারটা নির্ভর করছে তুমি সত্যবাদী না মিথ্যুক তার মীমাংসা হওয়ার উপর।'

'কীভাবে মীমাংসা হবে?'

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে বোয়াটাকে চলে যেতে দিয়েছে টাম্বুসা সে যাওয়ার আগে বলে গেছে তুমি নাকি খুব বড় একজন যাদুকর। উড়ন্ত পাখিকে অনেক দূর থেকে গুলি করে ঘায়েল করার মতো অসম্ভব ক্ষমতা নাকি তোমার আছে। কথাটা কি ঠিক?'

আবারও কঠিন প্রশ্ন। যেহেতু জানি না পেরেইরা আমার সম্বন্ধে কী বলে গেছে কাজেই গুলি করে পাখি ঘায়েল করার ক্ষমতা অস্বীকার করলে সমস্যা হতে পারে। আবার যদি বলি পারি তা হলে রাজা হয়তো কোনো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারেন আমার দিকে। তাই কায়দা করে বললাম, 'সবসময় পারি না।'

'খুব ভালো, মাকুমাজন। এবার দেখা যাবে তুমি যাদুকর নাকি মিথ্যুক। তোমার সঙ্গে একটা বাজি ধরতে চাই আমি।'

আমার গলার ভিতরটা যেন সিরিষ কাগজের মতো শুকিয়ে গেছে। চেষ্টা করেও ঢোক গিলতে পারছি না। বুকের খাঁচায় জোরে জোরে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। 'কী বাজি?' জিজ্ঞেস করতে কষ্ট হলো।

'তোমরা যে-জায়গায় ক্যাম্প করেছ সেখানে ছোট একটা পাহাড় আছে। নাম হ্লোমা আমাবুটো। কেউ কেউ বলে, কোয়ামাটিওয়ানে। কেন বলে তা কাম্বুলাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো। যা-হোক, আমাদের মধ্যে যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে ওই মরণপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ বিকেলেও এ-রকম কয়েকজন খারাপ লোককে সেখানে হত্যা করা হবে। তারপর ওদের লাশ ছিঁড়ে খেতে নামবে শকুনের পাল। আমার বাজি হচ্ছে, শকুনগুলো যখন আসবে তখন দূরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাবে তুমি। যদি প্রথম পাঁচ গুলিতে তিনটা শকুন মারতে পারো তা হলে মাকুমাজন, আমি ডিনগান কথা দিচ্ছি বোয়াদেরকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু শর্ত হচ্ছে শকুনগুলো উড়ন্ত অবস্থায় থাকবে।'

'যদি মারতে না-পারি?' নিজের কানেই নিজের কণ্ঠ অপরিচিত মনে হচ্ছে আমার।

নিষ্ঠুর হাসি হাসলেন রাজা ডিনগান। 'তা হলে বুঝে নেবো তুমি মিথ্যুক, যাদুকর না। তখন আমার আদেশে প্রত্যেকটা বোয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে হ্লোমা আমাবুটুতে। নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করা হবে।'

'ওই মেয়েটাকেও?'

'না, ওকে বাঁচিয়ে রাখবো আমি। বিয়ে করে বউ বানাবো। আমার আবার অনেকদিন থেকে একটা সাদাচামড়ার বউয়ের খুব শখ,' দাঁত বের করে হাসলেন ডিনগান।

'বোয়াদের সঙ্গে কি আমাকেও হত্যা করা হবে?'

'এখনই বলতে পারছি না। তোমাকে খুন করতেও পারি, আবার না-ও পারি। তবে কী করবো এখনই বলবো না।'

ডিনগানের বাজিতে রাজি হওয়ার মানে নিরপরাধ কয়েকজন লোকের জীবন চরম ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়া এবং মেরিকে জীবিত অবস্থায় নরকে পাঠানো। নিজেকে নিয়ে ভাবি না, আমি এমন মূল্যবান কেউ না যে আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

কিন্তু আমি যদি রাজি না-হই তা হলে কী হবে? আমাদেরকে কি মুক্তি দেবেন ডিনগান? মনে হয় না। ধরে নিলাম হত্যা করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে না আমাদেরকে, কিন্তু আমরা যে যুলুদের এই গ্রামে আজীবনের জন্য আটকা পড়বো সন্দেহ নেই : তখন মেরিকে নিঃসন্দেহে জোর করে বিয়ে করবেন ডিনগান।

আমার মনের কথাগুলো সম্ভবত পড়তে পারল থমাস হ্যালস্টেড, আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠল ইংরেজিতে, 'বোকার মতো রাজি হয়ে যেয়ো না, অ্যালান কোয়াটারমেইন। বোয়ারা মরলে তোমার কী? পেরেইরা তো ওদেরকে ফেলে ঠিকই চলে গেছে। কই, সে তো একবারও ভাবল না তার জাতভাইদের কী হবে? তোমার এত মাথাব্যথা কেন? আর সামান্য একটা মেয়ের জন্য জীবন বাজি রাখা অথবা মারামারি করা অসভ্য আদিবাসীদেরকে মানায়। তুমি শিক্ষিত, আধুনিক, বাস্তববাদী; তুমি জানো পৃথিবীতে এ-রকম আরও হাজার মেয়ে আছে। লোকে টাকা দিয়ে কত রকমের ভালোবাসা কিনছে জানো? কাজেই যাকে ভালোবাসো বলছ সে-মেয়ে রাজার এম্পোসেনিতে (হারেমে) বন্দি হলে তোমার কী? নিজেরটা ভাবো, অ্যালান—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাকে খুন করবে না রাজা, যিকালির ভবিষ্যদ্বাণী ভয় পায় সে। তোমাকে আপাতত বন্দি করে রাখবে আমার মতো। পরে যদি ব্যাটাকে রাজিখুশি করাতে পারো তা হলে মুক্তি পেয়েও যেতে পারো।'

দাঁতে দাঁত চাপলাম। থমাস জানে না মেরিকে বাঁচাতে ডিনগান কেন, যমের সঙ্গেও লড়াই করতে রাজি আছি আমি। রাজার চোখে চোখ রাখলাম, আমার ভয় কেটে গেছে। বললাম, 'তা হলে কথা থাকল, পাঁচ গুলিতে তিনটা উড়ন্ত শকুন মারবো আমি, বিনিময়ে আমার সঙ্গে যারা যেতে চাইবে তাদেরকে নিরাপদে চলে যেতে দেবেন এখান থেকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাকুমাজন। ...থমাস, এবার তুমি যাও। কান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেতে আমাদের কথা আর শুনতে হবে না তোমাকে। মাঁকুমাজন, আমার কাছে এসো : বোয়াদের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল হ্যালস্টেড। আমাকে পাশ কাটানোর সময় বিড়বিড় করে বলল, 'দেখা যাবে গুলি করে নিশানা ভেদে তোমার হাত কত পাকা।'

সে চলে যাওয়ার পর পাকা একঘণ্টা বসে থাকলাম রাজা ডিনগানের সঙ্গে। বোয়াদের গতিবিধি আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আমিও ধৈর্য ধরে জবাব দিলাম সেসব প্রশ্নের। কিছু বলার সময় খেয়াল রাখলাম আমার কথা শুনে রাজার মনে যেন কোনো সন্দেহ না-জাগে, আমার অথবা বোয়াদের ব্যাপারে কোনো ভুল ধারণা যেন তৈরি না-হয়। কথা বলতে বলতে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেলেন তিনি, তখন জোরে হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো চমৎকার কতগুলো মেয়ে। দু'জনের হাতে বিয়ারের পাত্র। আমাকে খেতে বললেন ডিনগান।

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললাম, 'আমি মদ খাই না। আর এখন খাওয়া তো মোটেও উচিত হবে না। কারণ মদ খেলে হাত কাঁপতে থাকে। সেই কাঁপুনি যদি বিকেলে গুলি করার সময়ও থাকে তা হলে খবর আছে আমাদের।'

কথাটা বুঝতে পারলেন রাজা ডিনগান। কাস্লাকে বললেন আমাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিতে যেতে, আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে। এমনকী একজন যোদ্ধাকে বললেন আমার মাথার উপর ঢাল ধরে আমার সঙ্গে যেতে যাতে রোদ থেকে বাঁচতে পারি।

'যাও,' চলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি এমন সময় বললেন বৃদ্ধ স্বৈরাচারী ডিনগান, 'সূর্যাস্তের ঠিক একঘণ্টা আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোমা আমাবুটুতে দেখা হবে আবার। মনে রেখো তোমার সাফল্য-ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে তোমার সঙ্গী আমাবুনাদের জীবন-মরণ।'

ক্যাম্পে ফিরে দেখি বোয়ারা একজায়গায় জড়ো হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মিস্টার ওয়েন আর তাঁর সঙ্গীসাথীরাও আছেন। জেন নামের এক মধ্যবয়স্কা ওয়েলশ চাকরানিও আছে।

'কী খবর?' সবার আগে জিজ্ঞেস করলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু।

'খারাপ,' বিমর্ষ চেহারায় জবাব দিলাম।

'কী রকম?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে বৃদ্ধার।

'যুলুদের রাজা ডিনগানের সঙ্গে বাজি ধরতে হয়েছে আমাকে।'

'কীসের বাজি?'

'আজ সূর্যাস্তের একঘণ্টা আগে আবার একটা শুটিংম্যাচ হবে।'

'তা-ই নাকি? তা প্রতিদ্বন্দ্বীটা কে?'

'নিয়তি।'

'মানে?'

'মানেটা যেমন সহজ তেমন ভয়ঙ্কর। পাঁচ গুলিতে তিনটা উড়ন্ত শকুন মারতে হবে আমাকে। না-পারলে আপনাদের সবাইকে খুন করার আদেশ দেবেন রাজা।'

'সে কেন হঠাৎ করে এ-রকম বাজি ধরল তোমার সঙ্গে?'

'কারণ ওই কাপুরুষ হার্নান পেরেইরা রাজাকে বলেছে আমি নাকি মস্ত বড় যাদুকর, গুলি করে উড়ন্ত পাখি মারার ক্ষমতা আছে আমার। রাজা এখন দেখতে চান কথাটা ঠিক কি না। তাঁর ধারণা উড়ন্ত শকুন গুলি করে মারা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র যাদুকররাই নাকি কাজটা করতে পারে। আমি যদি না-পারি তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে আমাকে মিথ্যুক বলে ধরে নেবেন তিনি।'

'আর শাস্তি হিসেবে জবাই করা হবে আমাদেরকে?'

'মেরি বাদে বাকি সবাইকে।'

'ওকে কী করবে?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিলাম, 'রাজার হারেমে বন্দি হবে সে।'

কথাটা বোধহয় বলেও সারতে পারিনি, তার আগেই অভিশাপের ঝড় বইতে শুরু করল বোয়াদের মুখে। কেউ কাউকে অভিশাপ দেয়ামাত্র যদি অভিশপ্ত লোকটা মারা যেত তা হলে আমার বিশ্বাস ওই মুহূর্তে যেখানে ছিল পেরেইরা সেখানেই মৃত্যু হতো ওর।

অভিশাপ দিচ্ছে বোয়ারা, শুধু দু'জন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন মেরি। ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে বেচারীর চেহারা, দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ ভয় পেয়েছে কোনো কারণে। আরেকজন ওর বাবা হেনরি ম্যারাইস। সবার সামনে আপন ভাগ্নের এত বড় অপমান সহ্য করতে সম্ভবত কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

এমন সময় তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন মেয়ার, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কী বলবেন আপনি? আপনার শয়তান ভাগ্নের পক্ষে আর কী সাফাই গাইবেন?'

'আমার মনে হয় কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো ভুল হচ্ছে,' নিচু কণ্ঠে বললেন ম্যারাইস, 'কারণ হার্নান কিছুতেই চাইতে পারে না আমাদের সবার মৃত্যু হোক।'

'না, আমাদের সবার মৃত্যু হয়তো চায়নি সে। চেয়েছিল যাতে অ্যালান মরে। কিন্তু গাধাটা ভুলে গেছে এই ইংরেজ যুবক হলো আমাদের জন্য নদীর-চরের মতো। সে ডুবে গেলে আমরাও ডুবে মরবো। এখন ঘুরেফিরে আবার একই অবস্থা হলো—অ্যালানের

www.BanglaBook.org

হাতেই চলে গেল আমাদের জীবন। ওর সাফল্য-ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে আমাদের বাঁচা-মরা।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ম্যারাইস, মুখ বাঁকা করে বললেন, 'বাজিতে অ্যালান জিতুক বা হারুক, উড়ন্ত শকুন মরুক বা না-মরুক, ওর কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। রাজার সঙ্গে ইতোমধ্যেই রফা হয়ে গেছে ওর, আমরা বাঁচি বা মরি ওর গায়ে ফুলের টোকাটাও দেয়া হবে না।'

'প্রমাণ করতে পারবেন কথাটা?' ম্যারাইসের একগুঁয়েমি দেখে মেজাজ বিগড়ে গেছে আমার, রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম তাই : 'অভিযোগ করা যত সহজ প্রমাণ করা তত কঠিন, মনে রাখবেন। আপনাদেরকে যদি হত্যা করা হয় এবং মেরিকে নিয়ে গিয়ে যদি বন্দি করা হয় ডিনগানের হারেমে তা হলে আমারও বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা থাকবে না। ...যার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, কই, কোনোদিন তো শুনি না ভুলেও গালমন্দ করছেন তাকে? আর যে কিনা খেটে মরছে আপনাদের জন্য তার বিরুদ্ধেই বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করছেন?'

ইতস্তত করছেন ম্যারাইস। আমার প্রশ্নটার কী জবাব দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মিনমিন করতে করতে বললেন কিছুক্ষণ পর, 'তোমার বুঝতে ভুল হয়নি তো, অ্যালান? মেরিকে কি সত্যিই হারেমে নিয়ে বন্দি করার ঘোষণা দিয়েছেন যুলুদের রাজা?'

'আপনার কি তা হলে মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করছি আমি?'

ম্যারাইস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'থামুন আপনি, হিয়ার ম্যারাইস। আজেবাজে কথা বলে কেন শুধু শুধু উত্তেজিত করিয়ে দিচ্ছেন ছেলেটাকে? বিকেলে বাজি লড়তে হবে

www.BanglaBook.org

ওকে, ওর হারজিতের উপর নির্ভর করছে আমাদের বাঁচামরা। কোথায় ঈশ্বরের কাছে ওর সাফল্য আর আপনার ভাগ্নের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করবেন, তা না করে বাজে বকে সময় নষ্ট করছেন আমাদের সবার। ...এসো অ্যালান, রাজা ডিনগান আমাদের জন্য যে-বাছুরটা পাঠিয়েছেন সেটার কলিজা ভুনা করেছি, খেয়ে যাও। তৈরিই আছে, খেতেও ভালো হয়েছে। খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নিয়ো বিছানায়, পারলে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ো।'

যাজক মিস্টার ওয়েনের পরিজনদের মধ্যে উইলিয়াম উড নামের এক ইংরেজ বালক আছে। ওর বয়স বারো কি চোদ্দ। ছেলেটা ডাচ আর যুলু দুটো ভাষাই জানে। জনৈক মিস্টার হালি'র অনুপস্থিতিতে ওয়েন পরিবারের জন্য দোভাষী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ওর। বোয়াদের সঙ্গে ডাচ ভাষায় যখন কথা বলছিলাম, উইলিয়াম তখন আমাদের প্রতিটা শব্দ ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিল মিস্টার ওয়েন আর তাঁর পরিবারকে। ফলে পুরো ঘটনা জাতে বাকি থাকল না তাঁদের। ভ্রাউ প্রিন্সলুর কথা শেষ হওয়ামাত্র বলে উঠলেন মিস্টার ওয়েন, 'এখন খাওয়া বা ঘুমানোর সময় না। এখন প্রার্থনা করার সময়। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যাতে বর্বর ডিনগানের মন ঘুরে যায়, আপনাদের সবাইকে মুক্তি দেয় সে!'

'হ্যাঁ,' উইলিয়াম উডের কাছ থেকে মিস্টার ওয়েনের কথাটার ডাচ অনুবাদ শুনে ভ্রাউ প্রিন্সলু তাল মেলালেন, না ভেংচি কাটলেন বুঝলাম না, 'আপনি এবং আপনার মতো আর যারা নিষ্কর্মা আছে তারা যত খুশি প্রার্থনা করুক, আমার আপত্তি নেই। তবে ডিনগানের মন ঘুরানোর প্রার্থনার পাশাপাশি অ্যালানের বুলেট যেন না-ফস্কায় সে-প্রার্থনাও করবেন দয়া করে। অ্যালানের জন্য কলিজা ভুনা করেছি, চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছি খিদা

www.BanglaBook.org

লেগেছে ওর, কাজেই খেতে বসবে সে এখন। যদি পারেন, আমাদের হয়ে আমাদের দু'জনের প্রার্থনাটাও সেরে ফেলুন! ...চলো, বোনপো অ্যালান: সবসময় মনে রাখবে, বুড়ির সঙ্গে যেমন প্রেম করতে হয় না ঠিক তেমনই বাসি খাবার খেতে হয় না। ...না, হেনরি ম্যারাইস, আরেকটা কথা বলার চেষ্টা করেছেন তো কানে ঘুসি খাবেন বলে রাখলাম,' বলতে বলতে হাত তুললেন তিনি, দেখে সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন ম্যারাইস। কিন্তু তাঁকে মারার বদলে আমার শার্টের কলার খামচে ধরলেন, মা যেভাবে দুষ্টু ছেলেকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যায় সেভাবে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চললেন মহিলাদের ওয়্যাগনের দিকে।

তেরো

বেশিক্ষণ হয়নি ফ্রাইংপ্যানে ভুনা করা হয়েছে বাছুরের কলিজা।

অতি প্রাচীন আর অতি নোংরা সেই সার্বক্ষণিক সঙ্গী ন্যাটডয়েকটা দিয়ে একটুকরো টিন মুছছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। থালা হিসেবে ব্যবহৃত হয় টুকরোটা। সকালের খাবারের দাগ তোলার চেষ্টা করছেন ভ্রাউ। কিন্তু দাগ বসে গেছে, এত সহজে উঠবে না। কাপড়টা রেখে হাত দিয়ে আমার জন্য বড় একটা টুকরো ভেঙে নিতে গেলেন তিনি। পারলেন না। গরম কলিজার ছ্যাঁকা লেগেছে আঙুলে। কলিজার যতটুকু ভেঙেছিলেন তা ফ্রাইংপ্যান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে সোজা পড়ল ঘাসের উপর। বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠলেন তিনি। পরাস্ত হওয়া তাঁর ধাতে নেই: ছ্যাঁকা-লাগা আঙুলগুলো মুখে পুরে কিছুক্ষণ চাটলেন, তারপর কলিজার টুকরোটা ভ্যাটডয়েক দিয়ে তুলে নিয়ে রাখলেন টিনের "পাত্রে"।

'দেখলে তো বোনপো,' বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বললেন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে, 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কীভাবে বাঁকা করতে হয়। বোকামি করেছি। ভ্যাটডয়েকটা আগেই ব্যবহার করলে ভালো হতো।' পোড়া আঙুলগুলো মেলে ধরলেন আমার চোখের সামনে। 'দেখো, এইটুকুন ছ্যাঁকায় কী অবস্থা, নরকে যদি যাই তা হলে কীভাবে থাকবো কে জানে! তবে ডিনগানের জল্লাদ যখন আমাদেরকে খুন করবে তখন নিশ্চয়ই এতটা কষ্ট হবে না। হয়তো ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলবে। কষ্ট টের পাওয়ার আগেই সব শেষ। ...একবার ভাবো তো অ্যালান। মরে গেছি আমি, পৃথিবীর সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন এক দেশে যে-দেশে কোনো জীবিত মানুষ যেতে পারে না। আমার বিয়ের সময় আমাকে একটা সাদা নাইটগাউন দিয়েছিল আমার মা, ওই গাউনটা পরে আছি। ওটা অবশ্য দু'-একবারের বেশি পরতে পারিনি, কারণ আমি আবার ভেস্ট আর পেটিকোট পরে ঘুমাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। ...আচ্ছা, মরার পরে মানুষ যখন আকাশের অনেক উপরে চলে যায় তখন কি তার ডানা থাকে? আমারও কি থাকবে? সেই ডানা কি রাজহাঁসের ডানার মতো হবে? আমার ভার বহন করতে পারবে তো?'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিলাম না। মানুষ বুড়ো হলে অন্য কিছু করুক বা না-করুক, কথা বলে অনেক বেশি। যারা বাচাল তাদের অতি-কথন বন্ধ করার সহজ একটা উপায় হচ্ছে যখন তারা কথা

www.BanglaBook.org

বলতে থাকবে তখন কোনো কথাতেই সায় না-দেয়া। আমিও চুপ করে আছি, খুব মনোযোগ দিয়ে "কলিজা" খাওয়ার ভান করছি। ভ্রাউ প্রিন্সলু বলেছিলেন খেতে ভালো হয়েছে, কথাটা কতখানি সত্যি জানি না, ভ্যাটডয়েক আর বালির কারণে চরম বিস্বাদ লাগছে আমার কাছে। আমার ধারণা এটা খেলে এত খারাপ লাগতে থাকবে যে, তিনটা শকুন মারা তো পরের কথা, একটার ধারেকাছে দিয়েও বুলেট পাঠাতে পারবো না। কাজেই ভ্রাউ আমার দিকে উল্টো ঘোরামাত্র আমার পিছনে বসে-থাকা হ্যাঙ্গের দিকে ছুঁড়ে মারলাম কলিজার টুকরোটা। খপ্ করে লুফে নিল সে, ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো দুই কামড়ে গলাধঃকরণ করল। ওটা চিবানো অবস্থায় ধরা পড়তে রাজি না ভ্রাউয়ের কাছে।

আমার দিকে ঘোরামাত্র মুখ হাঁ হয়ে গেল ভ্রাউ প্রিন্সলুর। খালি টিনের উপর তাঁর নজর পড়েছে। 'ঈশ্বর! এত তাড়াতাড়ি খেতে পারো তুমি, বোনপো?' তারপর পেটুক হ্যাঙ্গের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ওই হলুদ কুকুরটা আবার ভাগ বসায়নি তো? যদি খেয়ে থাকে তা হলে মজা দেখাচ্ছি ওকে।'

চমকে উঠল হ্যাঙ্গ, দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'না, না, ভ্রাউ, একটুকরোও খাইনি আমি। শুধু সকালের নাস্তার পরে প্যানে যেটুকু মাংস লেগে ছিল তা চেটেপুটে সাফ করেছি।'

অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে ওকে দেখে আমার দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকালেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'অ্যালান, এত তাড়াতাড়ি খেলে তোমার পেট খারাপ করবে। তোমাকে প্রায়ই বলি, খাবার গেলার আগে কম করে হলেও বিশবার চিবাতে। আমার যদি দাঁত থাকত তা হলে বিশবার কেন, চল্লিশবার চিবাতাম। আচ্ছা বাদ দাও, এখন এই দুধটুকু খেয়ে নাও। একটু টক টক লাগবে, কিন্তু ভালো হবে

www.BanglaBook.org

তোমার শরীরের জন্য,' বলতে বলতে কালো একটা বোতল বের করলেন।

বোতলের অবস্থা দেখে, বোতলের ভিতরের পানীয়টুকু যদি স্বর্গীয়ও হয় তা হলেও আমার পান করার ইচ্ছা তিরোহিত হলো। সবিনয়ে বললাম, 'খালা, আমার দুধে সমস্যা আছে।'

'কী রকম?'

'দুধ খেলে আমার পেট খারাপ হয়ে যায়।'

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার উপর রাগ করছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু।

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বললাম, 'তবে পানি খাওয়া যায়। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমার পিপাসা লেগেছে।'

আমাকে পানি খাওয়ানোর পর ভ্রাউ প্রিন্সলু জোরাজুরি করতে লাগলেন ওয়্যাগনের ভিতরে তাঁর বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'শুয়ে শুয়ে আবার পাইপ টানতে শুরু কোরো না। ধূমপান করলে কিন্তু হাত কাঁপে, জানো তো?'

জবাব না-দিয়ে তাকালাম হ্যান্সের দিকে। ইংরেজিতে বললাম, 'আমার রাইফেলটা পরিষ্কার করতে থাকো। আমি কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিই। একটু বিশ্রাম করা দরকার। আমার ওই সেঁতাগন্ধের কাউচে শুতে আর ভালো লাগে না।'

গিয়ে ভ্রাউ প্রিন্সলুর বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে ভান করছি যেন ঘুম আসছে আমার। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে আবার শুরু হতে পারে ভ্রাউয়ের বকবকানি। কিন্তু চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকা পর্যন্তই, ঘুমের কোনো পাত্তা নেই। ওয়্যাগনের ভিতরে গরম, আমার মনের ভিতরে সন্দেহ আর আতঙ্ক। আর এক কি দু'ঘণ্টা পর জীবনের চরমতম পরীক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্মুখীন হতে হবে আমাকে। আমার দক্ষতার উপর নির্ভর করছে পুরুষ, নারী, শিশু মিলিয়ে মোট আটজনের জীবন। এদের মধ্যে রয়েছে নিষ্পাপ একটা মেয়ে যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি আমি, যে আমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। যদি বাজিতে হারি, বোয়ারা নিঃসন্দেহে মরবে। কিন্তু মেরির কী হবে? বেঁচে থেকে মৃত্যুর চেয়ে খারাপ অবস্থা বরণ করে নিতে হবে ওকে। না, আমি এটা হতে দেবো না। আমার পিস্তলটা দিয়ে যাবো ওর কাছে। আশা করি প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগাতে পারবে সে অস্ত্রটা।

মড়ার মতো একভাবে পড়ে আছি। অদ্ভুত এক ছটফটানি জেগেছে মনের ভিতরে। কিন্তু এপাশ-ওপাশ করতে পারছি না, পাছে ভ্রাউ প্রিন্সলু বুঝে যান আমি ঘুমাইনি। মনের সেই অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে একসময় সন্তাপে পরিণত হলো। সহ্য করতে না-পেরে কেঁদেই ফেললাম। জানি না কেন, হঠাৎ করেই বাবার কথা মনে হলো আমার। ভাবলাম, এই পরিস্থিতিতে আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন তিনি। তখন প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। এ-রকম সর্বান্তঃকরণে আগে কখনও ঈশ্বরকে ডেকেছি বলে মনে পড়ে না।

প্রার্থনা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে গেছি নিজেও জানি না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তা-ও বলতে পারবো না। তবে কেন ভেঙে গিয়েছিল তা মনে আছে আজও। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছিলাম কেউ একজন, অথবা কিছু একটা আমাকে বলছিল, 'হোমা আমাবুটু পাহাড়ে গিয়ে দেখো এর উপর দিয়ে কীভাবে উড়ে বেড়ায় শকুনের পাল। সাহস রাখো, সৎপথে চেষ্টা করে যাও। ভেঙে পড়ো না।'

একলাফে উঠে বসলাম। টের পাচ্ছি রহস্যময় কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার ভিতরে। আমি যেন আগের আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। আমার সেই সন্দেহ আর আতঙ্ক বিদায় নিয়েছে। হাত দুটো যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে; অনেক হালকা লাগছে মনটা। আমি নিশ্চিত তিনটা শকুন মারতে পারবোই।

ওয়্যাগন থেকে বের হলাম, গেলাম হ্যান্সের কাছে। কাছেই কড়া রোদে বসে আছে সে; একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে। মাঝেমধ্যেই দেখি এই কাজটা করছে সে। কেন, জানি না।

'আমার রাইফেলটা কোথায়, হ্যান্স?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'ইন্টোম্বিটাকে এখানে রেখেছি আমি, বাস,' জবাব দিল হ্যান্স। 'ঠাণ্ডা করছি যাতে কাজের সময় বিগড়ে না-যায়,' ঘাস জড়ো করে কবরের-মতো-করে-বানানো একটা স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করল।

বলে রাখি, আদিবাসীরা আমার এই রাইফেলটার নাম দিয়েছে "ইন্টোম্বি", মানে অল্পবয়সী মেয়ে। কারণ রাইফেলটা আর দশটা রাইফেলের চেয়ে অনেক সরু এবং বহুল ব্যবহারের পরও যথেষ্ট চকচকে।

'পরিষ্কার করেছ ঠিকমতো?' আবারও জিজ্ঞেস করলাম।

'জী, বাস। এত ভালোমতো পরিষ্কার করেছি যে, আমার মনে হয় না বানানোর পর আর কখনও এত সুন্দর অবস্থায় ছিল ইন্টোম্বিটা। বারুদ বের করে রোদে শুকাতে দিয়েছি। ক্যাপ খুলে ভালোমতো মুছে লাগিয়ে দিয়েছি জায়গামতো। ব্যারেলে ঠিকমতো ঢুকিয়েছি বুলেট। আশা করা যায় গুলি করার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না। এরপরও যদি শকুন মারতে না-পারেন তা হলে বুঝে নিতে হবে দোষ ইন্টোম্বি বা বারুদ-বুলেটের না, দোষ আপনার কপালের।'

'শুনে ভালো লাগল। চলো এবার, গিয়ে দেখি আসি ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরণপাহাড়টা।'

'কেন, বাস? এখনও তো সময় হয়নি?' খেয়াল করলাম আমার প্রস্তাব শুনে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে হ্যান্স। 'শুনেছি নিতান্ত বাধ্য না-হলে কেউ নাকি যায় না ওই জায়গায়। যুলুরা বলে, দিনের বেলাতেও সেখানে ভূত বসে থাকে। যে-জায়গায় মরেছে বেচারারা সে-জায়গার চারপাশে আহাজারি করে বেড়ায়।'

দাঁতে দাঁত চাপলাম, বিরক্ত বোধ করছি হ্যান্সের উপর। 'ভূতেরা আহাজারি করে বেড়ায় কি না জানি না, তবে শকুনের পাল সেখানে বসে থাকে কিংবা উড়ে বেড়ায়। উড়লে কীভাবে উড়ে তা গিয়ে দেখা দরকার যাতে কখন কোথায় গুলি করতে হবে সে-ব্যাপারে ধারণা পেতে পারি।'

'ঠিক বলেছেন, বাস,' বুঝে গেছে হ্যান্স। 'গুলি করে রাজহাঁস মারা আর শকুন মারার মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজহাঁস উড়ে সোজা, নিক্ষিপ্ত অ্যাসেগাইয়ের মতো। কিন্তু শকুনেরা বাতাসে ডানা মেলে চক্করের পর চক্কর মারতে থাকে। এ-রকম চক্কর খেতে-থাকা কোনো পাখি গুলি করে মারা খুব কঠিন, বাস।'

'কঠিন না সহজ পরে বোঝা যাবে। এখন চলো।'

রওয়ানা হবো, এমন সময় আরেকটা ওয়্যাগনের পিছন থেকে অনেকটা হঠাৎ করেই হাজির হলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, সঙ্গে মেরি। খেয়াল করলাম, খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। মনে হয় কাঁদছিল।

ভ্রাউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

কিছুক্ষণ ভেবে সত্যি কথাটাই বললাম।

ভ্রাউ বললেন, 'ভালো বুদ্ধি করেছ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যুদ্ধের ময়দানটা ভালোমতো বাছবিচার করা একজন বিচক্ষণ সেনাপতির লক্ষণ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে কাছেই জন্মে-থাকা কতগুলো কাঁটাগাছের পাশে নিয়ে গেলাম মেরিকে।

'ওহ্! অ্যালান, শেষপর্যন্ত কী হবে?' মিনতির সুরে জানতে চাইল সে।

এতদিন যে মেয়ে ছিল আমার ভরসা আর সাহসের উৎস আজ সে-ই ভেঙে পড়েছে? বললাম, 'শেষপর্যন্ত যা-ই হোক ভালো হবে বলেই আমার ধারণা। এই গর্ত থেকে নিরাপদেই বের হতে পারবো আমরা, আগেও যে-রকম পেরেছি।'

'যে-জ্ঞান শুধু ঈশ্বরের আছে তা তুমি জানলে কীভাবে?'

'ঈশ্বর নিজেই আমাকে বলে দিয়েছেন।'

'বলো কী!'

কিছুক্ষণ আগের আমার সেই স্বপ্নের ঘটনাটা বললাম মেরিকে। শুনে, মনে হলো, যথেষ্ট শান্ত হয়েছে সে। তারপরও সন্দেহের সুরে বলল, 'কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তা-ই না? স্বপ্নের নিশ্চয়তা কী? তুমি কি জোর দিয়ে বলতে পারো বাজিতে জিতবেই?'

সরাসরি জবাব না-দিয়ে বললাম, 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি হারবো?'

আপাদমস্তক আমাকে দেখে বলল মেরি, 'না, মনে হয় না। কিন্তু রাজা ডিনগানের কাছ থেকে যখন ফিরে এসেছিলে তখন মনে হচ্ছিল। এখন তোমাকে অনেক আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছে। তারপরও বাজিতে হেরে যেতে পারো। তখন কী হবে?'

'কিছুই হবে না। কারণ আমি বাজিতে হারবো না।'

করুণ হাসি হাসল মেরি। 'তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন কয়েকজন ভয়ঙ্কর যুলু এসে হাজির হয় আমাদের ক্যাম্পে। মরণপাহাড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলে আমাদেরকে। রাজার

www.BanglaBook.org

নাকি আর তর সহ্য হচ্ছে না। তুমি যদি শকুনগুলোকে মারতে না-পারো তা হলে তিনি নাকি আমাদেরকে খুন করবেনই। লোকগুলোর কথা শুনে মনে হলো পাখিগুলোকে পবিত্র বলে মনে করে ওরা। তুমি যদি পাঁচ গুলিতে তিনটাকে মারতে না-পারো তা হলে রাজা ধরে নেবেন সাদাচামড়ার মানুষ আর তাদের যাদুবিদ্যাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তখন নির্বিচারে খুন করবেন আমাদের সবাইকে, মানে আমি ছাড়া বাকিদেরকে। আমাকে হেরেমে নিয়ে গিয়ে...। তখন? তখন কী করবো আমি?'

মেরির দিকে তাকিয়ে আছি আমি, সে-ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পকেট থেকে আমার দোনলা পিস্তলটা বের করে দিলাম ওকে। বললাম, 'গুলি ভরা আছে।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি, হাত বাড়িয়ে নিল পিস্তলটা। অ্যাপ্রোনের নীচে লুকিয়ে রাখল। আর কিছু না-বলে আমার দিকে এগিয়ে এল। পরস্পরকে চুমু খেলাম আমরা, তারপর আলাদা হয়ে গেলাম। সে চলে গেল ওয়্যাগনের দিকে, আর হ্যান্সকে নিয়ে আমি রওয়ানা হলাম হোমা আমাবুটুর পথে।

আগেই বলেছি, পাহাড়টা আমাদের ক্যাম্প অথবা যাজক মিস্টার ওয়েনের বাড়ি থেকে বেশি দূরে না, বড়জোর সিকি মাইল হবে। ক্যাম্প ছেড়ে কিছুদূর এগোলে সমতলভূমি শেষ, তারপর একটা ঢাল আস্তে আস্তে উঠে গেছে পাহাড়টার দিকে। চারপাশে ছোপ ছোপ সবুজ: বসন্তের ঘাসের ইতস্তত বিস্তার। যত এগোচ্ছি ঘাসের পরিমাণ তত কমছে, বাড়ছে কালচে পাথরের সংখ্যা। কোথাও কোথাও পাথরের স্তূপ। দু'-এক জায়গায় ঘন সবুজ ঝোপঝাড়। কোনো কোনো বোল্ডারে চুনকাম করে রেখেছে যুলুরা, বোধহয় বোঝাতে চায় এই জায়গা শত শত রাক্ষুসে শকুনের বিশ্রামস্থল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইনিজরা বলে, প্রত্যেকটা জায়গার নাকি ভালো-মন্দ প্রভাব আছে। যে-জায়গা ভালো সেখানে গেলে মন আপনাআপনি ভালো হয়ে যায়। যে-জায়গা খারাপ সেখানে গেলে গা ছমছম করতে থাকে। হোমা আমাবুটুর পাদদেশে পা দেয়ামাত্র শিউরে উঠলাম আমি। যুলুরা এই জায়গাকে বলে গোলগোথা, মানে মড়ার খুলির আবাসস্থল। সত্যিই, নামকরণটা সার্থক। খাঁ খাঁ করছে চারদিক, এখানে-সেখানে পড়ে আছে অসংখ্য খুলি। সবগুলো দাঁত বের করে খালি চক্ষুকোটরে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। মনে করিয়ে দিচ্ছে আসন্ন মৃত্যুর কথা, নীরব ভাষায় বলছে আর কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের কঙ্কালও শামিল হয়ে যাবে এই হাড়গোড়গুলোর সঙ্গে।

খসে-পড়া শিলাখণ্ডের মতো বিক্ষিপ্ত পাথরের সারির মাঝখান দিয়ে চক্রাকারে এগিয়ে গেছে কয়েকটা রাস্তা। দেখে মনে হয় যুলুদের সবচেয়ে বড় খোঁয়াড়ে যাওয়ার রাস্তাটাও এদিক দিয়েই গেছে। সূর্যাস্তের পর ওদের কেউ ভুলেও আসে না এই পাহাড়ের ধারেকাছে, কিন্তু দিনের বেলায় এই রাস্তাগুলো ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওরা বিশ্বাস করে এই মরণ-উপত্যকায় অদৃশ্য এক প্রেতাত্মা থাকে, শয়তানটাকে রাজিখুশি রাখা ওদের কর্তব্য। তা না-করলে যে-কোনোদিন ওদের যে-কেউ মরবে।

কল্পিত প্রেতাত্মাটাকে রাজিখুশি রাখার অদ্ভুত কিছু পদ্ধতি আছে যুলুদের। এসব পদ্ধতির মানে কী আমি জানি না, জানার চেষ্টাও করিনি কখনও। যেমন, একটা পাহাড়ি পথ আরেকটা পথের উপর দিয়ে চলে গেছে এ-রকম কোনো জায়গায় এলে থামতে হবে। মাটিতে পড়ে-থাকা কোনো পাথর কুড়িয়ে নিতে হবে। তারপর সেটা ছুঁড়ে মারতে হবে আশপাশের কোনো পাথরের-স্তূপের দিকে। এভাবে স্তূপে পাথরের সংখ্যা ক্রমেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়তে থাকে।

চলতে চলতে এ-রকম বারোটারও বেশি স্তূপ দেখলাম। বিশাল বিশাল স্তূপ, কোনো কোনোটাতে পাথরের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। ছোটগুলোতে বিশ-পঁচিশটার কম হবে না।

হ্যান্স যদিও আগে কখনও আসেনি এই জায়গায়, তারপরও দেখে মনে হচ্ছে এখানকার "রীতিনীতি" সব জানে সে। কী করলে ওই প্রেতাত্মার অভিশাপ থেকে বাঁচা যায় তা-ও জানে। প্রথম স্তূপটার কাছে পৌঁছানোমাত্র মাটি থেকে পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল, আমাকেও কাজটা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। হেসে উড়িয়ে দিলাম ওর কথা, সোজা মানা করে দিলাম। দ্বিতীয় স্তূপটার কাছে পৌঁছেও একই কাজ করল সে। বলাই বাহুল্য, এবারও প্রত্যাখ্যান করলাম ওকে। কিন্তু তৃতীয় এবং আরও বড় স্তূপটার কাছে পৌঁছে মাটিতে বসে পড়ল, পাথর ছুঁড়ে মারার পর আহাজারির ভঙ্গিতে বলতে লাগল, আমিও যদি কাজটা না-করি তা হলে আর এক পা-ও এগোবে না।

'গর্দভ,' রাগ চাপতে কষ্ট হচ্ছে আমার, 'এসব পাগলামির মানে কী?'

'পাগলামি বা ছাগলামি যা-ই বলুন না কেন, যত উপহাস আর অবহেলাই করুন না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাথর ছুঁড়ে না-মারার আগ পর্যন্ত আর এক ইঞ্চি এগোনোটাও ঠিক হবে না, বাস।'

'কেন?'

'কারণ ইতোমধ্যে দু' দুটো স্তূপ পার হয়ে এসেছি, আপনি একটাতেও পাথর মারেননি। মন্দভাগ্য আপনার পিছু নিয়েছে। দেখবেন, পাঁচটা শকুনের মধ্যে প্রথম দুটো মারতে পারবেন না।'

'মূর্খ!' বললাম ঠিকই, কিন্তু কেন যেন অস্বস্তি লাগছে। জানি

www.BanglaBook.org

কুসংস্কারের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই, তারপরও কেমন কেমন যেন করছে মনের ভিতরে। যদি সত্যিই দুটো শকুন মারতে না-পারি প্রথম দুই গুলিতে? তা হলে পরের তিন গুলিতে তিনটা শকুন মারতেই হবে। অনেক কঠিন হয়ে যাবে কাজটা। মেরির কথা মনে হলো তখন। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে তুলে নিলাম একটা পাথর। চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুলুরা যেমন পরম ভক্তিতে ছুঁড়ে মারে, সে-রকম ভক্তি নিয়েই ছুঁড়ে মারলাম স্তূপটার দিকে।

এভাবে শেষপর্যন্ত পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের চূড়ায়। জায়গাটা দু'শ' গজের মতো বিস্তৃত। আকৃতিতে শুয়োরের পিঠের মতো। মাঝখানটায় বড়সড় একটা গর্ত। যুলুরা ওই গর্ত থেকে পাথর সরিয়েছে নাকি প্রাকৃতিক কোনো কারণে তৈরি হয়েছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রাচীন রোমে যেমন অ্যারিনা বা বৃত্তাকার ক্রীড়াভূমি দেখা যেত, কাঠামোগত দিক দিয়ে এই জায়গাটাও অনেকটা সে-রকম।

ক্রীড়াভূমিই বটে! তবে এই ক্রীড়া মানুষ বা শয়তানের না, স্বয়ং যমের। এখানে-সেখানে পড়ে আছে নর-নারীর হাড়গোড়। হায়েনার কামড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কোনো কোনোটা। কোনোটা আবার বলতে গেলে যথেষ্ট তাজা—খুলির সঙ্গে এখনও লেপ্টে আছে চুল। বাকিগুলো বর্ণহীন, সময়ের ছোবলে ক্ষয়ে-যাওয়া। কঙ্কাল নতুন বা পুরনো যা-ই হোক না কেন, শত শত নারী-পুরুষ যে মরেছে এই জায়গায় তাতে সন্দেহ নেই। যে-ঢাল বেয়ে উঠে এসেছি তার উল্টোদিকের ঢালেরও একই অবস্থা। তবে লক্ষ করলাম সেখানে হাড়গুলো জড়ো করে রাখা হয়েছে; উজ্জ্বল সূর্যালোকে বিভীষিকাময় দীপ্তি ছড়াচ্ছে মড়ার অবশিষ্টাংশ।

শকুনরা যে হোমা আমাবুটুকে মনেপ্রাণে ভালোবাসবে তাতে

www.BanglaBook.org

আশ্চর্যের কী আছে? রক্তপিপাসু ডিনগানও শকুনদের মতোই ভালোবাসেন এই জায়গা। হয়তো নিয়মিত এখানে হাজির হয়ে চোখের রক্ততৃষ্ণা মেটান তিনি তথাকথিত পাপী বা অবাধ্যদের কাটামাথা দেখে।

এই মুহূর্তে কোনো শকুন চোখে পড়ছে না। গত কয়েক ঘণ্টায় কাউকে হত্যা করা হয়নি হোমা আমাবুটুতে, কাজেই অন্য কোথাও খাবার খুঁজতে গেছে ভয়ঙ্কর পাখিগুলো। কিছুটা হতাশ হলাম। পাখিগুলোর গতিবিধি দেখতে না-পারলে আমার আসাটাই বিফল হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ ভেবে শকুনগুলোকে ডেকে আনার একটা বুদ্ধি বের করলাম তখন।

'হ্যান্স,' বললাম আমি, 'তোমাকে খুন করার ভান করবো আর তুমিও মড়ার মতো পড়ে থাকবে। তোমাকে দেখতে পেয়ে যদি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসে শকুনের পাল, যদি চড়ে বসে তোমার উপর তা হলেও নড়বে না। ভরসা রাখো আমার উপর, তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না পাখিগুলো।'

'কিন্তু...' হ্যান্সের কণ্ঠে দ্বিধা, 'আমি এভাবে মড়ার মতো পড়ে থাকলে লাভ কী?'

'লাভ আছে। প্রথম কথা, আমি বুঝতে পারবো মড়া পড়ে আছে টের পাওয়ার কতক্ষণ পর আসে ওরা। দ্বিতীয়ত, কীভাবে চক্কর দেয়, কীভাবে নেমে আসে মড়া খেতে তাও বুঝতে পারবো।'

হ্যান্সের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বিষ খেতে বলছি ওকে। বেচারা মানাও করতে পারছে না, আবার গিলতেও পারছে না। কিছুক্ষণ বেজার হয়ে থাকার পর সিদ্ধান্ত করে বলল, 'এ-রকম মহড়ার ফল ভালো হবে না। মরার ভান করা ঠিক না। যুলুরা আমাকে বলেছে হোমা আমাবুটুর পবিত্র শকুনরা নাকি সিংহের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো হিংস্র। ওরা যদি দেখে মাটিতে কোনো মানুষ পড়ে আছে তা হলে তীরের মতো দ্রুতগতিতে ছুটে আসে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। লোকটা জীবিত হোক বা মৃত তাতে কিছু যায়-আসে না।'

বুঝতে পারছি, মিষ্টি কথায় কাজ হবে না। মনে পড়ে গেল ভ্রাউ প্রিন্সলুর কথাটা—"সোজা আঙুলে ঘি না-উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয়"। 'হ্যান্স,' যথাসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে, কঠোর চেহারায় বললাম তখন, 'শকুনের টোপ হতে হবেই তোমাকে। এখন সিদ্ধান্ত নাও জীবিত টোপ হবে নাকি মৃত টোপ হবে,' বলতে বলতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কক করলাম আমার রাইফেল। বলে রাখি, হ্যান্সকে শুধু ভয় দেখিয়ে রাজি করানোর জন্য করছি কাজটা, ওর মতো একজন পুরনো আর অতি-বিশ্বস্ত হটেনটট বন্ধুকে গুলি করে মারা আমার পক্ষে সম্ভব না।

সহজসরল হ্যান্স বুঝতে পারল না আসলে ধাপ্পা দিচ্ছি ওকে। প্রথমে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অভিমানের অশ্রু জমতে শুরু করল ওর দু'চোখে। দেখে আমার খুব মায়া হলো, কিন্তু কিছু করার নেই। আমার চেহারায় কাঠিন্য। রাইফেল ধরে রেখেছি কোমরের কাছে, নলটা হ্যান্সের দিকে তাক করা।

'ঈশ্বর!' কান্নায় বুজে যাচ্ছে হ্যান্সের কণ্ঠ, জোর করে কথা বলছে সে, 'বাস? আপনি আমাকে গুলি করবেন? আপনি!' নিজেকে সামলে নিল সে, কিছুক্ষণ পর আবার বলল, 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। মৃত টোপ হওয়ার চেয়ে জীবিত টোপ হওয়াই আমার জন্য ভালো। কারণ তাতে বাঁচার সম্ভাবনা থাকবে। আর শকুনরা যদি আমাকে খেতে আসে, আশা করি আমার অভিভাবক মহান সাপ (হটেনটটদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো শক্তিমান

www.BanglaBook.org

দেবতা) রক্ষা করবেন আমাকে। আরও আশা করছি, শকুনরা আমার চোখ দুটো ঠুকরে বের করে নেবে না! কিন্তু আপনার কথা যদি না-শুনি তা হলে আমার পেটে গুলি করবেন আপনি, সব শেষ হয়ে যাবে তখন; আপনাদের ভাষায় আমার জন্য "গুডনাইট" হয়ে যাবে। আমি আপনার কথা শুনবো, বাস, যেখানে শুয়ে থাকতে বলবেন সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকবো। শুধু একটা অনুরোধ, আমার কথা ভুলে যাবেন না দয়া করে। শয়তান পাখিগুলোর হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালাবেন না।'

'হ্যাঁ, কথা দিলাম,' মন থেকে বললাম, 'তোমাকে ফেলে পালাবো না।'

শুরু হলো আমাদের নির্বাক অভিনয়। দু'জনে এগিয়ে গেলাম অ্যারিনাসদৃশ ওই বড় গর্তটার কাছে। এমন ভঙ্গিতে রাইফেলটা তুললাম আমি যেন বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে হ্যান্সের ঘিলু বের করে দেবো। বাড়ি মারতে গিয়েও মারলাম না, কারণ তার আগেই চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে হ্যান্স। দু'-একবার পা ছুঁড়ল সে, তারপর নিথর হয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলাম। শেষ হলো আমাদের নাটিকার প্রথম অঙ্ক।

এবার দ্বিতীয় অঙ্ক। নিষ্ঠুর যুলু জল্লাদের মতো তিড়িংবিড়িং করে লাফালাম কিছুক্ষণ। তারপর "বলি" ফেলে রেখে চলে এলাম আনুমানিক চল্লিশ গজ দূরে। মালভূমির কিনারায় জন্মে-থাকা একটা ঘন ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

কিছুক্ষণের বিরতি। ঝোপের আড়াল থেকে তাকাচ্ছি চারদিকে। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে পুরো এলাকা। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। আশপাশে, আগেও বলেছি, ছড়ানোছিটানো হাড়গোড় আর কঙ্কালের স্তূপ; সেগুলো যেমন সারাজীবনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমার চারপাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীরবতাও ঠিক তেমন। চুপ করে পড়ে আছে হ্যাঙ্গও। ঘাসবিহীন গর্তের ভিতরে কুঁকড়ে পড়ে আছে সে। অপেক্ষা করছি আমি। টের পাচ্ছি সময় যত যাচ্ছে আমার অস্থিরতা তত বাড়ছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। নিঃশেষ নীলের সেই অসীম বিস্তার যদি কোনো চিত্রকরের ক্যানভাস হয় তা হলে সেখানে ফুটকির মতো কী যেন উদয় হলো হঠাৎ করেই। ধূলিকণার চেয়ে বড় হবে না সেটা।

শুধু আমি কেন, যে-কোনো মানুষেরই দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল শকুনটা। আকাশের নির্দিষ্ট কোনো জায়গার পঞ্চাশ মাইলের বেশি পরিধিজুড়ে চক্কর দিচ্ছিল। সেখান থেকেই পাহাড়ের উপরে আমার আর হ্যাঙ্গের অভিনীত নাটিকাটা দেখেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। এখন নেমে এসেছে অনেক নীচে। টাটকা খাবার পাওয়ার খবরটা হয়তো জানিয়ে দিচ্ছে সঙ্গীসাথীদেরকে।

নামছে, আরও নীচে নামছে শকুনটা। নামার গতি ধীর কিন্তু স্থির। চিত্রকরের ক্যানভাসে এখন আরও কতগুলো ফুটকি। শকুনটা আমাদের চেয়ে কত উপরে আছে অনুমান করার চেষ্টা করলাম। চার-পাঁচশ' গজের বেশি না। পাখিটা এবার চক্কর দিতে শুরু করেছে। বিশাল ডানা দু'পাশে মেলে দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে বাতাসে এবং চক্কর দিতে দিতেই আরও নামছে। এভাবে নামতে নামতে হ্যাঙ্গের থেকে একশ' পঞ্চাশ ফুট উপরে চলে এল। তারপর আচমকা থেমে গেল। আমার কাছে মনে হলো অলৌকিক কোনো ক্ষমতায় শূন্যে ঝুলে আছে যেন। কয়েক মুহূর্ত পরই পাখা গুটিয়ে নিয়ে বজ্রের গতিতে পড়তে শুরু করল নীচের দিকে। মাটিতে নামার কয়েক মুহূর্ত আগে আবার মেলল ডানা দুটো। মাটি স্পর্শ করার পর গতি সামলাতে দৌড়াল কয়েক কদম।

www.BanglaBook.org

এখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শকুনটা। ভয়ঙ্কর নির্দয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রায় পনেরো ফুট দূরে শুয়ে-থাকা হ্যান্সের দিকে। নামছে আরও কতগুলো শকুন, ঠিক একই কায়দায়। খেয়াল করলাম, সূর্য যে রকম পুবদিক থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়, এই পাখিগুলোও তেমনি পুব থেকে পশ্চিমে আসছে, কোনো ব্যতিক্রম নেই।

একটা দুটো করে দেখতে দেখতে একঝাঁক শকুন জমে গেছে হ্যান্সের কাছেপিঠে। কোনোটাই নড়ছে না। থেকে থেকে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে শুধু। আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যান্সের দিকে। কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই মিলে।

অপেক্ষাটা কীসের জন্য, বলা ভালো কার জন্য বোঝা গেল কিছুক্ষণ পরই। বিশাল এক শকুনের উদয় হলো আকাশে, অন্যদের মতোই বারকয়েক চক্কর দিয়ে নেমে এল সে মাটিতে। তার আকার দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেছি। দলের যে-কোনো শকুনের চেয়ে এই শকুনটা দ্বিগুণ বড় হবে, চালচলনও রাজসিক। বোয়ারা আর আদিবাসীরা মাঝেমধ্যে একটা কথা বলে—"রাজশকুন"। বুঝতে পারছি এই হচ্ছে সেই রাজশকুন। দলকে নেতৃত্ব দেয় সে; এমনকী তার "অনুমতি" ছাড়া শিকারের উপর হামলে পড়ার সাহসও দেখায় না কেউ। এই শকুনটা অন্য কোনো প্রজাতির কি না, অথবা গায়েগতরে অনেক বেড়ে উঠে দলের অধিরাজ হয়ে গেছে কি না বলতে পারবো না। তবে এটা নিশ্চিত, এই দলের সে-ই রাজা। এবং আমার মনে হয় প্রত্যেক শকুনের-পালেই এ-রকম কোনো-না-কোনো রাজা থাকে।

হ্যান্সের পাশে পঞ্চাশ-ষাটটার মতো শকুন জড়ো হয়েছে। এতক্ষণ নিশ্চল ছিল, এখন অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে পাখিগুলোর মধ্যে। একবার হ্যান্সের দিকে, আরেকবার

www.BanglaBook.org

রাজশকুনের দিকে তাকাচ্ছে ওরা। বার বার আন্দোলিত হচ্ছে নগ্ন লাল ঘাড়গুলো। মড়া ছিঁড়ে খাওয়ার বীভৎস লালসা বার বার যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছে পাখিগুলোর ঝকঝকে চোখে। মাটিতে যে-শকুনগুলো আছে সেগুলোর দিকে খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছি না আমি, আকাশে উড়ে-বেড়ানো পাখিগুলোকেই পর্যবেক্ষণ করছি।

আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার, উড়ন্ত অবস্থা থেকে মাটিতে নামার ক্ষেত্রে শকুন বেশ গতানুগতিক নিয়ম মেনে চলে। এ-পর্যন্ত যতগুলো শকুন দেখলাম কোনোটাকেই সে-নিয়মের ব্যতিক্রম করতে দেখিনি। শবদেহের সন্ধান পাওয়ার পর কাছে আসে ওরা। আকাশের অনেক উঁচুতে উড়তে থাকে তখন। আস্তে আস্তে নীচে নামে—নিশ্চিত হয় আশপাশে অন্য কোনো মড়াখেকো নেই। এ-সময় চক্কর দিয়ে উড়তে উড়তে উচ্চতা কমাতে থাকে। তারপর হঠাৎ করেই ডানা গুটিয়ে নেয়। ভারী সীসার মতো খসে পড়তে শুরু করে মাটির দিকে। আর আমার জন্য এই হচ্ছে গিয়ে গুলি করার মোক্ষম সুযোগ। পড়ার সময় যেহেতু দিক পাল্টায় না—ডানা গুটানো থাকে বলে দিক পাল্টানোর সুযোগও নেই—সেহেতু আমার উচিত হবে চক্কর দিয়ে উড়ন্ত শকুন না, বরং কল্পিত সরলরেখায় পড়ন্ত শকুন ঘায়েল করা। জানি, একশ' গজের কম দূরত্বে শকুন কেন একটা পড়ন্ত পিরিচও ফুটো করতে পারবো গুলি করে, একটা শটও মিস হবে না। কাজেই দুর্ঘটনার কথা যদি বাদ দিই তা হলে আজ সূর্যাস্তের আগে রাজা ডিনগানের সঙ্গে যে-বাজি লড়তে হবে তাতে ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। ঝোপের আড়ালে থেকেই রাইফেল তুললাম কাঁধে, পড়ন্ত শকুন লক্ষ্য করে কল্পনায় টানতে লাগলাম ট্রিগার। ভাবছি, প্রত্যেক গুলিতে ঘায়েল করছি একের পর এক শকুন।

কল্পনায় এতই বিভোর হয়ে আছি যে, হ্যান্সের কথা আর

www.BanglaBook.org

মনেই নেই। হঠাৎ এক নারকীয় চিৎকার শুনে ঘোর কাটল আমার। তাকিয়ে দেখি, হুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে শকুনগুলো। পুরো পালটা ধেয়ে যাচ্ছে হ্যান্সের দিকে। কে কার আগে যাবে সে-প্রতিযোগিতায় বিশাল ডানা দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে সবার আগে আছে রাজশকুনটা, হ্যান্সের চেয়ে বড়জোর তিন ফুট দূরে। পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল হ্যান্স—ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবগুলো শকুন। দাপাদাপি করছে ওর গায়ে চড়ে। কিছুক্ষণ আগের সেই জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে শকুনদের বীভৎস বিজয়োল্লাসে।

একলাফে বের হলাম ঝোপের আড়াল থেকে। রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ছুটে যাচ্ছি শকুনগুলোর দিকে। আগের দিনের যোদ্ধারা যেভাবে মুগুর ঘোরাত সেভাবে রাইফেলটা ঘোরাচ্ছি মাথার উপরে। নাগালের মধ্যে কোনো শকুন পেলে বাড়ি মেরে শেষ করে দেবো। আমাকে ছুটে যেতে দেখে পিলে চমকে গেল কোনো কোনো শকুনের, হ্যান্সকে ফেলে উড়াল দিল। "ভিড়" একটু কমতেই দেখি, হ্যান্সের নাক কামড়ে ধরেছে রাজশকুনটা, বাকিগুলো বেচারার শরীরের যে-জায়গায় পারছে ঠোকরাচ্ছে।

আমাকে ছুটে যেতে দেখে হ্যান্স বুঝল নাটিকার এখানেই সমাপ্তি। শকুনদের চেয়েও ভয়াবহ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হটেনটট ভাষায় যেসব গাল দিচ্ছে সে শকুনগুলোকে সেসবের মানে যদি বুঝত পাখিগুলো তা হলে জন্ম দেয়ার জন্য অভিশাপ দিত নিজেদের বাবা-মাকে। আলগা হয়ে গেছে রাজশকুনের কামড়, ডানা মেলে উড়াল দিতে গিয়েও দিল না, এবং ভুল করল। ধাঁই করে পাখিটার পেটে লাথি বসিয়ে দিয়েছে হ্যান্স, সম্ভবত বাপ বাপ করতে করতে দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে শকুনদের রাজা। আমার দিকে তেড়ে আসছিল দশাসই

www.BanglaBook.org

আরেকটা, রাইফেলের বাঁটের একবাড়িতে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিলাম শয়তানটাকে। ততক্ষণে রক্ত উঠে গেছে হ্যান্সের মাথায়; হাতের কাছে পাথর, গাছের ভাঙা ডাল, বালি যা পাচ্ছে তা-ই তুলে নিয়ে সমানে ছুঁড়ে মারছে শকুনগুলোর দিকে। "মড়ার" জ্যান্ত হওয়ার এই অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে পাখিগুলোও ভড়কে গেছে, যেভাবে হুটোপুটি করতে করতে ছুটে এসেছিল সেভাবেই দলবেঁধে পালাচ্ছে এখন। ধুলো আর উড়ন্ত পালকে একরকম অদৃশ্য হয়ে গেছে "অ্যারিনা"।

মিনিটখানেকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল সবগুলো শকুন। আবার আগের মতো একা হয়ে গেলাম আমি আর হ্যান্স।

'ভালো,' বললাম আমি, 'ভালো অভিনয় করেছ।'

'ভালো?' প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠল হ্যান্স, হাঁপাচ্ছে। 'মরার দশা হয়েছিল আমার আর আপনি বলছেন ভালো? দেখুন, ভালোমতো দেখুন আমার নাকে কত বড় দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে। ইচ্ছা করলে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়া যাবে সেখান দিয়ে। হারামজাদা শকুনগুলো কামড়ে কী অবস্থা করেছে দেখুন। জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে আমার ট্রাউজার,' বলতে বলতে মাথায় হাত দিল সে। 'হায় হায়! আমার চুল গেল কই? লাল গলার খাচ্চোরগুলো চুলও খেয়ে ফেলল নাকি? ...ভালো! ভালো অভিনয় করেছি? বাস, এখন তো আমার নাকে চারটা ফুটো, আপনার আসতে যদি আর এক মুহূর্ত দেরি হতো তা হলে নাকটাই থাকত কি না সন্দেহ!'

'বাদ দাও, হ্যান্স,' সান্ত্বনার সুরে বললাম। 'তোমার কাছে এসে যে-কোনোভাবেই হোক টের পেয়ে যায় শকুনগুলো, তুমি বেঁচে আছো। তা না হলে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলত এতক্ষণে, ঠোকরাঠোকরি করত না। ...হ্যাঁ, তোমার ট্রাউজার সত্যিই ফুটো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছে। চিন্তা কোরো না, তোমাকে নতুন দেখে কয়েকটা ট্রাউজার কিনে দেবো। আর এত ভালো অভিনয়ের জন্য এই নাও তামাক,' পকেট থেকে আমার তামাকের কৌটা বের করে বাড়িয়ে ধরলাম ওর দিকে।

থাবা দিয়ে কৌটাটা নিয়ে নিল সে।

'এবার চলো, ওই ঝোপের আড়ালে গিয়ে একটু বসি,' বললাম আমি। 'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

ঝোপের আড়ালে বসার আগে হ্যান্সকে বললাম কিছু দূর্বাঘাস যোগাড় করে আনতে। দূর্বা নিয়ে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগল না ওর। সেগুলো ডলে রস বের করে লাগিয়ে দিলাম ওর ক্ষতস্থানে। কাজের ফাঁকে বললাম, 'শকুনেরা কীভাবে উড়ে, কীভাবে মাটিতে নামে দেখেছি ভালোমতো।'

'আমি তারচেয়েও ভালোমতো দেখেছি মাটিতে নামার পর কী করে,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল হ্যান্স।

মুচকি হাসলাম। 'মাটিতে নামার আগে সোজা হয়ে পড়তে থাকে ওরা। আমার মনে হয় এই চার কি পাঁচ সেকেণ্ডই হচ্ছে গুলি করার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়।'

হ্যান্স প্রতিবাদ করল না।

কথা বলছি, এমন সময় চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে গিরিপৃষ্ঠ বরাবর তাকালাম উমগুনগান্ধলোভু'র দিকে। দুঃখজনক একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সাত-আটজন যুলু সৈন্য টানতে টানতে নিয়ে আসছে তিন জন হতভাগ্য লোককে। সঙ্গে আসছে তিন জল্লাদ। বন্দিদের একজনের বয়স বেশি, পঞ্চাশের উপরে হবে। আরেকজন আমার চেয়ে কিছু কম বয়সী—বড়জোর আঠারো। পরে জানতে পারি, ওই তিনজন আসলে একই পরিবারের সদস্য—দাদা, বাবা আর বড় ছেলে। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাদুটোনা করেছে ওরা। শাস্তি হিসেবে রাজা ডিনগানের আদেশে কেড়ে নেয়া হয়েছে ওদের সব গরুবাছুর, এবং এখন ওদেরকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে আসা হচ্ছে হ্লোমা আমাবুটুতে।

কী হাস্যকর! উমগুনগান্ধলোভুর ওঝা, যে নিজে একজন ডাকিনীবিদ, যাদুটোনার অভিযোগ করেছে এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে। নিজেই বিচার করেছে এদের, তারপর নিজেই রাজাকে পরামর্শ দিয়েছে কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে এই অনাচার চলে আসছে। কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। কেউ আসলে জানে না কীভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। আফসোস!

কাকুতি-মিনতি করছে অভিযুক্ত লোকগুলো, বার বার হাতেপায়ে ধরছে সৈন্যদের। কাজ হচ্ছে না দেখে টানাহেঁচড়াও করছে কখনও কখনও। কিন্তু সৈন্যরা ওদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, সংখ্যায়ও প্রায় দ্বিগুণ। বেশি বাড়াবাড়ি যখন হয়ে যাচ্ছে তখন জল্লাদদের পক্ষ থেকে জুটছে নির্দয় প্রহার। সুতরাং অমোঘ নিয়তির দিকে একটু একটু করে কাছিয়ে আসছে অসহায় মানুষগুলো। এই যে রাইফেল হাতে ব্যথিতচিত্তে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি, কিংবা কয়েকজন যুলুর মৃত্যু দেখতে পাবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জাতিগত-দাঙ্গার-শিকার হটেনটট হ্যান্স—আমরাও কি আমাদের নিয়তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না একটু একটু করে?

নিয়তি এত নিষ্ঠুর কেন?

কেন এই নিয়তি ডিনগানের মতো লোকদেরকে রাজা বানিয়ে মহাদাপট দিয়ে বসিয়ে রেখেছে পৃথিবীর জায়গায় জায়গায়? কেন ডিনগানরা যখন খুশি যেভাবে খুশি তাদের প্রজাদের প্রাণ হরণ করছে অথবা কেড়ে নিচ্ছে গরুবাছুর বা অন্যান্য সম্পত্তি?

www.BanglaBook.org

পৃথিবীটা আসলে একটা অতি-বৃহৎ যুলুল্যাণ্ড, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম। এখানে কেউ ডিনগান, কেউ পেরেইরা, কেউ মেরি বা ভ্রাউ প্রিন্সলু, আবার কেউ হ্যান্স বা হেনরি ম্যারাইস।

কেউ আবার আমারই মতো অ্যালান কোয়াটারমেইন।

সবই নিয়তির খেলা।

চোদ্দ

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন হতভাগ্য যুলু দাঁড়িয়ে আছে ওই বিশাল গর্তের কাছে। আমাদের থেকে কয়েক গজ দূরে আছে ওরা।

সামনে এগিয়ে এল প্রধান জল্লাদ। লোকটা বিশালদেহী, মাথায় চিতাবাঘের চামড়ার অদ্ভুত আকারের ক্যাপ। সে কে তা বোধহয় ওই ক্যাপ দেখেই বোঝা যায়। ওর হাতে বিশাল এক কুড়াল, তাতে অসংখ্য দাগ। প্রতিটা দাগ একেকটা মানুষের প্রাণনাশের প্রমাণ বহন করছে।

'দেখো, সাদা মানুষ,' আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল লোকটা, 'এই তিনজন হচ্ছে তোমার বলি। এদেরকে পাঠিয়েছেন মহান রাজা ডিনগান যাতে পবিত্র পাখিরা এদের লাশ দেখে আসে এখানে। আজ বিকেলে যদি তোমার বলির দরকার না-হতো তা হলে এই তিন দুষ্ট যাদুকর হয়তো পার পেয়ে যেত। কিন্তু আমাদের ওঝা বলল, জর্জের ছেলে মাকুমাজন নাকি বিকেলে যাদু দেখাবে, তাই লাশ চাই ওর। এজন্যই এরা মরবে আজ।'

www.BanglaBook.org

কথাটা শুনে কেমন অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। আঠারো বছর বয়সী ছেলেটা জল্লাদের কথা শেষ হওয়ামাত্র হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে আমার সামনে, মিনতি করছে যাতে প্রাণভিক্ষা দিই ওকে।

ওর দাদা আমাকে বলল, 'সর্দার, আমার মৃত্যু কি যথেষ্ট না আপনার জন্য? আমি বুড়ো হয়েছি, এখন আমার জন্য বাঁচা মরা সমান কথা। যদি একজনে কাজ না-হয় তা হলে আমাকে আর আমার ছেলেকে মেরে ফেলুন, আমার নাতিটাকে ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, আমরা কোনো যাদুটোনা করিনি। আর নাতিটার তো এসব চর্চা করার মতো বয়সই হয়নি। এই পৃথিবীর অনেক কিছুই এখনও দেখেনি সে। এমনকী বিয়েও করেনি। সর্দার, আপনার বয়সও তো কম, আমার নাতির মতোই। এই বয়সে যদি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় আপনাকে তা হলে একটাবার ভেবে দেখুন কতখানি খারাপ লাগতে পারে আপনার কাছে! দয়া করুন, সাদা সর্দার, একবার ভাবুন, আপনার বাবা যদি আপনার মৃত্যু সংবাদ শোনে তা হলে তাঁর কাছে কতখানি খারাপ লাগতে পারে। তাঁকে যদি বাধ্য করা হয় চোখের সামনে আপনার নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখতে, তা-ও আবার শুধু এই কারণে যে, আপনার মরদেহ নিয়ে যাদু দেখাবে কোনো আগন্তুক, তা হলে কেমন লাগতে পারে তাঁর কাছে? জানি না আপনার বাবা বেঁচে আছেন কি না, যদি থাকেন আর যদি তিনি দেখেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর ছেলের লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে হিংস্র শকুনের পাল তা হলে কেমন লাগবে তাঁর কাছে?'

আমার চোখে পানি এসে গেছে। ভাঙা গলায় যতখানি সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম এই ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার, আমি কখনোই চাইনি তাঁদের তিনজনকে এভাবে হত্যা

www.BanglaBook.org

করা হোক। যাদেরকে আমি চিনি না জানি না, কীভাবে চাইতে পারি তাদের মৃত্যু হোক? আর যাদু দেখানোর জন্য বলি হাজির করার কথাও বলিনি কারও কাছে। উড়ন্ত শকুন গুলি করে মারতে আসলে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। এটা না-করলে আমার সাদাসঙ্গীদের সবাইকে খুন করা হবে।

আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বুড়ো। তারপর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আমি ভেবেছিলাম আপনিও বোধহয় রাজা ডিনগানের মতোই নিষ্ঠুর। কিন্তু এখন দেখছি আপনি আসলে নিরুপায়।' নিজের ছেলে আর নাতির দিকে তাকালেন তিনি। 'এই সাদালোকটার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে আসলে কোনো লাভ নেই। যাদু বা দক্ষতা যা-ই হোক না কেন, নিজের ভাইদের রক্ষা করতে হলে তা দেখাতেই হবে তাঁকে। জল্লাদদেরকে হুকুম দিয়েছেন রাজা ডিনগান। বোঝা যাচ্ছে এটা তাঁরই ইচ্ছা। রাজার আদেশ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হও। আমাদের গ্রামের অনেকেই এর আগে এ-রকম আদেশ বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে, আমরা উচ্চবাচ্য করবো কেন?' আবার তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'সাদা সর্দার, আমাদের জন্য আপনার মনে দরদ আছে দেখে ভালো লাগল। প্রার্থনা করি দীর্ঘজীবী হোন আপনি, সৌভাগ্যবান হোন। আপনার যাদুর লাঠিটা দিয়ে যেন ঠিকমতো ঘায়েল করতে পারেন শকুনগুলোকে, রাজা ডিনগানের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেন আপনার সঙ্গীসাথীদের,' কিছুটা ঝুঁকে বাউ করলেন আমাকে।

তাঁর দেখাদেখি তাঁর ছেলে আর নাতিও একই কাজ করল।

এরপর ওরা হেঁটে এগোল কিছুদূর, বসে পড়ল মাটিতে। কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর শুনি সমস্বরে গুনগুন করে প্রার্থনাসঙ্গীত জাতীয় কিছু একটা গাইছে। জল্লাদ আর

www.BanglaBook.org

সৈন্যরা বসে আছে অনতিদূরে। কৌতুক বোধ করছে ওরা, হাসাহাসি করছে। আজেবাজে মন্তব্য করছে তিন বন্দিকে নিয়ে। নস্যিভর্তি একটা শিং হাতবদল করছে নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল প্রধান জল্লাদের মাথায়। হাতের তালুতে কিছুটা নস্যি নিয়ে উঠে এগিয়ে গেল সে তিন বন্দির দিকে। প্রত্যেকের নাকের নীচে ধরল নিজের তালু, লম্বা দমের সঙ্গে নস্যি টেনে নিল দাদা-বাবা-নাতি। আশ্চর্যের ব্যাপার, সামান্য এই কাজটার জন্য জল্লাদকে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছে ওরা!

পাইপ বের করে ধরালাম আমি। বুকের ভিতরটা কেমন ভারী হয়ে আছে। ধূমপান করতে করতেই তাকালাম হ্যান্সের দিকে। কী যেন চিবাচ্ছে সে। কোনো গাছের শিকড়বাকড় হবে হয়তো। শকুনের কামড়ের ক্ষত দ্রুত সারানোর জন্য ওর নিজের আবিষ্কার করা কোনো ভেষজ কি না কে জানে! আমাকে তাকাতে দেখে হড়বড় করে বলল, 'দেখুন, বাস, একদিকে সাদালোকেরা হাঁটছে, আরেকদিকে কালোলোকেরা। বাইবেলে যে-রকম বলা আছে শেষবিচারের দিন ছাগলরা থাকবে একদিকে আর ভেড়ারা আরেকদিকে। তা-ই না?'

বাইবেলে কী বলা আছে না-আছে তা নিয়ে মন্তব্য করার আমি কে? তাই কিছু না-বলে তাকালাম যেদিকে ইঙ্গিত করছে হ্যান্স সেদিকে। ভ্রাউ প্রিন্সলুর নেতৃত্বে কয়েকজন বোয়া এগিয়ে আসছে আমাদের ডানদিকের একটা পথ ধরে। রোদ থেকে বাঁচতে মাথার উপর একটা ছাতার ধ্বংসাবশেষ ধরে আছেন ভ্রাউ। তাতে আদৌ কোনো কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না। আমাদের বাঁদিকের পথ ধরে আসছে কয়েকজন উচ্চপদস্থ যুলু কর্মকর্তা এবং রাজার মন্ত্রীপরিষদের কয়েকজন সদস্য। সবার আগে হেলেদুলে হাঁটছেন রাজা ডিনগান স্বয়ং। তাঁর পরনে পুঁতির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নকশা-করা ঝলমলে একটা পোশাক। লম্বা ও পেশিবহুল দুই দেহরক্ষী বলতে গেলে সেঁটে আছে তাঁর গায়ের সঙ্গে। আরেকজন হাঁটছে পিছন পিছন, দু'হাতে একটা ঢাল উঁচু করে ধরে রেখেছে ডিনগানের মাথার উপর যাতে কড়া রোদ থেকে বাঁচতে পারেন তিনি। চার নম্বর দেহরক্ষীর হাতে বড়সড় একটা টুল। ডিনগান যেখানেই যান বসার জন্য টুলটা সঙ্গে নিয়ে যান বোধহয়।

দু'দলেরই পিছন পিছন নিঃশব্দে কিন্তু অতি-সতর্কতার সঙ্গে হাঁটছে রণসাজে সজ্জিত যুলু যোদ্ধারা। এদের সবার হাতে চওড়া ফলা আর সুতীক্ষ্ণ মাথার বল্লম। কারও কোমরে ছুরি, কারও হাতে মোটা লাঠি।

প্রায় একইসঙ্গে এসে হাজির হলো বোয়া আর যুলুদের দল দুটো। দেখলে মনে হতে পারে কখন কোথায় যেতে হবে সে-ব্যাপারে আগেই যেন ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। যা-হোক, আমার সামনে এসে থামল ওরা: কিছু না-বলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে বোকার মতো। আমিও চুপচাপ পাইপ টেনে চলেছি। দেখি কী হয়!

'ঈশ্বর!' নীরবতা ভাঙলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, পাহাড়ের উপর উঠে এসে হাঁপ ধরে গেছে তাঁর, 'তুমি এখানে, অ্যালান? সেই কখন বলে এসেছ পাহাড়ে যাচ্ছি, তারপর ফেরার কোনো লক্ষণ নেই। আমরা তো ভাবলাম আমাদেরকে ফেলে ওই উদবিড়াল পেরেইরার মতো পালিয়ে গেছ বোধহয়!'

'হ্যাঁ, খালা, আমি এখানে,' নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিলাম বিষণ্ন কণ্ঠে, 'তবে এখানে না-থেকে যদি অন্য কোথায় থাকতাম তা হলে ধন্যবাদ জানাতাম ঈশ্বরকে।'

টুলের উপর বসে পড়েছেন রাজা ডিনগান। হাঁপাচ্ছেন তিনিও, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। হ্যালস্টেডকে সঙ্গে

www.BanglaBook.org

করে নিয়ে এসেছেন। ওকে ডেকে বললেন, 'থো-মাআস, তোমার ভাই মাকুমাজনকে জিজ্ঞেস করো সে প্রস্তুত কি না। যদি না-হয়ে থাকে তা হলে ওকে আরও সময় দিতে রাজি আছি। আমি জানি "যাদুর ওষুধ" প্রস্তুত করতে সময় লাগে।'

থমাসের অনুবাদ করে শোনানোর দরকার নেই, রাজার কথা ভালোই বুঝতে পেরেছি। গোমড়ামুখে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।'

ভ্রাউ প্রিন্সলু হঠাৎ করেই বুঝতে পারলেন যুলুদের রাজা হাজির হয়ে গেছেন আমাদের মধ্যে। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি রাজার দিকে, হাতের ছাতাটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। পাকড়াও করলেন হ্যালস্টেডকে, ডাচ ভাষায় বলতে শুরু করলেন ডিনগানের উদ্দেশ্যে, 'তোর মনটা ভীষণ নোংরা। তুই একটা রক্তচোষা খলনায়ক। আজ হোক বা কাল, ঈশ্বরের গজব নামবে তোর উপর। ঠাঠা পড়ে মরবি তুই। কান খুলে শুনে রাখ্ জল্লাদের বাচ্চা জল্লাদ, তুই যদি আমার অথবা আমার সঙ্গীসাথীদের একটা চুল ছেঁড়ারও চেষ্টা করিস, আমাদের আরও লোক আছে এই দেশে। ওরা আসবে, তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে তোর এই হতশ্রী শকুনের পাল দিয়েই খাওয়াবে।' ফণা-তোলা সাপের মতো তাকালেন হ্যালস্টেডের দিকে। বললেন, 'এবার আমার কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাও এই হারামজাদাকে।'

বলাই বাহুল্য; ভ্রাউয়ের ভাষণ শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে থমাসের। সে জানে ওই কথাগুলো যদি হুবহু অনুবাদ করে শোনাতে যায় ডিনগানকে তা হলে অর্ধেকটা বলার আগেই কোনো এক যুলু সৈন্যের তরবারির কোপে ওর ধড় থেকে মুণ্ডুটা উড়াল দেবে এবং আমরা যারা সাদাচামড়ার মানুষ আছি এখানে তারা

www.BanglaBook.org

সবাই মারা পড়বো পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আবার এ-ও জানে, যুলু ভাষায় কিছুই বোঝেন না ভ্রাউ। কাজেই নিজেকে সামলে নিয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'এই ভদ্রমহিলা বলছেন, আপনি পৃথিবীর ইতিহাসের মহানতম রাজা। আপনার মহত্ত্বের কোনো তুলনা নেই। ক্ষমতা, জ্ঞান, শারীরিক সৌন্দর্য—কোনো দিক দিয়েই আপনার সমকক্ষ কোনো রাজা ছিল না কোনোকালে, কোনোদিন হবেও না। এই ভদ্রমহিলা আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা যদি আজ মারাও যান, তাঁদের সৌভাগ্য যে, আপনাকে চোখের সামনে দেখতে দেখতে মরবেন প্রত্যেকে।'

'তা-ই নাকি?' ডিনগানের কণ্ঠে সন্দেহ, 'ওই আধা পুরুষ আধা মহিলাটার মুখের কথা আর মনের কথা এক বলে তো মনে হয় না। ওর চোখের ভাষা আর ঠোঁটের ভাষা আমার কাছে দু'রকম লাগল। থো-মাআস, মিথ্যা বোলো না। ঠিক করে বলো আসলে কী বলেছে সাদামানুষদের সর্দারনী। আমাকে এত বোকা মনে কোরো না, সে কী বলেছে তা ঠিকই জানতে পারবো। তখন যদি দেখি তোমার কথার সঙ্গে মেলেনি, শকুনের খাবার হয়ে যাবে বলে রাখছি।'

ঘাবড়াল না হ্যালস্টেড। সে আসলে চতুর প্রকৃতির। বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন মহান রাজা, সব কথা এখনও বলিনি আপনাকে।'

'বলোনি কেন?'

'কীভাবে বলবো? বলার আগেই তো আমাকে হুমকি দিতে শুরু করলেন।'

'ঠিক আছে, আধা পুরুষ আধা মহিলাটা আর কী বলেছে বলো জলদি।'

'তিনি বলেছেন, তাঁদের নাকি আরও অনেক লোক আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই সাদাচামড়ার। ওরা যদি জানতে পারে এঁদেরকে হত্যা করেছেন আপনি তা হলে নাকি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সবাই মিলে হাজির হবে।'

'তা-ই বলেছে নাকি?' সতর্ক কণ্ঠে বললেন ডিনগান। 'তা হলে তো ঠিকই ভেবেছিলাম আমি—এই বোয়ারা আসলেই বিপজ্জনক। যতটা শান্তিপ্রিয় দেখায় ওদেরকে ততটা শান্তিপ্রিয় না ওরা।' মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলতে লাগলেন, 'বাজি ধরেছি, এখন ফলাফল দেখার আগেই যদি হত্যা করার আদেশ দিই এই শয়তানগুলোকে তা হলে খারাপ দেখায়। থো-মাআস, ওই বুড়ি গাভীটাকে বলে দাও, ওর হুমকির পরোয়া করি না আমি। বোয়ারা যতজন খুশি আসুক, দেখা যাবে কার গায়ে কত শক্তি! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা ঠিক থাকল। যদি জর্জের ছেলে মাকুমাজন যাদু দিয়ে পাঁচ গুলিতে তিনটা শকুন মারতে পারে তা হলে ওই গাভীটাকে আর ওর লোকদেরকে ছেড়ে দেবো। আর যদি না-পারে তা হলে শকুনগুলো ওদের লাশ খাবে। অন্য বোয়ারা যখন প্রতিশোধ নিতে আসবে তখন ওদেরও যাতে একই অবস্থা হয় সে-ব্যবস্থাও করবো। অনেক কথা হয়েছে, আর না।' থমাসের উপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকালেন জল্লাদদের দিকে। আরেকটু উঁচু গলায় বললেন, 'যাদুটোনা করেছে যে তিনজন তাদেরকে হাজির করো আমার সামনে যাতে আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারে ওরা, আমার প্রশংসা করতে পারে। আরও খারাপ উপায়ে ওদেরকে খুন করতে পারতাম, তা না-করে অনেক সহজেই কাজ শেষ করে দিচ্ছি।'

দাদা, বাবা আর নাতিকে আবারও টানতে টানতে নিয়ে এল সৈন্যরা। দাঁড় করিয়ে দিল ডিনগানের সামনে। যুলুদের কায়দায় রাজাকে অভিবাদন জানাল ওই তিনজন।

www.BanglaBook.org

'মহান রাজা,' বলতে শুরু করল বুড়ো, 'আমরা তিনজনই আসলে নির্দোষ। তারপরও, যদি আপনার ভালো লাগে, আমাকে মেরে ফেলুন, আমার ছেলেটাকেও মেরে ফেলুন। কিন্তু আমার নাতিটাকে ছেড়ে দিন। ওর বয়স একেবারেই কম, যে-অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে সে-কাজ করার মতো যোগ্যতাও নেই ওর। ওকে বেঁচে থাকতে দিন, হয়তো একদিন আপনারই খেদমত করতে পারবে সে।'

'চুপ কর্, সাদাচুলের কুত্তা!' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন ডিনগান। 'এই ছোকরাও তোদের মতো যাদুকর। ওকে ছেড়ে দিলে বড় হয়ে আবারও আমাকে যাদুটোনা করবে, গিয়ে হাত মেলাবে আমার শত্রুদের সঙ্গে। তুই কি আমাকে ছাগল মনে করিস? চোখের সামনে তোকে আর তোর ছেলেকে মরতে দেখবে ছোকরা, এই অবস্থায় বেঁচে থাকলে সারাজীবন ঘেন্না করবে আমাকে। আর তুই কিনা বলছিস আমার খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করবে সে? কী খেদমত যে করবে তা ভালোই জানা আছে আমার। সুযোগ পেলেই আমার খাবারে বিষ মেশাবে, ওর বাচ্চাকাচ্চাকে আমার ব্যাপারে উল্টোসিধা বলে ছোট থেকেই ক্ষেপিয়ে তুলবে আমার বিরুদ্ধে। ...এই, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ হাবার মতো? এই তিন শয়তানকে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। যারা যাদুটোনা করে তাদেরকে কীভাবে শাস্তি দেয় ডিনগান দেখুক সবাই।'

তারপরও কিছু বলার চেষ্টা করল বুড়ো লোকটা, বোঝা যাচ্ছে নাতিকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। কিন্তু বলতে পারল না। ওর মুখে সজোরে ঘুসি মেরে বসল এক সৈন্য।

আবারও চিৎকার করে উঠলেন ডিনগান, 'কী! মন ভরেনি তোর? আর একটা কথা বলবি তো তোর এত আদরের নাতিকে

www.BanglaBook.org

নিজের হাতে খুন করতে বাধ্য করাবো তোকে। ...নিয়ে যাও এদেরকে।'

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মুখ ঘুরিয়ে নিল বোয়াবাও। শুধু হ্যান্স তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

রাজার সঙ্গে বাদানুবাদের শাস্তি হিসেবে নিজের ছেলে আর নাতির মৃত্যু দেখতে বাধ্য করা হলো বুড়ো লোকটাকে। তখন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে বুড়ো, 'ডিনগান, আমি মন থেকে অভিশাপ দিচ্ছি তোকে। যেভাবে রাজা হয়েছিস ঠিক একই কায়দায় রাজত্ব হারাবি তুই। যদি আমি ভূতদের দেশে যাই তা হলে তুইও যাবি সেখানে। তোর সঙ্গে সেখানে দেখা হবে আমার...'

আর কিছু বলতে পারল না সে, বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে ওর উপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিন জল্লাদ।

মারা গেল বুড়ো।

আমাদের চারপাশে এখন নীরবতা। মাথা নিচু করে ছিলাম, মুখ তুলে তাকালাম রাজা ডিনগানের দিকে। ভয়ে তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে। অভিশাপ ভীষণ ভয় পান তিনি, কারণ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন। রীতিমতো কাঁপছেন, কপাল ঘেমে গেছে তাঁর। কাঁপা কাঁপা হাতে ঘাম মোছার চেষ্টা করছেন। 'ওই বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল তোমার,' কম্পিত কণ্ঠে বললেন প্রধান জল্লাদকে, লোকটা তখন তার কুড়ালের হাতলে আরও তিনটা দাগ দিচ্ছে, 'বুড়ো শেষপর্যন্ত কী বলে জানা দরকার ছিল আমার।'

প্রধান জল্লাদ বিনয়ী কণ্ঠে বলল, 'আমি ভাবলাম ওই শয়তানটাকে চুপ করিয়ে দিলেই ভালো হবে,' কথা শেষ করেই ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে রাখি, কাকতালীয় হোক আর যা-ই হোক, বুড়োর ওই অভিশাপ ফলে গিয়েছিল। যেভাবে রাজা হয়েছিলেন ডিনগান ঠিক সেভাবেই মারা যান তিনি। সৎভাই এবং তৎকালীন যুলু রাজা শাকাকে, আরেক ভাই উমহ্লানগানা এবং শাকার পরামর্শদাতা মোপার সহায়তায় খুন করে ক্ষমতায় এসেছিলেন তিনি। বারো বছর পর শাকার ছেলে উমস্লোপোগাসের সহায়তায় ডিনগানকে হত্যা করান তাঁরই আরেক সৎভাই ম্পাণ্ডে। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা আমাকে শুনিয়েছিল স্বয়ং উমস্লোপোগাস।

[স্যর হ্যাগার্ডের "নাডা দ্য লিলি" উপন্যাসে রাজা ডিনগানের মৃত্যুর বর্ণনা আছে।]

যা-হোক, ফিরে আসি মূল কাহিনিতে। মরণপাহাড়ের সেই গর্তে নিথর হয়ে পড়ে আছে দাদা-বাবা-নাতি। নিজেকে সামলে নিয়েছেন রাজা ডিনগান। চিৎকার করে দর্শকদেরকে বলছেন দূরে সরে যেতে। কারণ এত কাছে থাকলে ভয়ে না-ও আসতে পারে শকুনের পাল। বোয়াদেরকে ঘিরে-রাখা সৈন্যদেরকে আদেশ দিলেন, সাদাচামড়ার লোকগুলোকে যেন দূরে নিয়ে যায় ওরা, কেউ যদি পালানোর চেষ্টা করে তা হলে তাকে যেন তৎক্ষণাৎ নির্দয়ভাবে খুন করে। তাকিয়ে দেখি, যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই বিদায় নিচ্ছে বোয়া আর যুলুরা—একদল যাচ্ছে একদিকে, আরেকদল তার বিপরীত দিকে। এখন শুধু আমি আর হান্স দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়ের মাথায়, ঝোপের আড়ালে। যাওয়ার আগে উৎফুল্ল কণ্ঠে আমাকে "গুড লাক" বলে গেছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, তাঁর সেই শুভকামনা কতখানি আমার জন্য আর কতখানি তাঁর নিজের জন্য তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বৈকি! অবশ্য আমি দেখেছি তাঁর হাত কাঁপছিল, চিরসঙ্গী সেই ভ্যাটডয়েক দিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখ মুছছিলেন বার বার। এমনকী হেনরি ম্যারাইসও

www.BanglaBook.org

ভগ্নকণ্ঠে বলে গেছেন, 'আমাদের জন্য না-হোক, অন্তত মেরির কথা ভেবে বাজিতে জিততেই হবে তোমাকে, অ্যালান।'

সবার শেষে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মেরি। পাণ্ডুর চেহারায় দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। কিছুই বলেনি সে আমাকে, একটা কথাও না। শুধু চোখে চোখে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর ওর পোশাকের পকেটটা আলতো করে স্পর্শ করেছিল একবার। আমার-দেয়া পিস্তলটা আছে সেখানে।

বাকিদের কাউকেই তখন ভালোমতো খেয়াল করিনি, তাই ওদের কথা মনে নেই।

এখন আমার অগ্নিপরীক্ষা। শেষপর্যন্ত এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হলো! হ্যান্সকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়ের মাথায়, ঝোপের আড়ালে। থেকে থেকে মৃদু বাতাস বইছে, তখন অল্প অল্প আন্দোলিত হচ্ছে ঝোপটা। অপেক্ষা করছি আমি। আমার স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি পুবাকাশের দিকে। কেন যেন মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার কথা। আর কোনোদিন কি দেখা হবে তাঁর সঙ্গে? চোখের সামনে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল মেরির সুন্দর চেহারাটা। শেষপর্যন্ত কী হবে ওর? ওকে কি বাঁচাতে পারবো? এতদিনে আমি বুঝে গেছি আমার এই লড়াই সামান্য এক যুলু রাজা ডিনগানের বিরুদ্ধে না, আমার লড়াই অসীম ক্ষমতাশালী নিয়তির বিরুদ্ধে। তাকে কি কখনও হারানো যায়? কেউ কি কাজটা করতে পেরেছে আজ পর্যন্ত?

ধুকপুক করছে বুকের ভিতরে, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিজের হৃৎস্পন্দন টের পাচ্ছি। আরও শক্ত করে চেপে ধরেছি রাইফেলটা। একভাবে বেঁকে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে ট্রিগার আঁকড়ে-থাকা ডান তর্জনী। সেই গুরুভার একটু একটু করে চেপে বসছে মনে, জ্বালা করছে দু'চোখ। শাসালাম নিজেকে,

www.BanglaBook.org

এখন আবেগের সময় না; কিন্তু হতাশ হয়ে উপলব্ধি করলাম দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। দু'-একবার জোরে ঝাঁকালাম মাথাটা ; চোখ তুলে তাকালাম।

অপরিচিত সেই চিত্রকরের বিশালতম নীল ক্যানভাসে এখন একটা ফুটকি। মাথার হাজার ফুট উপরে উদয় হয়েছে শকুনটা, বিশাল এক পরিধিজুড়ে চক্কর দিচ্ছে অত্যন্ত অলসভঙ্গিতে।

'বাস,' শুনে মনে হলো হ্যান্স না, কানের কাছে কথা বলছে একটা কোলাব্যাঙ, 'এই শুটিংম্যাচ সেই শুটিংম্যাচের চেয়ে হাজার গুণে খারাপ। সেখানে হারলে আপনার মাদীঘোড়াটা হারাতেন, আর এখন হারলে...'

'চুপ করো!' ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম ওকে।

শকুনের দল চক্কর দিতে দিতে নামছে। বোয়াদের দিকে তাকালাম। হাঁটু গেড়ে বসে আছে সবাই, প্রার্থনা করছে। দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম যুলুদের দিকে। আমাকেই দেখছে ওরা; জীবনে প্রথমবারের মতো অতি-আশ্চর্যজনক কোনোকিছু দেখলে যে-দৃষ্টিতে দেখে লোকে সেভাবে। গুলি করে শকুন মারার এই খেলা ওদের জন্য নতুন এক আনন্দ, নতুন এক উত্তেজনা।

চোখ সরিয়ে নিলাম আবার, শকুনগুলোকে দেখতে লাগলাম।

ইতোমধ্যেই মাটিতে বসে পড়েছে কয়েকটা। বাকিগুলো নামছে ধীরেসুস্থে। একটা শকুনকে বেছে নিলাম। চক্কর দিতে দিতে মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে শকুনটা। এখনই ডানা গুটিয়ে নেবে, পড়তে আরম্ভ করবে ভারী সীসার মতো। রাইফেল তুললাম আমি, ফোরসাইটের নিশানা স্থির করলাম পাখিটার বুক বরাবর। নামছে শকুন...আরও নামছে...ট্রিগারে টান দিলাম। বিস্ফোরিত হলো বারুদ। পরমুহূর্তেই দেখি পিছনদিকে একবার ডিগবাজি খেল শকুনটা, সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল কে

www.BanglaBook.org

যেন। খুশির একটা তরঙ্গ যেন বয়ে গেল আমার ভিতরে।

ভেবেছিলাম ফুটো হয়ে গেছে শকুনটার বুক। কিন্তু এ কী! বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট, সেই আওয়াজই হাততালির আওয়াজ ভেবে ভুল করেছি। ফুটো হয়নি শকুনটার বুক, বরং একদিকের ডানার কয়েকটা পালক খসে পড়েছে মাত্র। নিজেকে সামলে নিতেই ওভাবে ডিগবাজি খেতে হয়েছে পাখিটাকে। গুলি করে শকুনের মতো বড় পাখি শিকার করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানে ডানায় বুলেট লেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ও-রকম ঠাস্ করে আওয়াজ হয়।

বুকে গুলি লাগলে এতক্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়ত শকুনটা; মুখ কালো করে দেখি নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। ডানা মেলে কিছুক্ষণ উড়ে বেরিয়ে নেমে আসছে মাটিতে। এদিক-ওদিক তাকাল কিছুক্ষণ, বুলেটের শব্দের সঙ্গে পরিচিত না তাই বুঝতে চাচ্ছে কোত্থেকে এল শব্দটা। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না, পারার কথাও না; কাজেই সে-চেষ্টা বাদ দিয়ে এগোতে লাগল মাটিতে পড়ে-থাকা তিন হতভাগ্য যুলুর দিকে। "উপাদেয় খাবারের" সামনে এসে বসে পড়ল। রাজশকুনটার জন্য অপেক্ষা করছে বোধহয়।

'মিস করেছেন!' রিলোড করার জন্য আমার হাত থেকে রাইফেলটা নিতে নিতে বলল হ্যান্স। 'আগেই বলেছিলাম। এই পাহাড়ে আসার সময় প্রথম স্তূপে পাথর ছুঁড়লে কী ক্ষতিটা হতো আপনার?'

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালাম হ্যান্সের দিকে। দেখে ঘাবড়ে গেল সে, আর কথা বলল না। বোয়াদের দিক থেকে গোঙানির মতো নিচু একটা আওয়াজ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি আগের চেয়ে আরও বেশি করে প্রার্থনা শুরু করেছে ওরা। এদিকে কয়েকজন যুলু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘেঁষে এসেছে রাজা ডিনগানের পাশে, তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলাপ করছে নিচু কণ্ঠে। পরে জানতে পারি তখন নাকি বাজি ধরছিলেন ডিনগান : তিনি নিশ্চিত ছিলেন গুলি করে শকুন মারতে পারবো না আমি। তাঁর শর্ত ছিল এ-রকম: যার মনে হয় আমি শকুন মারতে পারবো সে বাজিতে একটা গরু ধরবে। যদি জিতে তা হলে রাজা তাকে দশটা গরু দেবেন, না-জিতলে দানে-লাগানো গরুটা হারাবে সে। অনিচ্ছাকৃতভাবে ডিনগানের এই বাজিতে রাজি হতে হয়েছিল তাঁর কোনো কোনো সঙ্গীকে।

হ্যান্সের লোড করা শেষ। রাইফেলটা কক করে আমার হাতে দিল সে। এতক্ষণে আরও শকুন হাজির হয়ে গেছে। আবারও একটা শকুন বেছে নিলাম। টের পাচ্ছি, নিদারুণ উদ্বেগের কারণে বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই যেন। নিশানা করেই টান দিলাম ট্রিগারে। আবারও বিস্ফোরিত হলো বারুদ, আবারও বাতাসে ডিগবাজি খেল শকুনটা, আবারও ঠাস্ করে আওয়াজ শোনা গেল।

তারমানে আবারও মিস করেছি আমি।

‘দ্বিতীয় স্তূপে পাথর ছুঁড়ে মারলে এই ঘটনা ঘটত না,’ পাশে-দাঁড়ানো হ্যান্স মন্তব্য করল নিচু কণ্ঠে।

ওর দিকে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করছি না। ধপ করে বসে পড়লাম, রাইফেলটা ফেলে দিয়ে চেহারা ঢাকলাম দু'হাতে আর একবার, আর একটাবার যদি মিস করি তা হলে...

হঠাৎ শুনি ফিসফিস করে আমাকে বলছে হ্যান্স, ‘বাস, আমার কী মনে হয় জানেন? আপনি যখন গুলি করছেন তখন এই শকুনগুলো রাইফেলের নলে আগুনের ঝলকানি দেখে ফেলছে। ভয় পেয়ে কিছুটা হলেও সরে যাচ্ছে। বাস, সামনাসামনি গুলি না-করে পিছনদিক থেকে গুলি করলে হয় না? তা হলে আর দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে না শকুনেরা. সরতেও পারবে না।'

হাত সরিয়ে তাকালাম হ্যান্সের দিকে, তাকিয়েই থাকলাম কিছুক্ষণ সন্দেহ নেই খাঁটি কথা বলেছে সে। ঠিকই; আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে আছি সেদিকেই এসে নামছে পাখিগুলো, তারমানে নামার সময় এই ঢালের উপর আলোর ঝলকানি দেখতে পাচ্ছে। এত বড় দূরত্বে একটা মুহূর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরে যাওয়ার সময় পাচ্ছে শকুনেরা, বেঁচে যাচ্ছে সে-কারণেই। আমি নিশ্চিত এভাবে গুলি করলে পঞ্চাশবারেও কোনোটাকে ঘায়েল করতে পারবো না। বারুদের ঝলক দেখতে পাবে ওরা, চমকে উঠে সরে যাবে খানিকটা, ওদের ডানা ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে বুলেট।

'এসো,' হড়বড় করে বললাম হ্যান্সকে, একলাফে উঠে দাঁড়িয়েছি। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম। প্রায় একশ' গজ দূরে বেশ বড় একটা পাথর আছে, ওটার আড়ালে গিয়ে পজিশন নেয়ার ইচ্ছা আমার।

জায়গামতো পৌঁছাতে গিয়ে যুলুদেরকে পার হয়ে আসতে হলো। আমাকে কাছে পেয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না ওরা। একজন নাকিসুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী গো ওঝা? কার কাছ থেকে যাদু শিখেছ? তোমার যাদু তো দেখি কোনো কাজেই লাগছে না।'

রাজা ডিনগানকে বলতে শুনলাম, 'তোমরা দেখে নিয়ো একটা শকুনও মারতে পারবে না এই সাদা ঠকবাজটা। তোমাদের কারও মনে যদি সন্দেহ থাকে তো লাগো বাজি! এক গরুতে পঞ্চাশ গরু ধরতে রাজি আছি আমি।'

এত লোভনীয় প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করল কি না জানার সুযোগ হলো না, কারণ একজন যুলু ইয়ার্কি করেই পিছু নিয়েছে আমার, উপহাস করে বলছে আমাকে, 'হায় হায়, পৃথিবীর সেরা যাদুকরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ হলোটা কী? সে কি তার আগুন-বল্লম ফেলে দিয়ে পালাচ্ছে?' কথা শেষ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অসভ্যটা।

জবাব দিলাম না, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলাম সব অপমান। পৌঁছে গেলাম পাথরটার কাছে। সেটার আড়ালে পজিশন নিলাম হ্যান্সকে নিয়ে। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে বোয়াদেরকে। এখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে সবাই। দেখে মনে হচ্ছে প্রার্থনা থামিয়ে দিয়েছে। ভয়াবহ বিপদের সময় ঈশ্বরের কথা ভুলে যায় অনেকেই, প্রার্থনা করার কথাটুকুও মনে থাকে না। সে-অবস্থাই হয়েছে ওদের। বাচ্চাগুলো কাঁদছে। পুরুষেরা শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভ্রাউ প্রিন্সলু একহাতে জড়িয়ে ধরে আছেন মেরির কোমর। আর মেরি...মনে হচ্ছে মোমের একটা পুতুল যেন সে। তাকিয়ে থাকতে হয় বলে খোলা রেখেছে নিষ্প্রাণ দু'চোখ, ভাবলেশহীন চেহারা মোমপুতুলের মতোই পাণ্ডুর। কিছুই বলছে না সে, কিছু করছেও না; শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। জ্যান্ত একটা মানুষ সব আবেগ আর প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে মূর্তি হয়ে গেছে যেন; তারপরও শুনতে পাচ্ছি বোবা ভাষায় বলছে সে আমাকে, 'যদি সত্যিই ভালোবেসে থাকো, রক্ষা করো।'

অদ্ভুত এক আন্দোলন টের পেলাম নিজের ভিতরে। আমার সারা শরীর-জেগে উঠছে যেন, সাহস ফিরে পাচ্ছি। মনে পড়ে যাচ্ছে দুপুরের সেই স্বপ্নের কথা। আজ এই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে নিশ্চয়ই আমাকে পরাজিত করবেন না ঈশ্বর, নিশ্চয়ই তিনি এতগুলো লোকের জীবন এত নিষ্ঠুরভাবে শেষ করে দেবেন না।

হ্যান্সের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিলাম রাইফেলটা। নিজেই লোড করলাম। বারুদ ভরছি, এমন সময় মাটির কাছাকাছি চলে এল একটা শকুন। শেষবারের মতো চক্কর দিচ্ছে, একটু পরই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাখা গুটিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করবে। খেয়াল করলাম, পাখিটা আমার দিকে পিছন ফিরে নামবে। রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকালাম, নিশানা করলাম, তারপর টেনে দিলাম ট্রিগার।

এবার আর ডিগবাজি খেল না শকুনটা। বরং দেখে মনে হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী অদৃশ্য কোনোকিছু জোরে বাড়ি মেরেছে ওটার গায়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ল পাখিটা, পতনের শব্দ শোনা গেল এত দূর থেকেও। তিন মৃত যুলুর কাছ থেকে আট কি দশ কদম দূরে মরে পড়ে থাকল।

'ঈশ্বর!' স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল হ্যান্স, 'বাস, বাকি স্তূপগুলোতে পাথর মেরেছিলেন না?'

জবাব দিলাম না। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যুলুরা, আমার কাছাকাছি আছে বলে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। রাজা ডিনগানের "বাজির দর" পড়ে গেছে। এবার একটা গরুর বদলে পঞ্চাশটা দিতে চাচ্ছেন না তিনি। বোয়ারা সবাই গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখের কোণ দিয়ে ওদেরকে দেখে আবার লোড করলাম রাইফেলটা।

আরেকটা শকুন নামছে। তবে এটার নামার গতি ধীর, কারণ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখছে তার এক মৃত সঙ্গীকে। তারপরও বোধহয় ভাবছে ভয়ের কিছু নেই। পাথরটার গায়ে হেলান দিলাম, সময় নিয়ে নিশানা করে টান দিলাম ট্রিগারে। শকুনটার বুকের কিছুটা নীচে গিয়ে লাগল বুলেট। শূন্যে থাকা অবস্থায় প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল পাখিটা। আগেরটার মৃতদেহের উপর পড়ল পাথরের-টুকরোর মতো।

'ভালো, ভালো!' খুশিতে হাসছে হ্যান্স, 'এবার বাস, তিন নম্বর শকুনটাকে মারতে যেন কোনো ভুল না-হয়।' বাবার কাছ থেকে শোনা একটা কথা শুনিয়ে দিল সুযোগ পেয়ে, 'সাহসীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরাজয় নেই।'

'হ্যাঁ,' তাল মেলালাম ওর সঙ্গে, 'যদি তিন নম্বর শকুনটা মারতে পারি তখন জোর দিয়ে বলা যাবে কথাটা।'

আবারও লোড করলাম রাইফেল। একটা গাছের ডাল দিয়ে পরিষ্কার করলাম নলে জমে-থাকা বারুদ। নিশ্চিত হয়ে নিলাম মিস-ফায়ারের কোনো সম্ভাবনা নেই। ক্যাপটা বসালাম ঠিকমতো, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। বোয়ারা অথবা যুলুরা কী করছে বা বলছে জানি না, জানতে চাইও না। আমার সব মনোযোগ এখন সামনের দিকে। কোনো ভুল করা চলবে না। নিজে বাঁচতে চাইলে, বোয়াদেরকে বাঁচাতে চাইলে এই শটে শেষ শকুনটা মারতেই হবে।

চতুর শকুনের দল বুঝে গেছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। বিপদ টের পেয়ে গেছে ওরা, সতর্ক হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে শত শত পাখি চলে এসেছে "ভোজের" খবর পেয়ে, বিশাল এক চক্র তৈরি করে বেশ উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে বৃত্তাকারে। নীচে নামার সাহস পাচ্ছে না, আবার চলে গিয়ে এত "উপাদেয়" খাবার হাতছাড়াও করতে চাচ্ছে না। এদিকে সূর্য ডুবতে বসেছে, আমি যেদিকে আছি তার উল্টোদিকের দিগন্তে হাজির হয়ে গেছে। ঠিক বিপরীতে থাকায় আমাদের উপর সরাসরি পড়ছে শেষবিকেলের রোদ। এখন আর তেমন তেজ নেই, তারপরও চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আরেকটু পর যখন আমাদের একেবারে মুখোমুখি চলে আসবে সূর্যটা তখন সামনের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পাবো কি না সন্দেহ। কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাকে।

যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যাচ্ছে ততক্ষণ বোধহয় উড়েই বেড়াবে শকুনের পাল, আঁধার নামলে বিপদ কেটে গেছে ধরে নিয়ে নেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসবে মাটিতে। যে-ক'টা মাটিতে বসে আছে সেগুলো এখন আর মড়া তিনটার দিকে তাকাচ্ছে না। বরং কখনও তাকাচ্ছে বোয়ারা যেখানে আছে সেদিকে, কখনও যুলুরা যেখানে আছে সেদিকে, আবার কখনও আমরা যে-পাথরটার আড়ালে আছি সরাসরি সেটার দিকে। হয়তো ইঙ্গিতে তাদের উড়ন্ত সঙ্গীদের জানিয়ে দিচ্ছে বিপদ যদি কিছু ঘটে থাকে তা হলে মানুষদের তরফ থেকেই ঘটেছে!

হ্যান্সের নাক কামড়ে ধরেছিল যে-রাজশকুনটা সেটাও উড়ে বেড়াচ্ছে "চক্রের" অন্য সদস্যদের সঙ্গে। বিশাল শরীরের কারণে চিনতে সমস্যা হচ্ছে না, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সে-ও একবার দেখেই আলাদা করতে পারত ওটাকে। তা ছাড়া পাখিটার দুই ডানার প্রান্তভাগের বেশ কিছু পালক সাদা। তার আশপাশে আরও কিছু শকুন জড়ো হয়ে একটা জটলার মতো পাকিয়ে ভাসছে অলস কায়দায়। দেখলে মনে হয় যেন রাজার সঙ্গে পরামর্শ করছে তাঁর মন্ত্রীরা!

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। এমন সময় অনেকটা হঠাৎ করেই রাজশকুনটার কাছ থেকে সরে গেল বাকি পাখিগুলো। সবাইকে ছাড়িয়ে আরও নীচে নেমে এল বিশাল পাখিটা। আস্তে আস্তে কমছে সেটার চক্কর দেয়ার গতি। তারমানে মাটিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বার বার তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। ডানা গুটিয়ে নিতে গিয়েও নিচ্ছে না। বুঝতে পারলাম শত্রু যে-ই হোক এবং যেখানেই থাকুক তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে।

বেশ কয়েকবার অভিনয় করে হঠাৎ ডানা গুটিয়ে নিল রাজশকুন। পেটটা আমার দিকে আর মাথাটা নীচের দিকে দিয়ে নামছে এবার। তারমানে চার কি পাঁচ সেকেণ্ড সময় আছে আমার হাতে। নিশানা করাই ছিল, তারপরও দু'সেকেণ্ড সময় নিয়ে টান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলাম ট্রিগারে।

বিস্ফোরণের শব্দ হলো আবার। যত বিশালদেহীই হোক না কেন, ভারী বুলেটের কাছে শকুনটা কিছুই না। পাখিটার পেট থেকে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল কিছু পালক, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাতাসে গোত্তা খেল কয়েকবার। তারপর আছড়ে পড়তে লাগল তার দুই "ধরাশায়ী" সঙ্গীর পাশে।

অকৃত্রিম খুশিতে সিংহনাদের মতো একটা হুঙ্কার বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল আমার গলা দিয়ে, সেটা গলার ভিতরেই রয়ে গেল। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখি, আবার ডানা ঝাপ্টাতে শুরু করেছে রাজশকুন। পাঁড় মাতাল যেভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটে সেভাবে একবার ডানে একবার বাঁয়ে করতে করতে একটু একটু করে উঠছে চক্রের বাকি সদস্যদের দিকে। "রাজার" এই অবস্থা দেখে ততক্ষণে চক্র ভেঙে গেছে, খাবার যত উপাদেয় আর টাটকাই হোক না কেন তা ফেলে উড়ে পালাচ্ছে শকুনগুলো। আগে যেখানে কয়েকশ' শকুন ছিল এখন সেখানে হাতেগোনা কয়েকটা—সম্ভবত "রাজাকে" সঙ্গ দেয়ার জন্য শেষপর্যন্ত রয়ে গেছে তার কিছু বিশ্বস্ত অনুচর।

উঠছে রাজশকুন, স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আমি। অসাড় হয়ে গেছে আমার পুরো শরীর, কিছু করার কথাও মাথায় আসছে না। শেষপর্যন্ত যথেষ্ট উঁচুতে উঠে যেতে পারল শকুনটা, এখন বিশাল ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে।

তাকিয়ে আছে বাকিরাও। বিশাল ওই পাখিটা অস্তগামী সূর্যের পটভূমিতে প্রথমে ছোট্ট একটা পাথরের টুকরোর মতো, তারপর মামুলি এক ফুটকির মতো হয়ে একসময় হারিয়ে গেল মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'সব শেষ,' কথাটা আর্তনাদের মতো বের হলো আমার গলা

www.BanglaBook.org

দিয়ে।

'হ্যাঁ, বাস, সব শেষ,' ভয়ে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে হ্যান্সের। 'এবার আমরা সবাই মরবো। ...শকুনটা মরল না কেন?'

'জানি না। সম্ভবত ওটার পেট ছুঁয়ে বের হয়ে গেছে বুলেট, শরীরে ঢোকেনি।' রাইফেলটা বাড়িয়ে ধরলাম হ্যান্সের দিকে। 'লোড করো তাড়াতাড়ি।'

আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল হ্যান্স। 'লোড করে কী হবে?'

'একা মরতে রাজি না আমি। যতজন যুলুকে পারি সঙ্গে নিয়ে মরবো। সবার আগে খুন করবো রাজা ডিনগানকে।'

'ভালো, ভালো!' খুশিতে বলতে গেলে আত্মহারা হয়ে গেছে হ্যান্স, ত্রস্ত হাতে লোড করছে। 'খাঁটি কথা বলেছেন। ওই মোটা শুয়োর ডিনগানকে মেরে মরা উচিত। ওর পেটে গুলি করবেন, বাস। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মরবে না শয়তানটা। মজা টের পাবে তখন, বুঝবে ধুঁকে ধুঁকে মরা কাকে বলে। তারপর জবাই করে ফেলবেন আমাকে। এই নিন আমার ভোজালি, রাখুন সঙ্গে। রাইফেলটা আবার লোড করে নিজেকে গুলি করার সুযোগ যদি না-পান তা হলে নিজেকেও জবাই করে ফেলতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকালাম। সন্দেহ নেই ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবো এখন। বেচারা বোয়ারা আমার চোখের সামনে মরবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখতে পারবো না। মেরির কাছে আমার দোনলা পিস্তলটা আছে, সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার আগে সে-ও কিছু একটা করে ফেলতে পারবে।

যুলুরা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। রাখাল যেভাবে গরু খেদিয়ে নিয়ে যায়, যেসব সৈন্য এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল বোয়াদেরকে তারা প্রায় সেভাবে নিয়ে আসছে কিংকর্তব্যবিমূঢ়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকগুলোকে। বাতাসে অ্যাসেগাই চালাচ্ছে বার বার, ভান করছে গেঁথে ফেলবে সব ক'টা বোয়াকে। রাখালরা গরু খেদানোর সময় যে-রকম "হাট হাট" শব্দ করে সে-রকম শব্দ করছে।

পাহাড়ের উপর উঠে আসতে বেশি সময় লাগল না ওদের। লাশ তিনটা আর মৃত শকুন দুটো যে-জায়গায় পড়ে আছে সে-জায়গাটুকু খালি রেখে দাঁড়িয়ে গেল বিশৃঙ্খলভাবে। আমি আর হ্যান্স আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি এসব।

'তারপর?' শুনে মনে হচ্ছে খুশি আর ধরছে না রাজা ডিনগানের, 'জর্জের ছেলের খবর কী? নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না বাজিতে হেরে গেছ? তোমার যাদুর লাঠি পাঁচবার কাজে লাগিয়ে মাত্র দুটো শকুন মারতে পেরেছ। কথা দিয়েছিলাম তুমি জিতলে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দেবো। তুমিও রাজি হয়েছিলে তুমি হারলে তোমার বন্ধুরা সবাই মরবে।' গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'সাদাচামড়ার লোকগুলোকে একজন একজন করে হত্যা করো। মাকুমাজন আর ওই লম্বা মেয়েটাকে খুন করবে না। মেয়েটাকে রক্ষিতা বানাবো আমি।'

বোয়াদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, রাজার কথা শেষ হওয়ামাত্র কয়েকজন সৈন্য ছুটে গেল তাঁর দিকে। খাবলা মেরে ধরল তাঁকে, একটানে নিয়ে এল কিছুটা সামনে। সজোরে আঘাত করার জন্য বল্লম তুলল মাথার উপরে। তখন বলে উঠলেন ভ্রাউ, 'একটু থামুন রাজা। অ্যালান যে বাজিতে হেরে গেছে তা এত জোর দিয়ে বলছেন কীভাবে?'

বিরক্ত হয়ে চোখমুখ কুঁচকে ফেলেছেন রাজা ডিনগান। হ্যালস্টেডের দিকে তাকালেন তিনি। 'এই বুড়ি আবার মরার আগে কী বকরবকর শুরু করেছে?'

অনুবাদ করল হ্যালস্টেড।

www.BanglaBook.org

ভ্রাউ প্রিন্সলু তখন বললেন, 'আপনি যাকে মাকুমাজন বলছেন তার শেষ গুলিটা লেগেছে শকুনের গায়ে, আমরা সবাই দেখেছি। বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন শকুনটা মরেনি? আমাদেরকে হত্যা করার আগে পাখিটার লাশ খুঁজে বের করা কি উচিত না আপনার?'

হ্যালস্টেডের মুখ থেকে ভ্রাউ প্রিন্সলুর যুক্তিটা শুনে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকলেন ডিনগান। তারপর বললেন, 'ঠিক কথা। সত্যিই খুঁজে দেখা দরকার শকুনটা মরেছে কি মরেনি। ...আরে বুড়ি, এ-জন্যই তো তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আকাশে। যা, উপরে গিয়ে দেখ্ কোথায় আছে তোর শকুন। তারপর পারলে ফিরে এসে বলিস আমাদেরকে।'

আবার অ্যাসেগাই তুলল সৈন্যরা, রাজার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। নীচের দিকে তাকিয়ে থাকার ভান করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি যাতে আমাকে সন্দেহ না-করে কেউ। একসুযোগে কক্ করে ফেললাম রাইফেলটা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি ডিনগান যদি খুন করার আদেশ দেন ভ্রাউ প্রিন্সলুকে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো শয়তানটাকে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যান্স—মনে হয় আসন্ন খুনোখুনি দেখতে চাচ্ছে না—হঠাৎ বীভৎস এক চিৎকার ছাড়ল সে। এই পরিবেশে ওর সেই চিৎকার এতটাই অস্বাভাবিক যে, আমার মনে হয় আমরা যারা জীবিত আছি তারা তো বটেই, কী হয়েছে জানতে ওই তিন মড়াও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। চেঁচাচ্ছে আর হাত তুলে আঙুলের ইশারায় আকাশের দিকে কী যেন দেখাচ্ছে হ্যান্স। কিন্তু মুখে বলছে না কিছুই। কাজেই উপরের দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম আমরা সবাই।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে। আকাশে এখন

www.BanglaBook.org

কালচে আঁধার আর লালচে মেঘের মাখামাখি। চিত্রকরের ক্যানভাসে কিছুটা নীল বাকি রয়ে গেছে তারপরও। ছোট্ট একটা ফুটকি দেখা যাচ্ছে নীলের পটভূমিতে, হ্যান্সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেটা। প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে ফুটকিটা, বলা ভালো ক্রমেই বাড়ছে সেটার পতনের গতি।

পড়ছে রাজশকুনটা। পড়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে মারা গেছে।

একটা কথা আছে—পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে। রাজশকুনটাও ঠিক সেভাবে আছড়ে পড়ল ভ্রাউ প্রিন্সলু আর তাঁকে হত্যা-করতে-উদ্যত সৈন্যদের মাঝখানে। বিশাল ডানার বাড়ি লেগে এক সৈন্যের হাত থেকে ছুটে গেল অ্যাসেগাই। সেটা খাবলা মেরে ধরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা।

সবাই চুপ হয়ে গেছে। হ্যান্সের চেঁচানিও থেমে গেছে। যে-দৃশ্য জীবনে কখনও দেখেনি কেউ, দেখতে পাবে বলে ভাবেনওনি, তা-ই দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। সৈন্যদের কেউ কেউ উদ্যত অ্যাসেগাই নামাতেও ভুলে গেছে। রাজশকুনটার দিকে চূড়ান্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডিনগান।

'মহান রাজা,' ব্যঙ্গ করে উচ্চারণ করলাম মহান শব্দটা, 'আমার মনে হয় আমি না, আপনিই হেরেছেন বাজিতে। আসলে শকুনদের রাজা তো, আমি যাদু করবো আর সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে তা কী হয়? সে যে রাজা তা বোঝাতে দলবলসহ উঠে গিয়েছিল অনেক উপরে, তারপর সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে আরেকজন রাজার পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে।'

এখনও ইতস্তত করছেন ডিনগান। মনে হয় কোনো বাহানা খুঁজছেন আসলে। বোয়াদেরকে মুক্তি দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁর। কক্ করাই আছে রাইফেল, কিছুটা তুললাম সেটা। আমার দিকে তাকালেন ডিনগান। তাকিয়েই থাকলেন কিছুক্ষণ। সম্ভবত বুঝতে পারছেন তিনি উল্টোপাল্টা কিছু বললে সবার আগে তাঁকেই মরতে হবে। অথবা এমনও হতে পারে কথা দিলে কথা রাখেন তিনি, যোগ্য লোককে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে জানেন। যেটাই হোক, জনৈক যুলু মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'ভালোমতো দেখো তো শকুনটার শরীরে বুলেটের কোনো গর্ত পাওয়া যায় কি না।'

লোকটা তৎক্ষণাৎ গিয়ে হাজির হলো রাজশকুনের কাছে। অনেক উঁচু থেকে পড়েছে বিশাল পাখিটা, হাড়মাংস জায়গামতো না-থাকারই সম্ভাবনা। কিন্তু কপাল ভালো আমাদের। তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে বুলেটের গর্ত না, বরং বুলেটটাই পাওয়া গেল দানবীয় পাখিটার শরীরের ভিতরে। বুলেটের গর্ত, অর্থাৎ ক্ষতটা আলাদাভাবে পাওয়া সম্ভবও না, কারণ পাখিটার শরীরের জায়গায় জায়গায় এখন ক্ষতস্থান।

নীচ থেকে ঢুকেছে বুলেটটা, পুরু চামড়া আর শক্ত মাংস ভেদ করে উপরে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শিরদাঁড়ায় বাধা পেয়ে আটকে গেছে। দুই ডানার সঙ্গমস্থলের যে-জায়গা দিয়ে উত্থিত হয় শকুনদের লাল ঘাড়, সেখানেই আটকে ছিল। যুলু লোকটা বের করে আনল সেটা, দুই আঙুলে ধরে দেখাচ্ছে সবাইকে।

'বাজি জিতে গেছে মাকুমাজন,' কিছুক্ষণ পর গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ডিনগান, 'বিফলে যেতে যেতে কাজে লেগে গেছে ওর যাদু। মাকুমাজন, যাও, এই লোকগুলো তোমার সঙ্গে ছিল, এদেরকে তোমার কাছেই দিয়ে দিলাম। সবাইকে নিয়ে আমার দেশ ছেড়ে বের হও এখনই। আর কোনোদিন যাতে না-দেখি তোমাদেরকে, বলে রাখলাম।'

www.BanglaBook.org

পনেরো

ক্যাম্পে ফিরে এসেছি আমরা। বলতে গেলে নায়ক হয়ে গেছি আমি বোয়াদের কাছে। এমনকী হেনরি ম্যারাইসও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছেন আমার সঙ্গে। একজন পিতা তার পুত্রের সঙ্গে যে-ভঙ্গিতে কথা বলেন সেভাবে কথা বলছেন। অথচ এতদিন আমাকে অপছন্দ করতেন তিনি। কারণ আমি একজন ইংরেজ। কারণ আমি তাঁর মেয়ের সবকিছু। কারণ আমি তাঁর ভাগ্নে হার্নান পেরেইরার পথের কাঁটা—যাকে তিনি হয় ভালোবাসেন নয়তো ভয় পান, অথবা দুটোই। বাকি বোয়ারা মুখে হাসি আর চোখে পানি নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছে আমাকে, মন থেকে আশীর্বাদ করেছে। বলেছে যতদিন একসঙ্গে পথ চলবো একমাত্র আমাকেই নেতা হিসেবে মান্য করবে।

মেরিকে বাদ দিয়ে বললে সবার চেয়ে খুশি ভ্রাউ প্রিন্সলু। সবাইকে শুনিয়ে বলছেন তিনি, 'দেখো, আমি ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গরুর কলিজা খাইয়েছিলাম বলেই না কাজটা করতে পারল সে! ঘুমাতে চাচ্ছিল না, জোর করে ঘুম পাড়িয়েছি ওকে। ইস্‌স্, গাভীকে যেভাবে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় তোমাদের মতো মাথামোটাদের সঙ্গে সেভাবে আটকা পড়ে গেছি আমি। এটা না-করে ঈশ্বর যদি ওর মতো একজন স্বামী বা একটা ছেলে দিত আমাকে তা হলে হাজার গুণে সুখী হতাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঈশ্বর কাজটা কেন করেছেন জানো?' এমনিতে চুপ করে থাকলেও মাঝেমধ্যে যখন মুখ খোলেন হিয়ার প্রিন্সলু তখন তাঁর কথায় সূক্ষ্ম রসবোধ থাকে, 'যাতে তুমি গাভীর মতোই আটকা পড়ে থাকো, গুঁতোগুঁতি করতে না-পারো। ...আমারও মাঝেমধ্যে আফসোস হয়।'

চেহারা লাল হয়ে গেছে ভ্রাউ প্রিন্সলুর, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'কেন আফসোস হয় শুনি?'

'আফসোস হয়, কারণ ঈশ্বর যদি তোমার জিভটাকেও কোনো খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতেন তা হলে হাজার গুণে সুখী হতে পারতাম আমিও।'

হেসে ফেললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, স্বামীর মাথায় ঠোকনা মারলেন দুষ্টুমি করে। হাসতে হাসতে দূরে সরে গেল তাঁদের ছেলেমেয়েরা।

আমার দিকে এগিয়ে এল মেরি। পোশাকের ভিতর থেকে পিস্তলটা বের করে বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। বলল, 'এই নিয়ে তিনবার আমার জীবন বাঁচালে, অ্যালান। ম্যারাইসফন্টেইনে একবার, অনাহারে মরতে বসেছিলাম তখন আরেকবার, আর তৃতীয়বার ডিনগানের কবল থেকে। কখনও কি তোমার জীবন বাঁচানোর সুযোগ পাবো আমি, অ্যালান?'

জবাব দিলাম না।

সময় নষ্ট না-করে আমাদের ষাঁড়গুলোকে জড়ো করলাম। যুলুদের গ্রামে আসার আগে অনেক হাঁটতে হয়েছে জন্তুগুলোকে। কোনো কোনোটার পায়ে ঘা দেখা দিয়েছে। তবে ইতোমধ্যে পেট ভরে খেয়েছে, বিশ্রাম নিতে পেরেছে।

ঘণ্টা দু'-এক পর গোছগাছ সেরে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা। রাজা ডিনগান দূত পাঠিয়েছিলেন—আজকের মধ্যে তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দেশ" না-ছাড়লে কাল ভোরে আমাদের কাউকে আস্ত রাখবেন না। ক্যাপ্টেন কাম্মুলার নেতৃত্বে কয়েকজন সশস্ত্র "গাইডও" পাঠিয়েছেন তিনি। আমাদেরকে নেটালে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেবে ওরা। রাস্তা দেখানো বাজে কথা, ভাবলাম আমি, আসলে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি। পরাজয় সহ্য হচ্ছে না তাঁর।

সে-রাতে যাজক মিস্টার ওয়েন আর তাঁর লোকজনের সঙ্গে ডিনার খেলাম আমি। ইচ্ছা ছিল তাঁকে প্রস্তাব দেবো আমাদের সঙ্গে আসতে, এই যুলুল্যাণ্ডে পরিবার নিয়ে বাস করাটা মোটেও নিরাপদ না। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তিন সন্তান নিয়ে এই জায়গায় থাকতে ইচ্ছুক না দোভাষী থমাস হ্যালস্টেডের স্ত্রী মিসেস হালি। ইচ্ছুক না মিস ওয়েন কিংবা জেন উইলিয়ামসও। আমাদের সঙ্গে আসতে চায় ওরা। কিন্তু মিশনারির নেশা পেয়ে বসেছে মিস্টার আর মিসেস ওয়েনকে, কাজেই কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো প্রস্তাব মানতে তাঁরা নারাজ। বললেন, বিপদ হলে ঈশ্বরই রক্ষা করবেন। তা ছাড়া মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো এখানে এসেছেন তাঁরা; কাজের শুরুতেই এভাবে পালানোটা নাকি কাপুরুষের কাজ, ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

বলে রাখি, কিছুদিন পর এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা দেখে "চাচা আপন পরান বাঁচা" বলতে বলতে পরিবারসহ যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যান মিস্টার আর মিসেস ওয়েন।

ডিনারের একপর্যায়ে মিস্টার ওয়েনকে বললাম, 'আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিলাম ডিনগানকে। সে যদি তখন ওর সৈন্যদেরকে হুকুম দিত আমাদেরকে খুন করার তা হলে সবার আগে ওকেই খুন করতাম আমি।'

গম্ভীর মুখে তখন বললেন মিস্টার ওয়েন, 'খারাপ কথা। অকারণে মানুষ হত্যা করা খুব বড় পাপ। আমাদের ধর্ম প্রতিশোধ

www.BanglaBook.org

নিতে বলেনি, ক্ষমা করতে বলেছে।'

ওরে বাবা, এই যাজক মহাশয়ের চিন্তাভাবনা তো দেখি আমার ঠিক বিপরীত! এঁকে বুঝিয়ে কোনো লাভ হবে না, বোঝাতেও পারবো না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিলাম; গুডবাই আর গুডলাক জানিয়ে, আর কখনও দেখা হবে কি না ভাবতে ভাবতে চলে এলাম।

একঘণ্টা পর যাত্রা শুরু হলো আমাদের। হোমা আমাবুটু পাহাড়টার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কয়েকটা রাক্ষুসে শকুনকে দেখি ঘুমাচ্ছে সেখানে। উমগুনগান্ধলোভুর সদর দরজায় হাজির হলাম আমরা। আশ্চর্যই হতে হলো—কয়েকজন "উপদেষ্টা" আর একশ'র বেশি সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে দুটো বড় বড় দুধগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন ডিনগান। খারাপ কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কা করে ওয়্যাগন থামানোর নির্দেশ দিলাম আমি। বোয়াদেরকে বললাম রাইফেল লোড করতে।

মিনিটখানেক পর আমাদের সামনে এসে হাজির হলো থমাস হ্যালস্টেড। বলল, ডিনগান নাকি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কথা বলতে চায় মানে কী? আবারও আমাদেরকে বন্দি করবে? এত জলদি সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে?'

থমাস বলল, 'আমি যতদূর জানি তোমাদের কারও কোনো ক্ষতি হবে না। কে বা কারা তোমাদের ব্যাপারে কিছু একটা বলেছে রাজাকে, শুনে মজা পেয়েছেন তিনি। তাই তোমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য হাজির হয়ে গেছেন।'

'এ-ই যদি হয় তাঁর বিদায় জানানোর নমুনা,' ইঙ্গিতে দেখালাম সশস্ত্র সৈন্যদেরকে, 'তা হলে তাঁর গলাধাক্কা দেয়ার নমুনা না জানি কত খারাপ!'

www.BanglaBook.org

ওয়্যাগন দুটো যেখানে আছে সেখানেই রেখে পায়ে হেঁটে গিয়ে হাজির হলাম ডিনগানের কাছে। আন্তরিক ভঙ্গিতেই আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য মোটা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন, 'মাকুমাজন, তোমার সঙ্গে বাজি ধরে হেরেছি। আমার সম্মানহানি হয়েছে। আমার কয়েকজন লোকের সঙ্গেও বাজি ধরেছিলাম, তাতেও হেরেছি। বেশ কিছু মোটাতাজা ষাঁড় গচ্চা গেছে আমার। এরপরও, বিশ্বাস করো বা না-করো, তোমার যাদু জিতেছে বলে আমি খুশি। তা না হলে তোমার এই বন্ধুদেরকে খুন করতে হতো। যা-হোক, কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম আমাবুনাদের এক বড় নেতা নাকি আমার কাছে কয়েকজন দূত পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয় যাওয়ার পথে ওদের সঙ্গে দেখা হবে তোমাদের। যদি হয় তা হলে বোলো ওরা যেন নির্ভয়ে আসে আমার কাছে। ওদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবো আমি, ওরা যা যা বলতে চায় শুনবো।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বলবো।'

'উপহার হিসেবে বারোটা গরু দিচ্ছি তোমাকে। ছ'টা তোমাদের জন্য। পথে মাংসের দরকার হলে জবাই করে খেয়ো। বাকি ছ'টা ওই আমাবুনা দলটার জন্য। ওদের সঙ্গে দেখা হলে গরুগুলো দিয়ো ওদেরকে, আমার কথা বোলো। আর কাম্বুলা যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদেরকে টুজেলা নদী পার করে দিয়ে আসবে।'

কথা বলার সময় বার বার মেরির দিকে তাকাচ্ছেন ডিনগান। তাঁর চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। মেয়েটা বোকার মতো কখন যেন হাজির হয়ে গেছে এখানে, খেয়াল করতে পারিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিনগানকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরেছি, এমন সময় পিছু ডাকলেন তিনি, 'মাকুমাজন, এই মেয়েটার কথাই বলেছিলে? এর সঙ্গেই বিয়ে হবে তোমার?'

বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। টের পাচ্ছি গলার ভিতরটা শুকিয়ে আসছে। সময় নিয়ে ঘুরে তাকালাম। খসখসে কণ্ঠে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেবতাদের শপথ!' ডিনগানের চোখ চকচক করছে লালসায়, 'এই মেয়ে দারুণ সুন্দরী! ...আমি তোমাকে এত উপহার দিচ্ছি, মাকুমাজন, বিনিময়ে আমাকে কিছু দেবে না তুমি?'

'বিনিময়?'

'হ্যাঁ, বিনিময়। এই সুন্দরীকে তুলে দাও আমার হাতে।'

'দেখুন মহান রাজা, সে মানুষ, গরুছাগল না। আবার কোনো পণ্যও না। ওকে আপনার হাতে তুলে দেয়াটা সম্ভব না।'

'তা-ই?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছেন ডিনগান। 'এই মেয়ের বিনিময়ে আরও একশ' মোটাতাজা ষাঁড় দেবো তোমাকে, মাকুমাজন। আমার হারেমে এ-পর্যন্ত যত মেয়ে এনেছি তাদের কারও জন্যই এত চড়ামূল্য দিইনি। আর তোমাকেও বঞ্চিত করবো না। যুলুল্যাণ্ডে যত সুন্দরী যুবতী আছে তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে দশজনকে হাজির করবো তোমার সামনে। চাইলে দশজনকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে তুমি। বলো, রাজি?'

'না।'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল ডিনগানের। 'তুমি চাও বা না-চাও এই মেয়েকে আমি রাখবোই।'

'তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি ওকে না-রেখে ওর লাশটা রাখতে হবে,' বললাম কর্কশ কণ্ঠে। 'সাদামানুষদের যে-জাদু শকুন মারতে পারে তা মানুষও মারতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ভাঙা ভাঙা যুলুর মানে কী বুঝলেন ডিনগান কে জানে, তবে কিছুটা হলেও ঘাবড়ে গেলেন। মনে হয় বুঝে নিয়েছেন তাঁকেই খুন করার হুমকি দিচ্ছি আমি। বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'কথা দিয়েছিলাম তোমাদের সবাইকে নিরাপদে চলে যেতে দেবো, তাই আবারও বলছি চলে যাও। রাজা ডিনগানের কথার দাম আছে। কিন্তু মাকুমাজন, একটা কথা জেনে রেখো, তুমিই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে উপহার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে হলো আমাকে। তারপরও বলছি, তোমার উপর নারাজ না আমি। যদি আবার কখনও ফিরে আসতে চাও আমার গ্রামে, যখন খুশি এসো। তোমাকে বরণ করে নেয়া হবে। কারণ বয়সে ছোট হলেও তুমি বুদ্ধিমান, সাহসী, সত্যবাদী এবং পরোপকারী। যা বলো তা করে দেখাও। যে মানুষের মধ্যে এসব গুণ আছে তাকে শ্রদ্ধা করি আমি,' কথা শেষ করে ঘুরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। তাঁর উপদেষ্টা আর দেহরক্ষীরা পিছু নিল।

বাঁচা গেছে! চেপে রাখা শ্বাস ছাড়লাম। বুকের ভিতরে হালকা লাগছে অনেকখানি। একটু আগে আমাদেরকে যে-দয়া করলেন ঈশ্বর তার জন্য বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে।

টানা তিনদিন চলার পর হাজির হলাম টুজেলা নদীর ধারে। রাজা ডিনগান যে-বোয়াদের কথা বলেছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা হলো ওখানেই। ওরা তখন ছোট্ট একটা ঝরনার পাশে ক্যাম্প করে গা জুড়িয়ে নিচ্ছে। দূর থেকে এই জায়গাটা দেখতে পেয়ে পছন্দ হয়েছে আমারও, ঠিক করেছি সেখানে যাত্রাবিরতি করবো। ছেড়ে দেবো ষাঁড়গুলোকে, চরে খাবে ওরা। আমরাও দুপুরের খাবারটা সেরে নেবো একফাঁকে।

আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে গেছে বোয়ারা, আমরা যে ওদের এত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে এসে পড়েছি টেরই পায়নি। "কাম্বুলাবাহিনীর" এক যুলু ছিল আমাদের সবার আগে, কোনো এক বোয়া ওকেই দেখল প্রথমে, আর দেখামাত্র একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল রাইফেল আনতে। ততক্ষণে আমাদের ওয়্যাগন দুটো ঢাল বেয়ে উঠেছে উপরে, ঝোপঝাড়ের আড়াল ছেড়ে বের হয়েছে। আমাদেরকে, বলা ভালো আমাদের ওয়্যাগন দুটো দেখতে পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেছে বোয়ারা, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি রাইফেল হাতে নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে এদিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। বোধহয় ভাবছে এই নরকে এই অসময়ে হাজির হলো কারা!

মিনিটখানেকের মধ্যে ওদের আরও কাছে চলে গেলাম আমরা। ওরা সব মিলিয়ে ছ'-সাতজন হবে। একনজর দেখলাম সবাইকে। একজনকে পরিচিত মনে হচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বাচওড়া, গালে বড় বড় সাদা দাড়ি। এগিয়ে গেলাম ওর দিকে, হাত নেড়ে অভিভাবদন জানিয়ে ডাচ ভাষায় আন্তরিক কণ্ঠে বললাম, 'গুড-ডে, মাইনহেয়া পিটার রেটিফ। ভাবতেই পারিনি এতদিন পর আবার দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে, তা-ও আবার এই যুলুদের দেশে। কোথায় চলে গিয়েছিলেন আপনি, আর কোথায় আমি! একেই বলে ভাগ্য!'

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছেন রেটিফ, মনে করার চেষ্টা করছেন আমি কে। হঠাৎ মনে পড়ল, চেঁচিয়ে বললেন, 'ঈশ্বর! তুমি অ্যালান কোয়াটারমেইন না? কেপকলোনির সেই ছোট্ট ছেলেটা যে শুটিংম্যাচে জিতেছিল? কত বড় হয়ে গেছ তুমি! তোমাকে দেখে আরও আগেই চেনা উচিত ছিল আমার। তোমার কথা বলেছে পেরেইরা—যাকে হারিয়েছিলে ওই ম্যাচে। বলেছে তোমার নাকি এই অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য আমি ভেবেছিলাম আরও আগেই দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

হয়নি যখন তখন ধরে নিলাম যুলুদের হাতে মারা পড়েছে বেঘোরে।'

'হার্নান পেরেইরা?' নামটা শোনামাত্র গা ঘিনঘিন করছে আমার, যেন মানুষ না কোনো ঘেয়ো কুকুরের কথা শুনছি। 'ওর সঙ্গে কোথায় দেখা হলো আপনার?'

'টুজেলার ওই ধারে। পথ খারাপ, তার উপর চিনি না, তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি যাতে অন্তত রাজা ডিনগানের গ্রামে গিয়ে হাজির হতে পারি। ...এখানেই তো ছিল সে, গেল কোথায়? ...পেরেইরা?'

'এই যে এখানে!' একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল ঘৃণ্য মানুষটা, বোঝা যাচ্ছে ওই জায়গায় বেশ আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল সে। 'কী হয়েছে, কম্যাণ্ড্যাণ্ট? আসছি আমি,' হাই তুলতে তুলতে বের হয়ে এল সে। ঠিক সে-সময়ে হাজির হয়ে গেছে আমার দলের অন্য সদস্যরাও। হেনরি ম্যারাইসকেই প্রথমে নজরে পড়ল পেরেইরার। হাই থেমে গেল ওর, বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! মামা, আপনি তা হলে নিরাপদেই আছেন?' চোখ ফেরাল সে, দেখতে পেল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারা পুরো পাল্টে গেল। কোনো মানুষের চেহারায় ভাবের এত আকস্মিক আর এত বড় পরিবর্তন আর কখনও দেখিনি।

চোয়াল ঝুলে পড়েছে পেরেইরার, রক্তশূন্য হয়ে গেছে দুই গাল। স্বজাতীয় পর্তুগিজদের মতোই কেমন হলুদাভ হয়ে গেছে চেহারাটা। দু'হাত আপনাআপনি ঝুলে পড়েছে শরীরের দু'পাশে, দেখে মনে হচ্ছে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে।

'অ্যালান কোয়াটারমেইন!' আবারও বিড়বিড় করে বলল কোনোরকমে, 'আমি ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকালাম। পেরেইরার সঙ্গে একমত হওয়ার ভান করে ওকে উপহাস করছি আসলে। ব্যঙ্গাত্মক ঢঙেই বললাম, 'মরা উচিত ছিল আমার। বার বার যেভাবে ফাঁদ পাতছ তুমি, আমার মতো সামান্য এক ঘুঘু যে বেঁচে আছে তাতে আশ্চর্য না-হয়ে উপায় কী?'

'কী বলতে চাচ্ছ, অ্যালান?' জিজ্ঞেস করে বসলেন রেটিফ।

'সে কী বলতে চাচ্ছে তা আমি বলছি,' মোটা হাতের মুঠি পাকিয়ে পেরেইরাকে ঘুসি দেখাচ্ছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু, 'ওই হলুদ কুকুরটা দু'বার খুন করার চেষ্টা করেছে অ্যালানকে, যে-ছেলে নিজের সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়েছে, এমনকী বাঁচিয়েছে ওই জানোয়ারটাকেও। শয়তানটা একা পেয়ে ওকে গুলি করেছে। অ্যালানের গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, সেই দাগ রয়ে গেছে এখনও। দ্বিতীয়বার, আমাদের আগে যুলু রাজা ডিনগানের কাছে হাজির হয়ে বলেছে, অ্যালান নাকি যাদুকর। ওর নাকি অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে। যুলুল্যাণ্ড আর তার অধিবাসীদের উপর গজব নামাতে পারে সে। তাই আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে ওই হোঁতকা রাজা, মরতে মরতে কোনোরকমে বেঁচে এসেছি আমরা।'

পেরেইরার দিকে তাকালেন রেটিফ। 'তোমার কিছু বলার আছে এই ব্যাপারে?'

'বলার আছে কি না?' থতমত খেয়ে গেছে পেরেইরা, জানি কথা সাজাচ্ছে মনে মনে, 'অবশ্যই বলার আছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক নিরপেক্ষ আদালতে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়। কাজেই নিজের ওকালতিতে আমারও কিছু বলার থাকতে পারে। এবং আমি বলবো আমার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন, বরং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু না। হিয়ার অ্যালান আমার বন্ধুর মতো। ওকে একা পেয়ে গুলি করার প্রশ্নই আসে না। আমার ব্যবহার খারাপ হতে পারে, কিন্তু যে মানুষটা সেবাযত্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছে তাকে খুন করার মতো পিশাচ আমি না। ওকে যুলুদের দিয়ে খুন করানোর মতো জঘন্য কাজ কি আমি করতে পারি? ওকে যদি আমি ধরিয়ে দিই তা হলে আমার মামা আর মামাতো বোনও ধরা পড়বে—এটা কি আমি জানি না? আমাকে দেখলে কি পাগল মনে হয়?'

'তোকে দেখলে পাগল না, শয়তান মনে হয়,' চিৎকার করছেন ভ্রাউ, 'কান খুলে শুনে রাখুন হিয়ার রেটিফ, মিথ্যা বলছি না আমি, অন্তত পেরেইরার ব্যাপারে মিথ্যা বলার কোনো দরকারও নেই আমার। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে অন্য যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

ম্যারাইস ছাড়া অন্য সবাই সায় দিল, ভ্রাউ যা বলছেন সব সত্য।

আমার দিকে তাকালেন রেটিফ। 'ঘটনা খুলে বলো তো। তোমাকে যতদূর চিনি তুমি বানিয়ে কথা বলার লোক না।'

পেরেইরার কুকীর্তির ব্যাপারে সংক্ষেপে আর গুছিয়ে বললাম পিটার রেটিফকে।

'ঈশ্বর!' আমার কথা শেষ হলে মুখ খুললেন তিনি, 'বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি। এতগুলো লোক তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে না, পেরেইরা। তা-ও আবার ওরা তোমার জাতভাই। তোমাকে কী করা উচিত জানো? একটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে গুলি করে মারা উচিত।'

'তা-ই নাকি?' উদ্ধত কণ্ঠে বলল পেরেইরা। 'হিয়ার রেটিফ, অভিযোগ করা যত সহজ প্রমাণ করা ঠিক ততটাই কঠিন। আমার

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো প্রমাণ করুক তো ওরা, দেখি কার কত মুরোদ! হুঁহ! কেউ গল্প শোনাল, আর অমনি ওকে বেঁধে গুলি করে মারতে হবে—পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের আইনে এই কথা বলা আছে? এই ইংরেজটা আমার বিরুদ্ধে এত কথা বানিয়ে আমারই জাতভাইদের কান ভারী করছে, কারণ মামাতো-বোনকে বিয়ে করার কথা ছিল আমার, তাই পথের কাঁটা মনে করে দূর করতে চাচ্ছে আমাকে। ওদিকে ফুসলিয়ে ঠিকই বশ করে ফেলেছে সহজসরল মেয়েটাকে।'

শান্ত গলায় বললাম পেরেইরাকে, 'আমাকে গুলি করেছ তুমি তার কোনো সাক্ষী আসলেই নেই, ঈশ্বর ছাড়া। কিন্তু রাজা ডিনগানের কাছে ফাঁসিয়ে দিয়েছ আমাকে—এই ঘটনার সাক্ষী আছে।'

'কে?' চেহারা কালো হয়ে গেছে পেরেইরার।

'ক্যাপ্টেন কাম্বুলা। আমাদের সঙ্গেই আছে সে। আমাদেরকে নিরাপদে নদী পার করে দেয়ার জন্য এসেছে এই পর্যন্ত।'

'কাম্বুলা! মানে একটা অশিক্ষিত, মূর্খ, কুচকুচে কালো, বর্বর এক আফ্রিকান আদিবাসী?' পেরেইরার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাম্বুলাকে মানুষই মনে করে না সে। 'একটা কালোমানুষ সাক্ষী দেবে একজন সাদাচামড়ার মানুষের বিরুদ্ধে? আমার প্রশ্ন, ওর সেই সাক্ষ্য কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? তা ছাড়া ওর ভাষা অনুবাদ করবে কে? তুমি, মাইনহেয়া কোয়াটারমেইন? তুমি ছাড়া এখানকার অন্য কেউ যুলু ভাষা জানে না। তুমি নিজেই যখন আমার বিরুদ্ধে হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগ করছ তখন কাম্বুলা যদি শপথ করেও বলে পেরেইরা ফেরেশতা, তা হলে তার ভাষান্তর কী হতে পারে বুঝতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না,' হেসে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল রেটিফের দিকে।

www.BanglaBook.org

'কথাটা ঠিক,' মন্তব্য করলেন রেটিফ। 'নিরপেক্ষ দোভাষী ছাড়া কাম্মুলার সাক্ষ্য গ্রহণ করাটা আসলেই উচিত হবে না। তবে একজন কম্যাণ্ডাণ্ট হিসেবে আমি আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই। হার্নান পেরেইরা, তোমাকে অনেক আগে থেকে চিনি আমি। শুটিংম্যাচে তুমি কীভাবে প্রতারণা করেছিলে অ্যালানের সঙ্গে আমার মনে আছে। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেকদিন তোমার কোনো খবর পাইনি। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, কাজেই যদি ধরে নিই শোধরাওনি তুমি তা হলে ভুল হবে বলে মনে হয় না। আজ অ্যালান কোয়াটারমেইন এবং আমার একাধিক জাতভাই তোমার বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করছে, যদিও যথেষ্ট প্রমাণ নেই তাদের কাছে। কাজেই অভিযোগ সত্যি না মিথ্যা বলতে পারছি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে না। ইচ্ছা হলে তোমার মামা হেনরি ম্যারাইসের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারো। তাঁরা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যেতে পারো। যদি কোনো সভ্য জায়গায় হাজির হও যেখানে আইন-আদালত আছে তা হলে সেখানে তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করে নিতে পারবে।'

'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?' ভ্রূ কুঁচকে আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'আমি থাকতে? স্বর্গ বা নরক যেখানে খুশি যাক সে, কিন্তু একা যেতে হবে। আমার সোজা কথা, আমাদের সঙ্গে আসতে পারবে না। আমাদের দলে দরকার হলে খচ্চর থাকবে, কিন্তু কোনো উদবিড়াল থাকতে পারবে না। যদি থাকে, বলে রাখলাম, ওকে গাছের সঙ্গে বাঁধতেও হবে না, হাতের সামনে পেলেই গুলি করে মারবো। ...কত বড় শয়তান! নিজের জান বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে ফেলে, আপন মামা আর যাকে নাকি আজ বাদে কাল বিয়ে করবে সেই মামাতো-বোনকে ফেলে

www.BanglaBook.org

পালায়? যে মানুষটা ভাইয়ের মতো সেবাযত্ন করে জীবন বাঁচায় তাকেই ধরিয়ে দেয় যুলুদের হাতে? আবার জিজ্ঞেস করে পিশাচ কি না!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ভ্রাউয়ের পিছনে-দাঁড়ানো বাকি বোয়ারাও সম্মতি জানাল একসঙ্গে, 'সুযোগ পেলেই গুলি করে মারা হবে হার্নান পেরেইরাকে।'

নিরানন্দ চেহারায় কপাল ডলতে ডলতে বললেন রেটিফ, 'পেরেইরা, তা হলে তো বলতেই হচ্ছে, তোমাকে সঙ্গী হিসেবে কেউই চায় না। সত্যি বলতে কী আমিও চাই না। কারণ তুমি আসলে কোনো কাজের না। তারপরও, তুমি আমাদের জাতভাই; এই জনমানবহীন জায়গায় তোমাকে একা ছেড়ে দিতেও মন সায় দিচ্ছে না। ইচ্ছা হলে আসতে পারো আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কান খুলে শুনে রাখো, যুলুদের কাছে গিয়ে যদি আমাদের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা কিছু বলবে তা হলে তোমাকে হাতের কাছে পাওয়ামাত্র খুন করবো আমি নিজে। মনে থাকবে?'

তিক্ত হাসি হাসল পেরেইরা। 'মনে থাকবে। মনে থাকবে আমার জাতভাইরা কীরকম। মনে থাকবে অপবাদ দিয়ে দিয়ে কীভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে আমাকে। আমাদের ধর্মে বলা হয়েছে একগালে চড় খেলে আরেক গাল পেতে দাও—কাজেই আপনারা যা বলবেন আমি তা-ই করবো। আর যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কিন্তু প্রমাণ করতে পারল না তাদেরকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলাম।'

'আর আমি তোকে ছেড়ে দিলাম শয়তানের হাতে,' আবারও চিৎকার করে উঠলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। আজ বোধহয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কিছু বলবেন না তিনি, অন্তত যতক্ষণ পেরেইরা আছে তাঁর চোখের সামনে। 'আজ বাদে কাল শয়তানের সঙ্গে দেখা হবেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোর, তখন গলা ধরাধরি করে থাকিস দু'জনে। এবার যা, উদবিড়াল কোথাকার, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ! তা না হলে তোর সব চুল টেনে টেনে ছিঁড়বো,' কথা শেষ করে হাতের সেই জঘন্য ভ্যাটডয়েক নাড়তে নাড়তে ছুটে গেলেন পেরেইরার দিকে। বেচারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখের উপর চার-পাঁচটা বাড়ি খেল ভ্যাটডয়েকের। আমার কাছে মনে হলো ভ্রাউ কোনো ক্ষতিকর পোকা তাড়াচ্ছেন যেন।

পালাল পেরেইরা, কোথায় জানি না। যুলুল্যাণ্ডের ঘটনার পর ওর বিরুদ্ধে সবাই এত ক্ষেপেছে যে, ওর মামা হেনরি ম্যারাইসও খুঁজে দেখতে গেলেন না কোথায় গেছে সে। এমনকী ওর সমর্থনে একটা কথাও বলেননি তিনি এতক্ষণ।

পেরেইরা চলে যাওয়ার পর রেটিফের দলের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম আমরা। অনেক কথাই হলো, কারণ আলোচনা করার মতো ঘটনা তো আর কম ঘটেনি! ডিনগানের সঙ্গে আমার বাজির কাহিনি শুনে দেখলাম আগ্রহী হয়ে উঠেছেন রেটিফ।

আমার কথা শেষ হলে মন্তব্য করলেন তিনি, 'অ্যালান, রাইফেল চালিয়ে নিশানা ভেদের ক্ষমতা দিয়েছেন তোমাকে ঈশ্বর। এটা সামান্য কিছু না। দেখলে তো, ওই ক্ষমতা দিয়েই এতগুলো মানুষের জীবন বাঁচাতে হলো তোমাকে। এজন্যই আমি বলি, ভালো গুণ যা যা পারো অর্জন করে নাও। কখন কোন্‌টা কাজে লেগে যাবে কে বলতে পারে? অ্যালান, গ্রুট ক্লুফে যখন রাজহাঁস মারছিলে তুমি তখন আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, বছরের পর বছর ধরে কত পরিশ্রম করে এই দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে তোমাকে। কী দরকার ছিল? ঈশ্বর তোমাকে এই গুণ না-দিয়ে অন্য কিছুও দিতে পারত? কিন্তু আজ বুঝলাম ঈশ্বর নির্বোধ

www.BanglaBook.org

না। নিজের কাজ তিনি ভালোই বোঝেন। কাকে দিয়ে কখন কী করাবেন সে-হিসেব কষে রেখেছেন অনেক আগেই।'

কিছু না-বলে মাথা ঝাঁকালাম শুধু।

রেটিফ বলে চললেন, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে ডিনগানের ওখানে তা হলে ভালো হতো। কিন্তু আমি জানি আপাতত দূরে কোথাও পালালেও সময় হলেই এসে আবার আমার সঙ্গে যোগ দেবে পেরেইরা। আর সে থাকলে আমাদের সঙ্গে যাওয়াটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। আমি আমার দলে সাপ আর বেজি নিয়ে ঘুরতে পারবো না। যা-হোক, একটা কথা বলো তো, ডিনগানের ভাবভঙ্গি দেখে কী মনে হলো তোমার? সে কি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে?'

'তিনি বলছিলেন আপনাদের ব্যাপারে কিছু কথা শুনেছেন। এবং শুনে নাকি ভালো লেগেছে তাঁর। তাঁকে দেখে মনে হয়নি কুমতলব আছে মনে। তারপরও তাঁকে বিশ্বাস না-করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর যদি আপনাদের সবার ভালো চান, হার্নান পেরেইরাকে চোখে চোখে রাখবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন রেটিফ। 'তা হলে আর দেরি না-করে রওনা হয়ে যাই। ...হেনরি ম্যারাইস, এখানে একটু আসুন তো। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। আমি জানি এই ইংরেজ যুবক আপনার মেয়ে মেরিকে ভালোবাসে। আপনার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে সে, দরকার হলে ওর জন্য নিজের জীবনও দিতে পারবে। মেয়েটাও মনে হয় ওকে ভালোবাসে। এরপরও কেন ওদের বিয়ে দিচ্ছেন না?'

গোমড়ামুখে জবাব দিলেন ম্যারাইস, 'কারণ ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করেছি মেরিকে বিয়ে দেবো হার্নান পেরেইরার সঙ্গে যাকে সবাই অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিল। মেয়েটা প্রাপ্তবয়স্কা না-

www.BanglaBook.org

হওয়া পর্যন্ত আমি আমার এই আত্মপ্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসতে পারি না।'

'তা-ই নাকি?' রেটিফের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর, 'এ-ই প্রথম দেখছি নিজের ভেড়াকে কেউ সাধ করে হায়েনার হাতে তুলে দিতে চায়। হায়েনাটা আপনার মেয়েকে খাওয়ার পর আবার আপনাকেও না খেতে আসে! উইল্ডাবিস্ট দেখেছেন না? ভুল পথে ছুটে গিয়ে সিংহের কবলে পড়ে? কারণটা কী জানেন? ওদের মগজের ভিতরে একটা পোকা থাকে। এই পোকার কিলবিলানিতে অস্থির হয়ে ওরা বোধহয় ঠাণ্ডামাথায় কিছু ভাবতে পারে না। আপনারও হয়েছে একই অবস্থা। ঈশ্বর আপনার মাথার ভিতরেও একটা পোকা দিয়ে দিয়েছেন, ফলে আপনারও বিচারবুদ্ধি গেছে। আপনি তো খুব ধার্মিক; ঈশ্বর কেন আপনার সঙ্গে এ-রকম করলেন দয়া করে ভেবে বের করে রাখবেন, আবারও যদি দেখা হয় আপনার সঙ্গে তখন জিজ্ঞেস করবো আমি। যা-হোক, আপনার মেয়ের প্রাপ্তবয়স্কা হতে আর বেশি দিন বাকি নেই; যেখানে যাচ্ছে সে সে-জায়গার কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে আশা করছি মেয়েটা যাকে চায় তাকেই বিয়ে করতে পারবে শেষপর্যন্ত, আপনি ঈশ্বরকে যা-ই বলে থাকুন না কেন,' কথা শেষ করে খাঁটি অন্তরের একজন মানুষের মতো সুন্দর করে হাসলেন, এগিয়ে গেলেন নিজের ঘোড়ার দিকে।

পিটার রেটিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরদিন টুজেলা নদী পার হলাম আমরা। এখন যে-জায়গা নেটাল নামে পরিচিত, পা দিলাম সেখানে। জায়গাটা বেশ সুন্দর। দু'দিন পথ চললাম, তবে এগোনোর চেয়ে বিশ্রাম নিলাম বেশি। হাজির হলাম পাহাড়ঘেরা একটা এলাকায়। জায়গাটার নাম ঠিকমতো মনে পড়ছে না, তবে

www.BanglaBook.org

পাকাড়ি হবে সম্ভবত। আবার এমনও হতে পারে, ওই এলাকার আদিবাসী সর্দারের নাম পাকাড়ি।

রেটিফ বলে দিয়েছেন এই পাহাড়গুলো অতিক্রম করতে হবে। কাজটা করার পর দেখা হয়ে গেল বোয়াদের বেশ বড় একটা দলের সঙ্গে। বুশম্যান নদীর পাড়ে ঘাঁটি গেড়েছিল এরা। আফসোস, আমাদের এই সাক্ষাতের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা ডিনগানের সৈন্যরা হামলা চালায় এদের উপর, নির্বিচারে হত্যা করে এদের অনেককে। তখন থেকে ওই জায়গার নাম হয়ে যায় উইনেন, অর্থাৎ কাঁদার জায়গা।

তবে জায়গাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। এদিকে মেরির সঙ্গে আমার বিয়ের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, অবশ্য সব যদি ঠিক থাকে। তাই ভাবলাম এলাকাটা চক্কর দিয়ে দেখা দরকার। বিয়ের পর মেরিকে নিয়ে উর্বর কোনো সমতলভূমিতে থিতু হওয়ার ইচ্ছা আছে আমার। নতুন যে-বোয়াদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের একজনের কাছ থেকে একটা ঘোড়া কিনে ফেললাম। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়লাম সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে। যে-জায়গায় ক্যাম্প করেছি আমরা সেখান থেকে মাইল ত্রিশেক পুবে চমৎকার একটা জায়গা খুঁজে বের করলাম। সে-জায়গার একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুন্দর একটা শাখানদী। বর্তমানে নদীটা মুয়ি নামে পরিচিত।

মুয়ির তীরে ত্রিশ হাজার একরের মতো সমতলভূমি। খুবই উর্বর, তীর থেকে কিছুটা নিচু। গাছ বলতে গেলে নেই। তবে বড় বড় রসালো ঘাস আছে প্রচুর পরিমাণে। তাই শিকারও অনেক। নদীর তীর থেকে নামলেই চ্যাপ্টামাথার একটা পাহাড়। সেটার চূড়া থেকে প্রবাহিত হচ্ছে বড় একটা ঝরনা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অর্ধেকটা নামলে কয়েক একর বিস্তৃত মালভূমি। একটু বুদ্ধি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাটালেই এখানে সেচের চমৎকার ব্যবস্থা করা যাবে। আমার মনে হয় না বাড়ি করার জন্য এই জায়গার চেয়ে ভালো অন্য কোনো জায়গা পাওয়া যাবে সারা দক্ষিণ-আফ্রিকায়। ঠিক করলাম, এখানেই বাড়ি করবো, গবাদিপশুর খামার গড়ে তুলে বড়লোক হবো। কয়েকটা খোঁয়াড়ের ধ্বংসাবশেষও দেখেছি এখানে-সেখানে; খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি এককালে কাফ্রিদের দখলে ছিল এই এলাকা, ডিনগানের আগের যুলুরাজা শাকা'র বর্বরোচিত হামলায় নির্মূল হয়ে গেছে তারা। এখন মালিকবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে এই সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি।

হেনরি ম্যারাইস, প্রিন্সলু দম্পতি আর মেয়ারকে ডেকে এনে একদিন দেখালাম আমার বাছাইকৃত জায়গাটা। পছন্দ হলো সবারই। কিন্তু বাড়ি বানানোর প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, এখন না, পরে। যুক্তি দেখালেন, দেশে এখন টালমাটাল অবস্থা, আদিবাসীদের সঙ্গে সাদাচামড়ার মানুষদের সম্পর্ক দিন দিন বিষিয়ে উঠছে, এই অবস্থায় নিরাপত্তার খাতিরে অন্য বোয়াদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা উচিত।

যুলু রাজা শাকা যখন হামলা চালিয়েছিলেন কাফ্রিদের উপর তখন পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়েছিল কেউ কেউ; ওদেরই কয়েকজনকে খুঁজে বের করে নিয়ে এলাম আমি। ওদের সহায়তায় মুয়ির তীরে বারো হাজার একরের মতো জায়গায় খুঁটি গেড়ে নিজের দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করলাম। এরপর কাদামাটি দিয়ে কোনোরকমে একটা বাড়ি বানানোর কাজে লাগিয়ে দিলাম ওই কাফ্রিদের। আগে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হোক, বাকিটা পরে দেখা যাবে। প্রথমে না না করলেও প্রিন্সলু দম্পতি আর মেয়ারও শেষপর্যন্ত একই কায়দায় নিজেদের জন্য বাড়ি বানিয়ে নিলেন, আমার জায়গা ঘেঁষে। কাজ শেষে ফিরে গেলাম ক্যাম্পে।

www.BanglaBook.org

এরপর একদিন সকালে পাঁচ-ছ'জন সঙ্গী নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে এলেন পিটার রেটিফ। ডিনগানের সঙ্গে কী কথাবার্তা হলো তাঁর জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথমে মনে হচ্ছিল কোনো কারণে রেগে আছে লোকটা,' জবাবে বলতে লাগলেন রেটিফ। 'তাঁর দাবি, আমরা বোয়ারা নাকি তাঁর কয়েক হাজার গরু চুরি করেছি। ভুলটা ধরিয়ে দিলাম তখন। ক্যালেডন নদীর ধারে বাস করে এক আদিবাসী গোত্র, সর্দারের নাম সিকোনয়েলা। লোকটা খুবই চালাক। সাদাচামড়ার পুরুষদের পোশাক, মানে শার্টপ্যান্ট যোগাড় করেছে সে কোনোভাবে। সেগুলো পরিয়েছে নিজের লোকদেরকে। তারপর রাতের আঁধারে চুরি করেছে যুলুদের গরু। বোয়াদের ক্যাম্প যেদিকে আছে সেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে পরে দিক পাল্টে চলে গেছে নিজের এলাকায়। ফলে মাথামোটা ডিনগানের মনে হয়েছে বোয়ারাই চোর। আমার কথা মনে হয় বুঝতে পেরেছে ব্যাটা। জিজ্ঞেস করল, ওর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য কী। বললাম, টুজেলা নদীর দক্ষিণ দিয়ে সমুদ্রের দিকে যে-জমি আছে তা দীর্ঘস্থায়ী চুক্তিতে ব্যবহারের অনুমতি চাই আমি। ডিনগান বলল, "চুরি-করা গরুগুলো ফেরত নিয়ে এসো আগে, তারপর ওই জমি নিয়ে কথা বলা যাবে।" রাজি হয়ে চলে এলাম উমগুনগান্ধলোভু ছেড়ে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি ডিনগানকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন বোয়ারা চুরি করেনি গরুগুলো? অথবা এই চুরির পিছনে হাত নেই ওদের?'

ইতস্তত করছেন রেটিফ। 'আসলে...কী বোঝাতে চাচ্ছ ঠিক করে বলো তো?'

'বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে পারেন না ডিনগান। যারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্বাসঘাতক তাদেরকে দেখতে পারেন না দু'চোখে। তাঁর ধারণা বোয়ারা বিশ্বাসঘাতক, কারণ ব্রিটিশ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেছে ওরা। যুলুদের ছ'হাজার গরু যদি চুরি হয়ে গিয়ে থাকে এবং কেউ যদি ডিনগানকে বুঝিয়ে থাকে এই চুরির পিছনে বোয়াদের হাত আছে তা হলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে আপনাদের জন্য। আপনাদের সঙ্গে আদৌ কোনো চুক্তি তিনি করবেন কি না, অথবা করলেও আড়ালে কোনো কুমতলব থাকবে কি না তাঁর, কে জানে!'

কিছু বললেন না রেটিফ। আমার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললাম, 'হার্নান পেরেইরার কী খবর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেটিফ। 'ওর ব্যাপারে তুমি ঠিকই বলেছিলে। যুলুদের প্ররোচিত করে তোমাকে খুন করাতে চেয়েছিল সে। রাজা ডিনগান নিজে স্বীকার করেছেন কথাটা। গ্রাম থেকে চলে আসার পর ডাকলাম পেরেইরাকে, বের হয়ে যেতে বললাম আমার ক্যাম্প থেকে। আরও বললাম, ওকে যদি আর কখনও দেখি, বাঁধবো কয়েদিদের মতো, হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগে ওর বিচারের ব্যবস্থা করবো।'

'কোথায় আছে সে এখন?'

'উমগুনগান্ধলোভুতেই।'

'মানে?'

'নিজের খোঁয়াড়ের পাশের একটা জায়গায় ওকে আপাতত থাকতে দিয়েছে ডিনগান। তিনবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বলেছে, পেরেইরাকে দিয়ে ওর নাকি "মহাউপকার" হবে। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে ভালো জানে পেরেইরা, সেগুলো কীভাবে চালাতে হয় শেখাতে পারবে যুলু যোদ্ধাদেরকে। যতদূর জানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিনগানের পোষাপ্রাণী হিসেবে আপাতত উমগুনগান্ধলোভুতেই আছে শয়তানটা। এবং ওকে যতখানি চিনতে পেরেছি, বিকল্প কোনো কিছুর ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে হাসিমুখে। তোমার চিন্তার কিছু নেই—তোমার বা অন্য কারও কোনো ক্ষতি করার জন্য এতদূর আসবে না সে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালাম। 'পরের লাগি খাদ করে, আপনি খাদে পড়ে মরে। আমি বিশ্বাস করি নির্দোষ কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করলে নিজেকেই ফাঁসতে হয়। আমার মনে হয় এখন পেরেইরার ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনার সতর্ক থাকা উচিত বেশি।'

'মানে?' এবার রেটিফের আশ্চর্য হওয়ার পালা।

'মানেটা আসলে আমি নিজেও ঠিক জানি না। পেরেইরার মনটা কালো। সে একজন কুচক্রী। আপনার আশপাশে যতক্ষণ থাকবে, ওর কারণে কোনো-না-কোনোভাবে ছোটবড় বিপদ-আপদ আপনার উপর এসে পড়বেই। একটা চোরকে যেভাবে তাড়ায় লোকে ওকে সেভাবে দল থেকে বের করে দিয়েছেন আপনি; আপনার কি মনে হয় আগে যতখানি ভক্তিশ্রদ্ধার অভিনয় করত সে আপনার সঙ্গে এখনও সে-রকম করবে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন রেটিফ। 'দেখা যাক। একটা কথা কী জানো? শিয়াল যতই চতুর, হায়েনা যতই হিংস্র আর সিংহ যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন একসময়-না-একসময় মাথা নোয়াতেই হয় তাদেরকে। পরাজয় মেনে নিতেই হয়। শয়তানের শয়তানিরও শেষ আছে, আর পেরেইরা তো সামান্য এক মানুষ মাত্র। সে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ক্ষতি করছে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করাটা কি উচিত হবে আমার?'

কিছু না-বলে মাথা নাড়লাম।

www.BanglaBook.org

আবারও হাসার চেষ্টা করলেন রেটিফ, কিন্তু হাসিটা সেভাবে ফুটল না তাঁর বিষণ্ন চেহারায়। 'বাদ দাও এসব। বরং একটা প্রশ্নের জবাব দাও। বিয়ে করেছ মেরিকে?'

'না। মেরির প্রাপ্তবয়স্কা হতে আরও সপ্তাহ পাঁচেক বাকি আছে। ওর বাবার এখনও সেই একই কথা—ঈশ্বরের কাছে করা প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ভাঙতে পারবেন না তিনি। আমিও কথা দিয়েছি উপযুক্ত সময়ের আগে জোরাজুরি করবো না।'

'হেনরি ম্যারাইস কি আসলেই সে-রকম কোনো প্রতিজ্ঞা করেছেন?' রেটিফের কণ্ঠে সন্দেহ। 'ঈশ্বর যেহেতু সাক্ষ্য দেবেন না, তাই ওই লোকটার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায়ও নেই। কিন্তু লোকটাকে আমার সুবিধার মনে হয় না। সে সবসময় উপকার নেবে অন্যের কাছ থেকে, কিন্তু প্রতিদানে কারও জন্য কিছু করতে নারাজ। লোকে বলে শিকার করার আগে সাপ নাকি পাখিকে সম্মোহিত করে ফেলে: আমার মনে হয় পেরেইরাও সে-রকম কিছু একটা করেছে ওর এই মামাকে। তা না-হলে লোকে যাকে দেখলেই দূর দূর করে তাকে এত খাতিরযত্ন করার কারণ কী ম্যারাইসের? তারপরও বলবো, বয়সের আইনে আসলেই ফেঁসে গেছ তুমি, অ্যালান। প্রাপ্তবয়স্কা না-হওয়া পর্যন্ত মেরির পূর্ণ অভিভাবকত্ব কিন্তু হেনরি ম্যারাইসেরই। এবং একজন কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে তোমাকে আইন ভঙ্গ করার পরামর্শ দিতে পারি না আমি।'

চুপ করে আছি। বুঝতে পারছি আমাকে অন্য কিছু বলতে চাচ্ছেন পিটার রেটিফ। সম্ভবত কোনো প্রস্তাব দেবেন।

রেটিফ বলে চললেন, 'জাম যখন পাকে তখন খাওয়ার লোভ জাগে মনে। লোকে বলে, পাকা জাম খেতে না-পারলে সেই অতৃপ্তি দিনের পর দিন ধরে জমতে জমতে একসময় নাকি পেট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খারাপ করে দেয়। আমার একটা কথা রাখো, অ্যালান। শুধু শুধু এখানে সময় কাটিয়ে পেট খারাপ না-করে আমার সঙ্গে চলো। ডিনগানের কাছে যে-জমি ব্যবহারে অনুমতি চেয়েছি তা যদি পেতে হয় তা হলে সিকোনয়েলার কাছ থেকে চুরি-করা গরুগুলো ছিনিয়ে আনতেই হবে। আর সে-কাজে তোমার মতো একজন সাহসী আর বুদ্ধিমান ছেলেকে পাশে পেলে খুব খুশি হবো আমি। কাজ শেষে ফিরে এসো এখানে।'

কিছুটা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বিয়ের কী হবে?'

'না-হয় একটু দেরি হলোই। মেরি তো আর পালিয়ে চলে যাচ্ছে না কারও সঙ্গে। আমার বিশ্বাস তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না সে। এতদিন ধৈর্য ধরেছে, আর ক'টা দিন কষ্ট করতে পারবে না? শোনো অ্যালান, আমি নিরুপায় না-হলে তোমাকে অনুরোধ করতাম না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই যুলুভাষায় কথা বলতে পারো। কী কারণে জানি না, রাজা ডিনগান বলে দিয়েছে গরুগুলো ফেরত নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে যেন তোমাকেও নিয়ে যাই। বলেছে, তুমি নাকি সত্যবাদী; ডাচ বা ইংরেজি অনুবাদ করার সময় ছলচাতুরি করো না। ওখানে একটা দোভাষী ছেলে আছে, থমাস নাম, ওকে খুব একটা বিশ্বাস করে না ডিনগান। কাজেই এই ব্যাপারটা আমার জন্য কত বড় ভাবো একবার। তুমি ছাড়া আর কার কাছ থেকে এই উপকার চাইতে পারি তা-ও ভাবো।'

ইতস্তত করছি। ঝুঁকি নিতে ভয় পাই না আমি, কিন্তু অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেমন কেমন যেন করছে বুকের ভিতরে। পিটার রেটিফের এই অভিযানের ব্যাপারে সায় দিচ্ছে না মন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রেগে গেলেন রেটিফ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার এই উপকারটা করতে না-চাইলে থাক, বাদ দাও। নাকি আমার কাছ থেকে বিনিময় আশা করছ? সেক্ষেত্রে সরাসরি বললেই তো পারো পুরস্কার চাও। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, সবচেয়ে ভালো যে-জায়গাটা খুঁজে বের করবো সেখান থেকে বিশ হাজার একর দিয়ে দেবো তোমাকে।'

শান্ত গলায় বললাম, 'না, মাইনহেয়া রেটিফ। পুরস্কারের প্রশ্নই আসে না। জমির কথা যদি বলেন, এখান থেকে মাইল ত্রিশেক পুবে একটা নদীর ধারে নিজের ফার্মের জন্য জায়গা আলাদা করে ইতোমধ্যেই খুঁটি গেড়ে এসেছি আমি। আসল কথা হচ্ছে, মেরিকে ভালোবাসি আমি, ওকে ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যও দূরে যেতে চাই না। ভয় হয়, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবার কোনো চাল দিতে পারে ওর বাবা। আমার আর মেরির মাঝখানে আবার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে হার্নান পেরেইরা।'

'তা-ই নাকি? চিন্তা কোরো না, সব ঠিক করে দেবো আমি। সিলিয়ার্স ছাড়া এই এলাকায় আর কোনো যাজক নেই, ওকে মানা করে দেবো যাতে মেরির বিয়ে তোমার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে না-পড়ায়। এমনকী মেরি নিজে যদি জোরাজুরি করে তা হলেও না। আমার লোকদেরকে বলবো, হার্নান পেরেইরা যদি হঠাৎ হাজির হয় এই ক্যাম্পে তা হলে আমি না-ফেরা পর্যন্ত ওকে যেন ধরে বেঁধে রাখা হয়। সবচেয়ে বড় কথা, কম্যাণ্ডাণ্ট হিসেবে আদেশ করবো হেনরি ম্যারাইসকে যাতে সে-ও আসে আমাদের সঙ্গে। এখানে থাকতে না-পারলে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারবে না সে। ফলে তুমিও নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবে।'

খুশিমনে বললাম, 'আমি রাজি।'

বিদায় নিলেন কম্যাণ্ডাণ্ট রেটিফ।

গিয়ে হাজির হলাম মেরির কাছে। সব খুলে বললাম ওকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেটিফকে কী কথা দিয়েছি জানালাম। কারণ আমার কথা শুনে বিমর্ষ হওয়ার বদলে বরং খুশি হয়ে বলল মেরি, 'ঠিক কাজটাই করেছ। তুমি যদি এখানে থাকতে তা হলে হয়তো দেখা যেত কোনো কিছু নিয়ে বাবার সঙ্গে নতুন করে ঝগড়া লেগে গেছে তোমার। এতে তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ত। তা ছাড়া বোয়ারা এই দেশে স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে গেলে কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ নিঃসন্দেহে বড় একজন নেতা হয়ে যাবেন, তাই তাঁকে চটানো বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। তিনি তোমাকে অন্য চোখে দেখেন। সবচেয়ে বড় কথা, মাত্র কয়েকটা দিন; তারপর আবার দেখা হবে আমাদের। একসঙ্গে কাটানোর জন্য বাকি জীবন তো পড়েই আছে! আমার কথা যদি বলো তা হলে বলবো, নির্ভয়ে গিয়ে যোগ দাও কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফের সঙ্গে। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এই জীবনে বিয়ে করবো না আমি।'

মনে কিছুটা হলেও শান্তি নিয়ে চলে এলাম। মেরি যা বলেছে তাতে আমার উপকার হবে জেনেই বলেছে। এজন্যই ওর বিবেচনার প্রশংসা করি আমি।

সিকোনয়েলার দেশে অভিযান চালানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম আমরা।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট পিটার রেটিফের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎ আর আলোচনার যতখানি মনে পড়ল তার সবটুকুই লিখে দিলাম এই কাহিনিতে। কারণ এরপর যা ঘটেছিল তা ভাবলে আজও আফসোস হয় আমার। মনে হয়, ফেলে-আসা অতীতের মতো অজানা ভবিষ্যৎও যদি মাঝেমধ্যে দেখতে পেতাম আমরা তা হলে কতই না ভালো হতো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

দু'দিন পর ডিনগানের গরু উদ্ধারের জন্য রওয়ানা হলাম ষাট কি সত্তরজন। সবাই সশস্ত্র, ঘোড়ার পিঠে চড়েছি। আমাদের সঙ্গে ডিনগানের দু'জন ক্যাপ্টেন আছে, বেশকিছু যুলুও আছে; সম্ভবত একশোর মতো। আমরা যদি গরুগুলো উদ্ধার করতে পারি তা হলে সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ওরা। আমি যেহেতু যুলু ভাষায় কথা বলতে পারি সেহেতু দলের নেতৃত্ব আমার কাঁধে।

এই অভিযান সারতে একমাসের মতো লেগে যায় আমাদের। এই সময়ে যুলু ভাষায় আরও দক্ষতা অর্জন করি আমি, বুঝতে পারি ভাষাটা কঠিন হলেও সুন্দর। এই একমাসে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবো না, শুধু বলে রাখি লড়াই বা সে-রকম গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটেনি। সিকোনয়েলার দেশে যথাসময়ে হাজির হই আমরা। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিই। যে চোর সে স্বাভাবিকভাবেই ভীতু; আমাদের সংখ্যা আর অভিপ্রায় দেখে ঘাবড়ে যায় সিকোনয়েলা। বুঝতে পারে শুধু যুলু সৈন্যদেরই না, উন্নত অস্ত্রধারী সাদাচামড়ার মানুষদেরও মোকাবেলা করতে হবে ওকে এবং তা করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই কোনোরকম উচ্চবাচ্য না-করে চুরি-করা গরুগুলো তুলে দেয় আমাদের হাতে। এমনকী বোয়াদের কাছ থেকে চুরি-করা কিছু ঘোড়াও ফেরত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়। আমরা গরুগুলো বুঝিয়ে দিই যুলু ক্যাপ্টেনদের কাছে। কোন্ পথে কীভাবে গেলে সহজে এবং তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে উমগুনগান্ধলোভুতে সে-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিই। ডিনগানের কাছে নির্দিষ্ট কিছু জমি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ, সে-ব্যাপারে লোক মারফত রাজার অভিমত জানতে চান তিনি।

এরপর তিনি আমাকে এবং আরও কয়েকজন বোয়াকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে। ড্রাকেন্সবার্গে (এখন যে-জায়গা ট্রান্সভাল নামে পরিচিত) বসতি স্থাপন করছে যেসব ডাচ তাদের সঙ্গে দেখা করাটাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ওই একমাসের বেশিরভাগ সময় খরচ হয়ে যায় মূলত এই কাজে, কারণ ড্রাকেন্সবার্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতি গেড়েছে পরিযায়ী ডাচরা। তাদের প্রতিটা ক্যাম্পে কয়েকদিন করে যাত্রাবিরতি করতে হয় আমাদেরকে। ক্যাম্পের নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন রেটিফ, তাদেরকে নেটালে চলে আসার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন।

সব কাজ শেষে ফিরতি পথ ধরি আমরা। এক শনিবার বিকেলে বুশম্যান নদীর তীরে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসি।

দেখলাম, সব ঠিক আছে। নতুন কোনো সমস্যা করেনি হার্নান পেরেইরা। কয়েকজন যুলু এসেছে, ওদের আচার-ব্যবহার বন্ধুসুলভই মনে হচ্ছে। আমাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে শঙ্কা কেটে গেছে মেরির। খুশিতে ঝলমল করছে ওর চেহারা। আমার চোখে ওকে আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি মিষ্টি, বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে। ডারবান থেকে আসা এক যাযাবর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চমৎকার একটা পোশাক কিনেছে সে। আমাদের বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে, হয়তো সুখস্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে ওর

www.BanglaBook.org

দু'চোখে, সে-কারণেই আমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর টানা টানা চোখ দুটো আরও বেশি মায়াবী মনে হচ্ছে।

দিনটা, আগেই বলেছি, শনিবার ছিল। একদিন পর, অর্থাৎ সোমবার মেরির বয়স আঠারো হওয়ার কথা। তারমানে বিয়ের ব্যাপারে ওর অভিভাবক হেনরি ম্যারাইসের পক্ষ থেকে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। কিন্তু আফসোস! নিয়তির সঙ্গে বোধহয় শত্রুতা আছে আমার। হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন রেটিফ, ডিনগানের সঙ্গে দেখা করতে সোমবার দুপুরে যুলুল্যাণ্ডে যাবেন তিনি। এবং আমাকেও যেতে হবে তাঁর সঙ্গে।

'মেরি,' মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বললাম আমি, 'তোমার বাবা কি এখনও আগের মতো কঠোর থাকবেন আমাদের ব্যাপারে? ডিনগানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা, তার আগে কি তোমাকে বিয়ে দেবেন না আমার কাছে? আবার আলাদা হওয়ার আগে আমরা কি একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারবো না?'

'জানি না, অ্যালান। এই ব্যাপারটা নিয়ে বাবা সবসময় অদ্ভুত আর একগুঁয়ে আচরণ করছেন। জানো, এই যে একমাস এখানে ছিলে না, আমার সামনে তোমার নামটাও ভুলে উচ্চারণ করেননি কখনও। তোমাকে নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে চাইলে উঠে চলে গেছেন সামনে থেকে।'

'খারাপ কথা। তারপরও বলবো, যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'অবশ্যই, অ্যালান, আমার ইচ্ছা আছে। তোমার এত কাছে থেকেও দূরে দূরে থাকতে থাকতে ভেঙে পড়েছি আমি। কিন্তু কী করবো?'

'আমার মনে হয় কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ আর ভ্রাউ প্রিন্সলুর কাছে যাওয়া উচিত আমাদের। তাঁদেরকে বলা দরকার তাঁরা যেন

www.BanglaBook.org

আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন তোমার বাবাকে। চলো গিয়ে দেখি কী করছেন তাঁরা।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। হাত ধরাধরি করে বোয়াদের মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। আমাদেরকে দেখে হাসাহাসি করছে ওরা, কেউ কেউ কনুই দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে আরেকজনের শরীরে।

ভ্রাউ প্রিন্সলুকে দেখি তাঁর ওয়্যাগনের পাশে একটা টুলের উপর বসে আছেন, আয়েশ করে কফি খাচ্ছেন। চিরসঙ্গী ভ্যাটডয়েকটা বিছিয়ে রেখেছেন হাঁটুর উপর। তাঁর পরনেও নতুন পোশাক, হয়তো ভয় পাচ্ছেন কফি পড়লে দাগ লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কাপড়টা।

'এসো, এসো,' আমাদেরকে দেখে স্বভাবসুলভ উচ্চকণ্ঠে বললেন তিনি, 'বলি, বিয়ে করে ফেলেছ নাকি? তা না হলে হাত ধরাধরি করে এত ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করছ কেন?'

'না, খালা,' জবাব দিলাম আমি, 'বিয়ে করিনি এখনও, তবে করার ইচ্ছা আছে। আসলে আপনার কাছে সে-ব্যাপারেই সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'সর্বাত্মক চেষ্টা করবো, কথা দিলাম। তবে মেরির বাপটা যে-রকম ঘাড়ত্যাড়া, একা কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না। চলো কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফের কাছে যাই। তিনি কী বলেন এ-ব্যাপারে জানা দরকার। অ্যালান, একটু ধরো তো আমাকে, টেনে তোলো টুল থেকে। বয়স হলে যা হয় সবার আমারও তা-ই হয়েছে। বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে আর বসতে পারি না, বেশিক্ষণ বসে থাকলে আর উঠতে পারি না। কেপকলোনি ছাড়ার পর সারা দেশে এত ঘুরেছি যে, এখন মনে হয় মরার আগ পর্যন্ত কোথাও শুধু বসেই থাকি আরাম করে!'

www.BanglaBook.org

ভ্রাউকে টেনে তুলতে কষ্ট হলো। তিনজনে গিয়ে খুঁজে বের করলাম রেটিফকে।

ক্যাম্পের একদিকে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে দুটো ওয়্যাগন, তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সে-দুটোর উপর। তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা আছে ওই দুই ওয়্যাগনে। কয়েকজন বন্ধুও আছে। হিয়ার স্মিট নামের এক লোকের নেতৃত্বে ওদেরকে পনেরো মাইল দূরে ডুরনোপ নামের একটা জায়গায় পাঠাচ্ছেন রেটিফ। এই ডুরনোপে ইতোমধ্যেই একটা ছাপরাঘর বানিয়েছেন তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে মানুষে-ঠাসা ওয়্যাগনে থাকার চেয়ে ওই ঘরে থাকলে মিসেস রেটিফ নিরাপদে থাকবেন ভেবে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেখানে।

'আরে অ্যালান যে!' আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন রেটিফ। 'মনটা কেমন ভারী হয়ে আছে আমার, জানি না কেন। চুমু খেয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল আমার স্ত্রী, তখন হঠাৎ করেই মনে হলো আর কোনোদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি চলে এল। আশা করি ডিনগান কোনো সমস্যা করবে না, নিরাপদেই ফিরতে পারবো আমরা সবাই। আগামীকাল একফাঁকে গিয়ে দেখে আসবো আমার স্ত্রীকে,' এতক্ষণে বোধহয় ভ্রাউ প্রিন্সলু আর মেরির উপর চোখ পড়ল তাঁর। 'কী ব্যাপার, অ্যালান? হঠাৎ একেবারে দলবলসহ?'

'ব্যাপার বোঝেন না?' মুখ ঝামটা মারলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'প্রেয়সীকে নিয়ে হাজির হয়েছে অ্যালানের মতো এক যুবক, তারমানে বিয়ে করতে চায় ওরা।'

'ও, বুঝতে পেরেছি,' মুচকি হাসলেন রেটিফ। 'চলুন তা হলে হেনরি ম্যারাইসের কাছে যাই। এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য কী জানার দরকার আছে।'

www.BanglaBook.org

চারজনে গিয়ে হাজির হলাম ম্যারাইসের ওয়্যাগনের কাছে। ডিফেলবুমের উপর বসে আছেন তিনি। পকেটনাইফ দিয়ে তামাক কাটছেন। 'গুড-ডে, অ্যালান,' আমাকে দেখে বললেন নীরস কণ্ঠে, ক্যাম্পে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে এই প্রথম দেখা হলো আমার, 'এই ক'দিন কোনো অসুবিধা হয়নি তো তোমার?'

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠলেন রেটিফ, 'দেখুন হেনরি ম্যারাইস, যে-ক'দিন বাইরে ছিল সে-ক'দিন অ্যালানের অসুবিধা হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে কথা বলার জন্য এখানে আসিনি আমরা। আপনার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এসেছি। এবং আমার মনে হয় ব্যাপারটা অন্যান্য অনেক কিছুর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার আমার সঙ্গে যুলুল্যাণ্ডে যাচ্ছে সে, আপনিও যাচ্ছেন। আগামীকাল রোববার আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চায় সে। শুভকাজের জন্য শুভদিন।'

আগের মতোই নীরসকণ্ঠে বললেন ম্যারাইস, 'আমি তো যতদূর জানি রোববারের দিনটা প্রার্থনার জন্য, বিয়েশাদীর জন্য না। তা ছাড়া সোমবারের আগে মেরি প্রাপ্তবয়স্কা হবে না। তাই ঈশ্বরের কাছে যে-প্রতিজ্ঞা করেছি তা ভঙ্গ করাও সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

হাতের ভ্যাটডয়েক দিয়ে ম্যারাইসের মুখে বাড়ি মারলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'কী মনে করেন আপনি? আপনার ভাগ্নেকে হাবার মতো কী কথা দিয়েছিলেন না-দিয়েছিলেন সে-হিসেব নিয়ে বসে আছেন ঈশ্বর? আর কোনো কাজ নেই তাঁর? গজব নাজিল হওয়ার আগেই সাবধান হোন হেনরি ম্যারাইস! আপনার প্রতিজ্ঞা না পাথর হয়ে আপনার মাথাতেই পড়ে। চীনাবাদামের খোসার মতো আপনার খুলিটা চুরমার হয়ে যায়!'

www.BanglaBook.org

'চুপ করুন, পাগলী বুড়ি কোথাকার!' রাগে গর্জে উঠলেন ম্যারাইস। 'কী করতে হবে না-হবে সে-ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দেয়ার আপনি কে?'

কোমরে হাত দিয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন ভ্রাউ। 'যে লোক মহামূর্খ তাকে জ্ঞান দিতে হয় বৈকি। তা না হলে ওই লোক বিপদে পড়ে, ওর সঙ্গে যে বা যারা থাকে তারা বিপদে পড়ে। আমি নিশ্চয়ই জেনেবুঝে আমার ক্ষতি চাইতে পারি না?'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দু'জনের মাঝখানে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন পিটার রেটিফ। বললেন, 'এখানে ঝগড়া করা চলবে না। শুনুন হেনরি ম্যারাইস, আপনার মেয়ে অ্যালানকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায়। অ্যালানও মেরিকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায়। এখন সোজাসুজি বলুন, আগামীকাল আপনার মেয়েকে অ্যালানের কাছে বিয়ে দিতে রাজি আছেন কি না?'

'না, রাজি না। দেশের আইন অনুযায়ী মেরি প্রাপ্তবয়স্কা না-হওয়া পর্যন্ত ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর জোর খাটানোর অধিকার আছে আমার। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, একজন অভিশপ্ত ইংরেজের কাছে কিছুতেই আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো না। তা ছাড়া যাজকও নেই এখানে। ওদের বিয়ে পড়াতে পারবে না কেউ।'

শান্ত কণ্ঠে বললেন রেটিফ, 'আপনার মাথা খারাপ নাকি জেনেশুনে বাজে কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। যাকে অভিশপ্ত ইংরেজ বলছেন সে আপনার আর আপনার পরিবারের জন্য সেই প্রথম থেকে কী করছে তা জানার পর আপনাকে জাতভাই স্বীকার করতেও লজ্জা হয় আমার, অথচ আপনার কোনো শরমই নেই! অ্যালানের কাছ থেকে এত বড় উপকার নেয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না-করে ওকে গালিগালাজ করছেন? আপনি মানুষ না অন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু? আসলে আমারই ভুল হয়েছে। ভুলে গিয়েছিলাম পেরেইরা যার ভাগ্নে তার শরীরে একরকম না-হোক কাছাকাছি জাতের রক্ত আছে। শুনুন হেনরি ম্যারাইস, আইনের কথা বললেন না আপনি? ঠিক আছে, তা হলে আমিও আইন দেখাচ্ছি আপনাকে। রোববার রাত বারোটা বাজার পর আপনার সেই আইন আর কার্যকর থাকবে না। তারমানে মেরির উপর অভিভাবকত্ব হারাবেন আপনি। তখন কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে এই ক্যাম্পের সবার উপস্থিতিতে যাজকের ভূমিকা পালন করবো আমি নিজে। এবং তা করার ক্ষমতা আমার আছে।'

অনেক মানুষের মধ্যে খুব বড় একটা ত্রুটি থাকে। তারা যখন দেখে শক্তিমান কারও বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না অথবা বলতে পারবে না, তখন যারা দুর্বল তাদের উপর কথার তীর-ধনুক-খঞ্জর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগে থেকেই জানি হেনরি ম্যারাইসও এই ত্রুটির বাইরে না, যদিও তাঁর চালচলনে একটা নিরীহ ভাব প্রকাশিত হয় সবসময়। তিনি বুঝতে পারছেন আমার সঙ্গে মেরির বিয়ে ঠেকাতে পারবেন না কিছুতেই। তাই প্রচণ্ডতম ক্রোধে লাল হয়ে গেছেন। তাঁর এই রাগ না-পড়ল আমার উপর, না পিটার রেটিফের উপর, না ভ্রাউ প্রিন্সলুর উপর। বরং নিজের মেয়েকেই আমাদের সবার সামনে জঘন্য ভাষায় গালমন্দ করতে লাগলেন তিনি। বীভৎস সব অভিশাপ দিতে লাগলেন। কারণ বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে মেয়েটা এবং হার্নান পেরেইরাকে বিয়ে করার ব্যাপারে সরাসরি মানা করে দিয়েছে।

ম্যারাইস বলছেন গজব নাজিল হবে মেরির উপরে। বিয়ে যদি করেও সারাজীবন আটকুঁড়ে হয়ে কাটাতে হবে ওকে। আর যদি বাচ্চা হয়ও বেশিদিন বাঁচবে না। আরও অনেক কথা বললেন তিনি, শ্লীলতার খাতিরে সেসব উল্লেখ করতে পারলাম না।

www.BanglaBook.org

তাঁর দিকে বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছি আমরা। একটা মানুষ জন্মদাতা পিতা হয়ে মেয়েকে কীভাবে এসব কথা বলতে পারে? আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ ছিল ম্যারাইস মানসিক রোগী, আজ তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তিনি যদি মেরির বাবা না-হয়ে অন্য কেউ হতেন তা হলে এই মুহূর্তে তাঁকে খুন করতাম। অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি, এমন সময় খেয়াল করলাম ম্যারাইসকে চড় মারার জন্য হাত তুলেছেন রেটিফ, কিন্তু কী ভেবে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'থাক, শয়তানের আসর হয়েছে লোকটার উপর।'

শেষপর্যন্ত থামলেন ম্যারাইস। কথা ফুরিয়ে গেছে সেজন্য না, বরং তাঁর দম ফুরিয়ে গেছে। তাঁর লম্বা শরীরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। রোগাটে চেহারাটা বেঁকে গেছে ধনুষ্টংকার রোগীর মতো।

গালমন্দ আর অভিশাপের ঝড়ে মেরির মাথাটা নুয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল সে। দেখলাম দুই চোখ জ্বলছে ওর। পুরো চেহারা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। নিচু কণ্ঠে বলল ম্যারাইসকে, 'তুমি আমার বাবা। আমাকে যা বললে তার প্রতিবাদে তোমাকে কিছু বলার উপায় নেই আমার। আমার কী মনে হয় জানো? যে-অভিশাপগুলো দিয়েছ আমাকে, তার সবই লেগে যাবে। ছোট-বড় সবরকমের ক্ষতি হবে আমার। শয়তান তো আমাদের ক্ষতি করার জন্য সবসময় লেগেই আছে আমাদের পিছনে। আমি কিছুই বলবো না, কারও কাছে বিচারও চাইবো না। নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম।'

কিছুই বললেন না ম্যারাইস। দেখে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে কমে আসছে তাঁর রাগ। ওয়্যাগনের ডিয়েলবুমের উপর আবার বসে পড়লেন তিনি। পকেটনাইফ দিয়ে তামাক কাটতে লাগলেন

www.BanglaBook.org

আগের মতো। কিন্তু এত আক্রোশ নিয়ে কাজটা করছেন যে, মনে হচ্ছে তামাক না কোনো শত্রুর বুকে ছুরি চালাচ্ছেন যেন।

আমাদের সবার মতো এমনকী ভ্রাউ প্রিন্সলুও ভাষা হারিয়েছেন। হাতের ভ্যাটডয়েক দিয়ে বাতাস করছেন নিজেকে।

রেটিফ বললেন, 'হেনরি ম্যারাইস, আপনি একটা পাগল। কারণ যে-লোকের মাথা খারাপ সে ছাড়া অন্য কেউ মেরির মতো লক্ষ্মী একটা মেয়েকে এত জঘন্য ভাষায় গাল দিতে পারে না। এত কুৎসিত সব অভিশাপ দিতে পারে না। মেয়েটা আপনার একমাত্র সন্তান। ইচ্ছা করলেই আপনার অবাধ্য হতে পারত সে কিন্তু কখনও সে-রকম কিছু করেনি। যা-হোক, সোমবার আমার সঙ্গে উমগুনগান্ধলোভুতে যাচ্ছেন আপনি, আশা করি তখন আপনার এই রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। তা না হলে বিপদে পড়বো আমরা সবাই, আপনিও বাঁচতে পারবেন না। আর মেরি, লক্ষ্মীটি, মন খারাপ কোরো না। ধরে নাও বুনো একটা জন্তু শিং দিয়ে গুঁতো দিয়েছে তোমাকে, এর বেশি কিছু না। দুঃখের কথা একটাই—বুনো জন্তুটা ঘটনাক্রমে তোমার জন্মদাতা বাবা। এই লোকটার কবল থেকে সোমবার মুক্তি পাবে তুমি। সেদিন অ্যালানের সঙ্গে তোমার বিয়ে পড়িয়ে দেবো আমি। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বাবার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকো। তা না-হলে দেখা যাবে রাগের মাথায় তামাক কাটার বদলে তোমার গলাটাই দু'ফাঁক করে দিয়েছে সে। ভ্রাউ প্রিন্সলু, মেরির দেখভাল করতে পারবেন না? সোমবার সকালে বিয়ের আগে ওকে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। ততক্ষণ পর্যন্ত, হেনরি ম্যারাইস, কম্যাণ্ড্যাণ্ট হিসেবে আমি আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করছি। আপনাকে চোখে চোখে রাখবে লোকটা। ওকে বলে রাখবো, দরকার হলে ধরে বেঁধে রাখবে আপনাকে যাতে এই ক্যাম্পে

www.BanglaBook.org

অপ্রীতিকর কিছু ঘটাতে না-পারেন আপনি। এবার যান, দূরের কোনো জায়গা থেকে হেঁটে আসুন। মাথা ঠাণ্ডা হবে। যেসব বাজে কথা বলেছেন নিজের মেয়েকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন ঈশ্বরের কাছে। নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া হলে যে অভিশাপ দেয় তার উপরই গজব নামে, জানেন নিশ্চয়ই?'

ডিয়েলবুম ছেড়ে একচুল নড়লেন না ম্যারাইস। সেটার সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে গেছেন যেন। আগেরমতোই তামাক কাটছেন একমনে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলাম আমরা, তারপর চলে এলাম।

পরদিন রোববার ম্যারাইসকে দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্যাম্পের এদিকে-সেদিকে। পিছন পিছন আছে পাহারাদার লোকটা, রেটিফ যাকে নিযুক্ত করেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যারাইসের। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি। হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যালান, বাকিদের মতো তুমিও নিশ্চয়ই ভুল বোঝোনি আমাকে, তা-ই না? আমি কি মেরির ক্ষতি চাইতে পারি, বলো? ওকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আমি। এক ঈশ্বর জানেন ওকে কত ভালোবাসি। আর সে-জন্যই ওর ভালোমন্দের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। আমার একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে হার্নান পেরেইরাকে কথা দিয়েছিলাম, সে-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মামা হয়ে ভাগ্নের কাছে ছোট হই কী করে? যদিও হার্নান অনেকদিক দিয়ে নিরাশ করেছে আমাকে। সবাই বলে সে খারাপ। কিন্তু আমি বলবো ওর ভিতরে খারাপ যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে তার কারণ ওর শরীরের পর্তুগিজ রক্ত। এই ব্যাপারে ওর কী করার আছে? তা ছাড়া সে যতই খারাপ হোক না কেন, একজন সৎ লোক হিসেবে আমার কি

www.BanglaBook.org

উচিত না প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা? তার উপর, অ্যালান, তুমি একজন ইংরেজ। আমার দৃষ্টিতে এটাই তোমার সবচেয়ে বড় দোষ। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে এই দোষ কি ক্ষমা করতে পারি? মেরির সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি নিয়তির লিখন হয়ে থাকে তা হলে হাজার চেষ্টা করলেও ঠেকাতে পারবো না, কেউই পারবে না। ওই ব্যাপারে আর কিছু বলবোও না। শুধু একটাই অনুরোধ, গতকাল রাগের মাথায় যা যা বলেছি মেরিকে তা মনে রেখো না। আমিও সব মনে করতে পারছি না। রেগে গেলে আমার কী যে হয় নিজেও জানি না। শুধু টের পাই রক্ত উঠে যাচ্ছে মাথায়। আবোলতাবোল বকি তখন। পরে মনে করতে পারি না কী বলেছি।'

তাঁর বাড়ানো হাতটা ধরে ছিলাম এতক্ষণ, এবার মৃদু ঝাঁকুনি দিলাম। বললাম, 'রাগে যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আপনার তা বুঝতে পেরেছি। তা না হলে বাবা হয়ে নিজের একমাত্র সন্তানকে...। যা-হোক, আমি ভুলে গেছি সব, মেরিও কিছু মনে রাখবে না। আশা করি আগামীকাল আমাদের বিয়েতে আসবেন। আশীর্বাদ করবেন মেরিকে যাতে আপনার অভিশাপগুলো মুছে যায়, সুখী হই আমরা দু'জনে।'

'আগামীকাল! আগামীকাল সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি তোমরা? তা হলে আমি স্বপ্নে যে লোকটাকে দেখলাম মেরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে কে?' অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিকে-সেদিকে তাকালেন তিনি, যাকে খুঁজছেন তাকে দেখতে না-পেয়ে বলতে লাগলেন, 'কই, তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! আমাকে অপমান করে ফেলে চলে গেল নাকি? ...ঠিক আছে অ্যালান, গুডবাই। কাল দেখা হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তোমাকে কি এখন থেকে জামাই বলে ডাকতে হবে? ...গুডবাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুরে চলে গেলেন তিনি। যে পাহারাদারটা অনুসরণ করছিল তাঁকে সে তাকাল আমার দিকে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজের মাথায় হাত রেখে মাথাটা ঝাঁকাল. বোঝাতে চাইল পাগল হয়ে গেছেন হেনরি ম্যারাইস। তারপর পিছু নিল আগের মতো।

সময় যেন কাটতেই চাচ্ছে না।

অতি গোপন সম্পদের মতো মেরিকে লুকিয়ে রেখেছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। একপলকের জন্যও দেখা পাচ্ছি না মেয়েটার। বুড়ির মাথায় কী খেয়াল চেপেছে কে জানে। বলে বেড়াচ্ছেন বিয়ে হতে আর যখন মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি তখন হবু স্বামী-স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি অনুচিত! এবং সেই সঙ্গে অমঙ্গলজনক। মেলামেশা যা করার তা বিয়ের পর করলে ভালো হয়।

কী আর করা! এদিকে-সেদিকে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। কী করা যায় বুঝতে পারছি না আসলে। হঠাৎ মনে পড়ল বাবার কথা। অনেকদিন কোনো যোগাযোগ নেই তাঁর সঙ্গে। ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। সময় নিয়ে বেশ বড় একটা চিঠি লিখলাম বাবার উদ্দেশ্যে। মিশনারি স্টেশন ছেড়ে চলে আসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো চিঠি লিখছি বাবাকে। যা যা ঘটেছে এই ক'দিনে এবং যা যা ঘটতে চলেছে তার সবই লিখলাম। জানিয়ে দিলাম, তিনি আমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, আমার বিয়ে পড়াতে পারবেন না সে-জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

এক যাযাবর ব্যবসায়ীর হাতে দিলাম চিঠিটা। আগামীকাল সকালে বন্দরের দিকে যাবে সে। ওকে বার বার অনুরোধ করে বললাম, প্রথম সুযোগেই যেন চিঠিটা হস্তান্তর করে কোনো ডাকহরকরার কাছে।

www.BanglaBook.org

একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হলো। এবার এগিয়ে গেলাম আমার ঘোড়াগুলোর দিকে। মোট তিনটা ঘোড়া আছে আমার। দুটো ব্যবহার করি আমি। আরেকটায় চড়ে হ্যান্স। আফটার-রাইডার হিসেবে আমাকে সঙ্গ দেয় সে। পরিচর্যা করলাম ঘোড়াগুলোর। কাল এগুলোর পিঠে চেপেই যুলুল্যাণ্ডে যাবো। স্যাডল, স্যাডলব্যাগ, রাইফেল, পিস্তল, বুলেট সব ঠিক আছে কি না দেখলাম সময় নিয়ে।

কুঁতকুঁতে চোখের তির্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এতক্ষণ আমার কাজ দেখছিল হ্যান্স। এবার মুখ খুলল, 'অদ্ভুত এক মধুচন্দ্র হতে যাচ্ছে আপনার, বাস।' স্যাডলক্লথ হিসেবে কাজে লাগানো যায় এ-রকম একটা হরিণের-চামড়া সেলাই করছিল সে, একপাশে ছুঁড়ে ফেলল সেটা। 'আপনার জায়গায় আমি থাকলে, মানে আজ বাদে কাল যদি আমার বিয়ে হতো তা হলে কী করতাম জানেন? হবু বউকে সঙ্গে নিয়ে যত খুশি ঘুরে বেড়াতাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে গেলে বউকে বাড়িতে দিয়ে এসে নিজে চলে যেতাম দূরে কোথাও। কিন্তু যুলুল্যাণ্ডের মতো কোনো জায়গায় ভুলেও পা দিতাম না। কেন জানেন? বিনা কারণে মানুষ খুনে ওদের তুলনা হয় না।'

'পারলে আমিও করতাম কাজটা। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। দোভাষী হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে আমাকে, তাই কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ আমাকে ছাড়তে নারাজ। এদিকে তাঁকে চটানোর উপায় নেই। কর্তব্যের খাতিরেই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে যুলুল্যাণ্ডে।'

'কর্তব্য? কীসের কর্তব্য, বাস? আপনি যেখানেই যান, আমি সবসময় আপনার পিছন পিছন যাই। আপনাকে ভালোবাসি বলেই আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আবার ভয়ও পাই। আপনার কথা না-

www.BanglaBook.org

শুনলে হয়তো ধরে চাবকাবেন আমাকে। যদি আমার মধ্যে এই ভালোবাসা আর ভয় না-থাকত তা হলে এই ক্যাম্প ছেড়ে জীবনেও যেতাম না যুলুদের দেশে। এখানে অনেক খাবার আছে, কিন্তু করার মতো কাজ বলতে গেলে নেই। এত আরামের জায়গা ছেড়ে পাগল ছাড়া আর কে মরতে যায় ডিনগানের দেশে? সেখানে একটা মানুষের কী কর্তব্য থাকতে পারে? ওই দেশে গেলে সময় হওয়ার আগেই মারা পড়ে মানুষ, আর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তা হলে তাকে রেখে আসতে হয় দুশ্চরিত্র ডিনগানের হেরেমে।'

'হ্যান্স, কর্তব্য বা কৃতজ্ঞতাবোধের ব্যাপারে কিছুই বোঝো না তুমি। তোমার মতো কালোচামড়ার মানুষ যারা আছে তারাও বোঝে না। বুঝলে আমরা সাদারা তোমাদের দেশটা দখল করতে পারতাম না, তোমাদেরকে শাসন করতে পারতাম না। বাদ দাও। যুলুল্যাণ্ডের ব্যাপারে কী বলছিলে? সেখানে যেতে ভয় লাগছে তোমার?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হ্যান্স। 'ডিনগান মানুষ ভালো না। হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি আমরা। বলুন, পাইনি? লোকটা পাকা শিকারী। সে জানে কীভাবে ফাঁদ পাততে হয়। তা ছাড়া সেখানে বাস পেরেইরা আছেন। আপনাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি। আপনি মরলে তার অনেক লাভ। আগে বাস রেটিফের পা-চাটা কুকুর হয়ে ছিলেন তিনি, এখন পাগলা কুকুরের মতো মুখিয়ে আছেন কখন কামড় দেবেন তাকে। সব মিলিয়ে যুলুল্যাণ্ডের পরিস্থিতি আপনাদের জন্য খারাপ। এজন্যই বলছি সেখানে না-গিয়ে বরং এখানে থেকে মিসি মেরিকে চুমুর পর চুমু খাওয়া আপনার জন্য হাজারগুণে নিরাপদ।'

'কিন্তু...'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু কী অজুহাত দেবেন তা-ই ভাবছেন তো? বাস রেটিফের কাছে গিয়ে বলুন, পায়ে ব্যথা পেয়েছেন অনেক জোরে। আপনার পক্ষে দৌড়ানো বা ঘোড়ায় চড়া কোনো'টা'ই সম্ভব না। দরকার হলে আপনাকে ক্র্যাচ বানিয়ে দিচ্ছি আমি। ওটাতে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ান দু'-একদিন। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। দলবল নিয়ে কম্যাণ্ড্যান্ট চলে যাওয়ার পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েন লাঠিটা।'

চুপ করে তাকিয়ে আছি হ্যান্সের দিকে। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আসলে। সে অশিক্ষিত, পুরো ব্যাপারটা নিজের মতো করে ভাবছে। আমার প্রতি আন্তরিকতা আছে বলেই আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে এই শয়তানি বুদ্ধি দিচ্ছে। ডিনগানকে পটিয়ে কী ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন রেটিফ তা বোঝার ক্ষমতা নেই ওর। তাই ওর কাছে রেটিফের এই অভিযান প্রাণের ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কিছুই না।

বললাম, 'হ্যান্স, তোমার ভয় লাগলে বরং থাক। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই তোমার। তুমি এখানেই থাকো। আমি না-হয় আফটার-রাইডার হিসেবে অন্য কাউকে খুঁজে নেবো।'

'বাস কি আমার উপর রাগ করে কথাটা বললেন? আমি কি আজ পর্যন্ত সবসময় আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিনি? আর আমি যদি মারাও পড়ি তাতে কী যায়-আসে? আমার কি বউ-ছেলেমেয়ে আছে যে, কিছু করার আগে দশবার ভাবতে হবে? না, বাস, আপনি পিটিয়ে না-তাড়ালে আপনার সঙ্গে যাবো আমি। তবে বাস, একটা কথা কী...আজ রাতে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে পান করতে চাই আমি। আপনি কি আমাকে কিছু ব্র্যাণ্ডি দেবেন? মন থেকে অশান্তি আর অস্থিরতা দূর করার সবচেয়ে ভালো ওষুধ কী জানেন? গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে যাওয়া,'

www.BanglaBook.org

দাঁত বের করে হাসছে হ্যান্স।

মদের কথা এসে গেছে, কাজেই এখন ওর সঙ্গে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা বৃথা। উঠে পড়লাম, আগামীকালের যাত্রার জন্য বাকি প্রস্তুতির কাজ শেষ করতে বলে চলে এলাম হ্যান্সকে একা রেখে।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পে একটা প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের মধ্যে কোনো যাজক নেই, তাই একজন বয়স্ক বোয়াকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হলো। খুব সাদামাটা হলো অনুষ্ঠানটা, কিছুটা হাস্যকরও বটে। তবে আমাদের কারও মধ্যেই কোনো কপটতা ছিল না। মনে পড়ে, পরদিন যারা যাচ্ছে ডিনগানের গ্রামে এবং যারা রয়ে যাচ্ছে এই ক্যাম্পে তাদের সবার নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয় ওই সভায়। আফসোস! আমাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি সর্বশক্তিমান।

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ডুরনোপে গিয়েছিলেন পিটার রেটিফ, প্রার্থনাসভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। প্রার্থনা শেষে আগামীকালের অভিযান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। কারা কারা যাবে তাঁর সঙ্গে সে-ব্যাপারটা ঠিক করলেন। সংখ্যাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাই অনেকেই আপত্তি জানাল ওই ব্যাপারে।

এক বুড়ো, কে মনে পড়ছে না, রেটিফের মুখের উপর বললেন, 'তোমার ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় পারলে মহিলাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। এত লোক নিচ্ছ, এত অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিচ্ছ: তুমি কি ডিনগানের সঙ্গে আসলেই আলোচনা করবে নাকি ওকে মেরে ওর গ্রাম দখল করবে? প্রথমবার যেমন পাঁচ-ছ'জনকে নিয়ে গিয়েছিলে এবারও সেভাবেই যাও। ডিনগানও তা হলে ঘাবড়ে যাবে না, আমাদের নিরাপত্তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যও এখানে দু'-চারজন থাকতে পারবে।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন রেটিফ। আমি দাঁড়িয়ে আছি তাঁর কাছেই, তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'অ্যালান কোয়াটারমেইন, তোমার বয়স কম কিন্তু বিচারবুদ্ধি ভালো। তুমি ডিনগানকে চেনো, যুলু ভাষায় কথা বলতে পারো। তুমি কী বলো এ-ব্যাপারে?'

আমার মাথায় তখন হ্যান্সের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। বললাম, 'আমার মনে হয় এবার আপনার বদলে আপনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কাউকে পাঠানো উচিত।'

'সব সাদামানুষের জীবনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কম্যাণ্ড্যাণ্ট হয়েছি বলে দেশের রাজা-বাদশা হয়ে গেছি নাকি? আমার যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, অন্য যে-কোনো সাদামানুষেরও সে-অধিকার আছে। তুমি কি এই অভিযান বিপজ্জনক বলতে চাও? আমি তো এখানে বিপদের কিছু দেখি না?'

'আপনি হয়তো দেখেন না, কিন্তু আমি দেখি। গন্ধ পাই আর কী। যদি বলেন কীসের বিপদ তা হলে জবাব দিতে পারবো না। কিন্তু গত কয়েকদিন থেকেই ব্যাপারটা টের পাচ্ছি। কুকুর বা হরিণ দেখেছেন না? বিপদ টের পেলেই নাক উঁচু করে বাতাসে ঘ্রাণ শুঁকতে থাকে। কখনও গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, আবার কখনও দৌড়ে পালায়। আমার ব্যাপারটাও সে-রকম। পার্থক্য একটাই—আমাকে ঘ্রাণ শুঁকতে হয় না।'

রেটিফের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে। ভারী কণ্ঠে বললেন, 'ঝেড়ে কাশো।'

'আচার-ব্যবহার দেখে ডিনগানকে আমার আজকাল কী মনে হয় জানেন? পোষা বাঘ। বাঘ পোষ মানলেও সে কিন্তু গৃহপালিত বিড়াল হয়ে যায় না। তাকে নিয়ে যখন খুশি তখন খেলা করা যায়

www.BanglaBook.org

না। লোকটা একটা খুনি। ওর ভিতরে রক্তপিপাসা আছে। নিরীহ লোকদেরকে খুন না-করা পর্যন্ত ওর বোধহয় রাতে ঘুম হয় না ভালোমতো।'

'তারমানে তুমি বলছ ওই কালো জন্তুটা খুন করবে আমাদেরকে?'

'অসম্ভব কিছু না।'

'খুন করার কারণ?'

'কারণ আগেও বলেছি আপনাকে। বোয়াদেরকে দেখতে পারে না ডিনগান। বিশ্বাসঘাতক বা চোর ভাবে। তা ছাড়া খুন করার জন্য কোনো কারণের দরকার হয় না ওর মতো লোকদের। পেরেইরা ওকে বলেছিল আমি নাকি যাদুকর, ওর অনেক বড় ক্ষতি করতে পারি। কাজেই আমাদেরকে নাগালে পাওয়ামাত্র বন্দি করল সে। কিন্তু ওর ওঝা যিকালি আগেই বলে রেখেছিল, কোনো ইংরেজকে যেন কোনোদিন খুন না-করে সে। এজন্যই বেঁচে আছে থমাস হ্যালস্টেড, একই কারণে বেঁচে গিয়েছিলাম আমিও। অথচ ডিনগানের কিন্তু খুব ইচ্ছা ছিল বোয়াদের সবাইকে খুন করবে। তাই লোকদেখানো একটা বাজির আয়োজন করল—পাঁচ গুলিতে তিনটা উড়ন্ত শকুন মারতে হবে আমাকে। দেখুন, সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল কাজটা করতে পারবো না আমি। তাই এতগুলো নিরপরাধ মানুষের জীবন বাজি লাগাতে একটুও দ্বিধা করেনি। রাজশকুনটা যখন গুলি খাওয়ার পরও উঠে গিয়েছিল অনেক উপরে তখন খুন করার আদেশ দিয়েছিল সে, আরেকটু হলেই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। খুন করাটা ওর নেশা। মানুষের মৃত্যু দেখাটা ওর শখ। সবচেয়ে বড় কথা, আবারও বলছি, বোয়াদেরকে দেখতে পারে না সে।'

সবাই তাকিয়ে আছে রেটিফের দিকে। কী বলেন তিনি শুনতে

www.BanglaBook.org

চাচ্ছে অধীর আগ্রহ নিয়ে।

কেন জানি না, রেটিফের মেজাজটা খিটখিটে হয়ে আছে। আমার কথা শুনে চটে গিয়ে বললেন, 'শুনেছি ডিনগানের গ্রামে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারি আছে। সন্দেহ নেই বোয়াদের বিরুদ্ধে রাজার কান ভারী করেছে ওরাই।' এরপর সন্দেহের সুরে যোগ করলেন, 'অ্যালান, যিকালির ব্যাপারে যা বললে, তুমি ছাড়া অন্য কেউ সে-কথা একবারের জন্যও বলেনি। আমার কী মনে হয় জানো? তুমি অনেক কিছু গোপন করে গেছ আমাদের সবার কাছ থেকে। আরও অনেক কিছু জানো তুমি, নিজের স্বার্থে চেপে গেছ সব। তা না হলে পেরেইরা শুধু তোমার বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়ার পরও তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বোয়াদেরকে কেন খুন করতে যাবে ডিনগান? তুমি বলেছ তোমাকে নাকি পছন্দ করে সে। মেরিকে নিয়ে ঢুকাতে চেয়েছিল নিজের হারেমে—এই বুঝি তোমাকে পছন্দ করার নমুনা? আমি বিশ্বাস করি না শুধু ইংরেজ হওয়ার কারণে তোমাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা নেই ওর। সোজাসুজি বলো, যুলু ভাষা বলতে পারো তাই রাজার কোনো গোপন কথা জেনে গেছ তুমি, তাই তোমাকে ছাড় দিয়েছে শয়তানটা।'

বোয়াদের জাত্যাভিমান অনেক বেশি। আমি যেদিন থেকে আছি ওদের সঙ্গে সেদিন থেকেই জানি ইংরেজদেরকে সহ্য করতে পারে না ওরা। ইংরেজদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, কারও বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু পেলে তিলকে তাল করে। আমার বিরুদ্ধে এইমাত্র যা বললেন রেটিফ তাতে আমার উপর এই সহজসরল লোকগুলোর অবিশ্বাসই শুধু বাড়বে টের পেয়ে রেগে গেলাম আমিও। উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, 'কম্যাণ্ড্যান্ট, ডিনগানের কোনো গোপন কথা জানা নেই আমার। আর জানা থাকলে আমাকে খুন করলেই তো ওর লাভ, তা-ই না? আবারও বলছি,

www.BanglaBook.org

ডাকিনীবিদ ওঝা যিকালি ওকে বলেছে কোনো ইংরেজকে যেন কখনও খুন না-করে সে। এই যিকালিকে কোনোদিন দেখিনি আমি। ওর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানিও না। ডিনগানের জন্য যিকালির কথাই যথেষ্ট। সেজন্যই আমাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল সে। যদিও আপনার জাতভাই হার্নান পেরেইরা রাজার কানভারী করে বলেছিল আমাকে খুন করলেই নাকি ভালো হবে। তা ছাড়া আপনাকে কিন্তু যেতে মানা করছি না আমি। আপনার ভালো চাই বলেই আপনাকে সতর্ক করছি। আপনার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো যেতাম না। যদি আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, দু'-তিনজন লোক দিন আমার সঙ্গে, আগামীকাল না-হয় আমিই গিয়ে ওই জমির ব্যাপারে বোঝানোর চেষ্টা করবো ডিনগানকে। তিনি যদি রাজি না-হন, তিনি যদি খুন করেন আমাকে তা হলে পরে আপনার যা ভালো মনে হয় করবেন।'

ঠোঁট বাঁকা করে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন রেটিফ। 'বলেছিলাম তোমার বিচারবুদ্ধি ভালো, কিন্তু এতটা ভালো তা আমারও জানা ছিল না। তোমাকে পাঠাই আর তুমি রাজাকে ফুসলিয়ে বোয়াদের বদলে ইংরেজদের জন্য ওই জমির দখল নাও, নাকি? রাগ কোরো না। বেশিরভাগ ইংরেজ যে-রকম হয় তুমি সে-রকম না, তারপরও এই ব্যাপারটা এত নাজুক যে তোমাকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। আমার কী মনে হয় জানো? যথেষ্ট সাহসী হওয়ার পরও কালকের অভিযানে যেতে ভয় পাচ্ছ তুমি। কারণটাও জানি। বিয়ে করতে যাচ্ছ, সংসার হবে তোমার; এই অবস্থায় জীবন বাজি রেখে লাভ কী? তোমার স্ত্রী খুবই সুন্দরী, তাকে ছেড়ে কমপক্ষে পনেরোদিনের জন্য যুলুল্যাণ্ডে পড়ে থাকার কোনো মানে আছে?' বোয়াদের দিকে তাকালেন তিনি। 'ভাইয়েরা, এই ছেলেটা বিয়ে করবে, তাই তার সব সাহস উবে গেছে। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুঃখের কথা হচ্ছে, আমাদের সবার উপর নিজের কাপুরুষতা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে সে। আমাদের সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। আসলে আমারই ভুল হয়েছে। বিয়ের পর কোথায় বউয়ের সঙ্গে রাত কাটাবে, তা না-করতে দিয়ে ওকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলছিলাম,' কথা শেষ করে বিশাল থাবা দিয়ে উরুতে চাপড় মারলেন তিনি, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন হো হো করে।

চারপাশে যে-বোয়ারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও হাসছে। পিটার রেটিফের এই আদিম কৌতুকে মজা পেয়েছে ওরা। দিনের পর দিন ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে-সমতলে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সত্যিই ক্লান্ত ওরা, ক্লান্তি জুড়াতে এ-রকম বুনো উল্লাসই দরকার ওদের। এবার সব বুঝতে পেরেছে ওরা। আমিও টের পাচ্ছি, আগেরবার আসলেই আমাকে দোভাষী হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন রেটিফ, তার বেশি কিছু না। ওদের এই আচরণ দেখে নিজেকে সেয়ানা কুকুরের মতো মনে হচ্ছে আমার। যে-কুকুর প্রভুভক্তির নিদর্শন হিসেবে সারারাত চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে রাখে। বিনিময়ে আশা করে তার দিকে বাড়তি একটা-দুটো হাড় ছুঁড়ে দেবে মনিব। ওদের ধারণা আমিও সে-রকম ভয় দেখিয়ে ডিনগানের গ্রামে যাওয়া থেকে ঠেকাতে চাচ্ছি ওদেরকে। আমার উদ্দেশ্য: বিয়ের পর দু'-এক সপ্তাহ যেন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারি নববধূর সঙ্গে।

'ইংরেজটা বয়সে ছোট হলে কী হবে,' চেঁচিয়ে বলল একজন, 'ভিতরে ভিতরে ভীষণ পাকা।'

'ওর সঙ্গে রাগ করে লাভ কী?' আরেকজন জবাব দিল, 'এত সুন্দর বউ পেলে আমরাও কি চাইতাম বউ ফেলে একটা কালো ভূতের কাছে ছুটে যেতে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরে ওর কথা বাদ দাও,' তৃতীয় আরেকজনের কণ্ঠ শোনা গেল। 'নতুন বিয়ে করেছে এ-রকম কাউকে তো যুলুরাও কোথাও পাঠায় না। বউয়ের সঙ্গে রাত কাটাতে দেয়,' বলতে বলতে আমার পিঠে জোরে থাবা বসিয়ে দিল।

রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। পাঁই করে ঘুরেই সজোরে ঘুসি মেরে দিলাম লোকটার নাকে। টলে উঠল লোকটা। নুয়ে-পড়া মাথাটা যখন তুলল তখন দেখা গেল রক্তের মোটা স্রোত নেমে আসছে নাক থেকে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই বলল না সে আমাকে। বরং হো হো করে হাসতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরলাম নিঃশব্দে। আমার পিছনে তখনও হাসছে বোয়াররা। আদিরসে ভরপুর ঠাট্টা করছে আমাকে নিয়ে। পা দুটো হঠাৎ করেই অস্বাভাবিক ভারী ঠেকছে আমার কাছে, চলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। দুই চোখ জ্বালা করছে। জ্বলছে বুকের ভিতরটাও।

নিজের ওয়্যাগনে ঢুকে বসে পড়লাম এককোনায়। কখনও কখনও, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাবছি, মন উদার না এ-রকম কাউকে আসন্ন বিপদের ব্যাপারে কিছু বলা উচিত না। বললে নিজেকেই অপমানিত হতে হয়। সবার হাসির পাত্র হতে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সতেরো

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বাজ পড়ার আওয়াজ। ছোটাছুটি করছে কারা যেন, চিৎকার করে কথা বলছে।

ঘুমিয়ে ছিলাম, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমার ওয়্যাগনের কাছে দুটো ষাঁড় ছিল, লোকজনের চেঁচামেচি শুনে ইতোমধ্যেই জেনে গেছি বজ্রাঘাতে মারা পড়েছে ওগুলো। আকাশে ক্রমাগত গুড়গুড় আওয়াজ, প্রতিধ্বনিতে কাঁপছে মাটিও। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল হঠাৎ করেই। তারপর শুরু হলো মুষলধারার বৃষ্টি।

বছরের এই সময়ে আবহাওয়ার এই খেয়ালিপনার সঙ্গে আমার পরিচয় এ-ই প্রথমবার না, তারপরও প্রকৃতি আর মানুষের এত তর্জন-গর্জন শুনে মনটা কেমন দমে গেছে। আজ আমার বিয়ে, হবু বর হিসেবে যতটা উৎসাহ পাওয়ার কথা ততটা পাচ্ছি না আসলে। খেয়াল করলাম, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হ্যান্স। আমাকে "সাজানোর" দায়িত্বটা বোধহয় সে-ই নিয়েছে। তাই হাজির হয়ে গেছে সকাল সকাল।

'এ-রকম মনমরা হয়ে থাকলে কি চলবে, বাস?' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। 'আফ্রিকার আবহাওয়া জানেন না? সকালে ঝড় তো রাতে ফকফকে পূর্ণিমা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জানি,' যতটা না হ্যান্সকে তারচেয়ে বেশি নিজেকেই বললাম কথাটা। বিছানা থেকে নামতে নামতে যোগ করলাম, 'প্রশ্ন হচ্ছে, সকালের ঝড় আর রাতের পূর্ণিমার মাঝখানের সময়টাতে কী হবে?'

জবাব দিল না হ্যান্স।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, পিটার রেটিফের নেতৃত্বে আদিবাসী আফটার-রাইডারসহ প্রায় একশ' বোয়া যাবে ডিনগানের সঙ্গে দেখা করতে। দুপুরের এক ঘণ্টা আগে রওয়ানা হওয়ার কথা। হয়তো সে-অনুযায়ীই প্রস্তুতিই নিচ্ছিল সবাই, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে সব।

সেই ভোরে শুরু হয়ে সকাল আটটার দিকে থামল মুষলধারার বৃষ্টি। ওয়্যাগন ছেড়ে বের হলাম আমি। কিছু খাওয়া দরকার। ক্যাম্পের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করলাম, দু'-আড়াই ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে বলে গোছগাছ সারার কাজে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই।

চিৎকার করে চাকরদেরকে ডাকছে বোয়ারা। একের পর এক হুকুম দিচ্ছে। পুরো ক্যাম্পটাই যেন পরিণত হয়েছে ঘোড়ার "ডাক্তারখানায়"। যার যার ঘোড়া ঠিক আছে কি না দেখে নিচ্ছে প্রত্যেকে। স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের স্যাডলব্যাগে গুছিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় মালপত্র। কুমারী মেয়েরা তাদের বাবাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে বাড়তি জামাকাপড়। রোদে-শুকানো লবণ-মাখানো মাংস কাপড়ে পেঁচিয়ে কায়দা করে বেঁধে দেয়া হচ্ছে প্যাকহর্সের পিঠে। অন্যান্য মালসামানও জায়গা করে নিচ্ছে মাংসের সঙ্গে।

অলসভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দেখলাম এসব।

এত হুড়োহুড়ির মধ্যে, ঠায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, আমার কথা ভুলে গেল না তো বোয়ারা? কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না বিয়ের কথা

www.BanglaBook.org

মাথায় আছে। যার যার কাজে ব্যস্ত সবাই। আমার মতো একজন "অপ্রয়োজনীয়" ইংরেজের বিয়ে নিয়ে ভাবার মতো সময় কোথায়? যা-হোক, আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল তার সবই সমাধা করে সকাল দশটা নাগাদ গিয়ে বসলাম আমার ওয়্যাগন বক্সের উপর। লজ্জা লাগছে, নিজেকে সব-হারানো লোকের মতো নিঃস্ব মনে হচ্ছে। গিয়ে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছি না ভ্রাউ প্রিন্সলুকে। আবার এ-ও বুঝতে পারছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে দেখছে ব্যস্ত বোয়ারা।

কপাল ভালো, ভ্রাউ প্রিন্সলুর দেখা মিলল এমন সময়। হেলেদুলে আমার ওয়্যাগনের দিকেই আসছেন বুড়ি।

'কী হলো? অথর্বের মতো বসে আছো কেন?' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মুখ ঝামটা মারলেন তিনি। 'চলো, চলো। কম্যাণ্ড্যান্ট রেটিফ অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। তোমার দেরি দেখে ইতোমধ্যেই রাগারাগি শুরু করে দিয়েছেন। আরও একজন অপেক্ষা করছে। ওহ্! ওকে যদি দেখতে একবার। কী সুন্দর যে লাগছে! বউ থাকুক বা না-থাকুক, মেরিকে এই অবস্থায় যে লোক দেখবে সে-ই বিয়ে করতে চাইবে। পুরুষমানুষের তো আবার স্বভাব খারাপ। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখলে হুঁশ থাকে না, কাফ্রিদের মতো হয়ে যায়। আমি চিনি, সব ক'টাকে চিনি আমি। সুন্দরীদের ব্যাপারে সাদাচামড়ার পুরুষ আর কালোচামড়ার পুরুষ সব আসলে একরকম।'

কথার পিঠে কথা বললেই কথা বাড়বে, তাই চুপ করে আছি। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না ভ্রাউ প্রিন্সলুর। আপনমনেই বকবক করে যাচ্ছেন তিনি। বগলদাবা করেছেন আমার একটা হাত। আমাকে বলতে গেলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। ভাবখানা এমন, আমি বাড়িপালানো দুষ্টু কোনো বালক, খুঁজতে

www.BanglaBook.org

খুঁজতে এইমাত্র পেয়েছেন আমাকে। দু'-তিনবার মোচড়ামোচড়ি করেছি তাঁর সেই থাবা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু শরীরে এখনও যথেষ্ট শক্তি রাখেন তিনি, তাই তাঁর বগলের নীচ থেকে বের করতে পারিনি হাতটা। অল্পবয়সী কয়েকটা বোয়া খেয়াল করেছে আমাদেরকে, বুঝতে পেরেছে ভ্রাউয়ের অভিপ্রায়, সোৎসাহে লেগে গেছে আমাদের পিছনে। হাসছে ওরা, উল্লাস করতে করতে অনুসরণ করছে আমাদেরকে। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে অন্য বোয়াদেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে আমাদের এই অদ্ভুত "মিছিলের" দিকে।

কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছে, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে ইংরেজ যুবক। এখন যতই চেষ্টা করো ভ্রাউয়ের কবল থেকে নিস্তার নেই তোমার। পালাতে পারবে না।'

পরমুহূর্তেই শোনা যাচ্ছে অন্য কারও কণ্ঠ, 'বিয়ে করাটা সুখের কোনো কাজ না। তারপরও চেষ্টা করে দেখো সুখী হতে পারো কি না।'

কেউ আবার বলছে, 'কি, ভয় লাগছে? সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চাও? উঁহুঁ, তা হবে না। কিছু করলে আগেই করা উচিত ছিল। এখন আর সময় নেই।'

না-দেখতে পেলেও টের পাচ্ছি, চেহারা লাল হয়ে গেছে আমার।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মেরি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম শেষপর্যন্ত। ওকে ঘিরে আছে অনেকে। সবার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি। সাদা আর কোমল একটা গাউন পরে আছে সে। গাউনটা সাধারণ, কিন্তু ওকে দারুণ মানিয়েছে। মাথার কালো কোঁকড়া চুলের উপর ফুল-দিয়ে-বানানো একটা গোল ব্যাণ্ড পরেছে সে। ক্যাম্পের অন্য কুমারীরা মিলে বোধহয় বানিয়ে দিয়েছে ব্যাণ্ডটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর পিছনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েগুলো।

মেরির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখাচোখি হলো আমাদের। প্রেম আর বিশ্বাসে পূর্ণ দৃষ্টি ওর চোখে। দেখে আমার চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারছি কিছু বলা উচিত, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বললাম, 'গুডমর্নিং।'

শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। কেউ কেউ হাততালি দিচ্ছে, অতি দুষ্টু কেউ আবার শিস বাজাচ্ছে।

আগের মতোই গম্ভীর হয়ে আছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। চেঁচিয়ে বললেন, 'এই ছোকরার মতো বোকা আর কাউকে দেখেছ তোমরা কেউ কখনও?'

হেসে ফেলল মেরি।

এমন সময় কোত্থেকে যেন হাজির হলেন পিটার রেটিফ। পরনে রাইডিং ক্লথ, উঁচু বুট। হাতের বন্দুকটা তাঁর এক ছেলেকে দিয়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়ানোর পর ছোট্ট একটা বাইবেল বের করলেন। আগে থেকে চিহ্ন দিয়ে-রাখা বিশেষ একটা পাতা খুললেন। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'এবার চুপ করুন সবাই। সম্মান প্রদর্শন করুন। মনে রাখবেন, আমি এখন একজন যাজক। কম্যাণ্ডাণ্ট হিসেবে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই দুই যুবক-যুবতীর বিয়ে পড়াবো এখন। ঈশ্বর সাহায্য করুন আমাকে! আজ আপনারা যারা এই বিয়ে দেখছেন তারা পরে দয়া করে বলবেন না বিয়েটা ধর্মমতে হয়নি, কারণ সব আনুষ্ঠানিকতাই যথাযথভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবো।' দম নেয়ার জন্য থামলেন তিনি। তারপর আমার আর মেরির দিকে পালাক্রমে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়ংম্যান এবং লেডি, তোমাদের নাম কী?'

www.BanglaBook.org

'হাবার মতো কিছু জিজ্ঞেস করবেন না তো, কম্যাণ্ড্যান্ট,' মুখ ঝামটা মারলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'ওদের কার নাম কী ভালোমতোই জানেন আপনি।'

'জানি,' বিব্রত হয়ে গেছেন রেটিফ, 'কিন্তু ভান করছি যেন চিনি না ওদের কাউকে। পূর্বপরিচয় থাকলে পক্ষপাতিত্বের একটা ব্যাপার থেকে যায়। আচ্ছা, হেনরি ম্যারাইস কোথায়?'

কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দিল ম্যারাইসকে। কাছে এসে চুপ করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। একবার আমাদের দিকে, আরেকবার হাতেধরা বন্দুকটার দিকে তাকাচ্ছেন। বোঝা গেল রেটিফের সফরসঙ্গী হয়ে তিনিও যাচ্ছেন ডিনগানের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

'কেউ একজন এসে দয়া করে হেনরি ম্যারাইসের কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে যান,' অনুরোধ করে বললেন রেটিফ। 'তা না হলে দেখা যাবে অসময়ে গুলি বেরিয়ে গিয়ে হাঙ্গামা বেধে গেছে। এখানে কোনো দুর্ঘটনা চাই না আমি।'

এগিয়ে এল কেউ, ম্যারাইসের হাত থেকে বন্দুকটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

'এবার হেনরি ম্যারাইস,' বলে চললেন রেটিফ, 'এই যুবকের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন আপনি?'

'না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ম্যারাইস।

'খুব ভালো। আপনি রাজি থাকুন বা না-থাকুন তাতে এখন আর কিছু যায়-আসে না। মেরি প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছে, কাজেই কাকে বিয়ে করবে না-করবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে ওর। বলুন, সে কি প্রাপ্তবয়স্কা হয়নি?'

জবাব দিলেন না ম্যারাইস।

'ঘুমকাতুরে ঘোড়ার মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না দয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মেরির বয়স আঠারো হয়েছে কি না?'

'মনে হয়,' ম্যারাইসের কণ্ঠ আগের মতোই শান্ত।

'তা হলে আপনারা সবাই শুনুন। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটা প্রাপ্তবয়স্কা। সে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এই যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাচ্ছে। ঠিক না, মেরি?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বলল মেরি।

'ভালো,' বলে বাইবেল পড়তে শুরু করলেন রেটিফ। কিন্তু অনভ্যাসের কারণে কঠিন কঠিন শব্দগুলো পড়তে অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। ম্যারাইস বাইবেল পড়তে পারেন, কিন্তু তাঁকে দিলে কাজ হবে না। কারণ তিনি পড়বেন না। শেষে বাধ্য হয়ে বাইবেলটা আমার দিকেই বাড়িয়ে ধরে বললেন রেটিফ, 'তোমার বাবা যাজক। তোমার বাইবেল পড়ার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া তুমি পড়াশোনাও ভালো জানো। গুরুত্বপূর্ণ লাইনে এলে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করবো, তা হলেই হবে। আইনত কোনো সমস্যা হবে না।'

পড়তে লাগলাম আমি। তারপর একসময় বাইবেলটা বন্ধ করে ফেরত দিলাম রেটিফকে। সেটা নিতে নিতে বললেন তিনি, 'এবার, অ্যালান, তুমি কি এই মেয়েটাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছো?'

'হ্যাঁ, রাজি আছি।'

'মেরি, তুমি কি অ্যালানকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি আছো?'

'রাজি আছি,' মিষ্টি কণ্ঠে জবাব দিল মেরি।

হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন রেটিফ। 'তোমার কাছে কোনো আংটি আছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মা আমাকে একটা সোনার আংটি দিয়েছিলেন, মা'র স্মৃতি হিসেবে সেটা সবসময় পরতাম আমি। আঙুল থেকে খুললাম আংটিটা। মেরির বাঁ হাতের সরু অনামিকায় পরিয়ে দিলাম সেটা।

বলে রাখি, সেই আংটি ঘটনাক্রমে আবার ফিরে আসে আমার কাছে। আজও আংটিটা আছে আমার আঙুলে।

আমাদের দু'জনের দিকে তখন দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রেটিফ, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে আমাদের মাথার উপর ধরে রেখেছেন। উপরের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'ঈশ্বর, আমাদের সবাইকে সবসময় দেখছেন আপনি। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু—তিন সময়েই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের এই প্রার্থনা শুনুন আপনি, মঞ্জুর করুন। এই যুবক আর এই যুবতীর উপর দয়া করুন। বিয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আপনার সামনে হাজির হয়েছে এরা। সামর্থ্য দিন এদেরকে। এরা যেন সারাজীবন ভালোবাসতে পারে একজন আরেকজনকে : সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, আনন্দ-বেদনায়, অভাবে-স্বচ্ছলতায় যেন সবসময় একজন আরেকজনের পাশে থাকে। এদেরকে সুসন্তান দিন প্রভু যাতে পৃথিবীতে পরিচিতি পায় এরা, সবার কাছ থেকে শ্রদ্ধা পায়। এদের একজন যদি মারা যায় কিন্তু আরেকজন বেঁচে থাকে তা হলে যে বেঁচে থাকবে তার মনে, যে মরে গেল তার সঙ্গে মৃত্যুর পরের জীবনে আবার মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন থেকে যায়। আমেন।'

সবাই একযোগে বলে উঠল, 'আমেন।'

হেনরি ম্যারাইস কিছুই বললেন না। উল্টো ঘুরলেন তিনি, ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন আমাদের সামনে থেকে।

কোটের হাতায় কপালের ঘাম মুছলেন রেটিফ। আমার আর

www.BanglaBook.org

মেরির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি আমার মতো একজন অনভিজ্ঞ লোককে বিয়ে পড়ানোর মতো গুরুদায়িত্ব দ্বিতীয়বার পালন করতে হবে না। এবার স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তোমরা একজন আরেকজনকে চুমু খাও।'

চুমু খেলাম আমরা। উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি করে স্বাগত জানাল আমাদেরকে।

পকেট থেকে শালগমের মতো বড় একটা ঘড়ি বের করলেন রেটিফ। সেটার দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, 'অ্যালান, ঠিক আধ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। এরপরই রওনা হবো আমরা। ভ্রাউ প্রিন্সলু নাকি নবদম্পতির জন্য "শাহী" খানার ব্যবস্থা করেছেন, কাজেই সকালে ঠিকমতো নাস্তা না-করে থাকলে এখন পেট ভরে খেয়ে নাও।'

নিজের ওয়্যাগনের পাশে একটা তাঁবুর মতো বানিয়েছেন ভ্রাউ। প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। মানে সাধারণ কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। সে-ভোজে অংশ নিলাম আমরা। অনেক বোয়াও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। নবদম্পতির সুস্বাস্থ্য কামনা করে পান করল। হেনরি ম্যারাইসের ছায়াও দেখা গেল না আশপাশে। কেউ কিছু বললও না তাঁর ব্যাপারে। সবাইকে তাগাদা দিতে লাগলেন ভ্রাউ, 'বের হও, জলদি ভাগো সবাই! ওদেরকে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দাও।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! এতদিন পর একটু ফুর্তিফার্তির সুযোগ পাওয়া গেছে, সে-সুযোগ কি এত সহজে নষ্ট করবে? আধ ঘণ্টা যে কোন্‌দিক দিয়ে উড়ে চলে গেল টেরই পেলাম না। যখন দেখলাম ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে হ্যান্স তখন মেরিকে নিয়ে ওই তাঁবু থেকে বের হয়ে ক্যাম্পের এককোনায় সরে আসতে বাধ্য হলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্রিয়তমা স্ত্রী,' ভাঙা কণ্ঠে বললাম মেরিকে, 'খুব অদ্ভুতভাবে শুরু হলো আমাদের বিবাহিত জীবন। কিন্তু দেখো, কিছুই করার নেই আমাদের কারও।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। 'হ্যাঁ, কারোরই কিছু করার নেই। তারপরও আমার কোনো আক্ষেপ থাকত না যদি জানতাম যে-অভিযানে যাচ্ছ তা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ডিনগানকে ভয় পাই আমি। তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে আমিও বাঁচবো না, অ্যালান।'

'কিছু হবে না,' আশ্বাস দিচ্ছি কিন্তু নিজের কাছেই মনে হচ্ছে জেনেবুঝে মিথ্যা বলছি। 'আমাদের সবার কাছে অস্ত্র আছে। আমাদের দলটাও নেহাৎ ছোট না। কিছু করতে চাইলে ডিনগানকেও বড় রকমের ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে।'

'হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, হার্নান পেরেইরা আছে ওখানে। সে তোমাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।'

'ওর ঘৃণা ওর মনের ভিতরেই রাখতে হবে ওকে। প্রকাশ করার চেষ্টা করলে এবার ফল খুব খারাপ হবে ওর জন্য।' গলা উঁচু করে ডাকলাম, 'ভ্রাউ প্রিন্সলু, একটু কি এদিকে আসবেন?'

বেশি দূরে ছিলেন না তিনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে হাজির হলেন তাড়াতাড়ি।

'শুনুন ভ্রাউ। মেরি তুমিও শোনো,' বলে চললাম আমি। 'তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো খবর যদি পাই আমি, বিশ্বাস করা যায় এ-রকম কাউকে দিয়ে যদি পালানো অথবা লুকিয়ে পড়ার আদেশ পাঠাই তোমাদের কাছে, প্রতিজ্ঞা করো সে-আদেশ পালন করবে।'

'অবশ্যই করবো, অ্যালান,' হাসার চেষ্টা করল মেরি, কিন্তু ওর উদ্বিগ্ন চেহারায় ফুটল না হাসিটা।

'আমিও,' বললেন ভ্রাউ। 'কারণ অ্যালান, তোমার বিচারবুদ্ধি

www.BanglaBook.org

ভালো, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তুমি বেশিরভাগ সময় দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারো। বিপদ ঘটলে সে-খবর যদি আগেভাগে পৌঁছাতে পারো আমাদের কাছে তা হলে আমাদেরই লাভ। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝলাম না। বিপদ ঘটবে, খবর পাঠাতে হবে এসব ভাবছ কেন? তারমানে কি তুমি এমন কিছু জানো যা আমরা জানি না? তুমি কি আসলেই কিছু লুকাচ্ছ আমাদের কাছ থেকে? গত রাতেও অস্বীকার করেছ, এখনও কিছু বলতে চাচ্ছ না। ঠিক আছে, তুমি বলতে না-চাইলে তোমার মনের কথা জানার ক্ষমতা নেই আমাদের কারও। ...ওই শোনো, ওরা ডাকছে। আর দেরি না-করে চলে যাও, অ্যালান। চলো মেরি, ওদেরকে বিদায় জানিয়ে আসি।'

বিষণ্ন মনে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তিনজন হাজির হলাম বোয়াদের কাছে। ডিনগানের গ্রামে যারা যাবে তারা সবাই প্রস্তুত, যার যার ঘোড়ায় চড়ে বসেছে। পিটার রেটিফ এতক্ষণ কিছু বলছিলেন তাঁর দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে, শেষের কথাগুলো আমার কানে এল, 'বন্ধুরা, এই অভিযান আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, আশা করি ঠিকমতোই ফিরতে পারবো আমরা, সময়ও বেশি লাগবে না। তারপরও বলছি, এই দেশের বেশিরভাগ মানুষ অসভ্য আর বর্বর। আপনারা যারা যাচ্ছেন না আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রতি অনুরোধ, সবাই একসঙ্গে থাকবেন। যদি কোনো হামলা হয় এই ক্যাম্পে, চেষ্টা করবেন একসঙ্গে প্রতিহত করতে। একটা কথা মনে রাখবেন, আফ্রিকার সব আদিবাসীই খারাপ না। আবার যারা খারাপ তাদের বেশিরভাগই ছিঁচকে চোর, খুনি ডাকাত না। ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন, আপনাদের মঙ্গল করুন।' গলা উঁচু করলেন তিনি, 'চলুন, রওনা হই!'

www.BanglaBook.org

বোয়াদের কেউ কেউ তখন চুমু খেল তাদের স্ত্রীদের, কেউ আবার ছেলেমেয়েকে। কেউ আবার একজন আরেকজনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আমিও চুমু খেলাম মেরিকে। ঘোড়ায় ওঠার সময় আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম যে-কাজ আমার জন্য ডালভাত তা করতে রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হচ্ছে! ক্যাম্প ছেড়ে বের হওয়ার সময় টের পেলাম ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি, অশ্রুতে ভরে গেছে দু'চোখ। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম ক্যাম্পের দিকে।

ইতোমধ্যেই বেশ দূরে চলে এসেছি। এখান থেকে ক্যাম্পটার দিকে তাকালে ছায়াঘেরা, শান্তিতে ভরা মনে হয় জায়গাটাকে। অনেক পিছনে, দিগন্তের পটভূমিতে আবার দানা বাঁধছে কালো মেঘ। সকালের সেই ঝড়টা ফিরে আসছে বোধহয়। আকাশ থেকে সোনালী রশ্মির মতো নেমে এসে ওয়্যাগনগুলোর ছাদে ঝিলমিল করছে তেজী রোদ। যার যার কাজে এদিকে-সেদিকে হাঁটাহাঁটি করছে ক্যাম্পের বাসিন্দারা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কানামাছি খেলছে।

কে ভাবতে পেরেছিল, আমরা চলে যাওয়ার পর শান্ত এই জায়গা পরিণত হবে নরকে? কে ভাবতে পেরেছিল সবুজ ঘাসে ভরা এই মাঠের জায়গায় জায়গায় ভরে যাবে বোয়াদের রক্তের দাগ? ওয়্যাগনগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যাবে অ্যাসেগাইয়ের আঘাতে? ক্যাম্পের বেশিরভাগ নারী আর শিশু ছিন্নভিন্ন লাশ হয়ে পড়ে থাকবে যত্রতত্র?

আফসোস! বোয়ারা বরাবরই নেতার প্রতি আস্থাহীন। তাদের ধারণা, তারা যখন যা ভাবে সেটাই ঠিক। তাই কম্যাণ্ড্যান্ট পিটার রেটিফ একসঙ্গে থাকতে বলে যাওয়ার পরও একসঙ্গে থাকেনি ওরা। কেউ গিয়েছিল এখানে, কেউ সেখানে। কেউ মত্ত ছিল

www.BanglaBook.org

শিকারে, আবার কেউ খোশগল্পে। কারও খেয়ালই ছিল না, অরক্ষিত অবস্থায় আছে তাদের পরিবার। নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাতে তাই কোনো অসুবিধাই হয়নি ওৎ পেতে থাকা যুলুদের।

ফিরে আসি কাহিনিতে। অন্যমনস্ক হয়ে ঘোড়া চালাচ্ছি, তাই কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি বাকিদের থেকে। এমন সময় কে যেন ঘোড়া দাবড়ে চলে এল আমার পাশে। তাকিয়ে দেখি হেনরি ম্যারাইস।

'তারপর অ্যালান,' মানুষ যদি সাপের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় তা হলে যে ঢঙে কথা বলবে সেভাবে বলতে লাগলেন তিনি, 'শেষপর্যন্ত আমার মেয়েজামাই হয়েই গেলে? তোমার খায়েশ মিটেছে? যা কল্পনাও করতে পারিনি তা-ই দেখতে হলো চোখের সামনে। আমার মেয়েকে বিয়ে করল এক ইংরেজ! তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না বিয়ে করেছ। তোমাকে দেখে মনে হয় বিয়ের নাটক করেছ। কারণ কখনও শুনেছ নববিবাহিতা স্ত্রীকে এভাবে ফেলে ছুট লাগায় স্বামী? তোমার কপালে স্ত্রীসঙ্গ নেই অ্যালান, তুমি চির-যাযাবর। খামোকা আমার মেয়ের কপালটা পোড়ালে। তবে একটা কথা কী জানো? ঈশ্বর কাউকে অনাকাঙ্ক্ষিত মেয়েজামাই দিলে তাকে আবার ফিরিয়েও নিতে পারেন।' এটুকু বলে থামলেন, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন ফ্রেঞ্চে, 'কুই ভিভরা ভেরা (বেঁচে থাকলে দেখা যাবে)! কুই ভিভরা ভেরা!' বন্দুকের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারলেন ঘোড়ার পাছায়। আমি কিছু বলার আগেই দূরে চলে গেলেন।

হেনরি ম্যারাইসের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় ছেয়ে গেল আমার মন। এত ঘৃণা বোধহয় হার্নান পেরেইরাকেও করি না। ইচ্ছা হলো ঘোড়া দাবড়ে গিয়ে হাজির হই রেটিফের কাছে, নালিশ দিই ম্যারাইসের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিবৃত্ত হলাম। সবাই জানে

www.BanglaBook.org

ম্যারাইস আধপাগল। এবং যত দিন যাচ্ছে তাঁর পাগলামি তত বাড়ছে, নিজের উপর তত নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন তিনি। আজকাল কী করেন না-করেন তার ঠিক নেই। তা ছাড়া রেটিফকে কিছু বললেন তিনি হয়তো ম্যারাইসকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন ক্যাম্পে। হাতের কাছে মেরিকে একা পেয়ে ওর উপর আবার "কথার নির্যাতন" শুরু করতে পারেন ম্যারাইস। তারচেয়ে ভালো, পাগলা বুড়ো এখানেই থাকুক।

আমার পিছনেই আছে হ্যান্স। একটু আগে যে-কাণ্ডটা করলেন ম্যারাইস তা দেখেছে সে, তাঁর সব কথাও শুনতে পেয়েছে। ম্যারাইস কেন এ-রকম ক্ষ্যাপাটে আচরণ করছেন ভালোমতোই জানা আছে ওর। ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে আমার পাশে চলে এল সে, নিচু কণ্ঠে বলল, 'বাস, আমার মনে হয় বুড়োর মাথাটা পুরোপুরি গেছে। খাচ্চোরটা আমাদের সঙ্গে থাকলে বিপদ আরও বাড়বে। ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কারও কোনো ক্ষতি করার পণ করেছে। আপনি রাগ না-করলে একটা বুদ্ধি দিই, বাস?'

জবাব না-দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম হ্যান্সের দিকে।

সে বলে চলল, 'সবাই জানে আমরা কালোমানুষরা ঠিকমতো বন্দুক চালাতে পারি না। ধরুন আমার হাতের বন্দুকটা হঠাৎ ফস্কে গেল, থাবা দিয়ে ধরতে গিয়ে ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বের হয়ে গেল, আর সেই গুলি গিয়ে ফুটো করে দিল পাগলা বুড়োর পিঠ তা হলে কেমন হয় বলুন তো? আমার মনে হয় ভালোই হয়। হিয়ার ম্যারাইস কারও কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। আপনি, মিসি মেরি, আমরা সবাই বেঁচে যাবো। তা ছাড়া আপনাকে, এমনকী আমাকেও দোষ দিতে পারবে না কেউ। কারণ দুর্ঘটনার উপর কারও কোনো হাত আছে, বলুন? গুলি যদি বন্দুক থেকে

www.BanglaBook.org

বের হয়ে যেতে চায় তা হলে কি আমি জোর করে হাত দিয়ে চেপে রাখবো?'

'দূর হ চোখের সামনে থেকে!' হুঙ্কার ছাড়লাম।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আরেকদিকে চলে গেল হ্যান্স।

এই কাহিনি লেখার সময়, বুক চিরে বের হয়ে আসতে-চাওয়া দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে ভাবছি, যদি সত্যিই সে-রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটত!

আঠারো

তেমন কোনো ঘটনা ছাড়াই উমগুন্ধগান্ধলোভুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা। আর অর্ধেক দিনের পথ চললে হাজির হয়ে যাবো বিশাল ওই গ্রামে, এমন সময় সিকোনয়েলার কবল থেকে উদ্ধার করে-আনা গরুর পালটাকে পাশ কাটালাম। গরুর পাল নিয়ে যুলুরা কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে, তাই পৌঁছতে এত সময় লাগছে ওদের। জায়গায় জায়গায় থেমেছে ওরা। নিজেরা বিশ্রাম করেছে, গরুগুলোকে বিশ্রাম দিয়েছে।

মূলত দুটো কারণে ভয় পাচ্ছে যুলু ক্যাপ্টেনরা। সিকোনয়েলা পরিচর্যা করেনি বলে শুকিয়ে গেছে বেশিরভাগ গরু, ওগুলোকে ঠিকমতো খাইয়ে মোটাতাজা না করে ডিনগানের সামনে হাজির করলে খবর আছে ওদের। দ্বিতীয়ত, আমরা সাদাচামড়ার মানুষরাই যেহেতু প্রকৃতপক্ষে উদ্ধার করেছি গরুগুলো সেহেতু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা চাচ্ছে আমরাই সেগুলো নিয়ে উপস্থিত হই ডিনগানের সামনে।

অগত্যা পাঁচ-ছ' হাজার গরুর বিশাল এক পাল তাড়া করতে করতে ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখে দুপুরের দিকে উমগুনগান্ধলোভুতে হাজির হলাম আমরা। গ্রামের বিশাল সদর-দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে খোঁয়াড়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো গরুগুলোকে। ঘোড়া থেকে নামলাম আমরা। সদর-দরজার কাছের যে-দুধগাছ দুটোর সামনে বিদায় জানিয়েছিলাম ডিনগানকে সেখানে অস্থায়ী ক্যাম্প করলাম। তারপর সঙ্গে-করে-আনা খাবার দিয়ে লাঞ্চ সারলাম।

খাওয়ার পর শুয়েবসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় কয়েকজন যুলু দূত সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো থমাস হ্যালস্টেড। বলল, 'মহান রাজা ডিনগান দেখা করতে চান আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু সঙ্গে করে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারবেন না। এখানে রেখে যেতে হবে।'

'কেন?' জানতে চাইল কেউ একজন।

'এখানে নিয়ম আছে, ভিনদেশী কেউ যদি দেখা করতে চায় রাজার সঙ্গে তা হলে রাজার নিরাপত্তা আর সম্মানের খাতিরে ওই লোকটাকে নিরস্ত্র অবস্থায় যেতে হবে।'

আপত্তি জানিয়ে রেটিফ বললেন, 'এই ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু রাজা ডিনগানের না, আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত। কাজেই আমাদের পক্ষে নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া সম্ভব না।'

কথোপকথনের ধরন বুঝে নিয়ে তখন প্রশ্ন করল এক যুলু দূত, 'তারমানে কি আমরা ধরে নেবো রাজাকে সন্দেহ করছেন আপনারা?'

আমার দিকে ইঙ্গিত করে আরেক যুলু বলল, 'তিনি তো এর আগেও এসেছিলেন এখানে। বিশ্বাস না-হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখুন আমাদের রাজার সামনে কীভাবে যেতে হয়।'

আমি বললাম, 'আগে এসেছিলাম সত্য, কিন্তু মাঝখানে লম্বা সময় পার হয়েছে। অনেককিছু ঘটেছে। কাজেই আমি কী জানি আর কী জানি না তা বড় কোনো ব্যাপার না।'

নীরবতা। চুপ করে আছে যুলুরা। কিছুক্ষণ পর শলা করে একজনকে কোথায় যেন পাঠাল ওরা। লোকটা কোথায় গেছে বুঝতে পারছি না, কাকে ডেকে আনবে তা-ও জানি না। এদিকে হ্যালস্টেডকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবো সে-উপায়ও নেই। আমার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল কাকে ডেকে আনতে গিয়েছিল ওই যুলু।

হার্নান পেরেইরা।

কয়েকজন যুলুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই গ্রামের রাজা সে-ই, ডিনগান না। খেয়ে খেয়ে আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। চেহারানকশাও সুন্দর হয়েছে। রেটিফকে দেখে অভিবাদন জানানোর কায়দায় মাথার হ্যাট খুলে উপরে তুলে ধরল। তাঁর সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেক করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু বাড়ানো হাতটা ধরলেন না রেটিফ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পেরেইরার দিকে।

খেয়াল করলাম, অপমানে লাল হয়ে গেছে শয়তানটার চকচকে চেহারা।

শীতল গলায় বললেন রেটিফ, 'তুমি তা হলে এখনও এখানে আছো, মাইনহেয়া পেরেইরা! তোমার সঙ্গে যেহেতু পিরিত নেই আমার সেহেতু রসের কথা না-বলে সরাসরি কাজের কথা বলি। এসবের মানে কী? অস্ত্রশস্ত্র যা আছে আমাদের সঙ্গে সব রেখে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে—কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মহান রাজা আমাকে আদেশ দিয়েছেন...'

'মহান রাজা! আদেশ দিয়েছেন!' পেরেইরার মুখের কথা কেড়ে নিলেন রেটিফ। 'বাহ্! এই ক'দিনে এই কালোমানুষদের মতো তুমিও দেখছি ওই মহান ভূতের একান্ত ভৃত্যে পরিণত হয়েছ। ঠিক আছে, বলো শুনি কী আদেশ দিয়েছে সে তোমাকে।'

'বলেছেন তাঁর খাস এলাকায় অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে পারবে না কেউ।'

'তা হলে মাইনহেয়া, দয়া করে তোমার রাজাকে গিয়ে বলো, তাঁর খাস এলাকায় ন্যাংটো হয়ে ঢুকতে আসিনি। সিকোনয়েলার কাছ থেকে গরু উদ্ধার করতে বলেছিলেন তিনি। করেছি আমরা। সেগুলো তাঁকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নিয়েও এসেছি। এবং সঙ্গে অস্ত্র নিয়েই কাজটা করতে চাই আমি।'

পেরেইরার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন রেটিফ তখন চুপিসারে কেটে পড়েছিল কয়েকজন যুলু, হঠাৎ দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল একজন, খোঁয়াড়ের একপাশে বড় যে-'নাচের জায়গা'টা আছে সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন ডিনগান। সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারবো আমরা।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম ওই 'নাচের জায়গায়'। জায়গাটা আসলেই বড়। ব্যাপ্তি কয়েক একর। হাজার হাজার যুলু গোল করে ঘিরে রেখেছে। সবার মাথায় পালকের টুপি। কারও কাছে বল্লম বা এ-জাতীয় কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে সৈন্যদলের মতো সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, যেন অপেক্ষা করছে কোনোকিছুর জন্য।

'দেখুন,' হাঁটতে হাঁটতে রেটিফকে বলল পেরেইরা, 'ওদের কারও কাছে বল্লম নেই। সবাই নিরস্ত্র।'

'বল্লম নেই, কিন্তু লাঠি আছে,' জবাব দিলেন রেটিফ।

www.BanglaBook.org

'সংখ্যায় আমাদের চেয়ে একশ' গুণ বেশি হবে ওরা। কাজেই বল্লম থাকা না-থাকা সমান কথা।'

আমাদের সামনে দিয়ে ডিনগানের গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ঢোকানো হচ্ছে খোঁয়াড়ে। গতি বেড়েছে এবার, তাই যথাস্থানে ঢুকতে বেশি সময় লাগল না জন্তুগুলোর। বিশাল জায়গাটা ফাঁকা হওয়ার পর সামনে বাড়লাম আমরা। কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল রাজা ডিনগানকে। পুঁতির কাজ-করা ঢিলা একটা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ালাম আমরা তাঁর সামনে। খেয়াল করলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদেরকে দেখছেন তিনি। আমাকে দেখে একটা লোক পাঠালেন আমার কাছে। লোকটা আমার কাছে এসে বলল রাজা নাকি চান তাঁর হয়ে দোভাষীর ভূমিকা পালন করি আমি।

রেটিফ, থমাস হ্যালস্টেড এবং আরও দু'-একজন বোয়াকে নিয়ে আগে বাড়লাম।

'সাকুবোনা (গুড-ডে), মাকুমাজন,' ডিনগানের কণ্ঠ তেমন একটা আন্তরিক না, 'তুমি আসায় খুশি হয়েছি। জানি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে না। তুমি জর্জের সন্তান, তাঁকে পছন্দ করি আমি। থো-মাআসও জর্জের সন্তান, কিন্তু ওকে বিশ্বাস করি না।'

তাঁর কথাগুলো অনুবাদ করে শোনালাম রেটিফকে।

ঘোঁতঘোঁত জাতীয় শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন রেটিফ: 'তোমরা ইংরেজরা দেখি আমাদের, মানে বোয়াদের চেয়ে এমনকী এখানেও এককদম এগিয়ে আছো।' আরও এগিয়ে গেলেন তিনি, হ্যান্ডশেক করলেন রাজার সঙ্গে।

রেটিফকে বললেন ডিনগান, 'আমার গরুগুলো উদ্ধার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সিকোনয়েলা কোথায়? চোরটাকে আমি খুন করতে চাই।'

www.BanglaBook.org

সে তার নিজের দেশেই আছে,' জবাব দিলেন রেটিফ।

(পাঠকদের সুবিধার্থে আমার দোভাষীর ভূমিকাটা বাদ দিয়ে মূল কথোপকথন উল্লেখ করছি।)

ক্রুদ্ধ হলেন অথবা ক্রুদ্ধ হওয়ার ভান করলেন ডিনগান। বললেন, 'শুনেছি ষাটটা ঘোড়াও নাকি উদ্ধার করেছেন আপনারা। সেগুলোও ফিরিয়ে দেয়ার কথা আমার কাছে। কিন্তু একটা ঘোড়াও তো দেখতে পাচ্ছি না?'

জবাব দেয়ার আগে ধূসর চুলে কিছুক্ষণ আঙুল চালালেন রেটিফ। তারপর বললেন, 'রাজা কি আমাকে বাচ্চা মনে করেন? যে-ঘোড়াগুলো আপনার না সেগুলো দাবি করছেন কেন? ঘোড়াগুলো বোয়াদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছিল। কাজেই সেগুলো উদ্ধার করার পর বোয়াদের কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

দেখে মনে হচ্ছে রেটিফের জবাবে সন্তুষ্ট হননি ডিনগান। ভ্রূকুটি করে রেটিফের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। চোখে সাপের মতো শীতল-দৃষ্টি।

'আসুন কাজের কথায় যাই আমরা,' প্রস্তাব দিলেন রেটিফ। 'আমাদের চুক্তিটা নিয়ে আলোচনা করি।'

'এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?' হাত নাড়লেন ডিনগান, যেন মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিলেন রেটিফের প্রস্তাবটা। 'মাত্র এসেছেন আপনারা। বিশ্রাম নিন, থাকুন এখানে কিছুদিন। পরে না-হয় সময় করে বসা যাবে। এবার নাচুন, আমার আবার আপনাদের নাচ দেখার খুব শখ।'

'কী দেখার শখ?' হাঁ হয়ে গেছেন রেটিফ।

হাসলেন ডিনগান। 'আমরা কালোমানুষরা কোনো উপলক্ষ পেলেই নাচি। কেন, দেখছেন না নাচের জন্য কত বড় জায়গা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে রেখেছি আমার লোকদেরকে? কথা না-বাড়িয়ে নাচুন। আমি কখনও সাদামানুষদের নাচ দেখিনি।'

নিজেদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল বোয়ারা। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে নলটা আকাশের দিকে তুলে একদল ছুটে যাচ্ছে আরেকদলের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। কাছাকাছি হওয়ামাত্র একযোগে টান দিচ্ছে ট্রিগারে। তখন বিকট শব্দে বের হচ্ছে বুলেট।

কয়েকবার এ-রকম করার পর থামল ওরা, শেষ হলো ওদের "নাচ"।

রাজা ডিনগান বলে উঠলেন, 'থামলেন কেন? চালিয়ে যান। ভালোই তো লাগছিল। এ-রকম আরও একশ'বার গুলি করুন সবাই।'

'সম্ভব না,' সোজা মানা করে দিলেন রেটিফ। 'অনেক হয়েছে, আর এক আউন্স বারুদও নষ্ট করতে রাজি না আমি।'

'উমগুনগান্ধলোভুর মতো এত শান্তির একটা দেশে এত বারুদ দিয়ে কী করতে চান আপনি আসলে?' ডিনগানের শীতল কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ।

'মূলত দুটো কাজ,' জবাবে বললেন রেটিফ, 'এক, শিকার করে খাওয়া। দুই, খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি হামলা করে তা হলে নিজেদেরকে রক্ষা করা।'

'সেক্ষেত্রে আমি, মহান রাজা ডিনগান ঘোষণা করছি, এই দেশে বন্দুকের কোনো দরকারই নেই আপনাদের। আপনাদেরকে খাবার দেবো আমি। আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর। আমি থাকতে যুলুল্যাণ্ডে এমন কে আছে যে আপনাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর মতো সাহস রাখে?'

'শুনে ভালো লাগল,' গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে মোটেও ভালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগেনি রেটিফের। 'এত দূর থেকে এসেছি আমরা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আসলে। বিশ্রাম নেয়া দরকার। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই।'

অনুমতি দিলেন ডিনগান।

তাঁকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম আমরা।

ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেছি প্রায়, এমন সময় হন হন করে হেঁটে এসে আমাকে পাশ কাটিয়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল বিশালদেহী কাম্বুলা। বলল, 'রাজা আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চান।'

'কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফের অনুমতি ছাড়া রাজার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি না আমি,' বিনীতভাবে জবাব দিলাম।

কাম্বুলা বলল, 'আপনাকে অনুরোধ করছি আমার সঙ্গে চলুন, মাকুমাজন। তা না হলে জোর খাটাতে বাধ্য হবো।'

হ্যান্সের দিকে তাকালাম। 'যাও, হিয়ার রেটিফের কাছে গিয়ে বলো কী বিপদে পড়েছি।' খেয়াল করলাম, কাম্বুলা ইশারা করামাত্র বেশ কয়েকজন যুলু ঘেরাও করে ফেলেছে আমাকে।

হ্যান্সের কথা শুনে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন রেটিফ। তবে তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন বোয়া। জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, 'কী ব্যাপার?'

তাঁকে জানালাম ব্যাপার কী।

'তারমানে এই লোকটা বলছে তুমি যদি না-যাও অথবা আমি যদি যেতে না-দিই তা হলে তোমাকে গ্রেপ্তার করবে সে?' জানতে চাইলেন রেটিফ।

প্রশ্নটা যুলু ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম কাম্বুলাকে।

জবাব দিল সে, 'হ্যাঁ, গ্রেপ্তার করবো। বাধ্য হবো কাজটা করতে। রাজা বলেছেন তিনি মাকুমাজনের সঙ্গে একা কথা বলতে

www.BanglaBook.org

চান। কাজেই তাঁর সামনে মাকুমাজনকে একা হাজির করা আমার কর্তব্য। তিনি স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে ভালো। যেতে না-চাইলে ধরে নিয়ে যাবো। বাধা দিলে হত্যা করে লাশ নিয়ে যাবো।'

'ঈশ্বর!' আমার মুখ থেকে কাম্বুলার কথার অনুবাদ শোনার পর বলে উঠলেন রেটিফ। 'সাংঘাতিক তো!' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি বাকি বোয়াদের দিকে। লোকগুলো এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ক্যাম্পে। আগে ছিল না, এবার দেখি কয়েকশ' সশস্ত্র যুলু সৈন্য অবস্থান নিয়েছে আমাদের ক্যাম্পের কাছে।

কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন রেটিফ। আমাকে বললেন, 'একা যেতে ভয় না-লাগলে, আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত, অ্যালান। আমার সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে কথা বলার আগে ডিনগান সম্ভবত তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চাচ্ছে।'

'আমার ভয় লাগছে না,' বললাম তাঁকে। 'আর ভয় লাগলেই বা কী? আমরা কি জেনেশুনে বাঘের গুহায় ঢুকিনি?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে রেটিফ বললেন, 'এই লোকটাকে জিজ্ঞেস করো তো রাজার পক্ষ থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে কি না।'

আমার মুখ থেকে প্রশ্নটা শোনার পর কাম্বুলা জবাব দিল, 'রাজা যা বলেননি তা আমি কীভাবে বলবো?'

রেটিফের চেহারা কালো হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যাও অ্যালান। তোমার উপায় নেই। প্রার্থনা করি তোমাকে যেন নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন ঈশ্বর। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি, আমার কাছ থেকে তোমাকে আলাদা করে ফেলছেন ডিনগান। খুব বড় ভুল হয়ে গেছে আমার, অ্যালান। তোমাকে তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে এভাবে নিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। তোমাকে রেখে এলেই বরং ভালো হতো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্সের কাছে আমার রাইফেলটা দিয়ে হাঁটা ধরলাম কাম্বুলার সঙ্গে। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হবে না আমাকে। চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন রেটিফ, পিছন পিছন হ্যান্স।

দশ মিনিট পর গিয়ে দাঁড়ালাম ডিনগানের সামনে।

আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন যুলুদের রাজা। এটা তাঁর অভিনয় কি না বুঝতে পারছি না।

কুশলাদি জানতে চাওয়ার পর আসল কথায় চলে গেলেন তিনি, 'আচ্ছা মাকুমাজন, একটা কথা বলো তো। এই বোয়ারাই তো তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তা-ই না? তাঁর রাজ্য ছেড়ে এরাই তো পালাচ্ছে?'

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, 'হ্যাঁ। তবে পালাচ্ছে বলাটা ঠিক হবে না। আসলে যে-দেশে ছিল ওরা সে-দেশটা এতগুলো মানুষের থাকার জন্য ছোট হয়ে গিয়েছিল। তাই নতুন দেশের খোঁজে বের হয়েছে। আর বিদ্রোহ বলতে যা বোঝাচ্ছেন আপনি সে-রকম কিছু করেনি আসলে। করলে এতদিনে রাজা নিশ্চয়ই ওদেরকে ধরার জন্য সৈন্য পাঠাতেন, তা-ই না?'

ডিনগানের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি। আমার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার পরও এ-রকম প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন তিনি। আজও জানতে চাচ্ছেন, কারণ তিনি দেখতে চান একই প্রশ্নের জবাবে দু'রকম জবাব দিই কি না আমি। তিনি আসলে পরখ করছেন আমি আসলেই সত্যবাদী নাকি মিথ্যুক।

উত্তরটা শোনার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'মাকুমাজন, তারার মতো চোখওয়ালা ওই লম্বা সাদা মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ?'

www.BanglaBook.org

আমার গলা শুকিয়ে গেল। বোকার অভিনয় করে বললাম, 'না তো! কেন?'

'কেন মানে? আমাকে উপহার দেয়ার জন্য : মনে নেই আগেরবার মেয়েটাকে চেয়েছিলাম তোমার কাছে কিন্তু আমার মুখের উপর মানা করে দিয়েছিলে? চাইলেই কজা করতে পারতাম মেয়েটাকে, কজা করতে ইচ্ছাও করছিল, শুধু ভদ্রতার খাতিরে পারিনি। কথা দিয়েছিলাম তুমি বাজি জিতলে সবাইকে চলে যেতে দেবো। সে-কারণে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ভাবতে খারাপ লাগে, ওই মেয়েটার জন্য বোয়াদেরকে ভাই বানিয়েছ তুমি। অথচ এই লোকগুলো কিন্তু তোমার রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'না, মহান রাজা। ওই মেয়েটার জন্য কাউকে ভাই বানাইনি আমি। আর সবচেয়ে বড় কথা, সে এখন আমার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন ডিনগান। 'কালো দেবতার কসম, আমি যে-মেয়েকে চেয়েছি তুমি তাকে বিয়ে করেছ? আমার কাছ থেকে আমার শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেছ? বলো, এত বড় অপরাধের পরও কোন্ কারণে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো?'

শান্ত ভঙ্গিতে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ডিনগানের দিকে। রাগ হচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছি এই স্বেচ্ছাচারী রাজার সামনে মাথা গরম করলে ক্ষতি হবে আমার। শীতল গলায় বললাম, 'মহান ডিনগান, আমাদের কম্যাণ্ডান্ট রেটিফের কথা দিয়েই আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আপনি কি আমাকে বাচ্চা মনে করেন? আপনি কি মনে করেন, ওই মেয়েটা আমার স্ত্রী না বরং আমার হাতের মোয়া? আপনি চাওয়ামাত্র দিয়ে দেবো আপনাকে? আপনার এত স্ত্রী থাকার পরও আরেকজনের স্ত্রীকে দখল করতে চাওয়া কি ঠিক? সবচেয়ে বড় কথা, আমাকে খুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারেন না কারণ ক্যাপ্টেন কাম্বুলা বলেছেন আপনি আমার কোনো ক্ষতি করবেন না.' শেষের কথাটা বানিয়ে বলতে খারাপ লাগল না।

ডিনগানকে দেখে মনে হচ্ছে আমার জবাব শুনে ধাক্কা খেয়েছেন। আফ্রিকার কালোমানুষরা যেমন হঠাৎ করেই রাগে তেমন হঠাৎ করেই তাদের রাগ পড়ে যায়। হঠাৎই রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে ওরা, পরমুহূর্তেই দেখা যায় দাঁত বের করে হাসছে। ডিনগানও সে-রকম হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি খুব চালাক, মাকুমাজন। খুবই চালাক। ওই সাদা মেয়েটাকে কেন বিয়ে করতে চাই জানতে চাইলে না? শোনো তা হলে। সাদা মেয়েটা, সাদা বলেই বিয়ে করতে চাই। ওকে বিয়ে করলে আমার অন্য বউরা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরবে। আমি সেটাই চাই। হয়তো দেখা যাবে ওকে বিয়ে করার একমাসের মধ্যেই বাকিরা মিলে ওকে বিষ খাওয়াবে, অথবা হয়তো কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলবে। তারপর আমার কাছে এসে বলবে, আত্মহত্যা করেছে অভিমানী মেয়েটা। আমি সেটাই চাই। আরেকটা কথা। তোমার ক্ষতি করবো না এ-রকম কিছু কিন্তু বলিনি কাম্বুলাকে। সে নিজে থেকে কথাটা বলতে গেল কেন বুঝতে পারছি না। যা-হোক, বলেছে যখন, ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে। তবে একটা কথা শুনে রাখো, মাকুমাজন। তুমি আসলে দ্রুতগতির চালাক একটা টিকটিকি। কিন্তু যতই দ্রুতগতির হও না কেন, বার বার পালাতে পারবে না আমার কাছ থেকে। পাথরের ভিতর থেকে তোমাকে টেনে বের করে তোমার লেজটা ঠিকই টেনে ছিঁড়বো একদিন-না-একদিন। আমি বলেছি ওই সাদা মেয়েটাকে আমার চাই, কাজেই ধরে রাখো সে তোমার স্ত্রী হোক বা না-হোক ওকে দখল করবোই। সে কোথায় থাকে ভালোমতো জানা আছে আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার গুপ্তচরেরা সব খবর দিয়েছে আমাকে। দরকার হলে সবাইকে মেরেকেটে লাশ বানিয়ে শুধু ওকে জ্যান্ত ধরে আনার হুকুম দেবো। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হবে তোমার, মাকুমাজন।'

'কোথায়?' আমার গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো।

'আমার হেরেমে।'

অলক্ষুণে কথাগুলো শুনে রীতিমতো ঘেমে গেছি আমি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে কপালে, ভ্রূর পাশে। ঠাণ্ডা স্রোত নামতে শুরু করেছে মেরুদণ্ড বেয়ে। বললাম, 'হয়তো আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে আমার, আবার না-ও হতে পারে। একটা কথা বলি আপনাকে, মহান ডিনগান। পৃথিবীটা খুব অদ্ভুত জায়গা। এখানে আপনি নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো কথা বলতে পারবেন না, নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবেন না। এখানে আপনি যা ভাববেন, বেশিরভাগ সময় তার উল্টোটা ঘটবে। ক্লোমা আমাবুটুতে পাঁচ গুলিতে তিনটা শকুন মেরেছি আমি। আপনি কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন কাজটা করতে পারবো না। একইভাবে আপনি ধরে নিয়েছেন আমার স্ত্রী আপনার হেরেমের বন্দিনী হয়ে গেছে। আমার কিন্তু মনে হয় না সে-রকম হবে।'

'আউ! টিকটিকি বলে কী? সাবধান, বেশি টিকটিক করতে গিয়ে না আবার জবান বন্ধ হয়ে যায়। আমার এখানে একটা বোয়া থাকে, জানো নিশ্চয়ই। ওকে কী নামে ডাকে সবাই জানো? দু'মুখো। কারণ সে একবার বোয়াদের সঙ্গে আছে, পরেরবার বলে যুলুদের সঙ্গে আছে। যা-হোক, দু'মুখোটা কিন্তু দু'চোখে দেখতে পারে না তোমাকে। আমার কানের কাছে এসে প্রতিদিনই ঘ্যানঘ্যান করে তোমাকে যাতে পরপারে পাঠাই। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তচরেরা খবর দিল বোয়াদের সঙ্গে তুমিও আসছ উমগুনগান্ধলোভুতে। খবরটা বাকিদের মতো দু'মুখোও জানতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়ে গেল আমার কাছে। বলল তোমাকে যদি শকুনের খাবার না-বানাই তা হলে নাকি বোয়াদেরকে সতর্ক করে দেবে, এখানে আসতে দেবে না। কাজেই ওকে শান্ত করার জন্য কথা দিতে হলো আমাকে।'

'কী কথা দিয়েছেন? আমাকে শকুনের খাবার বানাবেন?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, দু'মুখোটা আমার মৃত্যু চায় কেন বলতে পারেন?'

'আউ!' হাসলেন ডিনগান। 'তুমি এত চালাক, তারপরও এত সহজ ব্যাপার বুঝতে পারছ না? যে-কোনো মূল্যে ওই সাদা মেয়েটাকে চায় দু'মুখো। আমি কী ভেবেছি জানো? সে যদি আমার হয়ে কিছু কাজ করে দেয় তা হলে খুশি হয়ে ওই মেয়েটাকে তুলে দেবো ওর হাতে। আবার,' বাকিটা বলার আগে হো হো করে কিছুক্ষণ হাসলেন ডিনগান, 'দু'মুখোকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার পর ওকে ঠকিয়ে মেয়েটাকে রেখে দিতে পারি আমার হেরেমে। চোরের উপর বাটপারি আর কী!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'কে চোর আর কে বাটপার জানি না। নিজের ব্যাপারে বলতে পারি, আমি সৎ। এবং যারা সৎ সবসময় তাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করি।'

'হ্যাঁ, মাকুমাজন, তুমি সৎ লোক। এজন্যই তোমাকে আমার পছন্দ। এজন্যই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা হয়। বন্ধুত্ব করেও ফেলতাম, এই আমাবুনারা আর ওই সাদা মেয়েটা তোমার আর আমার মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে পছন্দ করি না আমি। কেউই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে না। নিজের রাজত্ব ঠিক রাখার জন্য অনেক কূটচাল চালতে হয় আমাকে। জিতলে জিতি, হারলে হারি। কিন্তু যা করি দিনের আলোতে করি. রাতের আঁধারে চুপিসারে ঝাঁপিয়ে পড়ি না শিকারের উপর, এবং কখনও কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করি না। এবার একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো মাকুমাজন। অন্যদের যা-ই হোক না কেন, তুমি চোখের সামনে যা-ই ঘটতে দেখো না কেন, আমি ডিনগান যতদিন বেঁচে আছি, কথা দিলাম উমগুনগান্ধলোভুতে তোমার গায়ে কেউ ফুলের টোকাও দিতে পারবে না। ওই সাদা মেয়েটাকে আমি পাই বা না-পাই, সেটা আমার ব্যাপার, তোমার কিছু হবে না,' কানের লতিতে পরা বড় রিংটা স্পর্শ করলেন ডিনগান।

'অন্যরা বাঁচুক বা মরুক, আমি বেঁচে থাকবো—কারণটা জানতে পারি?'

'জানতে চাইলে খিকালির সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমাকে। শুনেছি আমার বাবা সেনযাংগানজাকোনারও আগের সময় থেকে এখানে আছে সে। লোকটা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে, একবার এক অল্পবয়সী ইংরেজ যাদুকর আসবে যুলুল্যাণ্ডে। ওর কোনো ক্ষতি করা যাবে না। সেই ইংরেজ যাদুকরের যা যা বর্ণনা দিয়েছে খিকালি তার প্রায় সবই মিলে গেছে তোমার সঙ্গে। দ্বিতীয় কথা, তোমাকে পছন্দ করি আমি। তুমি ওই চ্যাপ্টামুখো বোকা আমাবুনাদের মতো না। তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধি অন্যের উপকারের জন্য খরচ করো তুমি। আমি দেখেছি সমস্যায় পড়লে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় তা নিয়ে তুমি ভাবনাচিন্তা করো। তা ছাড়া আমাকে বাজিতে হারিয়ে দিয়েছ, এটাও একটা কারণ। কাজেই আজকের পর যা দেখবে আর যা শুনবে, শুধু চুপ করে দেখে যেয়ো আর শুনে যেয়ো। নিরাপদে থাকবে তুমি, সময়

www.BanglaBook.org

হলে নিরাপদেই চলে যেতে পারবে এই দেশ থেকে। আর যদি ইচ্ছা করো আমার দোভাষী হিসেবে আজীবন থেকে যেতে পারো। দু'মুখো বা থো-মাআসের বদলে তোমার মতো বিচক্ষণ লোক পাশে থাকলে আমার অনেক দিক দিয়ে উপকার হবে।'

কিছু বললাম না। যা আশঙ্কা করেছিলাম তা ঘটতে চলেছে তা হলে!

'যাও, তোমার কম্যাণ্ড্যান্টের কাছে ফিরে যাও,' বলে চললেন ডিনগান। 'গিয়ে বলো তার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আরও বোলো, ওকে আবার দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। আগামীকাল বা পরশু ওর সম্মানে আমার লোকেরা নাচবে। তারপর তার সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে কথা বলবো,' কথা শেষ করে আমাকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর সেই টুল ছেড়ে, এবং আশ্চর্য দ্রুততায় দৌড়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেলেন নিজের কুঁড়েঘরের ভিতরে।

ডিনগানের "গোলকধাঁধার" দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল কাম্বুলা। আমাকে নিয়ে বোয়াদের ক্যাম্পের উদ্দেশে রওয়ানা দিল সে। পথে দেখা হয়ে গেল থমাস হ্যালস্টেডের সঙ্গে। এককোনায় বসে ছিল ছেলেটা, সম্ভবত আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই। থামলাম, ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম বোয়াদের ব্যাপারে রাজার অভিপ্রায় কী।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে, একজন খারাপ লোক যখন হঠাৎ করেই ভালো ব্যবহার করতে শুরু করে তখন বুঝতে হবে সামনে বড় বিপদ আছে। রাজা ডিনগানের হয়েছে সে-রকম অবস্থা। সাদাচামড়ার লোকদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করছেন তিনি, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। এদিকে তাঁকে একাধিকবার বলতে শুনেছি যুলুদের কেউ যদি তোমাকে টোকাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয় তা হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে লোকটাকে। বোয়াদের সঙ্গে যখন এলে তুমি তখন প্রায় সব যুলু সৈন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে অ্যালান কোয়াটারমেইন কে যাতে পরে তোমাকে চিনতে অসুবিধা না-হয় কারও।'

'কিন্তু কেন? তা ছাড়া শুধু আমার এত নিরাপত্তার দরকার পড়ল কেন হঠাৎ? শুধু আমাকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ডিনগান? বাকিদের ব্যাপারে তাঁর কোনো চিন্তা আছে বলে তো মনে হয় না। তা হলে কি আমার ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে কেউ?'

'হ্যাঁ, লেগেছে। ওই সুদর্শন পর্তুগিজটা, যুলুরা যাকে দু'মুখো বলে ডাকে, তোমাকে দেখার পর থেকে বলতে গেলে পাগল হয়ে গেছে। রাজার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে তার ততবার বলেছে তোমাকে যেন হত্যা করা হয়। নিজের কানে শুনেছি।'

'বলুক। নিজেকে নিয়ে ভাবছি না আমি। আমি ভাবছি বোয়াদের কথা। ওদেরকে নিয়ে কী করতে চান ডিনগান বুঝতে পারছি না।'

'আমিও পারছি না। তবে কোনো একটা কুমতলব আছে তাঁর, টের পাচ্ছি। সন্দেহ নেই কেউ একজন চুক্তির ব্যাপারে উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছে তাঁকে।'

'কে?'

'জানি না। তবে রাজার ধারণা, বোয়ারা বিশ্বাসঘাতক। তারা এর আগেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আবারও করবে। চুক্তিতে লিখবে একরকম, আর করবে ঠিক তার উল্টো। ফলে যুলুদের ক্ষতি হবে, রাজা নিজে মারা পড়বেন। একবার আমার সামনেই যুলু ক্যাপ্টেনদের তিনি কী বলেছেন জানো? বলেছেন, "বসতি করার জন্য জমি দেবো? এত সহজ? বিশ্বাস করে ছাড় দিই

www.BanglaBook.org

ওদেরকে, আমার দেশে এসে ঘাঁটি গাড়ুক ওরা, তারপর সুযোগ বুঝে আমদেরকেই মেরেকেটে শেষ করুক, নাকি? দেবো, জমি ওদেরকে দেবো ঠিকই, তবে সবাইকে একসঙ্গে দাফন করতে যতটুকু জমি লাগে ঠিক ততটুকু।"'

থমকে গেছি আমি। কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

হ্যালস্টেড বলে চলল, 'দু'মুখোটা তো আরও এককাঠি সরেস।'

'কী রকম?'

'সে রাজাকে বুঝিয়েছে কাগজের উপর কলম দিয়ে যা-ই লেখা হোক, বল্লম দিয়ে তা অনায়াসে কেটে ফেলা যায়।'

আবারও হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পর মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'পেরেইরার কথা শুনে ডিনগান কী বললেন?'

'দাঁত বের করে হাসলেন। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, "ঠিক। চুক্তি হবে। চুক্তি হতে অসুবিধা কী? ওরা যা চায় দেবো আমি। যা চায় না তা-ও দেবো।" শোনো, অ্যালান। তোমাকে যা বললাম দয়া করে কাউকে বোলো না। কারণ কথাটা এককান দু'কান হয়ে রাজার কানে যদি যায় তা হলে আমি নিশ্চিত আমাকে মরতে হবে যুলুদের হাতে। তুমি ভালোমানুষ, একটা পরামর্শ দিই তোমাকে। আর কিছু না-হোক অন্তত জাতভাই মনে করে আমার কথাটা রাখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাও এই দেশ ছেড়ে। মিস ম্যারাইসের (হ্যালস্টেড সম্ভবত জানে না মেরিকে বিয়ে করেছি আমি) কাছে চলে যাও, তার দেখভাল করো। মেয়েটাকে মনে ধরেছে ডিনগানের। মনে রেখো, তিনি এই অঞ্চলের রাজা। কোনো কিছু চেয়ে যদি না-পান তা হলে ছিনিয়ে নেয়াটা তাঁর স্বভাব।'

আর কিছু না-বলে, এমনকী আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার

www.BanglaBook.org

সুযোগটাও না-দিয়ে চলে গেল সে। আমাদেরকে কথা বলতে দেখে আমাদের আশপাশে জড়ো হচ্ছিল যুলু যোদ্ধারা, ওদের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

ডিনগান বলেছিলেন থমাস মিথ্যুক—কথাটা সত্যি কি না ভাবছি একা দাঁড়িয়ে। রাজা যা বলেছেন একটু আগে তার সঙ্গে থমাস এইমাত্র যা বলল তা অসামাঞ্জস্যপূর্ণ না। কাজেই ওকে মিথ্যুক মনে করার কোনো উপায় নেই।

উমগুনগান্ধলোভুর সদর-দরজার কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়ে যুলুদের কায়দায় স্যালুট করে বিদায় নিল কাম্বুলা। সাদাচামড়ার দুটো লোককে দূর থেকে দেখি একটা দুধগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, কী নিয়ে যেন কথা বলছে। লোক দুটো কারা চিনতে পারার পর আমার গতি আপনাথেকেই কমে এল। হেনরি ম্যারাইস এবং তাঁর ভাগ্নে হার্নান পেরেইরা।

আমাকে দেখতে পেয়ে কথা শেষ করে অথবা না-করে আরেকদিকে চলে গেলেন ম্যারাইস। আর পেরেইরা এগিয়ে এল আমার দিকে। রেটিফের বেলায় যা ঘটেছিল আমার বেলায় তার অন্যথা হবে না বুঝতে পেরে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াল না।

'গুড ডে, অ্যালান,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল পেরেইরা, 'মামার কাছ থেকে এইমাত্র শুনলাম। আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।'

শয়তানটা কী বলছে বুঝতে না-পেরে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

'বুঝতে পারছ না?' হাসল পেরেইরা। 'মেরির কথা বলছি। তোমরা বিয়ে করে ঠিক কাজটাই করেছ।'

রাজা ডিনগান নিজে বলেছেন আমাকে যেন হত্যা করা হয়

www.BanglaBook.org

সেজন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করছে এই পেরেইরা। থমাস হ্যালস্টেড একই কথা বলেছে। অথচ ওই লোকটাই আমার সামনে এসে অভিনন্দিত করছে আমাকে! অথচ মেরিকে হাসিল করার জন্য ডিনগানের চেয়ে কম উৎসুক ছিল না সে। যুলুরা যে ওর নাম দু'মুখো দিয়েছে ঠিকই দিয়েছে। ওর এই ভণ্ডামি দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, কিন্তু জোর করে সামলে রাখলাম নিজেকে। সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ, এই অবস্থায় মাথা গরম করা ঠিক হবে না।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'ধন্যবাদ।'

'আসল কথা কী জানো? মেরি হচ্ছে এমন একটা পুরস্কার যা ঈশ্বর শুধু একজনকে দিতে পারেন। তাঁর ইচ্ছার উপর তো আমাদের কারও হাত নেই। তিনি ইচ্ছা করেছেন, তোমাকে দিয়েছেন। তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, সব চুকেবুকে গেছে। এখন তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।'

'শুনে ভালো লাগল। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে?'

'কী?'

'আমাদেরকে এখানে কতদিন রাখবেন ডিনগান?'

ঠোঁট উল্টাল পেরেইরা। 'দুই কি বেশি হলে তিন দিন। দেখো অ্যালান, হিয়ার রেটিফ আমার উপর রাগ করে আছেন, অথচ আমাকে কিন্তু তাঁর ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'কেন?'

'কেন মানে! আরে আমিই তো ডিনগানকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে চুক্তিতে সই করতে রাজি করিয়েছি। তা না হলে এত সহজে যুলুল্যাণ্ডে জমি পেত বোয়ারা? চুক্তি সই হলেই তোমরা সবাই চলে যেতে পারবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আসলেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কম্যাণ্ড্যান্ট রেটিফের। তুমি কী করবে?'

'আমি কী করবো মানে?' আচমকা জিজ্ঞেস করেছি, তাই আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি পেরেইরা।

'মানে আমরা চলে যাওয়ার পর তুমি কী করবে?'

'জানি না, অ্যালান। আমি তো আর তোমার মতো সৌভাগ্যবান না যে, ঘরে অপেক্ষমাণ বউয়ের কাছে ফিরবো। হয়তো কিছুদিন থাকবো এখানে। আবার...অন্য একটা কাজও করতে পারি।'

'কী কাজ?'

'একটা বুদ্ধি বের করেছি আমি। টাকা বানানোর বুদ্ধি।'

'টাকা বানানোর বুদ্ধি?'

'মানে ব্যবসা আর কী, বোঝো না কেন? ডেলাগোয়া বে থেকে আসার সময় আমার সব গেছে। এখন টাকা চাই আমার। এই পৃথিবীতে উপরে ওঠার একমাত্র সিঁড়ির নাম টাকা।'

'কীভাবে বানাবে সিঁড়িটা? ব্যবসা করবে কীভাবে? পুঁজি বা মাল কোনোটাই তো...'

'করবো, করবো. বুদ্ধি বের করে ফেলেছি,' মিটিমিটি হাসছে পেরেইরা। 'কিন্তু এখন বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি ঝুন্নুদেরকে কাজে লাগাবো।'

'তুমি টাকা বানাতে পারলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়। আমার কাছ থেকে ধার করেছিলে তুমি, মনে আছে?'

'আহ্! মার্টিন পেরেইরা কোনোদিন কিছু ভোলে না। ওসবের চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম কোরো না দয়া করে। তোমার কাছ থেকে যা যা নিয়েছিলাম তার সবই মোটা অঙ্কের সুদসহ শোধ করে দেবো, এক ফার্দিংও বাকি রাখবো না!'

www.BanglaBook.org

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি পেরেইরার দিকে। কেন জানি না ওর উপর করুণা হচ্ছে আমার। চরম শত্রু যখন ভালোমানুষি দেখাতে থাকে তখন সবারই এ-রকম হয় সম্ভবত। 'কিছুক্ষণ আগে রাজা ডিনগানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তিনিও বললেন তোমার সঙ্গে আমার দেনাপাওনা যা আছে সবই চুকিয়ে দিতে চাচ্ছ তুমি।' কথাটা ধীরস্থিরভাবে বলে আর দাঁড়ালাম না, সোজা হাঁটা ধরলাম। টের পাচ্ছি আমার দিকে তাকিয়ে আছে পেরেইরা। একা দাঁড়িয়ে ওভাবেই দেখতে থাকুক সে আমাকে। যার অন্তরে বিষ আছে তার মুখের মিষ্টিকথা শুনলেও অমঙ্গল হয়।

উমগুনগান্ধলোভুর সদর-দরজার কিছুটা বাইরে মোটামুটি বড় একটা কুঁড়েঘর আছে। সাদাচামড়ার লোকদের সৈন্যবাহিনীতে "চেকপোস্ট" বলতে যা বোঝায়, এই ঘরটাও অনেকটা সে-রকম। আমাদের থাকার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে সেটা। এর আশপাশে ক্যাম্প করেছি আমরা। ঘরের ভিতরে নিজের অস্থায়ী অফিস খুলেছেন পিটার রেটিফ। সেখানে গিয়ে দেখি যুলুদের কায়দায় বানানো একটা টুলের উপর বসে আছেন তিনি। হাঁটুর উপরে বোর্ডের মতো একটুকরো বড় কাঠ। একখণ্ড কাগজে কী যেন লিখছেন, মনে হয় কোনো চিঠি। যথেষ্ট কসরত করে কাজটা করতে হচ্ছে তাঁকে।

আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলল ডিনগান?'

যুলুদের রাজা, থমাস হ্যালস্টেড আর পেরেইরার সঙ্গে যা কথা হয়েছে এতক্ষণ তার সারাংশ জানালাম রেটিফকে নিচু গলায় যাতে অন্য কেউ শুনতে না-পায়।

চুপ করে থেকে আমার সব কথা শুনলেন রেটিফ, তারপর

www.BanglaBook.org

বললেন, 'তোমার গল্পটা অদ্ভুত আর কুৎসিত, অ্যালান। যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় তা হলে যতটা ভেবেছিলাম, পেরেইরা তারচেয়েও বড় বদমাশ। কিন্তু আমার মনে হয় না তোমার আশঙ্কা সত্যি। তোমাকে সম্ভবত মিথ্যা কথা বলেছে ডিনগান; আমাদেরকে মনে হয় ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাচ্ছে আসলে। চুক্তি না-করলে ওরই লাভ, ঠিক না? একটা কথা মনে রেখো, কালোচামড়ার লোকেরা কিন্তু আমাদেরকে, মানে সাদাচামড়ার লোকদেরকে ভয় পায়। ওরা জানে আমাদের ক্ষমতা কতখানি।'

মৃদু গলায় বললাম, 'এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না। তবে নিজেকে নিয়ে ভাবি না আমি। এতগুলো বোয়ার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে উপায় থাকার পরও ঠেকাতে না-পারায় আমার কতখানি খারাপ লাগবে বুঝতে পারেন? আরেকটা কথা; আমার স্ত্রীর ব্যাপারে যা বলেছে ডিনগান তা কিন্তু ঠাট্টা করে বলেনি। সত্যিই সে ছিনিয়ে আনবে মেরিকে।'

'তা হলে কী করতে চাও তুমি?'

'আপনার অনুমতি নিয়ে আমার আফটার-রাইডার হ্যান্সকে ফেরত পাঠাতে চাই আমাদের ক্যাম্পে। একটা চিঠি লিখে দেবো, সেখানে গিয়ে মেরির হাতে দেবে সে চিঠিটা।'

'কী লিখবে চিঠিতে?'

'লিখবো নদীর ধারে যে-ফার্মটা পছন্দ করেছি নিজেদের জন্য, ক্যাম্প ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব সেখানে যেন চলে যায় সে। ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না-হয় তা-ও বলবো। সুবিধামতো সময়ে আমি ফিরে যাবো ওর কাছে। ওই সময় পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে।'

'আমার মনে হয় না এসব চিঠি-টিঠি লেখার কোনো দরকার আছে, অ্যালান। তারপরও কাজটা করলে যদি তোমার মন শান্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়, করো। কিন্তু তোমাকে যেতে দিতে পারবো না, তোমার ওই আধপাগল হটেনটট হ্যান্সকেও যেতে দেয়া যাবে না। সে গিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলবে, শুনে ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে সবাই। আমি বরং আমার পক্ষ থেকে একজন দূত পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক্যাম্পে যাবে লোকটা। জানাবে নিরাপদে পৌঁছেছি এবং নিরাপদেই আছি আমরা। রাজা ডিনগান আমাদেরকে খুব খাতির করছেন। তোমার চিঠিটাও নিয়ে যাবে সে। কিন্তু অনুরোধ করে তোমাকে বলছি, চিঠিতে উল্টোপাল্টা কিছু লিখতে যেয়ো না। তোমার স্ত্রীকে বোলো, সে যদি তোমার ওই ফার্মে যায় তা হলে কাউকে যেন কিছু না-বলে। ইচ্ছা হলে প্রিন্সলু আর মেয়ারদেরকে সঙ্গে নিতে পারে। ভাবখানা এমন, ক্যাম্পে থাকতে আর ভালো লাগছে না, তাই একটু ঘুরে আসছে। আগামীকাল সকালের মধ্যেই লিখে ফেলো চিঠিটা। আমিও একটা চিঠি লিখছি, আশা করি দুটো চিঠি একসঙ্গেই পাঠাতে পারবো।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'কিন্তু হার্নান পেরেইরার কী হবে? আড়ালে থেকে যেসব শয়তানি করছে সে সেগুলো ঠেকাবেন কীভাবে?'

কোলের বোর্ডের উপর কিল মারলেন রেটিফ। 'এখন যেভাবে মারলাম, ঠিক সেভাবে মারা হবে শয়তানটাকে। চুক্তি সই হওয়ার পর প্রথম সুযোগেই রাজা ডিনগান আর থমাস হ্যালস্টেডকে জিজ্ঞেস করবো বদমাশটার ব্যাপারে। যদি দেখি তোমাকে যা বলেছে ওরা ঠিক একই কথা বলছে আমাকে, তা হলে পেরেইরার বিচারের ব্যবস্থা করবো। আগেও বলেছিলাম কথাটা, আবারও জোর দিয়ে বলছি। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হয় সে, ঈশ্বরের শপথ ওকে গুলি করে মারার হুকুম দেবো আমি। কিন্তু এখন কিছু করা যাবে না। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে না-আসা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকতে হবে। ইচ্ছা করলে ততক্ষণ চোখে চোখে

www.BanglaBook.org

রাখতে পারো পেরেইরাকে। ধড়িবাজ লোক সে, এমন কিছু করে বসতে পারে যা কল্পনাও করতে পারবো না আমরা। ওকে কিছু টের পেতে দেয়া যাবে না। তা হলে বান মাছের মতো পিছলে বের হয়ে যাবে। তখন কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। এখন যাও, লিখে ফেলো তোমার চিঠি। আমাকেও আমারটা লিখতে দাও।'

ক্যাম্পের এককোনায় আমাদের দু'জনের জন্য একটা তাঁবু গেড়েছে হ্যান্স। ফিরে গেলাম সেখানে। কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলাম:

"মেরি,

আশা করি ভালো আছো তোমরা সবাই। এখানে পৌঁছাতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। আমরাও ভালো আছি, রাজা ডিনগানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে—এ-ই যা।

বুশম্যান নদী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা ফার্ম করেছি আমি, জানা আছে তোমার। সেখানে একটা বাড়ি, বলা ভালো কিছু ঘর বানিয়েছি। আমি চাই তুমি এখনই গিয়ে দেখে এসো ঘরগুলো ঠিক আছে নাকি আদিবাসীদের কেউ আবার কিছু করেছে। প্রিন্সলু আর মেয়াররা যদি সঙ্গ দিতে চায় তোমাকে তা হলে ওদেরকে নিয়ে যেয়ো। সবাইকে বলার দরকার নেই, এত লোক গেলে খাতিরযত্ন করতে কষ্ট হবে তোমার। আর প্রিন্সলু বা মেয়াররা যদি যেতে না-চায় তা হলে দু'-চারজন হটেনটট চাকর কিংবা বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নিয়ো।

ব্যস্ত আছি, তাই বেশি কিছু লিখলাম না। আশা করি এই চিঠি পাওয়ার পর দেরি না-করে আমাদের ফার্মহাউসের দিকে রওয়ানা হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ওই বাড়িটা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের

মেরি

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যৎ। আমি চাই না কেউ কোনো ক্ষতি করুক সেটার। ইতি—

তোমার স্বামী

অ্যালান কোয়াটারমেইন।"

চিঠিটা নিয়ে গেলাম রেটিফের কাছে, পড়ে শোনালাম। আমার অনুরোধে চিঠির শেষে লিখে দিলেন তিনি:

"এই চিঠি আদ্যোপান্ত পড়েছি। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি একমত। তোমার স্বামী তোমাকে যা করতে বলছে করো। যাদের নাম সে উল্লেখ করেছে তাদেরকে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে এ-ব্যাপারে কোনো কথা বোলো না।—পিটার রেটিফ।"

পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে-না-উঠতেই রওয়ানা হয়ে গেল রেটিফের সেই দূত। যথাসময়ে আমার চিঠিটা পৌঁছে দিল মেরির হাতে।

দিনটা ছিল রোববার। সকালে যাজক মিস্টার ওয়েনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখে খুশি হলেন তিনি। জানালেন, আমাদের উপর ডিনগানের মনোভাব প্রসন্ন। বোয়াদের কাছে জমি ছেড়ে দেয়ার চুক্তিটা লিখে দিতে তাঁকে একাধিকবার অনুরোধ করেছেন রাজা।

মিস্টার ওয়েনের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

দুপুরের দিকে খবর পেলাম, আমাদের সম্মানে বিশাল এক রণনৃত্যের আয়োজন করেছেন ডিনগান। বারো হাজারের মতো যুলু সৈন্য জড়ো হয়েছে। একসঙ্গে নাচবে সবাই।

এমনিতে এই রণনৃত্য উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নাচটা চমৎকার এবং একইসঙ্গে ত্রাসোদ্দীপক। মনে আছে, প্রতিটা রেজিমেন্টের কাছে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ষাঁড় থাকে। মানুষের সঙ্গে এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষাঁড়গুলোও হেলেদুলে নাচে। তবে কাজটা করতে নির্দিষ্ট কিছু আদেশ দিতে হয় জন্তুগুলোকে।

সেদিন ডিনগানের দেখা পেলাম না। নাচ দেখা শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম সবাই। ডিনগান আমাদের জন্য ভুনা গরুর-মাংস পাঠিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে, পেট পুরে খেলাম।

উমগুনগান্ধলোভুতে আসার তৃতীয় দিন, মানে ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ সোমবার আবারও নাচের আয়োজন করা হলো। তবে এবার নাচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুলুদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। এসব দেখে দেখে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছি আমরা। ডিনগানের মনোভাব আসলে কী বুঝতে পারছি না।

বিকেলের দিকে কম্যাণ্ড্যাণ্ট পিটার রেটিফ আর তাঁর লোকদের ডেকে পাঠালেন ডিনগান। তাঁর দূত এসে বলল তিনি নাকি চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে চান। সবাই না, আমরা মাত্র তিন-চারজন গেলাম রাজার কাছে। বাকিরা দাঁড়িয়ে থাকল দূরে। আমাদেরকে দেখতে পাবে ওরা, কিন্তু কী কথা বলছি তা শুনতে পাবে না।

একটা কাগজে কিছু লিখেছেন যাজক মিস্টার ওয়েন, সেটা আমাদেরকে দিলেন ডিনগান। আমার বিশ্বাস, আজও কোথাও-না-কোথাও ঐতিহাসিক একটা দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে চুক্তিটা। কারণ যতদূর শুনেছি পরে উদ্ধার করা হয় দলিলটা। সাদামানুষরা যা কষ্ট করে খুঁজে বের করে তা আমার কষ্ট করেই সংরক্ষণ করে।

স্বাভাবিকভাবেই, ইংরেজিতে লেখা হয়েছে চুক্তিটা। ডিনগানের অনুরোধে অনুবাদ করে পড়ে শোনাতে লাগলাম আমি।

চুক্তির সারমর্ম: পোর্ট নেটাল এবং সংলগ্ন সব জমি, যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্তার টুজেলা নদী থেকে পশ্চিমে উমযিমভুবু নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে সমুদ্র পর্যন্ত, বোয়াদের চিরস্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।

আমার পড়া শেষ হলে থমাস হ্যালস্টেডকে ডেকে পাঠালেন রাজা ডিনগান। সে-ও অনুবাদ করে চুক্তির মর্মার্থ জানিয়ে দিল তাঁকে।

চুপ করে আছেন ডিনগান। তাঁকে দেখে সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। একমনে কী যেন ভাবছেন। কতখানি জায়গা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বোয়াদের জন্য তা কল্পনায় বোঝার চেষ্টা করছেন সম্ভবত।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা ডিনগান, আপনি কি চুক্তিতে এখনই সই করবেন?'

ডিনগান বললেন, 'না। আগামীকাল সকালে।'

'একটা কথা শুনেছি, সত্য না মিথ্যা নির্ণয় করতে পারছি না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি,' বলে চললেন রেটিফ। 'আপনারা যার নাম দিয়েছেন দু'মুখো, সেই পেরেইরা নাকি অ্যালান কোয়াটারমেইন মানে মাকুমাজনকে হত্যা করানোর ব্যাপারে বার বার প্ররোচিত করছে আপনাকে?'

হাসলেন ডিনগান। 'হ্যাঁ, কথাটা সত্য। সে এই মাকুমাজনকে ঘৃণা করে। কিন্তু জর্জের এই অল্পবয়সী ছেলের কোনো ভয় নেই, কারণ ওর প্রতি আমার মন নরম। আমি শপথ করে বলেছি, আমি যতদিন আছি এই যুলুল্যাণ্ডে ততদিন ওর গায়ে টোকাও দিতে পারবে না কেউ। তোমাদের মতো সে-ও আমার অতিথি।'

পিটার রেটিফ কিছু বললেন না। তাঁর চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে।

রাজা বলে চললেন, 'তুমি যদি চাও তা হলে ওই দু'মুখোকে এখনই ধরে আনার আদেশ দিতে পারি। তুমি বললে ওকে শেষ

www.BanglaBook.org

করে দিতে পারি। কারণ আমি যাকে পছন্দ করি সে তার ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।'

রেটিফ বললেন, 'না, এখনই কিছু করার দরকার নেই। যা করার আমি করবো। এবং এমন কিছু করবো যাতে কেউ বলতে না-পারে অবিচার করা হয়েছে পেরেইরার সঙ্গে।' বলে থমাস হ্যালস্টেডের দিকে তাকালেন তিনি, পেরেইরার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন ওকে।

এর আগে আমাকে যা বলেছিল থমাস, একই কথা বলল রেটিফের প্রশ্নের জবাবে।

শুনে যা বোঝার বুঝে নিলেন রেটিফ, রাজাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন।

ক্যাম্পে ফেরার পর পেরেইরা, হেনরি ম্যারাইস এবং আরও কয়েকজন বয়স্ক ও গণ্যমান্য বোয়াকে ডেকে পাঠালেন তিনি। মনে আছে, এঁদের মধ্যে গেরিট বোথা সিনিয়র, হেনড্রিক ল্যাবুসচ্যান এবং ম্যাথিস প্রিটোরিয়াস সিনিয়রের মতো লোকও ছিলেন। বিচক্ষণতা আর ন্যায়বিচারের জন্য এঁদেরকে একনামে চিনত বোয়ারা।

পেরেইরা আসার পর, হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগে সবার সামনে ওকে অভিযুক্ত করলেন রেটিফ। জানতে চাইলেন কী বলার আছে ওর।

দেখে মনে হয় না তেমন একটা ভড়কে গেছে পেরেইরা। তবে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য হাসার চেষ্টা করল সে, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'সব মিথ্যা। সব বানোয়াট। প্রতিটা অভিযোগ অস্বীকার করছি আমি। কাহিনি বানাতে অ্যালান কোয়াটারমেইনের তুলনা হয় না। আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না বলে আসলে আমাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে। অস্বীকার করবো না যাকে সে বিয়ে করেছে সেই মেরিকে নিয়ে ওর আর আমার মধ্যে বিবাদ ছিল। কিন্তু এখন সব চুকেবুকে গেছে। তারপরও ওর মন থেকে হিংসা যায়নি। এজন্য নালিশ করেছে আপনাদের কাছে।'

'হিংসা?' কথাটা ধরলেন রেটিফ। 'মেরিকে বিয়ে করে ফেলেছে অ্যালান। কাজেই ওর মনে আর কোনো হিংসা থাকার কথা না। হিংসা যদি থেকে থাকে তা হলে তোমার মনে আছে। কারণ হেনরি ম্যারাইস রাজি থাকার পরও মেরিকে বিয়ে করতে পারোনি তুমি। যা-হোক, এই ব্যাপারটা মীমাংসা করার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই। কয়েকজনকে ডেকে জানিয়ে দিলাম তলে তলে কী করছ তুমি আসলে। কান খুলে শুনে রাখো পেরেইরা, আমরা নেটালে ফিরে যাওয়ার পর সবার সামনে তোমার বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। তুমি যদি যেতে না-চাও আমাদের সঙ্গে তা হলে দরকার হলে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবো। আর এ-ক'দিন চোখ রাখা হবে তোমার গতিবিধির উপর। দয়া করে মনে কোরো না আমি বাচ্চাছেলে, যা করছি সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই করছি। এবার দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে, এবং নিজের ভালো চাইলে দূরেই থেকো। আর হেনরি ম্যারাইস, আপনাকেও বলে দিচ্ছি, আপনার ভাগ্নে হোক আর যা-ই হোক, এখন থেকে এত মাখামাখি করবেন না পেরেইরার সঙ্গে। একটা কথা মনে রাখবেন, ভালোবাসা অন্ধ হলে যে ভালোবাসে তার ক্ষতি হয় এবং যাকে ভালোবাসা হয় সে উচ্ছন্নে যায়।'

যতদূর মনে আছে, রেটিফের কথার প্রতিবাদ করে হেনরি ম্যারাইস বা পেরেইরার কেউই কিছু বলল না। ঘুরে চলে গেল দু'জনই।

পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি। বিভীষিকাময় ৬ ফেব্রুয়ারি। যুলুদের

www.BanglaBook.org

নৃশংসতা আর বর্বরতার এবং বোয়াদের আর্তনাদ আর আহাজারির ঐতিহাসিক দিন। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ আজও মনে রেখেছে মর্মান্তিক দিনটাকে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়াশোনা আছে যাঁদের তাঁরাও মনে রাখবেন আজীবন।

সেদিন সকাল সকাল দেখা হয়ে গেল পিটার রেটিফের সঙ্গে। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্যাম্পের সর্বত্র। নেটালে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই, তিনি তদারকি করছেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন, রাশ টেনে বললেন, 'অ্যালান, হার্নান পেরেইরা উধাও হয়ে গেছে। হেনরি ম্যারাইসও নেই। এবং এই ব্যাপারে আমি একটুও দুঃখিত বা চিন্তিত না। কারণ সন্দেহ নেই ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবে আমাদের। পালিয়ে যাবে কোথায়?' শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ-করা এক তা কাগজ বের করলেন তিনি, ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। 'নাও, পড়ে দেখো। পরে ফেরত দিয়ো আমাকে, বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন আরেকদিকে।

ভাঁজ-করা কাগজটা খুলে পড়তে শুরু করলাম:

"দেশান্তরী বোয়াদের গভর্নর কম্যাণ্ড্যান্ট রেটিফের প্রতি,

মাইনহেয়া কম্যাণ্ড্যান্ট,

এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। এখানকার লোকগুলো যেমন কালো, তাদের মনও তেমন কালো। তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো হাজির হয়েছে সেই হতচ্ছাড়া ইংরেজ অ্যালান কোয়ারটারমেইন। আপনি স্বীকার করুন বা না-ই করুন, অন্য ইংরেজদের মতো সে-ও বোয়াদের শত্রু। এবং আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, একজন বিশ্বাসঘাতক। যুলুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে, ওদের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ষড়যন্ত্র করছে যাতে আপনার চরম ক্ষতি করতে পারে। জেনেশুনে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার মতো নির্বোধ না আমি, তাই বাধ্য হয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তবে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের মীমাংসার জন্য উপযুক্ত সময়ে হাজির হতে রাজি আছি যে-কোনো আদালতে। মামা হেনরি ম্যারাইসকেও নিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে থাকতে তিনিও অসম্মানিত বোধ করছেন। তা ছাড়া তিনি শুনেছেন তাঁর মেয়ে মেরির সামনে নাকি বড় বিপদ। তাই আপনাদের খয়ের-খাঁ হয়ে থাকার চেয়ে মেয়েকে বাঁচানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি। অথচ দেখুন, মেয়েটা যাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে সে লোক কেমন নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। যুলুদের রাজা ডিনগানের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব ওর; যদি ওকে চেপে ধরে কথা আদায় করতে পারেন তা হলে আমার চেয়ে সে ভালো বলতে পারবে কী আছে যুলুদের মনে। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই কাজটা করার অনুরোধ করছি আপনাকে।"

চিঠির শেষে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করেছেন হেনরি ম্যারাইস আর হার্নান পেরেইরা।

চিঠিটা ভাঁজ করে রাখলাম পকেটে। ভাবছি, এর মানে কী। আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অবাস্তব আর ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে পেরেইরা। কিন্তু অভিযোগ করে অভিযোগকারী যদি পালিয়ে যায় তা হলে সেই অভিযোগের গুরুত্ব থাকে না। আমার মনে হয় আসলে ভয় পেয়ে পালিয়েছে পেরেইরা। ভয়টা দুটো কারণে হতে পারে। এক, রেটিফ ঘোষণা করেছেন সুবিধাজনক সময়ে ওকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই সে চায় না কিছুতেই ঘটুক ঘটনাটা। দুই, সে জানে, অন্তত টের পেয়েছে অচিরেই বড় কোনো বিপর্যয় নেমে আসতে যাচ্ছে

www.BanglaBook.org

আমাদের, বলা ভালো পিটার রেটিফ আর তাঁর বাহিনীর উপর; তাই সময় থাকতেই সটকে পড়েছে। আর ওর মামা হেনরি ম্যারাইসের কথা যদি বলি, চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেভাবে স্থানচ্যুত হয়, পেরেইরার কথামতো তিনিও সেভাবে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়েছেন। আগে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন পেরেইরার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে তাঁর, ওই পর্তুগিজ লোকটা যত খারাপই হোক না কেন সেই টান তিনি অগ্রাহ্য করতে পারছেন না কিছুতেই। আবার এমনও হতে পারে, যুলুদের ব্যাপারে মনগড়া কিছু একটা বলে তাঁকে ভড়কে দিয়েছে পেরেইরা। মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে আসলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি। রেটিফকে বললে তিনি রাজি হবেন না বুঝে নিয়ে নীরবে প্রস্থান করেছেন। কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক আমি নিশ্চিতভাবে জানি, অতীতে মেরির সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুন না কেন এই ম্যারাইস, ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন তিনি। আর মেয়েকে যতটা ভালোবাসেন আমাকে ঠিক ততটাই ঘৃণা করেন।

ক্যাম্পের একদিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছি এসব, এমন সময় শুনি চেঁচিয়ে আদেশ দেয়া হচ্ছে: বিদায় জানানোর জন্য আমাদের সবাইকে যেতে হবে ডিনগানের কাছে। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেয়া যাবে না। সেগুলো ওই দুধগাছ দুটোর কাছে স্তূপ করে রেখে যেতে হবে। আমাদের বেশিরভাগ আফটার-রাইডাররাও যাবে। রেটিফ সম্ভবত বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ডিনগানের কাছে হাজির হয়ে যুলুদের মনে সম্ভ্রম জাগাতে চাচ্ছেন।

আফটার-রাইডারদের বেশিরভাগই হটেনটট। ক্যাম্পের বাইরে আমাদের যে-ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে ধরে এনে স্যাডল পরাতে বলা হলো তাদের কয়েকজনকে। সৌভাগ্যক্রমে (এছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে আমার?)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ঘোড়াগুলোও চড়ে বেড়াচ্ছিল ক্যাম্পের বাইরে, তাই হ্যান্সকে পাঠাতে হলো অন্য হটেনটটদের সঙ্গে। রওয়ানা হওয়ার আগে ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, সে যেন অন্যদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে সময় নষ্ট না-করে, আমি যেন এসে দেখি আমার ঘোড়া আর মালসামান সব প্রস্তুত।

যাজক মিস্টার ওয়েনের সঙ্গে উইলিয়াম উড নামের ছোট একটা ছেলে থাকে, আগেও বলেছি বোধহয়; আমরা রওয়ানা হবো এমন সময় কোত্থেকে যেন হাজির হলো সে। ওকে দেখি উদ্বিগ্ন চেহারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাম্পের এখানে-সেখানে। ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম, কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো, উইলিয়াম?'

'ভালো না, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' জবাব দিল ছেলেটা।

'কেন? কী হয়েছে?'

'বললে হাসবেন কি না জানি না। আসলে...আপনাদের সবার কথা ভেবে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে আমার। যুলুরা আমাকে বলেছে আজ নাকি কিছু একটা হবে। আমার...আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় আরেকটু খোঁজখবর করে তারপর রাজা ডিনগানের কাছে যাওয়া উচিত আপনাদের। আমি আর কিছু বলতে পারবো না...' বলেই দৌড়ে উধাও হয়ে গেল সে ভিড়ের মধ্যে।

রেটিফের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তখন। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পের এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, একের পর এক আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে, তাঁর মনোযোগ আমার দিকে ফেরাতে শার্টের আস্তিন ধরে টান দিয়ে বললাম, 'কম্যাণ্ড্যান্ট, আমার কথা শুনুন।'

'কী ব্যাপার?' অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উড এইমাত্র যা বলে গেছে তা বললাম তাঁকে। আরও বললাম, 'আমারও ভালো লাগছে না। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছি।'

'কেন?' ছটফটে ঘোড়াটাকে সামলাতে সামলাতে জানতে চাইলেন রেটিফ।

'জানি না।'

'ওহ্!' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলে উঠলেন রেটিফ। 'আবার শুরু হয়েছে আজগুবি কথা? তোমার সমস্যাটা কী, অ্যালান? তোমার কী মনে হয় না-হয় তা শুনিয়ে সবসময় আমাকে ভয় দেখাও কেন? ডিনগান আমাদের বন্ধু, শত্রু না। ভাগ্য উদার-হাতে একরের পর একর জমি উপহার দিচ্ছে আমাদেরকে। ডিনগানের মতো সরল মানুষের জায়গায় আজ যদি অন্য কেউ যুলুদের রাজা থাকত তা হলে এত সহজে এত বিশাল এলাকা আমাদের হাতে ছেড়ে দিত? জীবনেও না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই জমির দখল বুঝে নেয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এখন সময় নষ্ট না-করে চলো জলদি।'

মনে আছে, সকাল আটটার দিকে এই কথাগুলো বলেছিলেন তিনি আমাকে।

উমগুনগান্ধলোভুর সদর-দরজা দিয়ে ধীরেসুস্থে ভিতরে ঢুকলাম আমরা। বোয়ারা প্রায় সবাই তাদের অস্ত্র দুধগাছের নীচে স্তূপ করে রেখে এসেছে। চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দল বানিয়ে এগোচ্ছে ওরা। হাসছে, গল্পগুজব করছে। ইংরেজদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেপকলোনি ছেড়েছে এই লোকগুলো। দক্ষিণ আফ্রিকার এখানে-সেখানে ঘুরতে ঘুরতে নেটালের যুলুল্যাণ্ড-সংলগ্ন বিশাল এলাকায় ওদের স্থায়ী-আবাস-গড়ার-স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে অবশেষে। তাই ওরা খুশি হবে না তো কারা খুশি হবে? পাঁচ-ছ'হাজার চোরাই-গরু উদ্ধার করে দেয়ার বিনিময়ে

www.BanglaBook.org

হাজার হাজার একর জমি অনন্তকালের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন ওদেরকে "সহজসরল" ডিনগান; কাজেই বোয়ারা হাসিতামাশা করবে না তো কারা করবে? বউ-বাচ্চা নিয়ে এখানে ঘর বাঁধবে ওরা। দলে ভারী হবে আস্তে আস্তে। শক্তি সঞ্চয় করবে। তারপর একদিন কোনো-না-কোনো অজুহাতে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে যুলুদের সঙ্গে। সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন, সাদাদের সঙ্গে পারবে না যুলুরা। দেশ ছেড়ে যেতে অথবা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে আজ্ঞাবাহী হয়ে যেতে বাধ্য হবে আদিবাসী লোকগুলো। যুগ যুগ ধরে এ-ই হয়ে আসছে আফ্রিকায়, যুগ যুগ ধরে এ-ই হতে থাকবে সারা পৃথিবীর সব জায়গায়। সাম্রাজ্যবাদের এ-ই নিয়ম।

পিটার রেটিফও নিশ্চিন্ত। তিনিও ঠাট্টা-মশকরা করছেন তাঁর অধস্তনদের সঙ্গে। মাঝেমধ্যে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন, অচিরেই নাকি মনের মতো করে মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন করতে পারবো আমি।

আগের দিন যেসব যুলু সৈন্য রণনৃত্য দেখিয়েছিল আমাদেরকে তারা প্রায় সবাই চলে গেছে। তবে দুটো রেজিমেন্ট রয়ে গেছে এখনও। একদলের হাতে সাদা ঢাল, আরেকদলের হাতে কালো ঢাল। যাদের হাতে সাদা ঢাল তারা বয়স্ক, মাথায় ধাতব রিং। নাচের জায়গাটা ঘিরে আমাদের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে। কালো ঢালওয়ালা তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী। এদের মাথায় কোনো রিং নেই। এরা দাঁড়িয়ে আছে ডানদিকে। অনুমান করলাম প্রতি রেজিমেন্টে পনেরোশ'র মতো সৈন্য আছে। লাঠি ছাড়া কারও কাছে আর কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না।

"নাচের মাঠ" পার হয়ে সেই বিশাল খোলা জায়গার প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এসেছি আমরা। এখানে একটা চেয়ারে বসে

www.BanglaBook.org

আছেন রাজা ডিনগান। দু'পাশে বসে আছে তাঁর দুই বড় ইনদুনা (মন্ত্রী)—উমহ্লানগানা এবং টাম্বুসা। রাজার কিছুটা পিছনেই তাঁর সেই সুপরিচিত গোলকধাঁধার একটা দরজা। সেটার কাছে জড়ো হয়েছে অন্য ইনদুনারা। যুলু সেনাবাহিনীর কয়েকজন ক্যাপ্টেনকেও দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ডিনগানের সামনে হাজির হয়ে তাঁকে স্যালুট করলাম আমরা। হেসে আমাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন তিনি। তারপর রেটিফ, দু'-তিনজন বোয়া, থমাস হ্যালস্টেড আর আমি এগিয়ে গেলাম সামনে। চুক্তিটা গতকালের মতো উপস্থাপন করা হলো রাজার সামনে।

চুক্তিটার একেবারে নীচের দিকে কে যেন ডাচ ভাষায় লিখে দিয়েছে, "রাজা ডিনগানের স্বাক্ষর"। জায়গামতো একটা কাটাচিহ্ন দিয়ে রেখেছে যাতে ডিনগানের বুঝতে সুবিধা হয় কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে। একটা কলম বাড়িয়ে দেয়া হলো তাঁর দিকে। থমাস হ্যালস্টেড এগিয়ে গিয়ে তাঁর কলম-ধরা হাতটা ধরল। রাজাকে বুঝিয়ে বলছে কী করতে হবে।

এর পর সাক্ষী হিসেবে যুলুদের তিন মন্ত্রী এনওয়ারা, যুলিওয়ানা আর মানোগো এবং রেটিফের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এম. উসথুইযেন, এ. সি. গ্রেলিং আর বি. জে. লিবেনবার্গ সই করলেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষ। একজনকে বললেন ডিনগান, 'যাও, গিয়ে আমার যত ক্যাপ্টেন আছে তাদের সবাইকে বলো ন্যুহ্যাণ্ডের কিছু জমি বোয়াদেরকে আজীবনের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি আমি। চিৎকার করে বলবে যাতে সবাই শুনতে পায়।'

দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল লোকটা।

www.BanglaBook.org

আমাদের দিকে তাকালেন ডিনগান। 'গরুর মাংস রান্না করা হচ্ছে আপনাদের জন্য। খাবেন?'

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল বোয়ারা। বলল নাস্তা সেরেই এখানে এসেছে সবাই।

'তা হলে অন্তত পান করুন?' বলে আরেকজনকে ইঙ্গিত করলেন ডিনগান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিওয়ালা'র (যুলুদের বিয়ার) বড় বড় পাত্র হাজির হয়ে গেল আমাদের সামনে।

এবার আর মানা করতে পারল না বোয়ারা। আমি মদ খাই না, তাই এককোনায় দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখছি কী ঘটে শেষপর্যন্ত।

সমানে গিলছে বোয়ারা. এমন সময় থমাস হ্যালস্টেডের মাধ্যমে রেটিফকে বললেন ডিনগান, 'আশা করি আপনাদের কৃষকরা অচিরেই হাজির হয়ে যাবে এখানে। যে-জায়গা দেয়া হয়েছে ওদেরকে তার দখল বুঝে নেবে। এখন তো এই জায়গাই ওদের দেশ। আরও আশা করি, ফেরার পথে কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের।'

তারপর হাঁক ছাড়লেন ওই সাদা-কালো ঢালওয়ালা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে, 'এই! তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? নাচ শুরু করো! রণসঙ্গীত গাও! আমার অতিথিদের মনোরঞ্জনের দরকার আছে না?'

শুরু হলো অপেক্ষমাণ যুলু যোদ্ধাদের নাচ। নাচতে নাচতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা।

এমন সময় দেখি "গোলকধাঁধার" দরজার কাছে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। কেউ একজন ঠেলা দিয়ে বাকিদেরকে সরিয়ে পথ করে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে-থাকা যুলু ক্যাপ্টেন আর ইন্দুনারা তা করতে দিতে নারাজ। শেষপর্যন্ত সামনে আসতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারল লোকটা।

সাধারণ এক যুলু। কী যেন বলল সে জনৈক ইন্দুনার কানে কানে। লোকটা তৎক্ষণাৎ ছুটে এল ডিনগানের দিকে। ফিসফিস করে খবরটা দিল রাজাকে।

'আউ! তা-ই নাকি?' চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঘাবড়ে গেছেন ডিনগান। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন তিনি, আমার মনে হলো ভান করছেন। তারপর হঠাৎ করেই আমার উপর চোখ পড়ল তাঁর। উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'মাকুমাজন! আমার এক স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বলছে, সাদালোকেরা চলে যাওয়ার আগেই তাদের কারও কাছ থেকে ওষুধটা জেনে নেয়া দরকার। তুমি বিয়ে করেছ, তোমাকে বিশ্বাস করে তাই পাঠাচ্ছি ওর কাছে। দয়া করে গিয়ে দেখো আসলে কী হয়েছে আমার বউটার, কী ওষুধ লাগবে ওর। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাঠাতে পারছি না। কারণ ওর কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।'

ইতস্তত করছি; ডিনগ্যানের কথাগুলো অনুবাদ করে শোনালাম রেটিফকে। তিনি তখন বললেন, 'যাও। অসুবিধা নেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি না আমি।'

তারপরও ইতস্তত করতে লাগলাম। আমার দ্বিধা দেখে রেগে গেলেন ডিনগান, চেঁচিয়ে বললেন, 'কী! বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছি আমি আর তোমরা সাদামানুষরা এই সামান্য উপকারটুকুও করতে চাচ্ছ না? তোমাদেরকে বলতে গেলে রাজত্ব দিলাম আমি তারপরও তোমাদের মন ভরল না? একজন অসুস্থ মানুষ যদি কালোচামড়ার হয় তা হলে তাকে বাঁচানোটা কি তোমাদের ধর্মে মানা করা আছে?'

'যাও, অ্যালান, যাও,' চেঁচিয়ে বললেন রেটিফও, ডিনগানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বুঝতে না-পারলেও ভাবভঙ্গি দেখে অর্থটা অনুমান করে নিয়েছেন তিনি। 'তা না হলে আরও ক্ষেপে যাবে লোকটা। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

বাধ্য হয়ে গোলকধাঁধার দিকে পা বাড়ালাম। দরজা দিয়ে ঢুকে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। চিৎকার করা তো দূরের কথা টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করতে পারলাম না। কারণ চোখের পলকে আমার মুখের ভিতরে গোঁজ ভরে দিয়ে মুখটা মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। কমপক্ষে বিশ-পঁচিশজন যুলু জাপ্টে ধরেছে আমাকে।

ওদের হাতে বন্দি হয়ে গেছি আমি।

উনিশ

ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, এমন সময় দেখি হাতে অ্যাসেগাই নিয়ে দীর্ঘদেহী এক যুলু এগিয়ে আসছে আমার দিকে। লোকটাকে চিনি আমি। চিনি মানে আগে দেখেছি। রাজার কুঁড়েঘর পাহারা দেয় যেসব প্রহরী সে তাদেরই একজন।

আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল লোকটা, 'শোনো জর্জের ছেলে। বোকার মতো উল্টোপাল্টা কিছু করতে যেয়ো না। রাজার আদেশেই বন্দি করা হয়েছে তোমাকে। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। কারণ তুমি ডাচ না, ইংরেজ। তবে জেনে রাখো, যদি চেঁচাও, যদি মারামারি করো তা হলে তোমাকে সোজা জবাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে ফেলার আদেশ আছে,' বলে বল্লমটা উঁচু করে ধরল সে, যেন সর্বশক্তিতে ঢুকিয়ে দেবে আমার বুকে।

বুঝতে পারছি। সবই বুঝতে পারছি আমি। আমার সারা শরীর ঘেমে গেছে। আমার সঙ্গীদের সবাইকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন করা হবে। ইস্‌স্‌, একটাবার যদি কোনোরকমে হাজির হতে পারতাম ওদের কাছে! একটাবার যদি চেঁচিয়ে বলতে পারতাম রেটিফকে, 'পালান! আপনারা সবাই পালান!' কিন্তু আফসোস! সে-সুযোগ বোধহয় পাবো না। গোঁজের কারণে জিভ নাড়াতে পারছি না। আমার চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী অনেকজন যুলু ঠেসে ধরেছে আমাকে। ছাড়া পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। আমার চেয়ে উঁচু নলখাগড়ার বেড়ার কারণে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে জনৈক যুলু সম্ভবত নিষ্ঠুরতার খাতিরেই লাঠি দিয়ে জোরে গুঁতো দিল বেড়ায়। বেড়া ছিদ্র করে কিছুটা বের হয়ে গেল লাঠিটা। এদিকে-সেদিকে ঘুরাল সে লাঠিটাকে, বড় করল ছিদ্রটাকে। তারপর বের করে আনল লাঠিটা।

বেড়ার গায়ে যথেষ্ট বড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। সেটা দিয়ে সামনের দৃশ্য দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার।

সাদা-কালো ঢালবাহী যুলু যোদ্ধাদের রণনৃত্য চলছে। বোয়াদের কেউ কেউ বিয়ার গিলছে। ভাবখানা এমন যেন নিম্নমানের আদিবাসী-মদ না, স্বর্গীয় অমৃত পান করছে। আসলে অনেকদিন বিয়ারের স্বাদ পায়নি, তাই খায়েশ মিটিয়ে নিচ্ছে। দশ মিনিট কাটল। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডিনগান। উষ্ণ করমর্দন করলেন রেটিফের সঙ্গে। শুনলাম ভারী গলায় বলছেন বোয়াবাহিনীর নেতাকে, 'হাম্বা গাশ্‌লে (শান্তির সঙ্গে বিদায় নিন)।' গোলকধাঁধার দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁকে সম্মান দেখিয়ে হ্যাট খুলে হাতে নিয়েছে বোয়ারা, নাড়ছে বাতাসে, বিজয়ধ্বনি দিচ্ছে তাঁর নামে।

এসবের মানে কী? বুঝতে ভুল হয়েছে আমার? রাজার মনে কি আসলেই কোনো শয়তানি নেই?

দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন তিনি, এমন সময় ঘুরলেন আবার। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ধরো সবগুলোকে!'

নাচতে নাচতে তিন হাজার যুলু যোদ্ধা বোয়াদের অনেক কাছে এসে পড়েছিল, রাজার আদেশ পাওয়ামাত্র সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর।

শোরগোল ছাপিয়ে শুধু থমাস হ্যালস্টেভের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। চিৎকার করে বলছে সে, 'আমরা শেষ! আমরা শেষ!' পরমুহূর্তেই যুলু ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রাজা ডিনগানের সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে!'

আবেদনটা কানে গেল ডিনগানেরও। সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তিনি। চিৎকার করে পর পর তিনবার বললেন, 'বুলালা আবাটাগাটি!' (যাদুকরগুলোকে হত্যা করো।)

শোনামাত্র পোশাকের ভিতর থেকে ছুরি বের করল হ্যালস্টেড। সামনের এক যুলুর বুকে আমূল বসিয়ে দিল সেটা। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে কি পড়েনি, টান দিয়ে ছুরিটা বের করল হ্যালস্টেড। পাঁই করে ঘুরল, আরেক যুলুর গলায় চালাল ছুরি। জবাই হয়ে গেল লোকটা। বোয়াদের মধ্যে যারা সময় পেয়েছে ছুরি বের করেছে, কালো শয়তানগুলোর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে নিজেদেরকে। কিন্তু কতক্ষণ? তিন হাজার লোককে কি ছুরি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়? পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা বোয়াদের উপরে। ছ'-সাতজনের মতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারা গেছে, বিশজনের মতো আহত হয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গুঁতিয়ে বোয়াদের সবাইকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে ওরা। একটানা শোনা যাচ্ছে ওদের রণহুঙ্কার আর বীভৎস সব চিৎকার, সমান তালে চেঁচাচ্ছে বোয়ারাও। কেউ মরণ-আর্তনাদ ছাড়ছে, কেউ অভিশাপ দিচ্ছে, যুলুরা বুঝতে পারবে না জেনেও করুণার জন্য আকুতি জানাচ্ছে কেউ কেউ। আর শুধু বোয়াদেরকেই না, হটেনটট ভৃত্যদেরকেও মারতে মারতে মেরে ফেলেছে যুলু সৈন্যরা।

যারা মারা গেছে তারা মরে বেঁচেছে, যারা মরেনি তাদের জন্য আরও দুর্ভোগ বাকি রয়ে গেছে তখনও। বোয়া আর হটেনটট—সবার দু'হাত ধরে এবার টানতে শুরু করেছে যুলু সৈন্যরা, হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে দলবদ্ধ পিঁপড়ার কথা মনে পড়ে গেল আমার।

কখন যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ডিনগান। হঠাৎ খেয়াল হলো আমার, তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি দাঁত বের করে হাসছেন নিঃশব্দে। আমাকে তাকাতে দেখে শীতল গলায় বললেন, 'এসো, জর্জের ছেলে। তোমার রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল না এরা? এসো দেখি শেষপর্যন্ত কী হয় এদের।'

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে যা দেখেছি তার বেশি কিছু দেখার ইচ্ছা নেই আমার। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ হলো, কিছু বলতে পারলাম না। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো বেশ উঁচু একটা টিলার উপরে। খেয়াল করলাম এই টিলায় চড়লে আশপাশের অনেকদূর পর্যন্ত ভালোমতো দেখা যায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর হঠাৎ করেই যুলুদের বিজয়োল্লাস ভেসে এল। যত সময় যাচ্ছে তত কাছিয়ে আসছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বীভৎস আওয়াজটা। খানিক বাদে দেখতে পেলাম লোকগুলোকে। আবারও নাচ জুড়ে দিয়েছে ওরা। তবে এবারের নাচের সঙ্গে রণনৃত্যের কোনো মিলই নেই। বন্য উল্লাসে হাত-পা ছুঁড়ছে আসলে। একইসঙ্গে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে হোমা আমাবুটুর দিকে নিয়ে চলেছে বোয়া আর হটেনটটদের লাশগুলো। ঢাল বেয়ে উঠল ওরা, পাহাড়ের মাথায় হাজির হলো। অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, যারা এখনও মরেনি তাদেরকে পিটিয়ে মারছে ওরা, যারা মরেছে তাদের গলা কেটে নীচের খাদে ছুঁড়ে ফেলছে একে একে।

জ্ঞান হারিয়ে কখন লুটিয়ে পড়লাম নিজেও জানি না।

আমার বিশ্বাস, বেশ কয়েক ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম। জ্ঞান তখনও পুরোপুরি ফেরেনি, অর্ধচেতন অবস্থায় শুনি কে বা কারা যেন যুলু ভাষায় কথা বলছে। কণ্ঠগুলো প্রতিধ্বনির মতো বাজছে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে।

'জর্জের ছেলেটা বেঁচে গেছে,' বলল কেউ। 'ওর কপাল ভালো। ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগানো যাবে ওকে।'

জবাবে কী যেন বলল আরেকজন, বুঝতে পারলাম না অথবা আবারও জ্ঞান হারানোর কারণে শুনতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পর শুনি আবার কথা বলছে প্রথম লোকটা, 'হে মহান সেনয্যানজাকোনা! দুধের সঙ্গে সাদালোকদের রক্ত মেশানো হয়েছে। সবটুকু দুধ পান করতে হবে আপনাকে। তারপর ভেঙে চুরমার করতে হবে পাত্রটা,' বলতে বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বক্তা। হাসিটা এত ভয়ঙ্কর যে, ও-রকম হাসি এই জীবনে আর কখনও শুনতে চাই না আমি।

চলে যাচ্ছে লোকটা। পা টেনে টেনে হাঁটছে সম্ভবত, কারণ অতিকায় কোনো সরীসৃপ চলার সময় যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অনেক চেষ্টা করে, নিজের উপর জোর খাটিয়ে খুললাম দু'চোখ।

বেশ বড় একটা কুঁড়েঘরের ভিতরে আছি। ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বলছে। সেটাই আলোর একমাত্র উৎস। তারমানে বাইরে রাত নেমেছে। আগুনের কাছে, লাউ-এর শুকনো খোলস দিয়ে বানানো একটা পাত্রের উপর ঝুঁকে কী যেন করছে এক সুন্দরী যুলু যুবতী।

মাথার ভিতরটা এখনও ফাঁকা লাগছে। নিচু গলায় ডাকলাম যুবতীকে, 'এই যে! শুনছ?'

চমকে উঠল মেয়েটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে।

'একটু আগে ওভাবে হাসছিল কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নাম বললে কি চিনতে পারবে তাঁকে, মাকুমাজন?' মেয়েটার কণ্ঠ বেশ মিষ্টি। 'তিনি যিকালি। খুব বড় যাদুকর। তিনি সব বাধা দূর করে দিতে পারেন। সব বন্ধ পথ খুলে দিতে পারেন। তিনি কবে জন্মেছেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না এমনকী আমাদের দাদারাও। তিনি শুধু নিঃশ্বাস ফেলে শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে পারেন বড় বড় গাছ। একমাত্র তাঁকেই ভয় পান আমাদের রাজা ডিনগান। যিকালি যা বলেন, চোখ বন্ধ করে তা-ই মান্য করেন রাজা।'

'যিকালিই কি ডিনগানকে বলেছেন বোয়াদেরকে খুন করতে?'

'হতে পারে। তবে এসব ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানার বা বলার আমি কে?'

ঠিকই তো, ভাবছি মনে মনে, এই মেয়েটা আসলে কে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিই কি সেই অসুস্থ রানি যাকে দেখতে আসার কথা ছিল-আমার?'

'হ্যাঁ, মাকুমাজন। অসুস্থ ছিলাম, তবে এখন সেরে উঠেছি।

www.BanglaBook.org

অথচ তুমি নিজেই অসুস্থ হয়ে গেছ। নাও, এটা খেয়ে নাও,' একটা লাউয়ের-পাত্র বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা আমার দিকে।

দু'হাতে ভর দিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করে উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে নিলাম পাত্রটা। দুধ খেতে দেয়া হয়েছে আমাকে।

'তোমার নাম কী?' একচুমুক দুধ খেয়ে জানতে চাইলাম।

'নায়া।'

'এখানে কী করছ?'

'তোমাকে পাহারা দিচ্ছি।'

লাউয়ের পাত্রে আবারও চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। 'আমাকে পাহারা দিচ্ছ মানে?'

'মানে তুমি যাতে পালিয়ে কোথাও চলে না-যাও সেজন্য তোমাকে কড়া পাহারা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। মাকুমাজন, তোমার ভালোর জন্যই বলে রাখি, আমাকে ফাঁকি দিতে পারলেও ভেবো না পালাতে পারবে। বাইরে বল্লম হাতে অনেক প্রহরী আছে। দুধটুকু শেষ করো।'

আর কিছু না-বলে খেয়ে নিলাম দুধটুকু। কে জানে বিষ মেশানো আছে কি না এই দুধে! তবে যা-ই মেশানো থাকুক, এত পিপাসা লেগেছে যে, না-খেয়ে উপায়ও নেই।

'আমি কি বেঁচে আছি না মরে গেছি?' কথাটা জিজ্ঞেস করেই বুঝলাম বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি।

'না, না, মাকুমাজন, তুমি বেঁচে আছো,' কোমল কণ্ঠে বলল নায়া। 'তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে এবং সব ভুলে যাবে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, নায়া কথাটা বলেছে কি বলেনি, ঘুমে ভারী হয়ে এল আমার দু'চোখের পাতা। মাটিতে ঢলে পড়লাম আবার। ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কতক্ষণ ঘুমালাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে প্রখর রোদ। তারমানে অনেক আগেই সকাল হয়ে গেছে। গতরাতে দুধের সঙ্গে সম্ভবত কোনো ওসুধ মিশিয়ে দিয়েছিল নায়া, যার কারণে এত গভীর ঘুম হয়েছে আমার। আবার এমনও হতে পারে, গত ক'দিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভালো ঘুম হয়নি বলে কাল রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। তবে যা-ই হোক, ঘুম গাঢ় হওয়ায় ভালো হয়েছে আমার জন্য। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে, মনটাও আগের মতো ভারাক্রান্ত হয়ে নেই। তা না হলে পাগল হয়ে যেতাম সম্ভবত।

শুয়ে আছি একভাবে। ভাবছি এই কাজটা কেন করলেন ঈশ্বর। যাঁকে এত দয়াময় বলে জানি আমরা তিনি এত নিষ্ঠুর একটা কাজ করতে পারলেন কী করে? কমবেশি পাপী আমরা সবাই-ই; বোয়ারা যত বড় পাপীই হোক না কেন এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো কী অপরাধ করেছিল ওরা? প্রত্যেককে চিনি আমি, জানি ওরা সবাই ভালো ও সৎ লোক। তা হলে এমন কী দোষ ছিল ওদের যার কারণে যুলুরা এভাবে পিটিয়ে মারল ওদেরকে? তারপর লাশগুলো পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে জবাই করে নীচে ফেলে দিল, যাতে শকুনের পাল ছিঁড়ে খেতে পারে? কেন অকালে বিধবা হতে হলো এতগুলো মহিলাকে? কেন এতগুলো নিষ্পাপ বাচ্চাকে বাপহারা হতে হলো? (যে মহিলা বা বাচ্চাদের কথা ভাবছিলাম তাদের বেশিরভাগই তৎক্ষণে যুলুদের অতর্কিত হামলায় মারা পড়েছে।)

একটা প্রশ্নেরও জবাব জানা নেই আমার। শুধু জানি, আমার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে এত বিরাট এক রহস্যের সমাধান করা সম্ভব না। আর এ-ও জানি, চোখের সামনে যে-হত্যাযজ্ঞ দেখেছি তা আমার মতো অল্পবয়সী যে-কাউকে

www.BanglaBook.org

পাগল বানিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

টানা কয়েকটা দিন শুধু এই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকলাম। প্রাকৃতিক প্রয়োজন বা ক্ষুধার তাড়না না-থাকলে কোথাও যাই না, কুঁড়েঘরের ভিতরে শুয়ে শুয়ে ভাবি, কেন এত নিষ্ঠুর একটা কাজ করলেন ঈশ্বর। একদিন বাবার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ করেই। মনে পড়ল, বাবা বলেছেন, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই যে-কোনো সভ্যতা শেষ হয়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে এ-রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। এ-রকম হত্যাযজ্ঞ আগে হাজারবার ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ায় ওঠার পর সেখানে থাকা যায় না, আরেকদিকের ঢাল বেয়ে পাদদেশে নেমে আসতেই হয়। সভ্যতারও তেমন উত্থান পতন দুটোই আছে, থাকতেই হবে। যারা (কিংবা যাদের বাপ-দাদারা) একদিন দম্ভভরে হেঁটে বেড়িয়েছে আফ্রিকার বুকে, অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে আদিবাসীদের উপর, যখন-তখন মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছে প্রকৃতপ্রস্তাবে সহজসরল লোকগুলোকে, আজ তাদেরই অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেল সেই কালোমানুষগুলোরই নৃশংসতায়। প্রকৃতি এভাবেই প্রতিশোধ নেয়। প্রকৃতি এভাবেই সভ্যতা গড়ে, তারপর তা গুঁড়িয়ে দেয়।

শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার দৃষ্টিতে যা বিভীষিকাময় আর ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে তার আড়ালে এমন কোনো উদ্দেশ্য আছে যা হয়তো আমি জেনে যেতে পারবো না, আমার পরে যারা থাকবে এই আফ্রিকায় তারা বুঝতে পারবে। নিরুপায় হয়ে হোক আর বিশ্বাসের কারণেই হোক, মানুষ সেই উদ্দেশ্যকে মেনে নেয় বলেই যুগ যুগ ধরে ধর্ম টিকে আছে পৃথিবীতে।

মন কিছুটা শান্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই নিজের ব্যাপারে ভাবতে লাগলাম। কী হবে আমার? আমাকেও কি বোয়াদের

www.BanglaBook.org

পরিণতি বরণ করে নিতে হবে? সম্ভবত না। তা হলে ওদেরকে এভাবে খুন করার আগে আমাকে আলাদা করা হতো না। এতদিন বাঁচিয়ে রাখা হতো না। ডিনগানকে যতটা চিনি, বোয়াদেরকে অকারণে হত্যা করার আদেশ দেননি তিনি। আরও বড় কোনো পরিকল্পনা আছে তাঁর মনে। মেরির ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন সেগুলো পর্যালোচনা করলে অন্তত তা-ই মনে হয় আমার।

কী করতে পারি আমি? পালাবো? কীভাবে? মাত্র একজন যুলু পাহারা দিচ্ছে আমাকে, তা-ও আবার এক যুবতী। ওকে না-হয় ফাঁকি দেয়া গেল। কিন্তু তারপর? কুঁড়েঘরের বাইরে প্রশস্ত উঠান, চারদিকে গোল করে নলখাগড়ার বেড়া দেয়া। উচ্চতায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির কম না। বেড়ার বাইরে, পনেরো গজের মধ্যে রাতদিন পালা করে পাহারা দেয় সশস্ত্র যুলু সৈন্যরা। কখনও টহল দিয়ে বেড়ায়, কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তির মতো। হাতে ঝকঝক করে ধারালো বল্লম। থেকে থেকে তাকায় বেড়ার দিকে, কাকে খোঁজে কে জানে! রাতের বেলায় স্রেফ দ্বিগুণ হয়ে যায় ওদের সংখ্যা। তারমানে ডিনগান কিছুতেই চান না আমি পালাই।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা সপ্তাহ। এই সাত দিন ওই সুন্দরী যুবতী নায়া ছাড়া অন্য কেউ আসেনি আমার কাছে। ওর সঙ্গে বলতে গেলে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমার। সময় কাটাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা। যা-ই বলি না কেন, ঘুরেফিরে বোয়াদের প্রসঙ্গে ফিরে যাই আমি। আর নায়াও কী চালাক, বার বার এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। আমাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রতিবারই হতাশ হয়ে বুঝতে পারি, যে-বিষয়ে আমার এত আগ্রহ সে-বিষয়ে কিছুই জানতে পারিনি নায়ার কাছ থেকে। বরং যুলু আর ওদের স্বজাতীয় আদিবাসীদের ইতিহাস, এমনকী

www.BanglaBook.org

মহান রাজা শাকার স্বভাবচরিত্রও অনেকখানি জানা হয়ে গেল আমার। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনার ব্যাপারে আমি কিছু জানতে চাইলেই ক্ষরায়-ফাটা জমিনে পড়া একপশলা বৃষ্টির মতো নায়ার সব কথা যেন শুকিয়ে যায়। খেয়াল করছি, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি করে আমাকে সঙ্গ দেয়ার চেষ্টা করছে সে।

একদিন লজ্জায় লাল হয়ে অকপটে বলেই ফেলল, 'ইচ্ছা করলে আমাকে বিয়ে করতে পারো। এ-ব্যাপারে রাজা ডিনগান কোনো আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। তোমাকে খুব পছন্দ করেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা তুমি আমাদের একজন হয়ে এ-দেশেই থাকো।'

জবাবে বললাম, 'আমি তো ইতোমধ্যেই বিয়ে করে ফেলেছি।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চকচকে কাঁধ ঝাঁকাল নায়া। ঝকঝকে দাঁত বের করে সুন্দর করে হেসে বলল, 'তাতে কী? একজন পুরুষের কি একের বেশি বউ থাকতে পারে না? তা ছাড়া মাকুমাজন, বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকল কিছুটা, সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে, 'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ তোমার সেই বউ আছে এখনও? সে হয়তো তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। কিংবা এতদিনে তুমি হয়তো বিপত্নীক হয়ে গেছ।'

'কী বলতে চাও?' আপনাথেকেই সোজা হয়ে গেছে আমার পিঠ।

'কিছু না। এভাবে নিষ্ঠুরের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না, মাকুমাজন। আমি যা বলেছি তা কি একেবারেই অবাস্তব? সে-রকম কোনো কিছুই কি ঘটছে না পৃথিবীতে?'

'হ্যাঁ ঘটছে। আরও অনেক কিছু ঘটছে। যেমন টোপ হিসেবে তোমাকে দিনরাত বসিয়ে রাখা হচ্ছে আমার সামনে। যেমন

www.BanglaBook.org

গুপ্তচর হিসেবে আমাকে সবসময় পাহারা দিয়ে যাচ্ছ তুমি। এই দুটো কথা যদি জানা না-থাকত আমার তা হলে হয়তো নিষ্ঠুরের মতো তাকাতাম না তোমার দিকে।'

'তোমার অভিযোগ অস্বীকার করবো না। কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কী বলো? কাজটা যদি না-করি তা হলে আমার ধড়ে মুণ্ডু থাকবে? তা ছাড়া...তা ছাড়া আমি কি তোমাকে একটুও পছন্দ করি না? কী মনে হয় তোমার?'

'জানি না। একটা কথা বলো তো। এই জেলখানা থেকে কবে মুক্তি পাবো?'

'কীভাবে বলবো, মাকুমাজন?' আমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে সহানুভূতি প্রকাশের ভঙ্গিতে মৃদু চাপড় দিচ্ছে নায়া। 'আমার মনে হয় সময় লাগবে। তবে যখনই মুক্তি পাও, যেখানেই যাও, আমাকে মনে রেখো। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আরামে রাখার চেষ্টা করেছি তোমাকে। এর বেশি কিছু করার উপায় নেই আমার। তুমি জানো কি না জানি না, আমি যখনই তোমার সঙ্গে এই ঘরের ভিতরে থাকি, বাইরে থেকে কেউ-না-কেউ ঘরের কোনো-না-কোনো ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে থেকে দেখে কী করছি আমরা।'

কিছু না-বলে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম নায়ার উপর থেকে।

পরদিন সকালে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কুঁড়েঘরের পিছনের উঠানে বসে নাস্তা খাচ্ছি, এমন সময় আমার সামনে থেকে হঠাৎ করেই উঠে গিয়ে এককোনায় লুকিয়ে পড়ল নায়া। কোনো আগন্তুককে দেখলে যুলু মেয়েরা, বিশেষ করে বিবাহিতা মেয়েরা এ-রকমভাবে নিজেদেরকে আড়াল করে সাধারণত।

আমাকে বলল নায়া, 'রাজার কাছ থেকে একজন দূত এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার কাছে।'

খাবার ফেলে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, আমার পুরনো বন্ধু কাম্বুলা দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে মাথা সামান্য নুইয়ে সম্মান জানাল সে। বলল, 'আপনাকে নেটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি আমি। আমার সঙ্গে একদল সশস্ত্র প্রহরী থাকবে। রওনা দেয়ার আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, দয়া করে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে। জিজ্ঞেস করলে জবাব পাবেন না। মহান রাজা ডিনগান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। যে সাদামানুষটা দিনরাত শুধু ধর্মের কথা শোনায় (মিস্টার ওয়েন) তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে পারবেন না। নিষেধ আছে। অন্য কারও সঙ্গেও কোনো কথা বলতে পারবেন না। আর, এই মুহূর্তেই আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।'

'ডিনগানের সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছাও নেই আমার,' কাম্বুলার চোখের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বললাম।

'বুঝতে পারছি। রাজা একরকম মানুষ, আপনি আরেকরকম। আপনাদের দু'জনের চিন্তাভাবনা দু'রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং যে-কারণে আপনি দেখা করতে চাচ্ছেন না তাঁর সঙ্গে সম্ভবত একই কারণে তিনিও দেখা করতে চাচ্ছেন না আপনার সঙ্গে। তারপরও, ইঙ্কুস, আপনার মনে রাখা উচিত, রাজা ডিনগান কিন্তু আপনার জীবন বাঁচিয়েছেন। ভয়ঙ্কর আগুন থেকে অক্ষত অবস্থায় ছোঁ মেরে উদ্ধার করেছেন আপনাকে।'

'কেন?' অক্ষম ক্রোধে ফুঁসে উঠলাম আমি। 'আমাকে বাঁচাতে কে বলেছিল তাঁকে? আমি কি তাঁর পা ধরেছিলাম?'

'হয়তো যে-কাঠগুলো পোড়াতে চেয়েছেন তিনি আপনি সে-কাঠগুলোর মতো না, বরং আলাদা। বাদ দিন এসব। আপনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোছগাছ করার মতো কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কাজেই অসুবিধা না-থাকলে চলুন এখনই।'

'অসুবিধা নেই। চলো।'

চলে যাচ্ছি, এমন সময় দেখা হয়ে গেল নায়ার সঙ্গে। করুণ কণ্ঠে বিমর্ষ চেহারায় বলল সে, 'সাদা মানুষ, তোমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করলাম, তারপরও চলে যাওয়ার আগে আমাকে একটাবার বিদায় বলার প্রয়োজনও বোধ করলে না! তোমার কাছ থেকে এর বেশি কী আশা করা যায়? হয়তো ভালো ব্যবহার পাওয়ার মতো যোগ্যতা নেই আমার, কারণ আমার গায়ের রঙ কালো। যা-ই হোক, একটা আবেদন করি, যদি কখনও পালাতে পারি এই দেশ ছেড়ে, যদি সেদিন গিয়ে আশ্রয় চাই তোমার কাছে, সেদিন তাড়িয়ে দিয়ো না, আশ্রয় দিয়ো।'

হাত বাড়িয়ে দিলাম নায়ার দিকে, করমর্দন করলাম ওর সঙ্গে। 'কথা দিলাম। আমার কাছে আশ্রয় পাবে তুমি।'

বলে রাখি, কথা রেখেছিলাম আমি। তবে সে আরেক কাহিনি।

এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। সামনে কাম্বুলা, পিছনে আমি। খেয়াল করলাম, উমগুনগান্ধলোভুর বাইরে চলে এসেছি সহসাই। কাম্বুলা হয়তো ইচ্ছা করেই এই পথ দিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে। অনতিদূরে সেই মরণ-পাহাড় হোমা আমারুটু। অসংখ্য শকুন এখনও দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সেখানে। দূর থেকে একটা কঙ্কাল চোখে পড়ল আমার। পরনের ছিন্নভিন্ন কাপড় দেখে বুঝতে পারলাম মানুষটা কে ছিল। স্যামুয়েল এস্টেরহুইযেন। খুব ভালো মানুষ। ক্যাম্প ছেড়ে রওয়ানা করার পর বনেবাদাড়ে এর পাশেই কয়েক রাত শুয়েছি আমি। শূন্য চক্ষুকোটর দুটো যেন তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

আছে আমার দিকেই, বোবা ভাষায় তিরস্কার করছে আমাকে। যেন জিজ্ঞেস করছে, সে এবং তার জাতভাইরা যখন শিয়াল-শকুনের খাবারে পরিণত হয়েছে তখন আমি বেঁচে আছি কীভাবে? চলতে চলতেই ধাক্কা খেলাম যেন, আবার ফাঁকা হয়ে গেল মাথার ভিতরটা। এস্টেরহুইযেনের সেই নীরব প্রশ্নটা বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম নিজেকে। কেন এতগুলো মানুষ মরল আর শুধু আমি বেঁচে থাকলাম? কেন?

বিদ্যুচ্চমকের মতো উত্তরটাও জানা হয়ে গেল আমার তখন: ওই খুনি ডিনগানের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বিধাতা। স্তূপাকারে পড়ে থাকা বোয়াদের ওই কঙ্কালগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি বেঁচে থাকি এবং যদি সুযোগ পাই, ডিনগানকে খুন করবো নিজের হাতে।

ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। হোমা আমাবুটুর উল্টোদিকের ঢালের দিকে তাকালাম। ডেলাগোয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে মেরি আর অন্যান্য বোয়াদেরকে নিয়ে এখানে পৌঁছানোর পর ওই ঢালেই ক্যাম্প করেছিলাম আমি। যাজক মিস্টার ওয়েনের ঘর আর ওয়্যাগনগুলো এখনও সেখানে আছে। কাম্বুলাকে জিজ্ঞেস করলাম ওয়েন আর তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকেও হত্যা করা হয়েছে কি না।

'না, ইঙ্কুস,' জবাব দিল সে। 'তাঁরা আপনারই মতো জর্জের সন্তান। তাই রাজা ডিনগান ওদেরকে ক্ষমা করেছেন। তবে তাঁদেরকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে।'

সন্দেহ নেই খবরটা ভালো।

'থমাস হ্যালস্টেডের কী হয়েছে?' আবারও জানতে চাইলাম। 'সে-ও তো ইংরেজ। তারমানে ওরও বেঁচে থাকার কথা।'

www.BanglaBook.org

'না। তিনি মারা পড়েছেন। দোষটা আমাদের না, তাঁরই। রাজা তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বোকার মতো আমাদের দুই লোককে খুন করে বসেন। বাধ্য হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যরা। তবে থ্রোমা আমাবুটুতে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। ওখানে গিয়ে খুনের নেশা পেয়ে বসে সৈন্যদেরকে, কে ইংরেজ আর কে বোয়া ভুলে যায়। থোমাআসকেও জবাই করে ফেলে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, 'তোমার সঙ্গে কি যেতেই হবে আমাকে? মিস্টার ওয়েনের সঙ্গে দেখা করলে অসুবিধাটা কী? তিনি চলে যাচ্ছেন এখান থেকে, না-হয় তাঁর সঙ্গেই যাই আমি?'

'না, মাকুমাজন। তা হয় না। রাজা বলে দিয়েছেন আপনি কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না। এই দেশ ছেড়ে একাই চলে যেতে হবে আপনাকে।'

বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো আমাকে। মিস্টার ওয়েন বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি। তবে যতদূর জানতে পারি, তাঁরা নিরাপদেই পৌঁছেছিলেন ডারবানে। তারপর কমেট নামের একটা জাহাজে চেপে অন্য কোথাও চলে যান।

কিছুক্ষণ পর গ্রামের সদর-দরজার সামনে, সেই দুধগাছ দুটোর কাছাকাছি চলে এলাম। যুলুরা তছনছ করে ফেলেছে আমাদের বেশিরভাগ মালপত্র। ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে সেগুলো। উধাও হয়ে গেছে সব বন্দুক আর রাইফেল।

কাম্বুলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মালসামান চোখে পড়ে?'

নিজের স্যাডলটা খুঁজে বের করলাম। আমার বুকের ভিতরে মোচড়াচ্ছে, গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠে আসতে চাচ্ছে কিছু

www.BanglaBook.org

একটা। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘোড়াই যখন নেই তখন শুধু স্যাডল দিয়ে কী করবো আমি? নিজে পরবো?'

'আপনার ঘোড়াটা আলাদা করে রাখা আছে, মাকুমাজন,' অপরাধীর কণ্ঠে বলল কাম্মুলা। আমাদের সঙ্গে যে-সৈন্যরা এসেছে তাদের একজনকে ইশারা করল। আমার হাত থেকে স্যাডল আর লাগাম নিয়ে দৌড়ে একদিকে চলে গেল লোকটা।

অনর্থক দাঁড়িয়ে না-থেকে ছড়ানোছিটানো মালপত্র ঘাঁটতে শুরু করলাম। আমার আর কোনো জিনিস পাওয়া যায় কি না দেখি। দুটো কম্বল, একটা পানির-বোতল, এক টিন কফি আর এক টিন চিনি এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় কাজে লাগতে পারে এ-রকম ওষুধে ভর্তি একটা বাক্স খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগল না।

আগেও বলেছি বোধহয়, উমগুনগান্ধলোভুর বাইরে, সদর-দরজা থেকে মাইলখানেক দূরে একটা কুঁড়েঘর আছে যা গার্ডহাউস হিসেবে ব্যবহার করে যুলুরা। সেটার কাছাকাছি গিয়ে দেখি যে-সৈন্যটা দৌড় দিয়েছিল একটু আগে সে আমার ঘোড়াটার লাগাম ধরে আছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে এ-ক'দিন ঠিকমতোই খাওয়ানো হয়েছে জন্তুটাকে, ভালো যত্নও নেয়া হয়েছে। তাই বেশ তরতাজা আছে ঘোড়াটা। এগিয়ে গেলাম সেটার দিকে। ঘাড়ে-গলায় হাত বুলিয়ে আদর করলাম কিছুক্ষণ। তারপর চড়ে বসলাম সেটার পিঠে।

কাম্মুলা তখন বলল, 'দয়া করে একটা কথা শুনে রাখুন, মাকুমাজন। ঘোড়ায় চড়েছেন বলে যেদিকে খুশি সেদিকে যাবেন না। আমি না-বলা পর্যন্ত ঘোড়া ছোটানোরও দরকার নেই। সৈন্যদের উপর আদেশ আছে, যদি আপনাকে আমাদের সঙ্গে দেখা না-যায়, যদি যুলুল্যাণ্ডের কোথাও আপনাকে একা পাওয়া

www.BanglaBook.org

যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে আপনাকে।'

'আমার সে-রকম কিছু করার ইচ্ছাও নেই। আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। কাজেই বীরত্ব দেখানোর কোনো সুযোগও নেই।'

এগিয়ে চললাম আমরা। আমি ঘোড়ার পিঠে, আমার সামনে কাম্বুলা এবং ডানে-বাঁয়ে-পিছনে ওর রক্ষীবাহিনী।

চলতি পথে যতজন সাধারণ যুলুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাদের সবাই উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ওরা জানে সপ্তাহখানেক আগে ওদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে-আসা একদল সাদামানুষের কী পরিণতি হয়েছে। এ-ও জানে সেই সাদামানুষদের দলের সদস্য হিসেবে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। ওদের দৃষ্টিতে আমি দর্শনীয় কোনো বস্তুতে পরিণত হয়েছি যেন। দলবেঁধে আমাকে দেখতে আসছে ওরা, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছে আমার দিকে। হয়তো ভাবছে আমি কোনো ভূত, মানুষ না। কেউ কিছু বলছে না আমাকে, কোনো মন্তব্যও করছে না আমাকে নিয়ে। সম্ভবত এ-ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মজার ব্যাপার, আমি যদি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি তা হলে ভীষণ ঘাবড়ে যায় লোকটা, কোনো জবাব না-দিয়ে ঘুরে চলে যায় দূরে কোথাও। এভাবে টানা চারদিন পথ চললাম। খেয়াল করলাম, যুলুল্যাণ্ড থেকে পুবদিকে বিশ কি ত্রিশ মাইল দূরে চলে এসেছি।

চতুর্থদিন বিকেলে একজায়গায় থেমেছি, বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় একটা খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল কাম্বুলা এবং ওর সৈন্যরা। পরিশ্রান্ত অবস্থায় এক ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে এল এক যুলু দূত। হাঁপাচ্ছে লোকটা, ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না। বাঁ হাতে বুলেটের ক্ষত। কাম্বুলাকে নিচু গলায় কিছু একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল সে, ঠিকমতো শুনতে পেলাম না। শুধু কয়েকটা শব্দ কানে এল: "রক্তের বন্যা বয়ে গেছে"। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে লোকটাকে চুপ করার ইশারা করল কাম্মুলা, টেনে দূরে নিয়ে গেল ওকে। এরপর ওই লোকটাকে আর দেখিওনি, ওর ব্যাপারে কিছু শুনিওনি।

পরে একসময় জিজ্ঞেস করলাম কাম্মুলাকে, 'লোকটা কে?'

চুপ করে আছে কাম্মুলা। বুঝতে পারছি এই প্রসঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই ওর।

'রক্তের বন্যা বয়ে গেছে মানে কী?' আবারও জানতে চাইলাম।

এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল কাম্মুলা যে, দেখে মনে হলো দুগ্ধপোষ্য শিশু সে। মৃদু গলায় বলল, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যা কথা বলে কী লাভ, কাম্মুলা? যা ঘটেছে তা আজ না হোক কাল ঠিকই জানতে পারবো আমি।'

'তা হলে পরে জেনে নেয়াটাই কি ভালো না, মাকুমাজন? ততক্ষণ অপেক্ষা করুন দয়া করে,' বলে দূরে চলে গেল সে। নিজের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

সে-রাতে একটু পর পর শুনি নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে কাম্মুলার সৈন্যরা। নতুন আরেক যন্ত্রণা শুরু হলো আমার। আমি নিশ্চিত ভয়াবহ আরেকটা ঘটনা ঘটেছে কোথাও-না-কোথাও। সম্ভবত ডিনগানের সৈন্যরা হামলা করেছে বোয়াদের ক্যাম্পে, মানে মেরি যেখানে ছিল। কী হয়েছে ওদের? কী হয়েছে মেরির? সে কি বেঁচে আছে? নাকি ডিনগানের আদেশে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? সে কি তা হলে এখন শয়তানটার হেরেমে? নাকি আমাকে যেভাবে সৈন্যদলের পাহারায় বের করে দেয়া হচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উমগুনগান্ধলোভু থেকে ওকেও একই কায়দায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে?

পরদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম টুজেলা নদীর ধারে। সৌভাগ্যের কথা, নদীতে বেশি পানি নেই। কষ্ট হলেও পার হওয়া যাবে। এখানে আমাকে বিদায় জানিয়ে বলল কাম্বুলা, 'আমার দায়িত্ব শেষ। নেটালের ইংরেজদের প্রতি আমাদের রাজা ডিনগান বাণী দিয়েছেন। সেটা আপনাকে বলতে চাই। দয়া করে সেখানে পৌঁছে সবাইকে জানাবেন কথাটা।'

কাম্বুলার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

সে বলে চলল, 'রাজা বলেছেন, তিনি বোয়াদেরকে হত্যা করেছেন কারণ ওরা বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজ নেতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশান্তরী হয়েছিল। যুলুল্যাণ্ডের পাশেই যদি বসতি স্থাপনের সুযোগ পেত তা হলে আজ বাদে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করত যুলুদের সঙ্গে। তাই ওদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু জর্জের সন্তানদেরকে ভালোবাসেন আমাদের রাজা। এদের মধ্যে কোনো ছলচাতুরি নেই। সেজন্য রাজা ডিনগানের পক্ষ থেকে ভয়েরও কিছু নেই কারও। তিনি বরং ইংরেজদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন—ওরা ইচ্ছা করলে যখন খুশি গিয়ে দেখা করতে পারে রাজার সঙ্গে, যে-কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, রাজার এই আমন্ত্রণ ইংরেজদেরকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু ওরা উমগুনগান্ধলোভুতে যেতে রাজি হবে কি না জানি না। তবে বোয়াদের রক্তে হাত রাঙিয়ে যে-দুর্নাম জুটিয়েছ তোমরা, সেনাবাহিনী সঙ্গে না-নিয়ে আর কেউ তোমাদের দেশে আসবে বলে মনে হয় না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কাম্বুলা, ওকে সে-সুযোগ দিলাম

www.BanglaBook.org

না। ওর বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, তারপর ঘোড়া নিয়ে নেমে পড়লাম নদীতে।

কাম্বুলার সঙ্গে এরপর আর দেখা হয়নি আমার। তবে "ব্লাড রিভার" যুদ্ধের পর ওকে মৃত অবস্থায় পেয়েছিলাম। সে-ও আরেক কাহিনি, এখানে বলার প্রয়োজন নেই।

নদী পার হয়ে উঠলাম অপর পাড়ে। আধমাইলের মতো এগিয়ে চলে এলাম তুলানামূলকভাবে খোলা একটা জায়গায়। নদীর তীরে যতটা ঘন হয়ে জন্মে আছে ঝোপ আর নলখাগড়া, এখানে সে-রকম না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পিছনে। দেখা যাচ্ছে না যুলুদের কাউকে। লাগাম টেনে থামালাম ঘোড়াটাকে।

জনমানবহীন একটা প্রান্তরে আছি। কেমন খাঁ খাঁ করছে চারদিক। খাঁ খাঁ করছে আমার বুকের ভিতরটাও। নিজেকে নিঃস্ব, বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। কী করা উচিত জানি না। কোথায় যাবো জানি না। ঠিক তখন খুব অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। আমার অ্যাডভেঞ্চারাস জীবনের আর কখনও এত অদ্ভুত কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।

মনমরা হয়ে বসে আছি ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়াটাও তখন পথশ্রমে ধুঁকছে। নদীর তীরে, ঝোপঝাড় আর নলখাগড়ার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সেই আদিমকাল থেকে পড়ে আছে ছোট-বড় কিছু পাথর। সম্ভবত এ-রকম এক পাথরের আড়াল থেকে হঠাৎ শোনা গেল পরিচিত এক কণ্ঠ, 'বাস, চোখে ভুল দেখছি না তো? ঘোড়ার উপরে কি আপনি না আপনার ভূত?'

ব্যস্ত হয়ে এদিকে-সেদিকে তাকালাম। কাউকে চোখে পড়ছে না। বিমর্ষ মনে কী শুনতে কী শুনেছি ভেবে চুপ করে থাকলাম, সাড়া দিলাম না।

'বাস,' আবার ডাকছে কণ্ঠটা, 'আপনি কি মরে গেছেন না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসলেই বেঁচে আছেন? আমি আবার ভূত খুব ভয় পাই। কাজেই আপনি মরে গিয়ে থাকলে আপনার সামনে হাজির হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

অস্থিরতায় ভুগছি, আবারও এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছি। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আমার মাথা কি আসলেই খারাপ হয়ে গেছে? জিজ্ঞেস করলাম, 'কে? কে কথা বলে? কোথায় আছো তুমি?'

কথাটা বলেছি কি বলিনি, সঙ্গে সঙ্গে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল আমার ঘোড়াটা, ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে সরে গেল। স্যাডল থেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম আমি। তাকিয়ে দেখি, বড়জোর পাঁচ কদম দূরের এক পিপীলিকাভুকের গর্ত থেকে উঁকি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে হলুদাভ একটা চেহারা। লোকটার মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া কালো চুল। চুলের ফাঁকে একটা পালক!

'হ্যান্স?' বললাম আমি। 'আমি তো ভেবেছিলাম বাকিদের মতো তোমাকেও খুন করেছে যুলুরা।'

'আর আমি তো ভেবেছিলাম বাকিদের মতো আপনাকেও খুন করেছে যুলুরা, বাস। আপনি কি নিশ্চিত আপনি বেঁচে আছেন?'

'বেঁচে না-থাকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কী করে, গাধা? ওই গর্তের ভিতরে কী করছ?'

'লুকিয়ে আছি। নদীর ধারে গিয়েছিলাম, এমন সময় শুনি অপর পাড়ে হাজির হয়েছে কয়েকজন যুলু। দূর থেকে একটা লোককে দেখি ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি এই জায়গায়, শিয়ালের মতো ঢুকে পড়ি গর্তে। বাপরে বাপ, যুলুরা কী জিনিস জানা হয়ে গেছে আমার। আমি চাই না এই জীবনে আর কখনও মোলাকাত হোক ওদের সঙ্গে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বের হয়ে এসো। তোমার কাহিনিটা শোনাও আমাকে।'

গর্ত থেকে বের হলো হ্যান্স। এই ক'দিনে ঠিকমতো খেতে না-পেয়ে শুকিয়ে গেছে বেচারা। কাদা লেগে নোংরা হয়ে আছে পরনের কাপড়। যা সে পরে আছে তা কাপড় না-বলে হাফপ্যান্ট বলা ভালো। এককালে ট্রাউজার ছিল, হাঁটু থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেছে। শার্ট উধাও, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। কিন্তু তারপরও সে হ্যান্স, কোনো সন্দেহ নেই হ্যান্স। আমার আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু, আমার বিশ্বস্ত ও সার্বক্ষণিক সহচর, যতগুলো অ্যাডভেঞ্চার আমি করেছি আজ পর্যন্ত তার প্রায় সবগুলোতে আমার অবিচ্ছেদ্য ছায়া।

আমার দিকে দৌড়ে এল সে, দু'হাত ধরে ভেঙে পড়ল কান্নায়। সমানে চুমু দিচ্ছে আমার হাতে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'বাস, বাস, আপনাকে জীবিত খুঁজে পাওয়া আর নিজেকে জীবিত খুঁজে পাওয়া একই কথা। আপনার যাজক বাবা আকাশের যে "বড় মানুষের" কথা বলেন সবসময়, আর কখনও সেই মানুষটার উপর সন্দেহ করবো না আমি। আমার বাপ-দাদা আমাকে যত দেবতার নাম শিখিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ডেকেছি, কোনো কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত ওই বড় মানুষটাকে মনেপ্রাণে ডেকে বললাম, আমাকে ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার আগে অন্তত একটুকরো রুটি যেন খেতে দেন তিনি। ঠিক তখনই দেখি ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হচ্ছেন আপনি। বাস, বাস, আপনার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? খুব ক্ষুধা লেগেছে আমার। আর পারছি না।'

আমার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। জোর করে সামলালাম নিজেকে। স্যাডলব্যাগের ভিতরে রোদে শুকানো মাংস আছে, জানি আমি। সেগুলো বের করে দিলাম হ্যান্সকে। ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হায়েনার মতো দুই কামড়ে মাংসটুকু গলাধঃকরণ করল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়া শেষে আঙুল আর ঠোঁট চাটল কিছুক্ষণ। তারপর তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

'এবার বলো, তোমার কাহিনি শুনি,' আবারও বললাম আমি।

'বাস, আপনারা তখন গেছেন ওই শয়তান রাজাটার সঙ্গে দেখা করতে, আর আমি গেছি আপনার ঘোড়া আনতে,' বলতে শুরু করল হ্যান্স। 'একেকটা ঘোড়া একেকদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে একটা উঁচু গাছে চড়তে হলো আমাকে। ঘোড়াগুলো কোথায় আছে দেখছি, এমন সময় যুলুদের গ্রাম থেকে বিরাট কোলাহল শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি শয়তানগুলো খুন করছে বোয়াদেরকে, হটেনটট চাকরাও বাদ যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমাদেরও একই অবস্থা হবে। ওই গাছের উপরে বাসা বেঁধেছিল একজোড়া সারস। নীড়ের আড়ালে কোনোমতে লুকালাম। কিছুক্ষণ পর ঠিক ঠিকই হাজির হলো যুলু সৈন্যরা। অ্যাসেগাই চালিয়ে হত্যা করল সব ক'টা টটিকে (হটেনটট)। আমি তখন সারসের বাসার পাশে দম বন্ধ করে বসে আছি। কী আশ্চর্য, আমি যে-গাছের উপরে ছিলাম সেটার নীচেই এসে জড়ো হলো সৈন্যরা। আমার এক জাতভাইকে ধরতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে হারামিগুলোকে, তাই হাঁপিয়ে গেছে ওরা। দম নিতে ওখানে জড়ো হয়েছে সবাই। উপরের দিকে তাকানোর কথা ভাবছে না। কেউ যে গাছের মগডালে লুকিয়ে থাকতে পারে তা বোধহয় ওদের মাথাতেই আসেনি। আমি তখন ওই নির্মম হত্যাযজ্ঞ দেখে অসুস্থ বোধ করছি। আমার মাথা ঘুরাচ্ছে। একটা জাল দু হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলাম। জানি আমার উপস্থিতি যদি ফাঁস হয়ে যায় যুলুদের কাছে তা হলে সব শেষ।

'সারাটা দিন ওই মগডালে একভাবে বসে থাকলাম। সূর্যের তাপে ততক্ষণে আমি বলতে গেলে সিদ্ধ হয়ে গেছি। রাত নামল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে গেল যুলুরা। তারপরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। একসময় দুরুদুরু বুকে নামলাম গাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলাম। আপনার কথা মনে হলো, কিন্তু ধরেই নিয়েছি আপনাকেও শেষ করে দিয়েছে কসাইগুলো। তাই আপনার লাশ খুঁজে পেলেও কোনো লাভ হবে না। তা ছাড়া আপনার বাবা বলেছেন কখনও কখনও নাকি জান বাঁচানো ফরজ। তাই সারারাত শুধু ছুটলাম আর ছুটলাম। ভোরের দিকে লুকালাম একটা গর্তের ভিতরে। সারাদিন লুকিয়ে থাকলাম। রাত নামার পর আবার শুরু হলো আমার দৌড়ানো। দু'বার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। যখন দেখেছি আর চলতে পারছি না তখন এমন জায়গায় লুকিয়েছি যেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই। শামুক, কেঁচো আর ঘাস খেয়ে কাটিয়েছি এই ক'টা দিন। শেষে প্রচণ্ড পেটব্যথা শুরু হলো। সে-কারণে গত দু'দিন কিছুই খেতে পারিনি। শেষপর্যন্ত নদী পার হয়ে গিয়ে হাজির হলাম আমাদের ক্যাম্পে।

'তখন সূর্য উঠি উঠি করছে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি। মনে মনে বলছি, "হ্যান্স রে, ও হ্যান্স! তোর মনে তো অনেক দুঃখ। আরেকটু অপেক্ষা কর্। মনের দুঃখ যাবে না, কিন্তু পেটের দুঃখ যাবে। খুশিতে গান গাইতে শুরু করবে তোর পাকস্থলী!" কিন্তু কীসের গান? আরে আগে তো জান তারপরে না গান। থতমত খেয়ে দেখি কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে হাজার হাজার যুলু যোদ্ধা। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বোয়াদের ক্যাম্পে। হাতের সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই কচুকাটা করছে। দেখতে দেখতে শত শত বোয়া পুরুষ-নারী-শিশু মারা পড়ল। তখন কোত্থেকে হাজির হলো আরেকদল বোয়া। পরিস্থিতি বুঝে নিতে সময় লাগল না ওদের। সমানে গুলি করতে লাগল। আমিও তখন সমানে "বড় মানুষকে" ডাকছি, কারণ বাঁ কানের

www.BanglaBook.org

পাশ দিয়ে অ্যাসেগাই যায় তো ডান কানের পাশ দিয়ে যায় বুলেট। কোন্‌টা কোন্‌ সময় আমার প্রাণটা সঙ্গে করে নিয়ে যায় সেটাই আসল কথা। যা-হোক, আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুলুরা পারল না, পারার কথাও না। যেভাবে হুড়মুড় করে এসেছিল, সেভাবেই লাফাতে লাফাতে পালাল হারামিগুলো। তবে যাওয়ার সময় বোয়াদের গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

'এখন অস্ত্র যতই আধুনিক হোক না কেন, বুলেট আর বারুদ ফুরালেই খেল খতম। ওদিকে যুলুরা আপাতত পিছু হটেছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত আবার আসবে। তাই আমিও পিছু হটলাম। পাকস্থলীকে বললাম, "বেঁচে থাকলে পরেও গান গাওয়া যাবে, আগে পালা!" তখন চলে এলাম এই নদীর ধারে। ওই ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে কাটিয়ে দিলাম কয়েকটা দিন। জলচর পাখির ডিম আর নদী-থেকে-ধরা কিছু ছোট মাছ খেয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। আজ সকালে আবার যুলুদের আওয়াজ পেয়ে একদৌড়ে এসে ঢুকি এই গর্তে। তারপর...'

'হ্যান্স,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললাম, 'ক্যাম্পে যখন হামলা চালায় যুলুরা তখন মেরি কি ছিল সেখানে?'

'বাস, আমি কীভাবে বলবো? আমি তো ঢুকিইনি ক্যাম্পে। কিন্তু তিনি যে-ওয়্যাগনে ঘুমান সেটা দেখিনি আমি। ভ্রাউ প্রিন্সলু আর হিয়ার মেয়ারের ওয়্যাগনও ছিল না।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' কোনোরকমে বললাম। 'আচ্ছা হ্যান্স, ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এখানে চলে আসার পর তোমার পরিকল্পনা কী ছিল? কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছিলে?'

জবাব দেয়ার আগে যথাসম্ভব মিষ্টি করে হাসল হ্যান্স। 'বাস, আপনি যে-ফার্মহাউসটা করেছেন, আমার মনে হয় প্রিন্সলু আর মেয়ারদেরকে নিয়ে সেখানেই গেছেন মিসি মেরি। আমি ঠিক

www.BanglaBook.org

করেছিলাম, ভালোমন্দ খেয়ে আর শুয়েবসে কিছুদিন বিশ্রাম নেবো। চাঙ্গা করবো শরীরটাকে। তারপর গিয়ে হাজির হবো ওই ফার্মহাউসে। দেখবো আসলেই সেখানে গেছেন নাকি মিসি মেরি। কিন্তু একা যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কারণ খোলা মাঠে আমাকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জবাই করবে যুলুরা।'

এখন যে-জায়গায় আছি সেখান থেকে আমার ফার্মে, ঘোড়ায় চড়ে মধ্যম গতিতে যেতে চার কি বেশি হলে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। হ্যান্সকে বললাম, 'তা হলে আর দেরি না-করে চলো জলদি। যুলুরা বেশি দূরে নেই।'

ঘোড়ায় উঠল হ্যান্স, আমার পিছনে বসল। সমতলভূমি ধরে মধ্যম গতিতে এগোতে লাগলাম আমরা। কোথাও একবার গেলে সে-জায়গাটা কীভাবে যেন মুখস্থ হয়ে যায় হ্যান্সের; তাই আমার গাইডের ভূমিকা পালন করছে সে। আমার ফার্মহাউসটা ক্যাম্প থেকে ভালোমতোই চিনি আমি, কিন্তু টুজেলা নদী থেকে কোন্‌দিকে কীভাবে যেতে হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। এক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করছে হ্যান্স। চলতে চলতে কথা বলছি আমরা, রাজা ডিনগানের সঙ্গে দেখা করার পর কী ঘটেছে মূলত সে-কাহিনিই শোনাচ্ছি একজন আরেকজনকে।

'আমাদের কথা ফুরাল একসময়। একজায়গায় থেমে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলাম। তারপর আবার রওয়ানা হলাম। জায়গা বদল করেছি এবার। সামনে বসেছে হ্যান্স, পিছনে আমি। এই অঞ্চলের পথঘাট যেহেতু আমার চেয়ে সে ভালোমতো চেনে সেহেতু ঘোড়া চালানোর দায়িত্বটা ওর উপর দেয়াই ভালো।

নিশ্চুপ বসে নিজের ভাবনায় ডুবে আছি আমি। "রক্তের বন্যা" বলতে তা হলে ক্যাম্পের নিহত বোয়াদের কথাই বোঝাচ্ছিল ওই যুলু লোকটা। শয়তানগুলো অরক্ষিত আর অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝাঁপিয়ে পড়েছে এতগুলো নিরীহ মানুষের উপর। আশপাশের অন্য ক্যাম্প থেকে বোয়ারা এসে প্রতিরোধ করায় পালাতে বাধ্য হয়েছে শেষপর্যন্ত।

এই ক'দিন আমাকে বন্দি করে রাখার মানেটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। ডিনগান ভেবেছিলেন আমাকে প্রথমদিনই ছেড়ে দিলে আমি সোজা হাজির হবো নেটালে, সব বলে সতর্ক করে দেবো বোয়াদেরকে। সেক্ষেত্রে অসতর্ক হরিণের মতো বোয়াদের উপর ধূর্ত চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না তাঁর সেনাবাহিনী।

লোকটা কি মানুষ না পিশাচ?

বিশ

এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা—চলতে চলতে হঠাৎ করেই একটা ঢালের মাথায় হাজির হয়ে গেছি আমরা। এখন দূরে তাকালে দেখতে পাচ্ছি মুয়ি নদীটা। সমতলভূমির বুক চিরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। বিরাট এক রূপালি সাপের মতো মনে হচ্ছে। মুয়ির এক শাখানদীর ধারে, একটা চ্যাপ্টামাথার পাহাড়ের পাদদেশে আমার স্বপ্নের বসতি গড়েছিলাম। গড়েছিলাম বলার কারণ এতক্ষণে হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আমার স্বপ্ন। মেরি যে আসলেই বেঁচে আছে তার নিশ্চয়তা কী? যুলুদের আক্রমণে সে যে মারা পড়েনি তা নিশ্চিতভাবে জানছি কী করে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুরুদুরু করছে বুকের ভিতরে। ফার্মহাউসে পৌঁছানোর পর কী দেখতে পাবো জানি না। বার বার গুঁতো দিচ্ছি ঘোড়াটার পেটে। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা, তাই হাজার গুঁতিয়েও কাজ হচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগে মধ্যমগতিতে ছুটছিল, এখন বলতে গেলে হাঁটছে।

লাভ হবে না বুঝতে পেরে গুঁতোগুঁতি বন্ধ করলাম।

হ্যান্সও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘোড়াটার কষ্ট কমাতে অনেক আগেই নেমে পড়েছে সে, পিছন পিছন হেঁটে আসছে। আলগা পাথরে হোঁচট খেয়ে কেটে গেছে ওর পা। তাই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া ঠিকমতো খেতে না-পাওয়ায় এমনিতেই সে দুর্বল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম ওর দিকে। রাশ টেনে থামালাম ঘোড়াটাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম একটা গাছের ছায়ায়। তারপর হ্যান্সকে বললাম ঘোড়ায় চড়তে। আপত্তি করল সে কিছুক্ষণ, কিন্তু আমি ধমক দেয়ায় রাজি হয়ে গেল। এবার ঘোড়ায় চড়ে এগোচ্ছে সে, পাশাপাশি হাঁটছি আমি।

অপরূপ সূর্যাস্তের তখন সমাপ্তি ঘটেছে, গোধূলির লালিমাটুকুও মুছে গিয়ে রাত ঘনাবার আগে ধূসর হয়ে গেছে সন্ধ্যার আকাশ। এমন সময় ওই চ্যাপ্টামাথাওয়ালা পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হলাম আমরা। কালচে আলোর পটভূমিতে দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে বাতার বেড়া-দেয়া কাদামাটির সেই বাড়িগুলো। সামনে কয়েকটা ওয়্যাগন। কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হয়ে উঠে যাচ্ছে না আকাশের দিকে। তারমানে রাতের খাবার রান্না করছে না কেউ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। হ্যান্সকে পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। এমন সময় পাথরে হোঁচট খেয়ে থেমে দাঁড়াল জন্তুটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এগোতে চাচ্ছে না, আর এগোনোটা বোধহয় সম্ভবও না সেটার পক্ষে।

আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। জরুরি কণ্ঠে বললাম, 'হ্যান্স, ঘোড়াটার সঙ্গে এখানেই থাকো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসলেই কেউ আছে কি না বাড়িতে।'

'সাবধানে থাকবেন, বাস,' ক্লান্ত গলায় বলল হ্যান্স। 'গিয়ে হয়তো দেখবেন যুলুরা গলা ধরাধরি করে বসে আছে বাড়ির ভিতরে। দেশের এখন এমন অবস্থা, কোন্ সময়ে কোন্ জায়গায় থাকে ওরা তা আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালাম। বুকের ভিতরে ঝড় উঠেছে, কথা বলতে পারছি না। দেরি না-করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। পাথরের বড় বড় বোল্ডার হাতড়াতে হাতড়াতে একটু একটু করে এগোচ্ছি। ঝরনাটা আছে আমার উল্টোদিকে, সেদিকে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো একটা পথ বানিয়েছে কাফ্রিরা, ওই পথ ধরে এগোলে আরও তাড়াতাড়ি হাজির হতে পারতাম ঝুপড়িঘরগুলোর কাছে। কিন্তু সেটা সম্ভব না এখন। কাজেই পাথর হাতড়ে হাতড়েই এগোতে হলো কয়েক শ' গজ। এদিকে ছোট আরেকটা ঝরনা আছে, বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে খুব বেশি পানি থাকে না। এখন আছে। কুলকুলু শব্দ শুনে গিয়ে দাঁড়ালাম সেটার একপাশে। সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল ফিঁচু শব্দ। তবু হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। কান পাতলাম।

সম্ভবত সেই একজন ফোঁপাচ্ছে। কিন্তু ঝরনাটার অবিরাম কলধ্বনির জন্য নিশ্চিত হতে পারছি না। অন্ধকারে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। সিদ্ধান্ত নিলাম চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।

আকাশে কখন যেন মেঘ ভেঙেছে, টের পাইনি। কালো মেঘের আড়াল থেকে একসময় বের হয়ে এল অনিচ্ছুক চাঁদ। গোল থালার

www.BanglaBook.org

মতো সেই চাঁদের রূপালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল চারদিক। ঠিক তখনই ভূত দেখার মতো চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েক গজের পাঁচ কদম দূরে বসে আছে মেরি!

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি। যে-কোনো কারণেই হোক, বড় ঝরনাটার কাছে না-গিয়ে এই ছোট ঝরনাটার কাছে এসেছে মেরি, পানি নিতে। ওর হাতে একটা পাত্রও দেখা যাচ্ছে। কালো পোশাক পরে আছে সে, বিধবারা যে-রকম পরে। কোত্থেকে যোগাড় করল এই পোশাক জানি না। চাঁদের হলুদাভ আলোয় ওর চেহারাটা অনেক ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। কাঁদছে সে। দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা। কেন কাঁদছে তা-ও বুঝতে পারছি। ধরে নিয়েছে মারা গেছি আমি, আর কোনোদিন ফিরে আসবো না।

আমি নিজেও যেন বোবা হয়ে গেছি। একবার ভাবলাম ডাকি মেরিকে; কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না; পাথরের আড়াল ছেড়ে বের হলাম। এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল মেরি। চিনতে পেরে তাকিয়েই থাকল একদৃষ্টিতে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'অ্যালান! অ্যালান? ঈশ্বর কি আমাকেও তুলে নেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন তোমাকে? আমি প্রস্তুত। আমি প্রস্তুত!' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল, আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। ওর হাত থেকে পানির পাত্রটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

'মেরি!' কোনোরকমে উচ্চারণ করেই দেখি ভয়ে আরও সাদা হয়ে যাচ্ছে ওর চেহারা, বুঝলাম গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে সে এখনই।

'চুপ!' মৃদু কণ্ঠে ধমক দিলাম। 'আমি মরিনি, বেঁচে আছি। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন।'

কথাটা শোনামাত্র ছুটে এল সে আমার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল

www.BanglaBook.org

আমার বুকে।

যা যা ঘটেছে সব বললাম ওকে। তারপর জানতে চাইলাম, 'এখানকার খবর কী?'

'তেমন কিছু না। তোমার চিঠি পেয়ে আর দেরি করিনি। কাউকে কিছু না-জানিয়ে সোজা চলে আসি এখানে। কম্যাণ্ড্যান্ট রেটিফও কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন চিঠিতে। চলে এসেছি বলে বেঁচে গেছি। যুলুরা জানত না কোথায় আছি আমরা। আমাদেরকে অনুসরণও করেনি। তবে শুনেছি ওরা নাকি আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছিল। ওদের হামলার দু'দিন পর ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হন বাবা আর হার্নান পেরেইরা। সম্ভবত আগে থেকেই জানতেন তোমার এই ফার্মহাউসের কথা, তাই আমাকে খুঁজতে চলে আসেন এখানে। বলেছেন, ওরা নাকি বোয়াদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য পালিয়ে এসেছেন, কারণ ডিনগানকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসতে দেরি করে ফেলেছেন। উমগুনগান্ধলোভুতে যে-নারকীয় ঘটনা ঘটেছে তা-ও জানিয়েছেন আমাদেরকে। সব মিলিয়ে পাঁচ-ছ'শ' বোয়া নাকি মরেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রাণহানির পরিমাণটা আরও বেশি হওয়ার আগেই অন্যান্য ক্যাম্প থেকে আরও বোয়া হাজির হয়ে ঠেকিয়েছে যুলুদেরকে। ওদেরও কয়েকশ' লোক মারা পড়েছে।'

'তারমানে তোমার বাবা আর পেরেইরা এখন এখানে?' জানতে চাইলাম।

'না, অ্যালান।'

'তা হলে কোথায়?'

'বলছি,' অশ্রু মুছল মেরি। 'বাবা আর হার্নান এল এখানে। বলল পিটার রেটিফ আর তাঁর সব সঙ্গীর মৃত্যুর জন্য নাকি তুমিই দায়ী। তুমিই নাকি ফুসলিয়েছ ডিনগানকে, ওদেরকে খুন করতে

www.BanglaBook.org

উদ্বুদ্ধ করেছ। কিন্তু কথায় আছে না, পরের লাগি খাদ করে, আপনি খাদে পড়ে মরে? তোমার নাকি সেই অবস্থা হয়েছে।'

'ঈশ্বর! মানুষ কতটা নীচ হলে এত জঘন্য অভিযোগ করতে পারে আরেকজনের বিরুদ্ধে!'

'আমি জানি, অ্যালান, তোমার কোনো দোষ নেই। হার্নান আমাকে কী বলল জানো? বলল, আমি নাকি বিধবা হয়ে গেছি। জোর করে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলাম, তার শাস্তি পেয়েছি হাতেনাতে। ওরা বলল, এই হত্যাযজ্ঞে আর দশজন বোয়া মহিলা যে-রকম বিধবা আমিও নাকি ঠিক সে-রকম বিধবা। পার্থক্য একটাই—ওই মহিলাদের স্বামীরা প্রাণ দিয়েছে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে, আর তুমি নাকি মরেছ ঈশ্বরের অভিশাপে। ভ্রাউ প্রিন্সলু প্রতিবাদ করে বললেন, "ওর কপালে যা লেখা ছিল তা-ই হয়েছে, এখানে ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?" কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল হার্নান তখন, ওকে একধমকে থামিয়ে দিলেন ভ্রাউ, "তুই চুপ থাক্, মিথ্যুক কোথাকার!" আমিও বলে দিলাম, শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনো কথা নেই আমার।'

'কিন্তু আমার কথা আছে। কোথায় সে?'

'আজ সকালে বাবাকে নিয়ে অন্য বোয়াদের কাছে গেছে। আমার মনে হয় গিয়ে তোমার নামে নালিশ দেবে, মীমাংসা বা সরেজমিন তদন্ত যা-ই বলি না কেন করার জন্য দল নিয়ে হাজির হবে এখানে। যাওয়ার সময় বলে গেছে আগামীকালের মধ্যেই ফিরবে।'

মনে মনে আরেকটা ধাক্কা খেলাম। আমার সামনে তা হলে আবারও বিপদ?

'কী ভাবছ?' আমার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল মেরি। 'চলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসায় চলো। যতদূর শুনেছি টুজেলা নদী পার হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে যুলুরা। যাওয়ার আগে অবশ্য বোয়াদের গরুবাছুর নিয়ে গেছে ওদের রাজাকে উপহার দেয়ার জন্য। সহসা আর ফিরবে না ওরা। বোয়ারাও সতর্ক হয়ে গেছে, পিটার রেটিফ আর ক্যাম্পের খবর জানাজানি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

চুপ করে তাকিয়ে আছি মেরির দিকে। ওর কিছু কথা শুনছি, কিছু শুনছি না।

'তুমি এত কী ভাবছ বুঝতে পারছি না,' বলে চলল মেরি। 'চলো, তুমি ফিরবে ভেবে বাড়িটা যতটা পেরেছি সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছিলাম। পরে যখন খবরটা শুনলাম তখন ধরেই নিয়েছিলাম আমার সব কষ্ট নষ্ট হলো। ...দাঁড়াও! শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতলাম আমি। ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া। আলগা পাথরে নাল-লাগানো ক্ষুরের আঘাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম মেরিকে, 'ওটা আমারই ঘোড়া। সওয়ারী হ্যান্স। আমার মতো সে-ও বেঁচে গেছে। কাহিনিটা পরে বলবো তোমাকে।'

কিছুক্ষণ পর হাজির হলো হ্যান্স চেহারা মলিন, দেখে মনে হয় খানিক বাদে আপনাআপনি পড়ে যাবে স্যাডল থেকে। বিধ্বস্ত কণ্ঠে কোনোরকমে বলল, 'গুড-ডে, মিসি। আপনার কাছ থেকে এবার চমৎকার একটা ডিনার আশা করতে পারি আমি। কারণ বাসকে নিরাপদে আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি আমি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাস, বলেছিলাম না সব ঠিক হয়ে যাবে?'

মেরি বা আমি কেউই কোনো জবাব দিলাম না। দু'জনে তখন হাত ধরাধরি করে এগোচ্ছি আমাদের স্বপ্ননীড়ের দিকে।

www.BanglaBook.org

মেরির সঙ্গে দেখা হওয়ার দু'ঘণ্টা পর।

ভ্রাউ প্রিন্সলু এবং আমার অন্য বন্ধুরা সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আমাকে। টের পাচ্ছি আমার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা আরও বেড়েছে। আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম বলেই আজ বেঁচে আছেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পের যে-জায়গায় ছিলেন এঁরা সেই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওখানে যে-ক'টা ওয়্যাগন ছিল সেগুলোর একজন অধিবাসীও বাঁচতে পারেনি।

তাঁদের সবাইকে আমার কাহিনি শোনালাম। চুপ করে শুনলেন সবাই। হিয়ার মেয়ার এমনিতেই গম্ভীর স্বভাবের, এই ক'দিনে যা ঘটেছে তাতে তাঁর গাম্ভীর্য আরও বেড়েছে। আমার কথা শেষ হলে মন্তব্য করলেন, 'ঈশ্বর! তোমার কপাল খুবই ভালো, অ্যালান। সবাই মরল অথচ তুমি ঠিকই বেঁচে গেলে। তোমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে না চিনতাম তা হলে হার্নান পেরেইরার মতো আমিও মনে করতাম ডিনগানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বোয়াদের সর্বনাশ করেছ তুমি।'

বাঘিনীর মতো ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকালেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'কথাটা বলার সাহস হলো কীভাবে আপনার, কার্ল মেয়ার? একজন ইংরেজ বলে কি আমাদের হাতে সবসময় অপদস্থ হতে হবে অ্যালানকে? সে ইংরেজ—এটা কি ওর দোষ? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তা হলে বলবো ডিনগানের সঙ্গে যদি কেউ হাত মিলিয়ে থাকে তা হলে ওই উদবিড়াল পেরেইরা মিলিয়েছে। ডিনগানের সঙ্গে কেউ যদি ষড়যন্ত্র করে থাকে তা হলে ওই শয়তানটাই করেছে। তা না হলে এতগুলো বোয়া মরল আর সে সুড়সুড় করে এখানে হাজির হয়ে গেল কীভাবে? আর না-হয় এসেছে, সঙ্গে করে পাগল ম্যারাইসকে

www.BanglaBook.org

আনতে পারল কীভাবে?'

'জানি না,' বিনীতভঙ্গিতে বললেন মেয়ার। আর সবার মতো তিনিও ভয় পান ভ্রাউ প্রিঙ্গলুকে।

'যখন জানেন না তখন বোকার মতো কিছু না-বলে মুখটা বন্ধ রাখুন। বোকা মানুষের কথা শুনলে গা জ্বলে, মনেও কষ্ট হয়,' সাপার করছিলাম আমরা, মাংসের ডিশটা এগিয়ে দিলেন তিনি মেরির দিকে। 'নাও, একটু কষ্ট করে উঠে গিয়ে এই মাংসটুকু দিয়ে এসো হ্যান্সকে। যে-পরিমাণ খেয়েছে সে আমরা কেউ হলে পেট ফেটে মরতাম, তারপরও আমার মনে হয় আরও দু'-এক পাউণ্ড মাংস খেতে পারবে রাক্ষসটা।'

আদেশ পালন করল মেরি। অন্যরা দেখল ভ্রাউ ক্ষেপেছেন, এখন তাঁর সামনে থাকলে তাঁর উল্টোপাল্টা কথায় ইজ্জতহানি হবে, তাই একে একে কেটে পড়ল।

এখন আমি, ভ্রাউ আর মেরি ছাড়া কেউ নেই ঘরে।

'এবার,' আমাদের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ভ্রাউ, 'সবাই ক্লান্ত, তোমরাও ক্লান্ত। আর দেরি না-করে শুয়ে পড়ো; বিশ্রাম নাও। গুড নাইট, অ্যালান এবং মেরি,' বলে চলে গেলেন তিনি।

হাত ধরে আমাকে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গেল মেরি।

পরদিন দুপুরবেলা। মেরিকে কাছে পেয়ে সব দুঃখ, সব উদ্বেগ ভুলে গেছি আমি; ওর সঙ্গে বসে এটা-সেটা নিয়ে হাসিতামাশা করছি। হঠাৎ পাল্টে গেল ওর চেহারা। দেখে মনে হচ্ছে ঘাবড়ে গেছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শোনো!' বাইরের দিকে ইশারা করল সে। 'ঘোড়ায় চড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকেই আসছে একদল লোক!'

একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম ঘরের বড় জানালাটার কাছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে মেরি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে একদল বোয়া, সঙ্গে ওদের আফটার-রাইডাররাও আছে। সব মিলিয়ে ত্রিশ-বত্রিশজনের কম হবে না। সাদামানুষের সংখ্যা বিশের মতো।

'দেখো,' আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেরি, 'বাবাও আছেন ওদের মধ্যে। হার্নান পেরেইরাও আছে।'

কথাটা ঠিক। হেনরি ম্যারাইসকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ঘোড়ার পাশেই পেরেইরার ঘোড়া। মামার কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলছে শয়তানটা। কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিচ্ছে সম্ভবত। শুকিয়ে গেছেন ম্যারাইস, জীর্ণ হয়ে গেছে তাঁর পরনের পোশাক, দুই চোখে ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টি। অন্যদিকে পেরেইরার বরাবরের মতোই সুদর্শন। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে কামনায়। মামাকে কুবুদ্ধি দিচ্ছে আর একইসঙ্গে একটু একটু করে চওড়া হচ্ছে ওর ক্রূর হাসিটা।

দু'জনকে দেখামাত্র কেন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। গতকাল রাতে বিপদের যে-অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল আমার মন তা যেন আরও প্রকট হয়ে গিলে খেতে লাগল আমাকে।

মেরির দিকে তাকালাম। বলতে না-চাইলেও অনেক সময় কিছু সত্য কথা বেরিয়ে যায় আমাদের মুখ দিয়ে; সে-রকমভাবেই বলে ফেললাম, 'কী আশ্চর্য! মাত্র একটা রাত পরম সুখে কাটাতে পারলাম তোমার সঙ্গে। আমাদের সব সুখ এখানেই শেষ!'

'হতে পারে,' মৃদু গলায় বলল মেরি, দেখে মনে হচ্ছে বুঝতে পারছে না হাসবে না কাঁদবে। 'তারপরও আমার কোনো দুঃখ নেই। খুব অল্প সময়ের জন্য আপন করে পেয়েছি তোমাকে, কিন্তু সে-ই বা কম কী? আজ না-হয় কাল হয়তো মরবো আমি; মরার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে যাবো, অনেকদিনের সাধনায় শুধু একদিনের জন্য কাছে পেয়েছিলাম তোমাকে। এ-ই বা কম কী?'

আমি কিছু বলতে না বলতে আনাদেরা দরজায় হাজির হয়ে গেল বোয়ারা। সবার আগে পেরেইরা দেখতে পেল আমাকে। খানিকটা চমকে উঠল সে। শীতল গলায় বলল, 'মাইনহেয়া অ্যালান কোয়াটারমেইন, তুমি দেখছি বহাল তবিয়তেই আছ! এবং ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়ে গেছ। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে?' রোদেপোড়া চামড়ার, দুঃখী দুঃখী চেহারার প্রায় ষাট বছর বয়স্ক এক লোক আছেন ওর পাশে, তাঁর দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা কী অদ্ভুত, খেয়াল করেছেন, কম্যাণ্ডাণ্টি? কোয়াটারমেইন নামের এই ইংরেজ যুবক গভর্নর রেটিফের সঙ্গে যুলুদের শহরে ছিল। আমার কথা বিশ্বাস না-হলে হিয়ার ম্যারাইসকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। এখন, আমরা জানি পিটার রেটিফ আর তাঁর সহযোগীরা সবাই মারা পড়েছেন, বলা ভালো খুন হয়েছেন যুলু রাজা ডিনগানের আদেশে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যালান বাঁচল কীভাবে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন, মাইনহেয়া পেরেইরা?' দুঃখী দুঃখী চেহারার ওই বুড়ো বোয়াটা বললেন। 'যা বলার ওই ইংরেজটাই বলবে। বলতে না-চাইলে বলতে বাধ্য করতে হবে ওকে।'

'অবশ্যই বলবো, মাইনহেয়া,' জোরালো গলায় বললাম। 'এখনই বলবো?'

ইতস্তত করছেন কম্যাণ্ডাণ্ট। হেনরি ম্যারাইসকে ডেকে দূরে নিয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ কথা বললেন তাঁর সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'না, এখন না। ব্যাপারটা গুরুতর। আগে খেয়ে নিই, তারপর তোমার বক্তব্য শুনবো, মাইনহেয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোয়াটারমেইন। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপর আমার আদেশ, আমি না-বলা পর্যন্ত এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

'কোথাও যেতে পারবো না মানে?' মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে আমার। 'আমি কি আপনার বন্দি, কম্যাণ্ড্যান্ট?'

'যেহেতু সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলেছ সেহেতু সরাসরিই বলছি। হ্যাঁ, মাইনহেয়া কোয়াটারমেইন, তুমি আমাদের বন্দি। যুলুল্যাণ্ডে আমাদের প্রায় ষাটজন জাতভাইকে, যারা কিনা তোমার সফরসঙ্গী ছিল, গরুছাগলের মতো জবাই করে হত্যা করা হলো, অথচ তুমি বেঁচে থাকলে—ঘটনাটা কীভাবে ঘটল ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তোমাকে। যদি না-পারো, আগেই বলে রাখি, তোমার কপালে খারাবি আছে। এখন আর কোনো কথা না। অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা, খুব খিদা লেগেছে। ...ক্যারোলাস আর জোহানেস, তোমরা দু'জন এই ইংরেজ যুবককে পাহারা দেবে। দরকার মনে করলে তোমাদের বন্দুক তাক করে রাখবে ওর দিকে। আর যখন খবর দেবো, ওকে হাজির করবে আমাদের সামনে।'

'বরাবরের মতোই,' মেরির দিকে তাকিয়ে বললাম তিক্ত কণ্ঠে, 'তোমার ফুফাতো ভাই আমাদের জন্য আবারও বিপদ ডেকে এনেছে। কী আর করা! চলো আমরাও লাঞ্চ সেরে নিই।' তাকালাম আমার দুই পাহারাদারের দিকে। 'আশা করি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আপত্তি করবে না ক্যারোলাস আর জোহানেস। এবং এ-ও আশা করি আমার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেই খেতে বসবে ওরা।'

আমন্ত্রণটা গ্রহণ করল ক্যারোলাস আর জোহানেস। খেতে খেতে কথা চলল ওদের সঙ্গে। ক্যাম্পে যুলু আক্রমণের এবং হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা দিল ওরা। ভয়াবহ সেই বিবরণ শুনে

www.BanglaBook.org

আমাদের ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেল। খাবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলাম আমি আর মেরি, কেউই খেতে পারছি না। ওদিকে ক্যারোলাস আর জোহানেস তখন গোগ্রাসে গিলছে: বোঝা যাচ্ছে যুলুদের হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার পরও রক্ত আর আতঙ্কের সেই দিনটা তেমনভাবে দাগ কাটেনি ওদের মনে। ওদের খাওয়া দেখে হ্যান্সও বোধহয় ঈর্ষান্বিত হবে।

পেট পুরে ভালো খাবার খেয়ে হ্যান্স ইতোমধ্যেই ধকল সামলে নিয়েছে। আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর, বলা ভালো ক্যারোলাস আর জোহানেসের খাওয়া শেষ হওয়ার পর এঁটো থালাবাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে এল সে। জানাল, বোয়ারা নাকি ব্যাপক আলোচনা শুরু করে দিয়েছে; বিষয়: কী করা যায় আমার ব্যাপারে। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নাকি লোক পাঠাবে। কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দু'জন সশস্ত্র বোয়া হাজির হলো, ওদের সঙ্গে যাওয়ার আদেশ দিল আমাকে। বিদায় জানানোর জন্য তাকালাম মেরির দিকে, আমাকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে বলে উঠল সে, 'তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো, অ্যালান। তোমার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাও।'

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম আমার প্রহরীদের দিকে। কোনো আপত্তি করছে না ওরা। কাজেই কথা আর না-বাড়িয়ে আমার সঙ্গে রওয়ানা দিল মেরি।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে, একটা ওয়্যাগন ঘিরে বসে আছে বোয়ারা। ছ'জন বসেছে অর্ধবৃত্তাকারে। টুল বা ওই জাতীয় যা খুঁজে পেয়েছে কাজে লাগিয়েছে। রোদেপোড়া চামড়ার কম্যাণ্ড্যান্ট, স্বাভাবিকভাবেই, বসেছেন মাঝখানে। কোত্থেকে একটা ভাঙাচোরা টেবিল এনে রেখেছেন নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে। সেটার উপর কিছু কাগজপত্র আর কলম-দোয়াত।

অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছে যে ছ'জন তাদের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্সলূ আর মেয়াররা। একনজর দেখেই বুঝতে পারছি কোর্টমার্শালের আয়োজন করেছে বোয়ারা। ওই ছ'জন হচ্ছে বিচারক। আর কম্যাণ্ড্যান্ট কোর্টের প্রেসিডেন্ট।

এঁদের কারও নাম উল্লেখ করবো না ইচ্ছা করেই। কারণ আমার বিচার করতে গিয়ে যে-মারাত্মক ভুল এরা করেছিলেন, আমি যদি তাঁদের নাম বলে দিই তা হলে ইতিহাসের কাছে তাঁরা কলঙ্কিত হয়ে যাবেন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম, যারা আজ তাঁদেরকে নিয়ে গর্ব করে, তারা ছোট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার কাহিনি বর্ণনা করার জন্য তাঁদের নাম উল্লেখ করাটাও জরুরি না। সবচেয়ে বড় কথা, আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান হয়, ওই উত্তাল দিনগুলোর প্রেক্ষাপটে নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী সে-সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন তাঁরা এবং আমি বলবো তাঁদেরকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল হার্নান পেরেইরা।

'অ্যালান কোয়াটারমেইন,' বললেন কম্যাণ্ড্যান্ট, 'দেশান্তরী বোয়াদের ক্যাম্পে যে-আইন প্রচলিত আছে সে-আইন অনুযায়ী তোমার বিচার করার জন্য কোর্টমার্শাল গঠন করেছি আমরা। তুমি কি আইনটা সম্পর্কে অবগত আছো?'

'অবগত আছি বললে ভুল হবে, কম্যাণ্ড্যান্ট,' খেয়াল করলাম গলা কাঁপছে আমার, যতটা না নিজের জন্য তারচেয়ে বেশি মেরির জন্য ভয় লাগছে। 'আমি জানি সে-রকম একটা আইন আছে। কিন্তু আপনাদের সবচেয়ে বড় ভুল, আপনারা এমন একটা মানুষকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করেছেন যে বোয়া না। কাজেই বোয়াদের কোনো আইন আমার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি একজন ইংরেজ। অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের রানির অধীন। আমার বিরুদ্ধে যদি

www.BanglaBook.org

কোনো অভিযোগ থাকে আপনাদের তা হলে ব্রিটিশ কোর্টে মামলা করুন। আপনারা, যাঁরা কিনা এই দেশে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের আজ্ঞাবাহী, একজন ইংরেজের বিচার করতে পারেন না। করলে আপনাদের সে-বিচার আমি মানি না, কেউই মানবে না।'

'ব্যাপারটা বিবেচনা করেছি আমরা, অ্যালান কোয়াটারমেইন,' কম্যাণ্ড্যাণ্টের কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেছে। 'কিন্তু তোমার যুক্তি ঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। কারণ তোমার হয়তো মনে আছে সর্দার সিকোনয়েলার কাছে যাওয়ার আগে বুশম্যান নদীর ক্যাম্পে প্রয়াত জেনারেল পিটার রেটিফের কাছে শপথ নিয়েছিলে তুমি।'

মুচকি হাসলাম, করুণা হচ্ছে এই বুড়ো কম্যাণ্ড্যাণ্টের উপর। বললাম, 'কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফের কাছে শপথ নেয়ার মানে কি বোয়া আইনের আওতায় চলে আসা? তা ছাড়া কী শপথ নিয়েছিলাম তা কি জানা আছে আপনার? আমাদের সঙ্গে যে যুলুরা গিয়েছিল, তাদের প্রতিনিধি হতে বলেছিলেন আমাকে কম্যাণ্ড্যাণ্ট রেটিফ। কথা ছিল যুলুদের সব কথা ঠিকমতো অনুবাদ করে বলবো তাঁকে। কথা ছিল তাঁর সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো, তাঁর বিচার-বিবেচনা মেনে নেবো। বোয়াদের আইনের কোথায় লেখা আছে একজন ইংরেজ কোনো বোয়া কম্যাণ্ড্যাণ্টের সঙ্গে অভিযানে গেলে বোয়া-আইন প্রযোজ্য হবে লোকটার উপর? আপনি এত বয়স্ক হয়েও সামান্য এই কথাটা বুঝতে পারছেন না কেন জানি না। কার কথায় আপনার বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে তা-ও একটা প্রশ্ন। আমি যদি যুলু রাজা ডিনগানের সঙ্গে কোথাও যেতাম, আর যাওয়ার আগে যদি তাঁর কাছে শপথ করতাম তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো, ইংরেজরা বা ডাচরা যা বলবে তা হুবহু অনুবাদ করে শোনাবো তাঁকে, তা হলে কি যুলু

www.BanglaBook.org

আইন প্রযোজ্য হতো আমার উপর? ডিনগান যদি তখন আমাকে আদেশ দিতেন নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাতে তা হলে তা কি করতাম?'

বুড়ো কম্যাণ্ড্যান্টের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পেরেইরার দিকে একবার তাকালেন তিনি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি শপথ করেছ সেটাই বড় কথা। তোমার সেই শপথের কারণেই আমাদের আইনগত অধিকার আছে তোমার বিচার করার।'

'আপনাদের তথাকথিত আইনগত অধিকার আমি মানি না,' প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করছি: বয়স বেশি হওয়ার পরও অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকলে কী হতে পারে তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন পিটার রেটিফ, আর এই কম্যাণ্ড্যান্টও এখন প্রমাণ করছেন। 'আমি যে আপনাদের আইনগত অধিকার এবং এই কোর্টমার্শাল অস্বীকার করছি তা লিখে রাখুন। পরে যাতে গায়ের জোরে বলতে না-পারেন আপনাদের অভিযোগ মেনে নিয়েছি আমি। আবারও বলছি, এই দেশ এখনও ইংরেজদের শাসনাধীন। এখানে বিচারব্যবস্থা আছে, আইন-আদালত আছে। আমাকে ব্রিটিশ আইনের কাছে সোপর্দ করুন, সাক্ষ্যপ্রমাণ যা যা আছে উপস্থাপন করুন। এরপর আদালত যা বলবে আমি মেনে নেবো।'

'আমিই আদালত! আমিই আইন!' হুঙ্কার ছাড়লেন কম্যাণ্ড্যান্ট। তারপর তড়িঘড়ি করে কী যেন লিখতে লাগলেন সামনে-রাখা কাগজে। লিখতে প্রচুর সময় লাগছে তাঁর। এটা বয়সের কারণে নাকি কম পড়ালেখা জানার কারণে জানি না।

কাজ শেষ হলে মুখ তুলে তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'অ্যালান কোয়াটারমেইন, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যুলু রাজা ডিনগানের সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা করতে-যাওয়া বোয়া-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কমিশনের সদস্য হওয়ার পরও, প্রয়াত বোয়া গভর্নর-জেনারেল পিটার রেটিফের আজ্ঞাধীন থাকার পরও, রাজা ডিনগানকে ফুসলিয়েছ যাতে সে বোয়াদের সবাইকে খুন করে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। তোমার শ্বশুর হেনেরি ম্যারাইস এবং তাঁর ভাগ্নে হার্নান্দো পেরেইরার সঙ্গে আগেথেকেই মন কষাকষি ছিল তোমার, তাই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছ তাঁদের উপর। একইসঙ্গে, যে-অঞ্চলটা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে ডিনগানের সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন রেটিফ, তা প্রতারণাপূর্বক দখল করতে চেয়েছ ইংরেজদের জন্য। রাজার সঙ্গে কথা ছিল তোমার, হত্যাযজ্ঞের আগেই তোমাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হবে; ঠিক তা-ই হয়েছে। বলো, তুমি এই অপরাধ স্বীকার করো নাকি করো না?'

এই মিথ্যা আর জঘন্য অভিযোগ শুনে ফেটে পড়লাম হাসিতে, আসলে ভয়াবহ রাগ সামলানোর চেষ্টা করছি। বললাম, 'আপনি কি পাগল, কম্যাণ্ড্যান্ট? কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

'না, অ্যালান কোয়াটারমেইন, আমি পাগল না। তবে পাগল হয়ে গেলে ভালো হতো। তোমার শয়তানির কারণেই যুলুদের হামলায় মরেছে আমার স্ত্রী আর তিন সন্তান। চোখের সামনে ওদের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে অনেক জোরে ধাক্কা খেয়েছি মনে, কিন্তু পাগল হইনি। ...প্রমাণের কথা বলছ? কী প্রমাণ আছে আমার কাছে জানতে পারবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তবে তার আগে লিখে রাখি নিজেকে নির্দোষ দাবি করছ তুমি।'

লেখা শেষ হলে তিনি বলতে লাগলেন, 'সওয়াল-জবাবের দায়িত্বটা আমিই পালন করি। তাতে সময় বাঁচবে। এখন যে-অবস্থা, নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। ...বোয়া-কমিশনের সঙ্গে যুলুল্যাণ্ডে গিয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু কমিশনকে এড়িয়ে এড়িয়ে

www.BanglaBook.org

চলেছ ওই ক'দিন যাতে যখনই হামলা হোক তুমি নিরাপদে থাকতে পারো। কথাটা ঠিক?'

'না। কমিশনের কী হবে না-হবে সে-ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না আমার। তবে আশঙ্কা হচ্ছিল খারাপ কিছু হতে পারে। এবং সে-ব্যাপারে আগেই জানিয়েছিলাম প্রয়াত রেটিফকে।' প্রিন্সলু আর মেয়ারদের দিকে ইঙ্গিত করলাম, 'এঁরাও ছিলেন ক্যাম্পে। ইচ্ছা হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সেই আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই চিঠি লিখে সতর্ক করেছি আমার স্ত্রীকে। এঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে বলেছি আমার এই ফার্মহাউসে। আর এড়িয়ে চলার কথা যদি বলেন, ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম সত্য, কারণ তখন মেরির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা আমার। কিন্তু উমগুনগান্ধলোভুতে পৌঁছানের পর তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম।'

'তোমার তো না-গেলেও চলত। গেলে কেন?'

'স্বেচ্ছায় যাইনি। জেনারেল রেটিফই বলেকয়ে রাজি করিয়েছেন আমাকে। এমনকী আমি যেতে চাচ্ছি না দেখে আমাকে নিয়ে উপহাসও করেছেন। একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ যুলু ভাষা জানে না, তাই দোভাষীর ভূমিকাটা আমাকেই পালন করতে হয়।'

কোনো এক বোয়া তখন আমার সমর্থনে বলে উঠল, 'কথাটা ঠিক। আমার মনে আছে।'

ভ্রূ কুঁচকালেন কম্যাণ্ডান্ট। আমাকে ফাঁসাতে না-পেরে সম্ভবত নিজের উপরই বিরক্ত তিনি। বলে চললেন, 'তুমি কি স্বীকার করো হেনরি ম্যারাইস আর হার্নান পেরেইরার সঙ্গে শত্রুতা আছে তোমার?'

'উল্টো বলে ফেললেন। ওদের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই, আমার সঙ্গে ওদের শত্রুতা আছে। তবে ওদের কাউকেই পছন্দ

www.BanglaBook.org

করি না আমি। কারণ আমার সঙ্গে মেরির বিয়ে ঠেকানোর জন্য যা যা সম্ভব করেছেন হেনরি ম্যারাইস। ডেলাগোয়াতে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গে অন্য যাঁরা মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল তাঁদের জীবন বাঁচিয়েছি, তারপরও খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে। উমগুনগান্ধলোভুতে রাজা ডিনগানকে বাজিতে হারিয়ে তাঁদের সবাইকে আবারও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছি। এরপরও তাঁর মন গলেনি। এদিকে হার্নান পেরেইরা ভালোবাসত মেরিকে, অবশ্য ওর কামনাকে যদি ভালোবাসা বলা যায়। কিন্তু মেরি ভালোবাসে আমাকে। কাজেই আমি হয়ে গেলাম পেরেইরার শত্রু। ওর জীবনও বাঁচিয়েছি একবার, প্রতিদানে আমাকে একা পেয়ে গুলি করে মারার চেষ্টা করে সে। এই দেখুন,' ইঙ্গিতে দেখালাম ক্ষতচিহ্নটা, 'দাগ রয়ে গেছে আজও।'

'কথা সত্য,' চেঁচিয়ে উঠলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। 'উদবিড়ালটা ওই জঘন্য কাজ করেছিল।'

তাঁকে চুপ করার আদেশ দেয়া হলো।

'বুশম্যান নদীর ক্যাম্পে তোমার স্ত্রী আর তোমার বন্ধুরা ছিল,' বলে চললেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'তুমি কি স্বীকার করো তুমি ওদেরকে সরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলে? কারণ তুমি জানতে জুলুরা হামলা করবে ক্যাম্পে। অথচ তুমি বলেছ অন্য কেউ যেন কিছু জানতে না-পারে।'

'চিঠি লিখেছি এটা ঠিক; কিন্তু কাউকে কিছু না-জানানোর অনুরোধটা প্রকৃতপক্ষে আমার না, রেটিফের। তা ছাড়া আপনি যেভাবে বলছেন বন্ধুবান্ধবসহ আমার স্ত্রীকে বলেছি এখানে চলে আসতে—কথাটা ঠিক না; ওকে বলেছি পারলে প্রিন্সলু আর মেয়ারদেরকে সঙ্গে নিতে, আর তাঁরা যদি যেতে না-চান তা হলে একলা চলে আসতে। সবচেয়ে বড় কথা, জুলুরা হামলা করবে

www.BanglaBook.org

জেনে কিন্তু চিঠিটা লিখিনি আমি। মেরিকে পছন্দ হয়েছিল ডিনগানের। ওকে নিজের হেরেমে বন্দি করতে চেয়েছিলেন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, দরকার হলে মেরিকে অপহরণ করা হবে। সে-ভয়েই চিঠিটা লিখি। সেই চিঠির শেষেরদিকে রেটিফও কয়েকটা কথা লিখেছিলেন। ইচ্ছা হলে পড়ে দেখতে পারেন।'

'সাক্ষী হিসেবে হার্নান পেরেইরাকে হাজির করা হোক,' গলা চড়িয়ে বললেন কম্যাণ্ড্যান্ট। 'ওকে শপথ করানো হোক।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে একপাশে গিয়ে দাঁড়াল পেরেইরা। ওর মুখে মৃদু হাসি। বিচারকরা শুনতে চাওয়ায় নিজের কাহিনি সংক্ষেপে, গুছিয়ে বলতে শুরু করল সে। শুনে আমার মনে হলো কী বলবে তা আগে থেকেই ভেবেচিন্তে ঠিক করা আছে।

'আমি হার্নান্দো পেরেইরা। আমি কতখানি সৎ, চরিত্রবান আর সত্যবাদী তা আপনারা সবাই জানেন। আপনারা এ-ও জানেন, ওই অভিযুক্ত ইংরেজ অ্যালান কোয়াটারমেইনের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, কোনোকালে ছিলও না। ওকে খুন করার চেষ্টা করিনি কোনোদিন, কখনও ওর কোনো ক্ষতিও করিনি। তবে একটা কথা সত্য, ওর একটা কাজে মনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আজ যে মেয়েটা ওর স্ত্রী, যে মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা ছিল আমার, সেই মেরিকে ফুসলিয়ে আমার মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছে সে।

'যুলুল্যাণ্ডে কিছুদিন ছিলাম আমি। কারণ মেরি প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ামাত্র ওকে বিয়ে করবে একজন অভিশপ্ত ইংরেজ, আর তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চোখের পানি ফেলবো আমি—এটা কী সম্ভব? হয়তো বিশ্বাস করবেন না আপনারা, কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলছি, যে-মানুষটা একসময় কিছুসংখ্যক বোয়ার উপকার করেছে, সে-ই যখন যুলুল্যাণ্ডে ছিল তখন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য

www.BanglaBook.org

বার বার বলেছে ডিনগান আর ওর ক্যাপ্টেনদেরকে যাতে ওরা খুন করে বোয়াদেরকে। কারণ বোয়ারা নাকি বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যুলুদের সঙ্গেও করতে পারে। এই লোকটা কত বড় শয়তান দেখুন, আমার বিরুদ্ধে এমনকী রেটিফেরও কানভারী করেছে। সব কথা আমি বলবো না, তাতে আমার বক্তব্য অনেক বড় হয়ে যাবে। আসল কথাটা শুধু বলি।

'তখন আমরা উমগুনগান্ধলোভুতে আছি। একদিন রাজা ডিনগানের ব্যক্তিগত কুঁড়েঘরে ভিতরে বসে রাজারই কয়েকটা বন্দুক পরিষ্কার করে দিচ্ছিলাম। আমি যে ভিতরেই আছি তা খেয়াল ছিল না ভুলোমনা রাজার, আর অ্যালানের তো জানারই কথা না। সে তখন কুঁড়েঘরের বাইরে রাজার সঙ্গে বসে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে। ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু: কখন কীভাবে খুন করা যায় বোয়া-কমিশনের সব সদস্যকে। তারপর কীভাবে যুলু যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়বে বুশম্যান নদীর ক্যাম্পে। তখন অ্যালান সময় চাইল রাজার কাছে, বলল যে-মেয়েটাকে সে বিয়ে করেছে তাকে সরিয়ে নিতে চায়। রাজা জানতে চাইল, "এই কাজ করলে বিনিময়ে কী দেবে আমাকে?" অ্যালান বলল, "আপনার এত বিশাল এলাকা আপনার অধীনেই থাকবে। বোয়ারা যাতে কিছু করতে না-পারে সেজন্য দরকার হলে ইংরেজ-সেনাবাহিনী নিয়ে আসবো আমি। এটা নিয়ে কিচ্ছু ভাবতে হবে না আপনাকে।" তখন ওরা কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় ঘরের ভিতরে আমি আছি। গিয়ে আমাকে পাকড়াও করে দু'জনে। বুদ্ধি খাটিয়ে পালাই আমি। বিপদ টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেটিফের কাছে গিয়ে হাজির হয় অ্যালান। আমার নামে নালিশ দেয়। আমি দেখি ফেঁসে গেছি, তাই মামা হেনরি ম্যারাইসকে কৌশলে সরিয়ে নিই ক্যাম্প থেকে।

www.BanglaBook.org

দু'জনেই বুঝতে পারি হাজার বোঝালেও এখন আর বুঝবে না বোয়ারা, কারণ অ্যালান সবাইকে যাদু করেছে। নিরাপরাধ নারী আর শিশুদের বাঁচানোর জন্য যুলুদের শহর ছেড়ে পালাই তখন। কিন্তু পায়ে হেঁটে কি এতদূরে এত জলদি আসা যায়? আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল, আর বুশম্যান নদীর ক্যাম্পের ঘটনাটাও ঘটে গেল।'

কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে তাকালাম। 'আপনার অনুমতি পেলে পেরেইরাকে প্রশ্ন করতে চাই আমি।'

অস্বস্তি বোধ করছেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট। ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না আমি, তারপরও বোঝা যাচ্ছে স্ত্রী-সন্তান হারানোর শোকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। যুলুদের ব্যাপারে তাঁর মনে যে-প্রতিশোধস্পৃহা আছে তার বাস্তবায়ন শুরু করতে চাচ্ছেন আমাকে দিয়ে। পেরেইরার দিকে তাকালেন তিনি, চোখে চোখে কী কথা হলো তাঁদের জানি না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

পেরেইরাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাইনহেয়া পেরেইরা, বন্দুক পরিষ্কার করার সময় যুলু রাজা ডিনগানের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে শুনেছ তুমি। তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই ইংরেজিতে কথা বলেছিলাম?'

বাঁকা হাসি হাসল পেরেইরা। 'সবাই জানে তুমি কুচক্রী। সবাই এ-ও জানে, তুমি বোকা না। তা হলে বোকার মতো প্রশ্ন করছ কেন? ডিনগান কি ইংরেজি বোঝে?'

'তা হলে কি ওর সঙ্গে যুলু ভাষায় কথা বলছিলাম?' আবারও জানতে চাইলাম।

বিরক্তিতে পেরেইরার ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'তো কি আরবিতে কথা বলছিলে?'

www.BanglaBook.org

'তুমি তো যুলু বোঝো না। তা হলে ডিনগানের সঙ্গে কী কথা হয়েছে আমার বুঝতে পারলে কীভাবে?'

চেহারা কালো হয়ে গেছে পেরেইরার; থতমত খেয়ে গেছে সে। মিথ্যা বলতে গিয়ে এভাবে ধরা পড়তে হবে সবার সামনে কল্পনাও করেনি। আড়চোখে একবার তাকাল কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে। তারপর হেনরি ম্যারাইসের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'কেন, যুলুদের শহরে ছিলাম না বেশ কিছুদিন? তখন কি কিছুই শিখিনি?'

'কিছুই শেখা, আর ডিনগানের সঙ্গে আমার কথোপকথনের যে-বর্ণনা দিলে তা বোঝার মতো শেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আচ্ছা, কেমন যুলু তুমি জানো দেখা যাক। বলো তো, বুলালা আবাটাগাটি মানে কী?'

পেরেইরা যেন বোবা হয়ে গেছে। ওর সুদর্শন চেহারাটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রমাণিত হয়ে গেছে সে কত বড় মিথ্যুক। হঠাৎ ঝট করে মাথা তুলে তাকাল প্রতিশোধপরায়ণ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণাপোষণকারী কম্যাণ্ড্যাণ্টের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'ওই বু...লালা গাটি'র (উচ্চারণও করল ভুল) সঙ্গে আমার বক্তব্যের সম্পর্ক কী? অ্যালানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তো আরও লোক আছে। যেমন আমার মামা।'

পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাচ্ছে টের পেয়ে তড়িঘড়ি করে পেরেইরাকে সরিয়ে দিলেন কম্যাণ্ড্যান্ট যাতে ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে না-পারি আমি।

এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন হেনরি ম্যারাইস। শপথ নিয়েই বলতে শুরু করলেন, 'হার্নান্দো পেরেইরা যা বলেছে সব ঠিক। আমিও যতদূর জানি ডিনগানের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা

www.BanglaBook.org

হয়েছে অ্যালানের। আমরা উমগুনগান্ধলোভুতে পৌঁছানোর পর রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছি ক্যাম্পে, এমন সময় রাজার জনৈক ক্যাপ্টেন, যার সঙ্গে অ্যালানের যথেষ্ট দহরম-মহরম, এসে ডেকে নিয়ে যায় ওকে। পরে জানতে পারি রাজা নাকি নিজে থেকেই দেখা করতে চেয়েছেন অ্যালানের সঙ্গে। অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে সোজা পিটার রেটিফের অফিসে গিয়ে ঢোকে অ্যালান। রাজার সঙ্গে ওর কী কথা হলো, পিটার রেটিফকেই বা কী বলল সে জানতে পারলাম না আমরা কেউই। তবে পেরেইরার সঙ্গে শত্রুতা নেই—ওর এই কথাটা ঠিক না। যদি শত্রুতা না-ই থাকবে তা হলে পেরেইরার চাকর এসে যখন খবর দিল ক্যাম্প থেকে অল্প কিছুদূরে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে আমার ভাগ্নেটা তখন যেতে এত টালবাহানা করল কেন সে? আমার বিশ্বাস, সুযোগ পেয়ে শত্রুকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেয় সে উমগুনগান্ধলোভুতে। আর আমাকেও যে পছন্দ করে না তা তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। আমি ইংরেজদের বিশ্বাস করি না, এবং একজন ইংরেজের সঙ্গে কখনোই আমার মেয়ের বিয়ে দেবো না জানার পর থেকেই আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। তা ছাড়া ডিনগানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করতে যাওয়ার আগের রাতে ওকে নিয়ে ক্যাম্পের অনেকেই হাসাহাসি করেছিল, এমনকী পিটার রেটিফও। অ্যালান এমন কোনো মহাপুরুষ না যে, এত তাড়াতাড়ি এত বড় অপমান ভুলে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, চিঠি লিখে নিজের স্ত্রী আর বন্ধুদেরকে সতর্ক করেছে সে, অথচ অন্য কাউকে কিছুই জানায়নি। ওর সেই চিঠিই প্রমাণ করে সে জানত কী ঘটতে চলেছে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সহজসরল রেটিফকে দিয়ে চিঠির শেষে পাদটীকা লিখিয়েছে, এবং এতেই ওর দোষ আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়ে গেছে সবার কাছে। সে যে ডিনগানের সঙ্গে হাত

www.BanglaBook.org

মিলিয়েছিল ওই চিঠিটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সে যে ইংরেজদের স্বার্থে ডিনগানকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, ওর বেঁচে থাকাটাই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সেটা। ওর এবং ওর চাকরের নিরাপদে ফিরে আসা দেখলেই বোঝা যায় সবকিছু পূর্বপরিকল্পিত। আমার আর কিছু বলার নেই।'

পেরেইরার মতো হেনরি ম্যারাইসকেও প্রশ্ন করতে চাইলাম, অনুমতি দিলেন না কম্যাণ্ড্যান্ট। আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে চাইলাম, বলা হলো কোর্টমার্শালের সময় নাকি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে না। আমার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মেরিকে হাজির করতে বললাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হলো আমার আর্জি। সে আমার স্ত্রী, কাজেই আমার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু তো বলবেই না, বরং মিথ্যা সাক্ষ্য নাকি দিতে পারে। প্রিন্সলু আর মেয়াররা কথা বলার সুযোগ চাইলেন, তাঁদেরকেও সেই সুযোগ দেয়া হলো না। যুক্তি দেয়া হলো, তাঁরা আমার বন্ধু, সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে তাঁরা নাকি আমার অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করতে পারেন।

শেষ চেষ্টাটা করলাম আমি তখন। বললাম হ্যান্সকে হাজির করা হোক। অন্তত ওর মুখে ঘটনার বর্ণনা শুনে সবাই জানুক কী ঘটেছিল উমগুনগান্ধলোভুতে। কিন্তু কম্যাণ্ড্যান্ট সোজা বলে দিলেন, হ্যান্স একজন হটেনটট, অর্থাৎ কালোচামড়ার মানুষ। সাদাচামড়ার মানুষের আদালতে কালোচামড়ার মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না। তা ছাড়া সে আমার চাকর, ওকে নাকি আগেথেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছি আমি, সুতরাং সে কী বলবে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

আমাদের যুক্তিতর্ক চলছে, সূর্যও তখন ডুবি ডুবি করছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। কম্যাণ্ড্যান্ট মহাবিরক্ত। বোঝা যাচ্ছে কোর্টমার্শালের নামে যে-একতরফা বিচার করছেন তিনি এবং তাঁর

www.BanglaBook.org

সহচররা তার রায় পূর্বনির্ধারিত। আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন তিনি দুই সশস্ত্র প্রহরীকে। বললেন এখন আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবেন তাঁরা।

নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর আবার নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো বোয়াদের সামনে।

ক্লান্ত গলায় বলতে লাগলেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'অ্যালান কোয়াটারমেইন, আমাদের সামর্থ্য এবং বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথভাবে ও নিরপেক্ষভাবে তোমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছি। একদিকে খেয়াল রেখেছি তুমি ইংরেজ, যারা সেই প্রথম থেকে ঘৃণা করে আসছে আমাদেরকে, সবসময় দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আরেকদিকে এটাও আমাদের মাথায় ছিল, হেনরি ম্যারাইস আর হার্নান পেরেইরাকে যেভাবেই হোক দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছ তুমি বার বার, কারণ তাঁরা তোমার পথের কাঁটা। হার্নান পেরেইরার কথায় সামান্য গরমিল থাকলেও তা অসত্য না, আর হেনরি ম্যারাইস তো অকাট্য সব যুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই আমাদের। শেষপর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, ইংরেজদের স্বার্থে তুমি আসলেই কিছু করে থাকো বা না-থাকো, নিজের স্বার্থে, নিজের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য একজন বর্বর নরপিশাচের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোয়াদের সর্বনাশ করেছ। তোমার প্রতিহিংসার ফলে সাতশ'র মতো পুরুষ, নারী আর শিশু মরেছে। অথচ তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার চাকর, আর তোমার বন্ধুরা সম্পূর্ণ অক্ষত আছো। এত লোকের এত মর্মান্তিক মৃত্যুর দায় তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না। এত লোকের মৃত্যুর জন্য তোমাকে যে-শাস্তিই দেয়া হোক না কেন আমাদের বিবেচনায় তা অনেক অনেক কম। আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনিই তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি

www.BanglaBook.org

দেবেন। আর সেই শাস্তি পাওয়ার জন্য তোমাকে তাঁর কাছে পাঠানোটা আমাদের কর্তব্য. আমাদের বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছ. একজন ইংরেজ [illegible] তাই [illegible] তোমাকে গুলি করে মারার আদেশ দিচ্ছি আমি।

কথাটা শোনামাত্র জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেরি। ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রিন্সলুদের বাড়িতে। মেরিকে পরিচর্যা করার জন্য ভ্রাউও গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে লাগলেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট, 'তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না, অ্যালান। কারণ প্রথম এবং সবচেয়ে বড় কথা তুমি একজন ইংরেজ। ব্রিটিশ আইনের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার আছে তোমার। আমরা বোয়ারা এখন পর্যন্ত কোনো স্বাধীন দেশ গঠন করতে পারিনি. নিজেদের আইন বা বিচারব্যবস্থা চালু করতে পারিনি। তা ছাড়া সঙ্গত কারণেই আত্মপক্ষ সমর্থনের তেমন কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি তোমাকে। যারা তোমার হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারত তারা সবাই মরে গেছে। রাজা ডিনগানকেও হাজির করা সম্ভব না, হাজির করলেও শয়তানটার কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। তাই আমাদের এই সর্বসম্মত রায় নিশ্চিত করার জন্য দেশান্তরী বোয়াদের সাধারণ আদালতে হাজির করা হবে তোমাকে। আগামীকাল আমাদের সঙ্গে বুশম্যান ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। সেখানেই মীমাংসা হবে এই মামলার। দরকার হলে সেখানেই রায় কার্যকর করা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বাড়িতেই বন্দি করে রাখা হবে তোমাকে। কিছু বলার আছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' ক্রোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকের ভিতরে, তার ধোঁয়ায় ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কটা. 'অনেক কিছু বলার আছে। প্রথম কথা. এই বিচার আমি মানি না। কারণ বিচারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে আসলে অন্যায় করা হয়েছে আমার সঙ্গে। আমি যে-লোকের শত্রু তার উস্কানিতে আমার এই বিচার হয়েছে। যে লোককে আধপাগল বলে জানে সবাই তার জবানবন্দিতে আমাকে এত বড় দণ্ড দেয়া হচ্ছে। আমি বোয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কেউ যদি করে থাকে তা হলে সে হলো হার্নান পেরেইরা নিজে। জেনারেল রেটিফের কাছে আমি প্রমাণ করেছিলাম, আমাকে খুন করার জন্য প্ররোচিত করছে সে ডিনগানকে। এই অপরাধের জন্য ওর বিচার করার হুমকি দিয়েছিলেন রেটিফ। সে-ভয়ে উমগুনগান্ধলোভু ছেড়ে পালায় পেরেইরা, সঙ্গে নেয় ওর মামা হেনরি ম্যারাইসকে। আপনি বলেছেন ঈশ্বর নাকি আমার বিচার করবেন। তাঁর কাছে আমিও বিচার দিলাম, তিনি যেন হেনরি ম্যারাইস আর হার্নান পেরেইরাকেও ছাড় না-দেন। আমার কথা যদি বলি, আমি মরতে প্রস্তুত। আমার এই প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই—কেপকলোনি ছেড়ে যেদিন মেরিকে বাঁচাতে বের হয়েছি সেদিন থেকেই। ইচ্ছা করলে এখনই গুলি করে মেরে ফেলুন আমাকে, সব শেষ করে দিন। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমি যদি কোনো কারণে বেঁচে যাই, যদি পালাতে পারি আপনাদের হাত থেকে, আপনাদের যাতে বিচার হয় সে-ব্যবস্থা করবো। রাজিনার নামে যে-অবিচার করছেন আপনারা আমার সঙ্গে তা জানাবো কেপকলোনির প্রতিটা ইংরেজকে; দরকার হলে লণ্ডনে যাবো। আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা বোয়ারা মিথ্যা অভিযোগে একজন ইংরেজের বিচার করার ক্ষমতা রাখেন না, তাকে গুলি করে মারার দণ্ড দিতে পারেন না। এর জন্য মূল্য দিতে হবে আপনাদেরকে, এবং আমি যদি বেঁচে থাকি তা হলে মূল্যটা যেন সর্বোচ্চ হয় সে-চেষ্টা করবো।'

কথাগুলো বলা উচিত হয়নি আমার, আজ এই আত্মকথা

www.BanglaBook.org

লেখার সময় উপলব্ধি করছি। কিন্তু যখন বলেছিলাম কথাগুলো তখন আমি যুবক, অনভিজ্ঞ এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্রোধান্ধ। খেয়াল করলাম, আমার কথা শুনে একটুও বিচলিত হননি আমার বিচারকরা, বরং আমাকে যে উচিত সাজা দিয়েছেন তাঁরা সে-বিশ্বাসের ছাপ তাঁদের চোখেমুখে। জাত্যাভিমান আর মিথ্যা প্ররোচনায় তাঁরা অন্ধ, বাপ-মা স্ত্রী-সন্তান ভাই-বোন হারিয়ে তাঁরা উন্মত্ত। তাঁদের বিবেচনায় আমিই এই হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনাকারী, কুমন্ত্রণাদানকারী। সুতরাং মৃত্যুই আমার প্রাপ্য। সবচেয়ে বড় কথা, বেশিরভাগ বোয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, যতই শক্তিশালী বা সাহসী হোক না কেন, প্ররোচনা বা উস্কানি ছাড়া একজন আদিবাসী রাজার পক্ষে এত জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব না। আর যেহেতু ইংরেজদের সঙ্গে বোয়াদের দ্বন্দ্বের ইতিহাসটা সুখকর কিছু না, সেহেতু ওই প্ররোচনা কে বা কারা দিয়ে থাকতে পারে সে-ব্যাপারেও বোয়ারা মোটামুটি নিঃসন্দেহ। সবাই মরে গেল, শুধু আমি আর আমার খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বেঁচে থাকলাম—আমার বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওদের কাছে।

তারপরও ওদের মধ্যে দ্বিধা আছে। ওরা জানে ওরা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশদ্রোহী। ইংল্যাণ্ডের শাসনে থেকে একজন ইংরেজের বিচার করাটা মুখের কথা না। তাকে গুলি করে মেরে ফেলাটা তুড়ি বাজানোর মতো সহজ না। আজ না হোক কাল আমার এই ঘটনা জানাজানি হবে, তখন কী হবে ওদের? আজ না হোক কাল আমার খোঁজে বের হবেন বাবা, হয়তো হয়েছেনও ইতোমধ্যে; যেদিন তিনি জানতে পারবেন কী পরিণতি হয়েছে তাঁর ছেলের সেদিন কি সহজভাবে মেনে নেবেন সব? তিনি কি কারও কাছে বিচার দেবেন না? কেপকলোনির, অন্যকথায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ সরকার কি এত সহজে সব ভুলে যাবে?

www.BanglaBook.org

কেপকলোনি থেকে যতই দূরে যাক বোয়ারা, যেখানেই স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলুক, ইংরেজদের কাছে জবাবদিহি করতে হবেই ওদেরকে।

কম্যাণ্ড্যাণ্টের আদেশে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, বন্দি করা হলো। আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করা হলো।

কাহিনির অবশিষ্টাংশ, নিজের মতো করে বর্ণনা না-করে বরং যেভাবে ঘটেছে, অর্থাৎ পরবর্তীতে লোকমুখে যেভাবে শুনেছি সে-রকম ধারাবাহিকভাবে বললে পাঠকদের জন্য ভালো হবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া সেভাবে লিখলে আমার জন্যও সুবিধা হয়। কাজেই আমার এই স্মৃতিকথার শেষটুকু সেভাবেই উপস্থাপন করছি।

একুশ

আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর হার্নান পেরেইরা আর হেনরি ম্যারাইসকে ডেকে পাঠাল "কোর্ট"। ওদের দু'জনকে নিয়ে কিছুটা দূরে নিরিবিলি একটা জায়গায় সরে গেল। ভাবল, ওদের আলোচনা শুনতে পাবে না অন্য কেউ। কিন্তু ভুল করেছে ওরা—শিয়ালের মতো ধূর্ত হটেনটট হ্যান্সের কথা ভুলে গেছে। কী শাস্তি দেয়া হয়েছে আমাকে তা শুনেছে সে, ভেবেছে সে-ও যেহেতু পালিয়ে এসেছে উমগুনগান্ধলোভু থেকে সেহেতু ওকেও গুলি করে মারা হবে। তা ছাড়া গোপনে কী নিয়ে কথা বলে বোয়ারা জানতে চাচ্ছিল সে। বলে রাখি, ডাচ ভাষা বেশ ভালোই বোঝে হ্যান্স।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাহাড়ের ঢালটা ঢেকে আছে গত বছরের মরা ঘাসে। সেদিক দিয়ে ঘুরপথে গুড়ি মেরে এগোল হ্যান্স বোয়াদের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে শুয়ে পড়ল মাটিতে, সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে এগোতে লাগল। কেউ ওদের দিকে এভাবে এগিয়ে আসবে কল্পনাও করেনি বোয়ারা। তাই আলোচনায় মগ্ন সবাই। তা ছাড়া আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, আশপাশে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে-ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার মতো অবকাশও নেই কারও। ওদের থেকে বড়জোর পাঁচ কদম দূরে, বড় একটা ঝোপের পিছনে গজানো ঘন একটা ঝোপের আড়ালে এসে থামল হ্যান্স। মড়ার মতো একভাবে পড়ে থেকে শুনতে লাগল কী বলছে বোয়ারা।

একজন বলল, 'ওই ছোকরাকে এখনই মেরে ফেললে সবচেয়ে ভালো হয়।'

কম্যাণ্ড্যান্ট বললেন, 'রায় ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং তা বাতিল করার কোনো উপায় নেই। কারণ অ্যালান কোয়াটারমেইন যদি কোনোভাবে বেঁচে যায়, ঠিক ঠিকই সে যদি গিয়ে হাজির হতে পারে ইংরেজদের কাছে তা হলে আমাদের খবর আছে। কিন্তু দেখো, আমরা যদি ওকে বুশম্যান নদীর ক্যাম্পে নিয়ে যাই, আরও অনেকের সামনে ওর বিচারের ব্যবস্থা করি, তা হলে কিন্তু আমাদেরই লাভ। বোয়ারা সবাই মিলে যদি সিদ্ধান্ত নেয় ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে তা হলে তা-ই করবো। আমি চাচ্ছি, আমরা শুধু এই বিশ-পঁচিশজন যাতে কোনোভাবেই ইংরেজদের চোখে দোষী না-হই। আমার কথার মানে এই না যে, অ্যালান কোয়াটারমেইনকে ছাড় দিতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি ভিনগানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের এত বড় ক্ষতিটা করেছে সে। কাজেই সুযোগ পেলে আবারও ছোবল দেয়ার চেষ্টা করবে সে। বোঝাতে পেরেছি?'

www.BanglaBook.org

আরেকজন তখন বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? আগামীকাল ভোরে ওর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো আমরা। বলবো, যাত্রার সময় হয়েছে। একটু ঢিলেঢালা ভাব থাকবে আমাদের যাতে সুযোগটা নিতে পারে সে। ঘোড়ায় চড়ামাত্র পালানোর চেষ্টা করবে সে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করবো আমরা। পরে সাফাই গাইবো, ভোরের আধো আলো আধো অন্ধকারে কেউই ঠিকমতো বুঝতে পারিনি আসলে কী করতে চাচ্ছিল অ্যালান—পালাতে চাচ্ছিল নাকি আমাদের কারও কোনো ক্ষতি করতে চাচ্ছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামিকে, পালানোর চেষ্টা করার সময় গুলি করে মারাটা পৃথিবীর কোনো দেশেই অন্যায় কিছু না।'

বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলল এই "নাটক" নিয়ে। শেষপর্যন্ত বোয়ারা সবাই একমত হলো, ভোররাতে এই কায়দাতেই কার্যকর করা হবে আমার মৃত্যুদণ্ড।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট তখন বললেন, 'ঠিক আছে। মানলাম ভালো একটা বুদ্ধি বের করা গেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে গুলি চালাবে কে?'

সবাই চুপ।

প্রত্যেকের নাম ধরে জিজ্ঞেস করলেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট কাজটা করতে রাজি আছে কি না সে, কিন্তু সবাই একবাক্যে জানিয়ে দিল, আর যা-ই হোক জল্লাদের ভূমিকা পালন করা সম্ভব না।

তখন একজন প্রস্তাব করল, 'এক কাজ করি না কেন আমরা? আমাদের সঙ্গে যে আদিবাসী চাকররা আছে, তাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, দরকার হলে কিছু টাকা দিয়ে রাজি করিয়ে ফেলি। জল্লাদের দায়িত্বটা ওরাই পালন করুক।'

'বললেই হলো?' প্রতিবাদ করল আরেকজন, 'একজন ইংরেজ পালানোর চেষ্টা করছে, আর তাকে গুলি করে মারছে একজন

www.BanglaBook.org

আফ্রিকান আদিবাসী—এত সোজা? পরে যখন তদন্ত হবে, ইংরেজরা জানতে চাইবে কে গুলি চালিয়েছিল তখন কী জবাব দেবো আমরা? আদিবাসীদের উপর দোষ চাপিয়ে দেবো? ইংরেজরা কি এতই বোকা যে, কিছুই বুঝবে না? আর গাধার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই আদিবাসীদের, ওদেরকে চেপে ধরলেই গড়গড় করে সব স্বীকার করবে ইংরেজদের কাছে। ...না, না, ভুলেও এই কাজ করা যাবে না। অ্যালানের ব্যাপারে যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। আদিবাসীদের জড়ানো যাবে না। সব গোমর তা হলে ফাঁস হয়ে যাবে।'

বোয়াদের মধ্যে এখন একটা চালমাত অবস্থা। আমার ব্যাপারে কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কেউই। একেকজন একেকরকমের বুদ্ধি দিচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু বললে আরেকজন খুঁত ধরছে সঙ্গে সঙ্গে।

তখন কোনো এক বোয়া ফিসফিস করে কিছু বলল কম্যাণ্ড্যান্টকে। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর কঠোর গলায় বললেন, 'হার্নান্দো পেরেইরা আর হেনরি ম্যারাইস, সামনে এসো।'

তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল মামা-ভাগ্নে।

'বলো, তোমরা অভিযোগ করেছ বলেই অ্যালান কোয়াটারমেইনের বিচার করেছি আমরা। ঠিক না?'

'ঠিক,' স্বীকার করে নিল পেরেইরা।

কম্যাণ্ড্যান্ট বললেন, 'তোমরা আমাদের জাতভাই। তাই তোমাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করে, তোমাদের প্রতিটা কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে অ্যালানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। ঠিক না?'

'ঠিক,' মুখ খুললেন হেনরি ম্যারাইস।

'যদি তোমাদের একটা কথাও মিথ্যা হয় তা হলে প্রকৃতপক্ষে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডামাথায় খুন করতে যাচ্ছি আমরা অ্যালানকে। ঠিক কি না?'

মামা-ভাগ্নে দু'জনই চুপ।

'আর সত্যিই যদি তা ঘটে,' বলে চললেন কম্যাণ্ড্যান্ট, 'তা হলে এই খুনের দায় যতটা না আমাদের উপর তারচেয়ে বেশি তোমাদের ঘাড়ে চাপবে। অস্বীকার করতে পারো?'

অস্বীকার করতে পারল না মামা-ভাগ্নের কেউই।

'কাজেই অ্যালানের শাস্তির দায়িত্বটা তোমাদের দু'জনকেই নিতে হবে এখন। যে-আদালত আমরা গঠন করেছিলাম অ্যালানের বিচার করার জন্য, সে-আদালতের প্রধান বিচারক হিসেবে তোমাদের দু'জনকে আদেশ দিচ্ছি, আগামীকাল ভোরে আকাশে আলো ফুটে ওঠামাত্র ওকে বাড়ি থেকে বের করে আনবে তোমরা। তোমরাই ওকে পালানোর সুযোগ করে দেবে। এবং তোমরাই ওর উপর গুলি চালাবে। দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবো আমরা তখন, কাজ শেষে আমাদের কাছে গিয়ে বলবে অ্যালান কোয়াটারমেইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বোঝা গেছে?'

'আমি পারবো না,' সাফ জানিয়ে দিলেন হেনরি ম্যারাইস। 'আমি চাই অ্যালান মরুক, কিন্তু নিজের হাতে খুন করতে পারবো না আমার মেয়ের জামাইকে।'

'তা-ই নাকি?' কম্যাণ্ড্যান্টের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ, 'যখন ভাগ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিযুক্ত করছিলে অ্যালানকে তখন মনে ছিল না সে তোমার মেয়েজামাই? কাউকে জিভ দিয়ে খুন করতে পারো কিন্তু রাইফেল দিয়ে পারো না—তুমি কোন জাতের পুরুষমানুষ?'

'না, পারি না,' চিৎকার করে উঠলেন ম্যারাইস। 'পারবো না।'

ঝোপের আড়াল থেকে মাথা বের করে দেখল হান্স, পাগলের মতো একবার চুল আরেকবার দাড়ি ধরে টানছেন ম্যারাইস।

শীতল গলায় বললেন কম্যাণ্ড্যান্ট, 'কোর্ট যা আদেশ দেয়ার

www.BanglaBook.org

দিয়েছে তোমাদেরকে। এখন যদি তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানাও তোমরা তা হলে আমরা ধরে নেবো মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ দু'জনেই। এবং এই অপরাধে, আগামীকাল যখন বুশম্যান ক্যাম্পে আবারও বিচারের জন্য হাজির করা হবে অ্যালানকে, তোমাদের দু'জনেরও বিচার হবে তখন।'

আবারও নীরবতা। পেরেইরা বা ম্যারাইসের কাছ থেকে বোধহয় কোনো মন্তব্য আশা করছিলেন কম্যাণ্ড্যান্ট, কিন্তু পেলেন না।

পেরেইরার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'তোমার কী মত, হার্নান্দো পেরেইরা? কিছু বলার আগে মনে রেখো, তুমিও যদি কাজটা করতে তোমার মামার মতো অপারগতা প্রকাশ করো তা হলে এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আরও মনে রেখো, অ্যালানের বিপক্ষে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছ তোমরা, সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করার অনুরোধ জানাবো আমি বুশম্যান ক্যাম্পের বিচারকদেরকে।'

'সাক্ষ্য দেয়া এক কথা, আরও ওই বিশ্বাসঘাতক ও খুনিটাকে গুলি করে মারা আরেক কথা,' বলল পেরেইরা। 'তারপরও আপনাকে আশ্বস্ত করছি, কম্যাণ্ড্যান্ট। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি আমি। এই খলনায়কটাকে অনেক আগে থেকে চিনি আমি। ওর সব দোষ জানা আছে আমার। ওর বিরুদ্ধে বোয়ারদের আইন কী রায় দিয়েছে এবং সেই রায় সুকৌশলে কার্যকর করা না হলে কী অবস্থা হতে পারে আমাদের সবার বুঝি আমি। চিন্তা করবেন না, যেভাবে পরিকল্পনা করেছি সেভাবেই হবে সব। কথা দিচ্ছি আগামীকাল ভোরে সুযোগ পেয়ে পালানোর চেষ্টা করবে অ্যালান এবং গুলি খেয়ে মরবে।'

'ঠিক আছে,' শুনে মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছেন কম্যাণ্ড্যান্ট। 'তা

www.BanglaBook.org

হলে সে-কথাই থাকল।'

হ্যান্স বুঝতে পারল বোয়াদের আলোচনা সভা শেষের পর্যায়ে, এখানে থেকে আর লাভ নেই। চুপিসারে কেটে পড়ল সে, কারণ ধরা পড়লে সবার আগে ওকেই খুন করবে বোয়ারা।

কী করা যায় ভাবছে সে। হাজির হবে আমার বাড়িতে? সব বলে দিয়ে সতর্ক করবে আমাকে? কিন্তু ভিতরে ঢুকতে দেবে না প্রহরীরা। শেষপর্যন্ত গিয়ে হাজির হলো প্রিন্সলুদের বাড়িতে।

হিয়ার প্রিন্সলু যেন কোথায় গেছেন। ভিতরে মেরিকে নিয়ে একা বসে আছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে মেরি। একটু আগে যা শুনে এসেছে, ওদের দু'জনকে সব বলল হ্যান্স।

শুনে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেরি। ভ্রাউও কিছু বলছেন না। একসময় মুখ তুলল মেরি, বলল, 'খালা, একটা ব্যাপার পরিষ্কার। আগামীকাল ভোরে খুন করা হবেই অ্যালানকে। ওকে বুশম্যান ক্যাম্পে কিছুতেই নেবে না বোয়ারা।'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' মৃদু গলায় বললেন ভ্রাউ প্রিন্সলু।

'বাসকে কি কোনোভাবেই বাঁচানো যায় না?' অসহায় কণ্ঠে জানতে চাইল হ্যান্স।

'যায়,' বলল মেরি। 'যদি আমরা কোনোভাবে লুকিয়ে ফেলতে পারি তোমার বাসকে তা হলেই তাঁকে বাঁচানো যায়। তখন তাঁকে খুঁজে পাবে না বোয়ারা, বলা ভালো পেরেইরা। গুলি করে মারতেও পারবে না।'

'কিন্তু ওকে লুকাবো কীভাবে?' বললেন ভ্রাউ। 'আর লুকাবোই বা কোথায়? প্রহরীরা দিনরাত পাহারা দিচ্ছে ওকে। ওদের কাছে বন্দুক আছে।'

মেরি বলল, 'খালা, কাফ্রিরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ির পিছনে একটা খোঁয়াড় বানিয়েছে। আমি দেখেছি ওই খোঁয়াড়ে বড় বড় গর্ত আছে। এসব গর্তে ভুট্টা জমা করে রাখে ওরা। আমরা অ্যালানকে বাড়ি থেকে বের করে এনে এ-রকম একটা গর্তে রাখবো। তারপর উপর থেকে ঢেকে দেবো গর্তটা। বোয়ারা হাজার খুঁজলেও পাবে না ওকে।'

'বুদ্ধিটা ভালো,' স্বীকার করলেও খুব একটা উৎসাহ নেই ভ্রাউয়ের গলায়। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, অ্যালানকে বাড়ি থেকে বের করবো কীভাবে?'

'আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার অধিকার আছে আমার। বোয়ারা অ্যালানকে বন্দি করলেও আমাকে সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবো আমি। কিন্তু চলে আসার সময় আমার বদলে অ্যালান আসবে। এ-কাজে আপনি আর হ্যান্স সাহায্য করবেন আমাকে। আগামীকাল ভোরে বোয়ারা অ্যালানকে খুঁজতে আসবে, কিন্তু আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাবে না।'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় ওই শকুনগুলো অ্যালানের লাশ না-পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে? ওরা বুঝতে পারবে, এত তাড়াতাড়ি বেশি দূরে যেতে পারবে না অ্যালান। ঘোড়া গুনলেই টের পেয়ে যাবে ঘোড়া নেয়নি সে। তখন তন্নতন্ন করে খুঁজবে পুরো এলাকা। কেউ না কেউ ভুট্টার গর্তে খুঁজে পাবেই ওকে। আর যদি না-ও পায়, কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে তোমার স্বামী? ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে না ওর? এখন এমন এক অবস্থা হয়েছে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই বলো আর নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যই বলো, অ্যালানকে খুন করাটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে বোয়াদের জন্য। আর তোমার ফুফাতো ভাই হার্নানের কথা তো বলাই বাহুল্য। রক্ত দেখার জন্য উন্মত্ত হয়ে গেছে সে। রক্ত না-দেখা পর্যন্ত ওর এই পাগলামি থামবে না।'

www.BanglaBook.org

আবারও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল মেরি। তারপর বলল, 'স্বীকার করছি ঝুঁকি আছে কাজটাতে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের। হিয়ার প্রিন্সলুকেও কাজে লাগতে হবে।'

'কীভাবে?' নড়েচড়ে বসলেন ভ্রাউ। 'ওই সহজসরল বুড়োটাকে কিছু করতে দিলে তালগোল পাকিয়ে বিপদ আরও বাড়াবে।'

'তেমন কিছুই করতে হবে না তাঁকে। শুধু একবোতল মদ দিয়ে পাঠিয়ে দিন ওই প্রহরীদের কাছে। বলে দিন, গিয়ে যাতে খোশগল্প শুরু করে।' হ্যান্সের দিকে তাকাল মেরি। 'তোমরা আদিবাসীরা তো অনেক রকমের ওষুধের ব্যাপারে জানো। এ-রকম কোনো ওষুধ কি জানা আছে তোমার যা কোনো লোককে খাইয়ে দিলে লম্বা সময়ের জন্য ঘুমিয়ে যাবে?'

হ্যান্স বলল, 'অবশ্যই। এসব ওষুধ খুব ভালোমতো জানা আছে আমার। আর শুধু আমি না, অনেক আদিবাসীই এটা জানে। যেসব গাছের শিকড় দিয়ে ওই ওষুধ বানানো হয়, কাছেপিঠেই সেসব গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখেছি আমি।'

'তা হলে দেরি না-করে কিছু ওষুধ বানিয়ে আনো। সাবধান, হ্যান্স, কেউ যেন কিছু জানতে না-পারে এই ব্যাপারে। জানলে তোমার বাস মরবে, আমি মরবো, আর তোমাকে তো জ্যান্ত দাফন করবে বোয়ারা।'

ভয়ে শুকিয়ে গেল হ্যান্সের চেহারা। বলল, 'এই ওষুধ দিয়ে কী করবেন? প্রহরীদের মদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন? ওরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর বাসকে বের করে এনে আমরা তিনজনে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো নদীর ধারে? সেখান থেকে পোর্ট নেটালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবো যাতে কোনো ইংরেজের দেখা পেতে পারি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল মেরি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু ভালোমতোই জানত সে, বাচাল হ্যান্সের এই বুদ্ধিটা বাস্তবসম্মত না। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সমতলভূমিতে মানুষ তো পরের কথা একটা বেজি হেঁটে গেলেও স্পষ্ট দেখা যাবে। ঘোড়া ছাড়া কতদূরই বা যেতে পারবো আমরা? আমাদেরকে দেখে ফেলবে বোয়ারা, ছুটে গিয়ে ধরবে আবার। এবং আমাকে আর হ্যান্সকে খুন করা হবে সঙ্গে সঙ্গে।

এই ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না মেরি। ওষুধ আনতে চলে গেল হ্যান্স। আফসোস! ওই ওষুধ দিয়ে কী করবে মেরি তা যদি একটাবার বুঝতে পারত সে!

হ্যান্স চলে যাওয়ার পর মেরির দিকে তাকালেন ভ্রাউ। 'একটা কথা বুঝলাম না। আমরা তিনজন না-হয় গেলাম অ্যালানের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তোমার বদলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসবে অ্যালান—কীভাবে?'

'ছদ্মবেশে।'

'ছদ্মবেশে! মানে?'

'অ্যালান তো স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে কখনোই পালাবে না। কারণ সে জানে পালানোর মানে দোষ স্বীকার করে নেয়া। ওর জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে যাবো আমি। সেই কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেবো। হ্যান্সকে বলিনি কথাটা। বললে ওই বোকা লোকটা অ্যালানের সামনে গিয়ে এমন কিছু করবে বা বলে বসবে যে, দেখা যাবে কফিই খাচ্ছে না অ্যালান।'

'কিন্তু...'

'যদি কাজ হয় ওষুধে,' ভ্রাউকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে বলে চলল মেরি, 'তা হলে অ্যালানকে ধরাধরি করে এই বাড়িতে নিয়ে আসবেন আপনি আর হ্যান্স। তারপর যখন টের পাবেন কেউ চোখ রাখছে না আপনাদের উপর, ওকে নিয়ে গিয়ে একটা ভুট্টার-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গর্তে ফেলে দেবেন। এখান থেকে মাত্র কয়েক গজ যেতে হবে আপনাদেরকে। অ্যালানকে গর্তে ফেলার পর গর্তের মুখ মরা-ঘাস দিয়ে ভালোমতো ঢেকে দেবেন। ওকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চলে যায় বোয়ারা, ততক্ষণ সেখানেই থাকবে সে। এমনিতেই আগামীকাল ভোরে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো, আমাদের এই চেষ্টার ফলে যদি দু'-একদিন বেশি বাঁচতে পারে বেচারা তা হলে তাতেই লাভ।'

যে-ভয়ঙ্কর অথচ মহৎ পরিকল্পনাটা ছিল মেরির মনে তা কখনোই প্রকাশ করেনি সে ভ্রাউ প্রিন্সলুর কাছে। আমার মনে হয়, আতঙ্কে পাগলপারা হয়ে এ-রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। বুঝতে পারছিল, ওর হাতে বেশি সময় নেই। ভেবে ভেবে হয়তো বেশ কয়েকটা উপায় সে বের করেছিল আমার মুক্তির জন্য, যে-কাজে আমার ক্ষতির সম্ভাবনা সবচেয়ে কম সে-পদ্ধতিটা বেছে নিয়েছিল শেষপর্যন্ত।

'কিন্তু...' ইতস্তত করছেন ভ্রাউ, 'আগামীকাল ভোরে অ্যালানকে নিতে আসবেই বোয়ারা। তখন কী করবে? ওর জায়গায় তোমাকে দেখলে কী করবে ওরা?'

'খালা, ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। অ্যালানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে বোয়ারা। কিন্তু সরাসরি মারতে না-পেরে একটা নাটকের ব্যবস্থা করেছে। অ্যালানের সঙ্গে খাতির আছে এ-রকম কাউকে যদি সরাসরি মারতে চায় বোয়ারা তা হলে সে হলো হ্যান্স। আমি কিংবা আপনাদের কাউকে কিছু বলবে না ওরা কারণ আমরাও বোয়া। কাজেই অ্যালানের জায়গায় আমাকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবে না আমার উপর। এবং আমার গায়ে হাতও তুলবে না কারণ বাবা আছেন। হয়তো দু'চারটা ধমক দেবে, বার বার জানতে চাইবে অ্যালান কোথায়।'

www.BanglaBook.org

'সে-প্রশ্নেরই বা কী জবাব দেবে তুমি?'

'বলবো প্রয়োজনটা আপনাদের, কাজেই আপনারাই খুঁজে বের করুন কোথায় আছে আমার স্বামী।'

'আরেক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা প্রিন্সলুরা আর মেয়াররা—অ্যালানের বন্ধু বলতে তো যে ক'জন আছি—ওত পেতে থাকি সবাই মিলে। আগামীকাল ভোরে যখন অ্যালানকে খুন করতে আসবে পেরেইরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়বো ওর উপর। ওকে নিরস্ত্র করবো যাতে গুলি চালাতে না-পারে সে।'

মেরি বলল, 'কাজটা করতে পারলে বুদ্ধিটা বেশ ভালো স্বীকার করতেই হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। ফিরে এলেন বেশ কিছুক্ষণ পর। তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেছে, মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন অপরাধীর মতো।

মেরি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

জবাবে ভাঙা গলায় বললেন ভ্রাউ, 'আমার স্বামী, সন্তান আর মেয়ারদেরকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।'

'কেন? কার আদেশে?'

'কম্যাণ্ড্যাণ্টের আদেশে। তাঁর মনে হয়েছে, অথবা ওই উদবিড়াল পেরেইরাটা তাঁকে বুঝিয়েছে প্রিন্সলু আর মেয়াররা অ্যালানের ভাইয়ের মতো। অ্যালানের এত বড় বিপদে ওর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেই। কোনো-না-কোনোভাবে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে অ্যালানকে। অথবা আর কিছু না-পারুক, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে ওদেরকে গ্রেপ্তার করে আপাতত আটকে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। ওদের অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে নেয়া হয়েছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমাদের বাড়িতে একটা পিস্তলও পেলাম না।'

www.BanglaBook.org

কোনো মন্তব্য করল না মেরি।

ভ্রাউ বলে চললেন, 'কম্যাণ্ড্যাণ্ট নাকি যুক্তি দেখিয়েছেন, আগামীকাল কুশমায়া ক্যাম্পে অ্যালানের সঙ্গে যেতে হবে সবাইকে, তাই আপাতত একসঙ্গে রাখা হয়েছে। ওখানে আরেকদফা আদালত বসবে। বিচারকরা তখন হয়তো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাদেরকে।'

'আপনাকে ছাড় দিলেন কেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট?' জিজ্ঞেস করল মেরি। 'আপনাকেও তো গ্রেপ্তার করার কথা।'

'ছাড় দিয়েছেন কারণ তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করেছি আমি। তখন তোমার বাবাও সমর্থন করেছেন আমাকে। বলেছি, মেরির শরীর খারাপ। আমাকেও যদি আটকে রাখেন তা হলে ওই অসহায় মেয়েটাকে দেখবে কে? আর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে কি খেতে দেয়া হবে না অ্যালানকে? পৃথিবীর কোন্ দেশে আসামিকে না-খাইয়ে রাখা হয়? অ্যালানের খাবার রান্না করবে কে? সেই খাবার ওর কাছে পৌঁছে দেবে কে?'

'শুনে কী বললেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট?'

'তোমাকে নিয়ে অ্যালানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে। সঙ্গে করে ওর খাবার নিয়ে যেতে পারবো আমরা। কিন্তু আমাদের কেউই রাতে থাকতে পারবো না ওই বাড়িতে।'

আমার জন্য কিছু খাবার রান্না করেছেন ভ্রাউ। আর কফি তৈরি করেছে মেরি। কফির সঙ্গে মিশিয়েছে ঘুমের ওষুধ। কিছুটা কড়া করে বানিয়েছে, কফিটা যাতে খাওয়ার সময় ভেষজ ওষুধের ঘ্রাণ পাওয়া না-যায়।

হিয়ার প্রিন্সলু আর মেয়ারদের বন্দি হওয়ার খবরটা হ্যান্সকে জানায়নি মেরি। খাবারের পাত্রটা ওর হাতে দেয়ার আগে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যাও, গিয়ে দেখে এসো গর্তের কী অবস্থা।'

প্রিন্সলুদের বাড়ির পিছনের দরজা থেকে কয়েক গজ দূরেই একটা গর্ত আছে। গিয়ে ওটার অবস্থা দেখে এসে জানাল হ্যান্স, 'একজন মানুষের লুকিয়ে থাকার জন্য গর্তটা যথেষ্ট বড় এবং সুবিধাজনক। গর্তের মুখের কাছে বড় বড় ঘাস এবং ঘন ঝোপ জন্মে আছে।'

খাবারের পাত্রটা তখন ওর হাতে দিয়ে বলল মেরি, 'নাও, শক্ত করে ধরো। এটা তোমাকেই বহন করতে হবে।'

রওয়ানা করল ওরা। প্রিন্সলুদের বাড়ি থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব একশ' গজের মতো, কয়েক মিনিটেই অতিক্রম করল দূরত্বটা। কাছাকাছি আসার পর প্রহরীরা দেখে ফেলল ওদেরকে, থামতে বলল।

'শুনুন,' ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে মেরি, 'কম্যাণ্ড্যাণ্টের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। যাকে বন্দি করে রেখেছেন আপনারা, মানে আমার স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। দয়া করে ভিতরে যেতে বাধা দেবেন না আমাদেরকে।'

'ঠিক আছে দেবো না,' নরম গলায় বলল প্রহরীদের একজন, মেরির অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছে ওর। 'তুমি যে খাবার নিয়ে আসবে তা আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। বলা হয়েছে তোমাকে যেন ভিতরে যেতে দিই। কিন্তু ভ্রাউ প্রিন্সলু বা তোমার এই আদিবাসী চাকরটার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। ঠিক আছে, ওদেরকেও না-হয় যেতে দিলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। একজন লোকের খাবার তিনজনকে আনতে হবে কেন?'

'আসলে ভ্রাউ প্রিন্সলু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান আমার স্বামীকে।'

'কীসের প্রশ্ন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সম্পত্তির ব্যাপারে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িঘর জায়গাজমি দেখাশোনা করবে কে এবং কীভাবে। জানেন হয়তো, বুশম্যান কাপ্তেন দ্বিতীয়বার বিচারের জন্য আগামীকাল নিয়ে যাওয়া হবে আমার স্বামীকে। আজকের রায় শুনেই ভীষণ ভেঙে পড়েছে সে, ঠাণ্ডামাথায় কিছু ভাবতে পারছে না। তাই ভ্রাউকে নিয়ে এসেছি পরামর্শ করার জন্য। আর হটেনটট চাকরটাকে সঙ্গে এনেছি কারণ যাত্রার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে যদি কিছু বলে আমার স্বামী তা হলে তা করতে পারবে সে। এবার আর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না আমাদেরকে, ভিতরে যেতে দিন।'

'খুব ভালো, ভ্রাউ কোয়াটারমেইন। পুরো ব্যাপারটাই আপনাদের ব্যক্তিগত, আমাদের মাথা না-ঘামালেও চলবে। তারপরও...বুঝতেই পারছেন...তল্লাশি না-করে আপনাদেরকে ভিতরে যেতে দেয়াটা ঠিক হবে না। আপনার ওই লম্বা আলখাল্লার নীচে যদি কোনো অস্ত্র থেকে থাকে তো...' কথা শেষ না-করে ইঙ্গিতে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিল সে।

আলখাল্লাটা খুলে ফেলল মেরি। 'ইচ্ছা হলে তল্লাশি করে দেখতে পারেন, মাইনহেয়া।'

চট করে মেরিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লোকটা, 'ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, দশটার আগেই বের হয়ে আসতে হবে আপনাদের সবাইকে। তিনজনের কেউই রাত কাটাতে পারবেন না ভিতরে, বিশেষ করে আপনি; তা না হলে আগামীকাল ভোরে ঠেলেধাক্কিয়েও ঘুম ভাঙানো যাবে না ইংরেজটার,' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল দাঁত বের করে।

ভিতরে ঢুকল ওরা তিনজন।

আমি তখন বসে আছি একটা চেয়ারে, সামনে একটা টেবিল।

www.BanglaBook.org

মেরির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এ-পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা নোট করে রাখছি। আমাকে গুলি করে মারা হবে বলে ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছি এমন না, বরং যে-অবিচার করা হচ্ছে আমার সঙ্গে তাতে নিজের রাগ দমিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। খারাপ লাগছে এই কারণে যে, আমার হাত বলতে গেলে বাঁধা। কিছু করার উপায় নেই। ধরেই নিয়েছি আগামীকাল বুশম্যান ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে। সেখানে দ্বিতীয়বার বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। নিজের পক্ষে যাতে সাফাই গাইতে পারি সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট টুকে রাখছি।

হালকা কিছু কথাবার্তার পর সরাসরি বলে বসল মেরি, 'অ্যালান, আমার মনে হয় পালিয়ে যাওয়া উচিত তোমার।'

'পালিয়ে যাবো!' রীতিমতো চটে উঠলাম মেরির উপর। 'পালিয়ে গিয়ে প্রমাণ করবো আসলেই আমি অপরাধী? জানো না যারা অপরাধ করে তারাই পালায়? ওদের মুখোমুখি দাঁড়াবো আবার, সবার সামনে খুলে দেবো শয়তান পেরেইরার মুখোশ।'

'কিন্তু তোমাকে যদি মেরে ফেলে ওরা? তুমি মুখ খোলার আগেই যদি গুলি চালায় তোমার উপর?'

জবাব দিলাম না। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মেরির দিকে।

উঠে গিয়ে দেখে এল মেরি জানালাটা বন্ধ কি না। তারপর আমার পাশের চেয়ারে বসে গলা নামিয়ে বলল, 'বোয়াদের আলোচনা শুনে যা জানতে পেরেছ বলো তোমার বসকে।'

তখন পাশের ঘরের চুলায় আগুন জ্বালাতে চলে গেলেন ব্রাউ। উদ্দেশ্য, কেউ যদি উঁকি দিয়ে নজর রেখে থাকে আমাদের উপর তা হলে খাবার গরম করার বাহানায় ওই লোকের চোখ ফাঁকি দেয়া। এই ফাঁকে নিচু গলায় আমাকে সব বলল হ্যান্স।

শুনলাম, কিন্তু হ্যান্সের একটা কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।

www.BanglaBook.org

হয় সে বোয়াদের কথা বুঝতে ভুল করেছে অথবা মিথ্যা বলছে। সম্ভবত দ্বিতীয়টাই। ওকে ভালোমতো চিনি আমি, জানি সে গল্প বানাতে ওস্তাদ। তার উপর মদ খেয়েছে, ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। সাদাচামড়ার কোনো লোক যে-পরিমাণ মদ খাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারবে না, ততখানি মদ অনায়াসে খেতে পারে হ্যান্স। এবং তখন ওকে দেখলে মাতাল মনে হয় না। শুধু একজায়গায় ঝিম মেরে বসে থাকে এবং আবোলতাবোল কথা বলতে থাকে।

তাই ওর কথা শেষ হওয়ার পর বললাম মেরিকে, 'বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই কাজ পেরেইরার মতো শয়তানের দ্বারা সম্ভব, অস্বীকার করবো না। কিন্তু তোমার বাবার কথা ভাবো একবার। তিনি আমার ক্ষতি চান, কিন্তু তাঁকে যতখানি চিনতে পেরেছি জেনেশুনে সে-ক্ষতি হতে দেয়ার মতো খারাপ তিনি না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভালোমানুষ, ধর্মভীরু এবং আমি তাঁর মেয়েজামাই। আমাকে অপছন্দ করেন তিনি, কিন্তু আমাকে খুন করার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন না।'

'অ্যালান,' শান্ত গলায় বলল মেরি, 'ভুল হচ্ছে তোমার। বাবা আগে যেমন ছিল এখন আর সে-রকম নেই। অনেক পাল্টে গেছেন তিনি। টাকাপয়সা সহায়সম্পত্তি সব হারিয়ে প্রথমে নিঃস্ব হয়েছেন, তারপর দুঃখকষ্ট ভোগ করতে করতে তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে যে, কখনও কখনও আমার নিজেরই মনে হয় তিনি পাগল হয়ে গেছেন। যা করছেন তা স্রেফ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে করছেন।'

'কিন্তু আজ বিকেলে যেসব কথা বললেন তিনি, শুনলে কেউ কি বলবে তাঁর মাথা খারাপ? তা ছাড়া হ্যান্সের কথা সত্য হলেই বা কী করার আছে আমার?'

'অনেক কিছু করার আছে,' করুণ হাসি হাসল মেরি। 'তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ে আধ ইঞ্চি লম্বা আমি। ভালোমতো খেয়াল না-করলে বোঝা যায় না, আর রাতের বেলায় তো অসম্ভবই বলা যায়। আমরা দু'জনই হালকাপাতলা। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমার পোশাক পরে শরীরটা আলখাল্লা দিয়ে ভালোমতো ঢেকে বের হয়ে যাও এই বাড়ি থেকে। তোমাকে পাকড়াও করা তো পরের কথা, ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারবে না প্রহরীরা। তারপর পরিস্থিতি শান্ত না-হওয়া পর্যন্ত তোমাকে একজায়গায় লুকিয়ে রাখবে হ্যান্স।'

'আমার বদলে তুমি রয়ে যাবে এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী মনে করো? আমার মাথা খারাপ? তোমাকে এখানে রেখে নিরাপদে গিয়ে লুকিয়ে থাকি আর তুমি গুলি খেয়ে মরো, নাকি? তা ছাড়া তোমার পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক আছে। ধরে নিচ্ছি প্রহরীদের চোখে ধুলো দিতে পারবো, কিন্তু আমি পালিয়েছি টের পাওয়ামাত্র পুরো এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করবে বোয়ারা। ওরা বোকা না, ঠিকই বুঝতে পারবে ঘোড়া-ছাড়া বেশি দূর যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। হ্যান্স যেখানেই লুকিয়ে রাখুক, ধরা পড়তে বড়জোর দু'দিন লাগবে আমার। তখন?'

কিছু বলছে না মেরি। অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

'তখন অবস্থা আরও খারাপ হবে,' বলে চললাম আমি। 'আমাকে খুন করার ভালো একটা অজুহাত পেয়ে যাবে বোয়ারা। বলবে ছদ্মবেশে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছি আমি। তোমার পরিকল্পনাটা মেরি, বলতে বাধ্য হচ্ছি, উদ্ভট আর অবাস্তব।'

ছলছল দু'চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল মেরি, কিছু বলল না।

'আরেকটা ভালো বুদ্ধি আছে আমার মাথায়,' ওকে খুশি করার

www.BanglaBook.org

জন্য বললাম, যদিও জানি যা করতে বলবো তাতে তেমন কোনো উপকার হবে না। 'ব্রাউ, একটু এদিকে আসবেন?'

পাশের ঘর থেকে হাজির হলেন ব্রাউ প্রিন্সলু।

তাঁকে বললাম, 'একটা কাজ করতে হবে আপনাকে, ব্রাউ।'

'কী কাজ?' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দু'হাত কোমরে রেখে মারমুখী চেহারায় দাঁড়িয়েছেন ব্রাউ, যেন আমি বলামাত্র গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন আমার শত্রুদের উপর।

'কম্যাণ্ড্যাণ্টের কাছে যাবেন আপনি। হ্যান্সের নাম উল্লেখ না-করে সব বলবেন তাঁকে। কথাটা সত্য কি না জানতে চাইবেন। কম্যাণ্ড্যাণ্ট যদি আপনার কথা পাত্তা না-দেয় তা হলে চেঁচিয়ে মাথায় তুলবেন পুরো এলাকা, সবাইকে জানিয়ে দেবেন সবকিছু। তারপর এখানে এসে আমাদেরকে জানাবেন কী হলো। একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কাজটা করতে পারলে, আগামীকাল ভোরে আমাকে খুন করার পরিকল্পনা যদি থেকেও থাকে পেরেইরার, বাতিল করতে বাধ্য হবে সে। পৃথিবীর ইতিহাসে লোক জানাজানি করে খুন হয়নি কখনও, হবেও না।'

'কিন্তু যদি আমাকে চেপে ধরে ওই হারামজাদা কম্যাণ্ড্যাণ্ট?' চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করলেন ব্রাউ। 'যদি বার বার জিজ্ঞেস করে কার কাছ থেকে জানতে পেরেছি কথাটা?'

'তা হলে উত্তরটা দিতে বার বার অস্বীকার করবেন আপনি। আপনি কোনো আসামি না আর কম্যাণ্ড্যাণ্ট কোনো দারোগা না যে, আপনাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাতেই হবে তাঁর। যদি মনে করেন প্রশ্ন করে আসলে আপনার সময় নষ্ট করতে চাচ্ছে লোকটা তা হলে চলে আসবেন তাঁর সামনে থেকে।'

'হ্যাঁ, দয়া করে করুন কাজটা,' অভিমানী কণ্ঠে ব্রাউকে বলল হ্যান্স। 'তা হলেই জানতে পারবেন আমার কথা সত্যি না মিথ্যা।'

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি,' বলে বেরিয়ে গেলেন ভ্রাউ। প্রহরীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনি, তারপর চলে গেলেন। তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলাম না আমরা।

আধ ঘণ্টা পর ফিরে এলেন তিনি। বাইরে থেকে হাঁক দিয়ে বললেন দরজা খুলে দিতে। ভিতরে ঢুকে নিচু গলায় বললেন, 'দেখা করতে পারলাম না।'

'দেখা করতে পারলেন না মানে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওরা সবাই চলে গেছে।'

'চলে গেছে! কোথায়?'

'জানি না। কিন্তু শুধু এই প্রহরীরা বাদে একজনও নেই। এমনকী আমার স্বামী-সন্তান বা মেয়াররাও না।'

'অদ্ভুত তো! মনে হয় ওদের ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস নেই এই এলাকায়, তাই দূরে কোথাও নিয়ে গেছে। আবার অন্য কোনো কারণও হতে পারে। এক কাজ করা যাক,' বলে এগিয়ে গেলাম দরজাটার দিকে। দরজাটা খুলে ডাকলাম প্রহরীদেরকে। ওরা আপাতত আমার শত্রু, কিন্তু জানি লোক হিসেবে সৎ।

'শোনো বন্ধুরা,' বললাম আমি, 'শুনলাম আমাকে নাকি বুশম্যান নদীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে না। বরং আগামীকাল ভোরে এই বাড়ি থেকে যখন বের হবো তখন নাকি ঠাণ্ডামাথায় গুলি করে হত্যা করা হবে। কথাটা কি ঠিক?'

'ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল এক প্রহরী, 'তুমি আমাদেরকে খুনি মনে করো নাকি, ইংরেজ ছোকরা? আমাদের উপর আদেশ আছে, কম্যাণ্ডান্ট যখন যেখানে বলবেন তখন সেখানে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাফ্রিদের মতো গুলি

www.BanglaBook.org

করে মারা হবে না তোমাকে। হয় তুমি নয়তো যারা তোমাকে ওই গল্পটা শুনিয়েছে তারা পাগল।'

'কিন্তু কম্যাণ্ডাণ্ট কোথায়?' আবারও জিজ্ঞেস করলাম। 'তাঁর সঙ্গীসাথীরাই বা কোথায়? ভ্রাউ প্রিসলু দেখা করতে গিয়েছিলেন কম্যাণ্ডাণ্টের সঙ্গে, ফিরে এসে বলছেন সবাই নাকি চলে গেছে।'

'যাবে না তো কী করবে?' খেঁকিয়ে উঠল আরেক প্রহরী। 'এখানে বসে থেকে কচুকাটা হবে? খবর পাওয়া গেছে তোমার কয়েকজন যুলু ভাই নাকি টুজেলা পার হয়ে এদিকেই আসছে। বোধহয় আবার হামলা করতে চায় আমাদের উপর। শুনে আর দেরি করেননি কম্যাণ্ডাণ্ট। যতজনকে পেরেছেন সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেছেন যুলুদের মোকাবেলা করার জন্য। সঙ্গে পিস্তল-বন্দুক থাকলে ওই কালো শয়তানগুলোকে পরোয়া করে কে? তা ছাড়া এত উজ্জ্বল চাঁদের-আলোয় চেষ্টা করলেও গা ঢাকা দিতে পারবে না ওরা। সঙ্গত কারণেই সঙ্গে নেয়া হয়নি তোমাকে, বুঝতেই পারছ। তুমি সঙ্গে থাকলে আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আবারও আমাদের সবাইকে মরতে হবে যুলুদের হাতে। তারচেয়ে তোমার এখানে বন্দি হয়ে থাকাই ভালো। এবার আর বাজে না-বকে ভিতরে গিয়ে ঢোকো, তোমার ন্যাকামি সহ্য হচ্ছে না। আর ভুল করে মনে কোরো না আমরা মাত্র দুজন আছি বলে আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে। আমাদের বন্দুক লোড করাই আছে এবং আমাদের উপর আদেশ আছে তুমি পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করতে কোনোরকম দ্বিধা যেন না-করি।'

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাকালাম আরিদের দিকে। 'এবার শুনলে তো? এবার বিশ্বাস হয়েছে ভুল শুনেছে হ্যান্স?'

ভ্রাউ প্রিসলু, মেরি আর হ্যান্স—তিনজনই চুপ করে আছে। মেরির দিকে তাকালেন ভ্রাউ, তাঁর চোখে খেলা করছে অদ্ভুত এক

www.BanglaBook.org

দৃষ্টি। আজ, আমার এই কাহিনি লেখার সময় বুঝতে পারছি, নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ইঙ্গিত বিনিময় করেছিলেন তাঁরা তখন। সেই উদ্ভট, অবাস্তব, ভয়ঙ্কর অথচ সরল পরিকল্পনার অর্ধেকটা ব্রাউকে জানিয়েছিল মেরি, বাকি অর্ধেক নিজের প্রেমপূর্ণ মনের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

আফসোস! একটাবার যদি শুধু টের পেতাম কী করতে যাচ্ছে সে!

একগুঁয়ে সন্তানকে যেভাবে বোঝান বাবা-মা সে-রকম গলায় বললেন ব্রাউ প্রিন্সলু, 'সম্ভবত ঠিকই বলেছ, অ্যালান। আগামীকাল ভোরে যখন তোমাকে নিতে আসবো বোয়ারা তখন বাড়ি থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানালেই চলবে। চলো, এবার আর দেরি না-করে সাপার খেয়ে নিই। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় না। হ্যান্স, খাবার নিয়ে এসো।'

খেয়ে নিলাম আমরা। পিপাসা লেগেছে খুব; তাই পর পর দু'কাপ কফি গিললাম। তারপরই, আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে আমার। মনে হচ্ছে চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মাথাটা কাজ করছে না, ভারী ভারী লাগছে। হঠাৎ করেই রাজ্যের ঘুম যেন ভর করেছে আমার চোখে, কিছুতেই মেলে রাখতে পারছি না।

এখনও মনে আছে আমার এবং আজীবন থাকবে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে শেষ যে-দৃশ্যটা আমার স্মৃতিতে আছে তা হলো, অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ মেলে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেরি। সেই দু'চোখ মমতায় ভরা, প্রেমে পূর্ণ, আত্মত্যাগের আনন্দে ছলছলে। চোখ বন্ধ হয়ে এল আমার, নিজের ঠোঁটের উপর মেরির নরম ঠোঁটের আলতো স্পর্শ পেলাম একবার, দু'বার, তিনবার...

www.BanglaBook.org

তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল একসময়।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখি বোতলের মতো আকৃতিবিশিষ্ট একটা গর্তের ভিতরে আছি। শুনেছি নবী ইউসুফকে নাকি তাঁর ভাইয়েরা মরুভূমির এক কুয়ার ভিতরে ফেলে দিয়েছিলেন। আমাকে কে এই গর্তের ভিতরে ফেলতে গেল বুঝতে পারছি না। আমার তো কোনো ভাই নেই? নাকি গর্তটর্ত সব মেকি—আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছি? অথবা কে জানে, মরেও গিয়ে থাকতে পারি, কবরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে। মারা যাওয়ার একাধিক কারণ অবশ্য আছে, চাইলেও অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু প্রশ্ন একটাই: যে বা যারাই দাফন করে থাকুক আমাকে, মহিলাদের পোশাক পরিয়ে কবরে নামাতে গেল কেন? দেশে কি ব্যাটাছেলের এতই অভাব ছিল?

তা ছাড়া ওই আওয়াজটাই বা কীসের যা শুনে হুঁশ ফিরেছে আমার? আর যা-ই হোক, আমি নিশ্চিত কিয়ামতের জন্য শৃঙ্গায় ফুঁ দেয়া হচ্ছে না। কারণ শৃঙ্গার আওয়াজ দোনলা বন্দুকের আওয়াজের মতো হতে পারে না।

'বাস, আপনার হুঁশ ফিরেছে?' মৃদু গলায় ডাকছে কে যেন। 'বাস? হুঁশ ফিরে থাকলে লাফ দিন। আপনার হাত ধরবো আমি, টেনে বের করবো বাইরে।'

তারমানে আমার সঙ্গে হ্যান্সও মরেছে নাকি? একই কবরে ঠাঁই পেয়েছি দু'জন? কিন্তু সে উপরে উঠতে পারল কীভাবে?

ভাবতে ভাবতে দু'হাত উপরে তুলে লাফ দিলাম। কী করছি কেন করছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথা পরিষ্কার হয়নি এখনও। আমার দুই কব্জি লুফে নিল হ্যান্স, ধরল শক্ত করে, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্বশক্তিতে টেনে গর্ত থেকে বাইরে বের করল আমাকে।

'এবার বাস,' নিচু কণ্ঠে বলল সে, 'বোয়াদের হাতে আবারও ধরা পড়ার আগেই পালান।'

'কীসের বোয়া?' ঘুম ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। 'তা ছাড়া পালাবোই বা কীভাবে? দেখো এসব কী ঝুলছে আমার গায়ে। এগুলো নিয়ে কেউ দৌড়াতে পারে?'

আবারও বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে দুই চোখ। জোর করে খুলে তাকালাম চারদিকে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কোথায় আছি বুঝতে পারছি। প্রিন্সলুদের বাড়িটা এখন আমার ডানদিকে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পাতলা কুয়াশা। তারপরও একশ' কদম দূরে আমার আর মেরির বাড়িটাও নজরে পড়ে। কিছু একটা হচ্ছে ওই বাড়িতে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে একাধিক লোক ছোটাছুটি করছে সেখানে। স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম নিজের বাড়ির দিকে। কিন্তু যতই হাঁটি দূরত্ব আর কমে না। আশ্চর্য! ব্যাপার কী? পিছন ফিরে দেখি আমাকে ধরে রেখেছে হ্যান্স, সমানে বকবক করছে। ওর বকবকানির সারাংশ, 'বাস, পাগলামি করবেন না। আমার সঙ্গে চলুন। এখনই পালাতে হবে আপনাকে।'

কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক বুঝে গেছি খারাপ কিছু ঘটেছে আমার বাড়িতে। কাজেই তন্দ্রাভাবটা কেটে গেছে, অনেকখানি অসুরের শক্তি শরীরে ভর করেছে যেন। পাঁই করে ঘুরেই সজোরে ঘুষি মারলাম হ্যান্সকে। থমকে গেল সে, আপনাথেকেই আলগা হয়ে গেল ওর মুঠি। দু'-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আমার দিকে হতভম্বের মতো। তারপরই ছুটে পালিয়ে গেল কোথায় যেন।

একাই এগিয়ে চললাম। হাজির হলাম বাড়ির কাছে। দরজার ডানদিকে, দশ-পনেরো গজ দূরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা লোক। অবাক কাণ্ড, গতরাতে যে-কাপড় পরে ছিলাম আমি, লোকটার পরনে হুবহু সে-রকম কাপড়। এমনকী পায়ের বুটজোড়া পর্যন্ত!

কোত্থেকে যেন আমারই মতো হাজির হয়েছেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন মাটিতে-পড়ে-থাকা লোকটার দিকে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে হার্নান পেরেইরা। হাতের দোনলা বন্দুকে গুলি ভরছে। পিছনে দাঁড়িয়ে শুকনো-মুখে ওর কাজ দেখছেন হেনরি ম্যারাইস। একহাতে রাইফেল। আরেকহাতে দাড়ি টানছেন। অনতিদূরে দুটো জিনপরানো ঘোড়া। লাগাম ধরে আছে এক কাফ্রি চাকর। চোখ বড় বড় করে বোকার মতো সব দেখছে সে।

কী হয়েছে বুঝতে পারার পরও যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না এমন ভঙ্গিতে মাটিতে-পড়ে-থাকা লোকটার কাছে গিয়ে হাজির হলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। মোটা শরীর নিয়ে বেশ কষ্ট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন লোকটার পাশে। ধাক্কা মেরে চিত করলেন লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন গলা ফাটিয়ে, 'হেনরি ম্যারাইস, হতভাগা পাষণ্ড বাপ কোথাকার, এসে দেখে যা কী করেছিস তোর মেয়ের! দেখে যা তোর কলিজার-টুকরা ভাগ্নেটা কী করেছে! তোর মেয়ে না তোর সব? তোর মেয়েকে না নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসিস তুই? দেখে যা তোর মেয়ের সঙ্গে কীভাবে সব দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়েছে তোর বোনপো।'

দাড়ি ধরে টানাটানি থেমে গেছে হেনরি ম্যারাইসের। কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। চোয়াল ঝুলে পড়েছে, দৃষ্টিতে নগ্ন আতঙ্ক। পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন মৃত মানুষটার দিকে। এবং যত এগোচ্ছেন তাঁর দুই হাঁটু যেন তত দুর্বল হয়ে পড়ছে। মানুষটার কাছে পৌঁছে ধপাস করে বসে পড়লেন হাঁটু ভেঙে।

www.BanglaBook.org

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি মেয়ের লাশের দিকে। বোধহয় কাঁদছেন, আমার দিকে উল্টো ঘুরে থাকায় দেখতে পাচ্ছি না। মাথায়, কপালে, গালে হাত বুলিয়ে শেষবারের মতো আদর করছেন মেয়েকে। তারপর কী হলো ঠিক জানি না—জোড়া বুলেটের আঘাতে মেয়ের প্রায়-দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত লাশ দেখে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল সম্ভবত—একলাফে উঠে দাঁড়ালেন। মাথা থেকে খসে পড়ল হ্যাট। বেরিয়ে পড়ল উসুখুসু চুল। পাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি হলেন পেরেইরার। সিংহনাদের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন, 'শয়তান! তুই আমার মেয়েকে খুন করেছিস! হাসিল করতে না-পেরে ওকে শেষ করে দিলি তুই?' বলতে বলতে কাঁধে রাইফেল ঠেকালেন তিনি, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলেন পেরেইরার পেটে।

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পেরেইরা। মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

এদিকে আমার পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। হুঁশ ফেরার পর থেকেই মাথা কাজ করছিল না, এখন আরও ঘোলা হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছি একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে আমাদের দিকে। কিন্তু ওরা কারা তা জানার ইচ্ছাও হচ্ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মেরির দিকে। আমার মেরি, যাকে বাঁচানোর জন্য জীবন বাজি রেখেছিলাম, সে আমাকে বাঁচানোর জন্য আমাকেই ঠকিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিল? এর বেশি কিছু আমার মাথায় আসছে না। বুকের ভিতরে তুমুল ঝড় শুরু হয়েছে। সেই ঝড়ের কারণে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দুই চোখ। শরীরের সব শক্তি যেন আবারও হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

কাছে এসে থামল ঘোড়সওয়ারেরা। কম্যাণ্ড্যাণ্টের বাজখাঁই কণ্ঠটা চিনতে পারলাম, 'কী হচ্ছে এসব? এই লোক দুটো কারা? হেনরি ম্যারাইস, কী হয়েছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'লোক?' আবারও হুঙ্কার ছাড়লেন ম্যারাইস। 'ওরা লোক না। একজন আমার মেয়ে—আমার একমাত্র সন্তান। আরেকজন হানান পেরেইরা—সাক্ষাৎ শয়তান, এজন্যই গুলি খেয়েও মরেনি। আরেকটা বন্দুক দিন আমাকে, ওকে নিজের হাতে খুন না-করলে স্বর্গে গেলেও শান্তি পাবো না আমি।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট। বুঝতে পারছেন হেনরি ম্যারাইসের মাথা আবার গেছে। এমন সময় ভ্রাউ প্রিন্সলুকে দেখতে পেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ভ্রাউ?'

জবাবে অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বলতে লাগলেন ভ্রাউ, 'কী হয়েছে তা আমার চেয়ে ভালো জানার কথা আপনার। বিচারের নামে অ্যালানা কোয়াটারমেইনকে খুন করার জন্য দু'জন খুনি পাঠিয়েছিলেন আপনি। ভুল করে অ্যালানের স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে ওরা।'

মেরিকে শেষবারের মতো দেখার জন্য একটু একটু করে এগোচ্ছি আমি, মাথার ঠিক নেই। কান্না আসছে কিন্তু কাঁদতে পারছি না, আহাজারি করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু জিভ অসাড় হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙার পর যতটুকু সাড়া ফিরে এসেছিল শরীরে তা বিদায় নিচ্ছে ধীরে ধীরে। একবার হোঁচট খেলাম, পরেরবার কাপড়ের ঝুলে পা আটকে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

কম্যাণ্ড্যাণ্ট আবার জিজ্ঞেস করলেন ভ্রাউকে, 'ওই মহিলা কে? এখানে কী করছে?'

'সে মহিলা না,' আগের সেই ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে জবাব দিলেন ভ্রাউ। 'মহিলার কাপড় পরা পুরুষ। সে অ্যালান কোয়াটারমেইন। ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মেরির কাপড় পরিয়ে ছিলাম, তারপর

www.BanglaBook.org

আপনার প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। আপনার কসাইদের কবল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম ওকে।'

'ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলেন কম্যাণ্ড্যান্ট। 'এসব কী শুনছি আমি? এটা কি পৃথিবী না নরক?'

তখন একহাতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসল পেরেইরা। বলল, 'আমি মরে যাচ্ছি। পেটে গুলি লেগেছে আমার, আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না। তবে মরার আগে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই আপনাকে, কম্যাণ্ড্যান্ট। ওই ইংরেজটার বিরুদ্ধে যা যা বলেছি আপনাকে তার সবই মিথ্যা। সে ডিনগানের সঙ্গে হাত মেলায়নি। ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পিটার রেটিফ আর তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করায়নি। বরং আমিই উস্কে দিয়েছিলাম ডিনগানকে। বলেছিলাম ওই চুক্তিতে সই করলে তাঁর ক্ষতি হবে, তাঁর রাজত্ব যাবে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি আমার কথায় ভড়কে গিয়ে পিটার রেটিফ আর অন্য বোয়াদের খুন করবে ডিনগান। বরং আমি চেয়েছিলাম যাতে অ্যালানকে ধরে শেষ করে দেয় যুলুদের রাজা। কারণ অ্যালানকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। আমি যে-মেয়েকে ভালোবেসেছি সে ওই মেয়ের মন জিতে নিয়েছে। ভাগ্যের কী খেলা! জীবনেও চাইনি যাদের কোনো ক্ষতি হোক তারা সবাই শেষ হয়ে গেল, অথচ অ্যালান ঠিকই বেঁচে গেল।

'ডিনগানের মনে কুমতলব আছে টের পেয়ে মামাকে নিয়ে পালালাম আমি যুলুদের দেশ ছেড়ে। এখানে এসে জানতে পারলাম অ্যালানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে মেরির। ঘৃণায়, ঈর্ষায় আমার মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মামাকে নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের কাছে। এতদিন আমি যা-ই বলেছি তা-ই করেছেন তিনি চোখ বুজে, কাজেই আমি যখন বললাম অ্যালানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে তখন তা-ও করলেন। আপনাদেরকেও ধোঁকা দিলাম। আপনারাও কী বোকা দেখুন, আমার কথা খুব সহজে বিশ্বাস করে প্রকৃতপক্ষে নিরপরাধ একটা লোককে গুলি করে মারার হুকুম দিলেন। কিন্তু কথায় আছে না—পরের লাগি খাদ করে, আপনি খাদে পড়ে মরে? আমার হয়েছে সে-অবস্থা। মেরি আরও একবার ধোঁকা দিল আমাকে। এত বড় ধোঁকা যে সে দিতে পারবে তা কল্পনাও করিনি কখনও। স্বামীর কাপড় পরে দিব্যি বসে আছে বাড়িতে, শেষরাতের অন্ধকারে ঠিকমতো দেখিওনি, নাগালে পেয়ে গুলি করে দিলাম। যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতাম তার জীবনটাই শেষ করে দিলাম! ওর লাশ দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার আধপাগল মামাটার, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করে বসলেন আমার পেটে...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিলেন ভ্রাউ প্রিন্সলু। খনখনে গলায় সমানে চিৎকার করে বলছেন তিনি, 'নরকেও জায়গা হবে না তোর, ইবলিশ! তোকে কবর দিলেও তোর লাশ বের করে শিয়াল-শকুনে খাবে। আর তোমরা, চোখ থাকার পরও কানা বোয়ারা, ঈশ্বরের অভিশাপ নামবে তোমাদের সবার উপর. নির্দোষ একটা মেয়েকে এভাবে সবাই মিলে খুন করেছ, এই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাদের সন্তানদেরকেও। নতুন দেশ খুঁজে বের করার এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, আফ্রিকায় ইংরেজদের অধীনেই থাকতে হবে তোমাদেরকে আজীবন...'

আবারও জ্ঞান হারালাম আমি।

BanglaBook.org

দুই সপ্তাহ পর।

খুবই অসুস্থ ছিলাম এই ক'দিন। বলতে গেলে- চিত্তবৈকল্য

www.BanglaBook.org

ঘটেছিল আমার। আস্তে আস্তে সেরে উঠছি। ভ্রাউ প্রিন্সলুর বাড়িতে আছি। আমার দেখাশোনা করছেন তিনি। বোয়াররা সবাই যে যেদিকে পারে সরে পড়েছে। হার্নান্দো পেরেইরা আর মেরিকে কবর দেয়া হয়েছে। হেনরি ম্যারাইসকে হাত-পা বেঁধে একটা গরুর-গাড়িতে চড়িয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন কম্যাণ্ড্যাণ্ট। ম্যারাইস বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। পরে জানতে পারি তাঁর পাগলামি নাকি অনেকখানি ভালো হয়ে গিয়েছিল। পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। বেশিরভাগ সময়ই নির্জন কোনো জায়গায় বসে থাকতেন চুপ করে। বাজারে বা লোকালয়ে চলার সময় পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন, 'মেরিকে দেখেছ? ওই যে আমার অভাগী মেয়েটা? ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি অনেকদিন থেকে। ওর কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে?'

জবাব না-দিয়ে তাঁর সামনে থেকে সরে যেত সবাই।

নেটালের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে মুখরোচক এক গল্প: ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এককালের প্রেমিকা ও বাগ্‌দত্তা মেরিকে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছে হার্নান্দো পেরেইরা। তারপর প্রেমিকার বাবার হাতে গুলি খেয়ে মরেছে। মেয়ের বীভৎস লাশ দেখে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন হেনরি ম্যারাইস।

কিন্তু এই গল্প, ওই উথালপাথাল সময়ের আরও অনেক যুদ্ধ আর হত্যাযজ্ঞের কাহিনির নীচে স্বাভাবিকভাবেই চাপা পড়ে গেল। লোকে ভুলে গেল মেরিকে, ভুলে গেল পেরেইরাকে। এককালের ম্যারাইসফন্টেইনের ধনী মালিক হেনরি ম্যারাইস নিঃস্ব হয়ে, ছেলেছোকরাদের উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়ে মৃত মেয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পথেপ্রান্তরে।

আর আমি?

ভ্রাউ প্রিন্সলুর বাড়ির এককোনায় পড়ে থেকে মনে মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করতে লাগলাম মৃত্যুর, অথচ শারীরিকভাবে সেরে উঠতে লাগলাম একটু একটু করে।

মরার আগে আমার যে-শার্ট পরে ছিল মেরি তার পকেট থেকে মেরিরই রক্তেভেজা একটা চিঠি পাওয়া গেছে। সে-চিঠি হাতে নিয়ে সারাদিন শুয়ে থাকতাম আর হাজারবার পড়তাম মেরির শেষ কথাগুলো:

"আমার স্বামী,

তিনবার আমার জীবন রক্ষা করেছ তুমি। এবার আমার পালা। তুমি রাগ করো আর যা-ই করো, অন্য কোনো উপায় নেই। ওরা হয়তো পরে খুঁজে পেয়ে হত্যা করবে তোমাকে। তারপরও কাজটা করতে হলো। কারণ তোমাকে ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। আমি সবসময় চেয়েছি তোমার আগে যেন আমার মরণ হয়। মৃত্যুর পরে মৃত্যুহীন সে-দেশে মানুষ যায় সে-দেশে আগে থেকেই গিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই।

আমিই তোমাকে ঘুমের-ওষুধ খাইয়েছি, অ্যালান। তারপর তোমার মতো ছোট করে কেটেছি নিজের চুল। নিজের কাপড় খুলে পরিয়েছি তোমাকে, তোমারটা পরেছি নিজে। তারপর তোমাকে তুলে দিয়েছি গ্রাউ গ্রিগল আর হ্যান্সের হাতে। আলখাল্লা দিয়ে ভালোমতো ঢেকে তোমাকে বের করে নিয়ে নিরাপদে সুরক্ষে চলে গেছে ওরা। প্রহরীরা কিছু বুঝতেই পারেনি।

'এরপর কী হবে জানি না আমি। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পর এই চিঠি লিখতে বসেছি। আশা করি জ্ঞান ফিরলে হ্যান্সকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারবে তুমি। যেখানেই থাকো, যতদূরেই থাকো, আশা করি বেঁচে থাকবে, সুখে থাকবে। হয়তো আমার কথা ভেবে কষ্ট হবে মাঝেমধ্যে। কারণ আমি জানি আমাকে ভালোবাসো তুমি।

www.BanglaBook.org

সারাজীবন বাসবে। আমিও তোমাকে অনন্তকাল ভালোবেসে যাবো।

মোমবাতিটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার জীবনপ্রদীপও নিভে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। কাজেই বেশি কিছু না-লিখে শুধু বিদায় বলে যেতে যাই। বিদায়, প্রিয়তম, বিদায়। দেখো, পার্থিব জীবনে কত অপার্থিব স্বপ্ন দেখি আমরা। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও সে-রকম কোনো স্বপ্ন মেনে নিয়ে বিদায় জানাচ্ছি। আশা করছি আবারও দেখা হবে আমাদের। প্রেমিকা হিসেবে মন দিয়েছি তোমাকে, স্ত্রী হিসেবে দিয়েছি শরীর, আর আজ তোমার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে যদি দরকার হয় জীবনও দিতে রাজি আছি। মরার পরে যেখানেই যাই না কেন, অপেক্ষা করবো তোমার জন্য। শুধু তোমার জন্য।

বিদায়, আমার বন্ধু। বিদায়, আমার স্বামী। চিরসঙ্গী, অনেকদিন আগে পড়া একটা কবিতার কয়েকটা লাইন লিখে শেষ করতে চাই আমার এই চিঠি:

জনম জনম কাঁদবো বন্ধু
তবু যাবে না বিরহব্যথা,
জনম জনম সাজাবো শব্দ
তবু ফুরাবে না মনের কথা।
জনম জনম দেখবো যুগল
আমারও জাগবে ভালোবাসা,
একদিন তুমি হবে আমার
জনম জনম করবো আশা।

—তোমারই,
মেরি।"

www.BanglaBook.org

আমার প্রথম প্রেমকাহিনির এখানেই ইতি। কারণ আর কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কেউ যদি আদ্যোপান্ত পড়ে থাকেন তা হলেই বুঝতে পারবেন কেন আগে কখনওই মেরির কথা বলিনি, কেন এতদিন পর ওর কথা বলার জন্য কাগজ-কলম নিয়েছি। আমারও সময় হয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার। মেরি ম্যারাইসের সেই অপেক্ষমাণ মহান আত্মার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে হয়তো।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG